CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

2.3

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थागार,
भरतनिधि, म. शोर्वा
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

0. In Public Domain, Digitizagtion by eGang

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangot

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয় গৌরব-গ্রন্থাবলী ৩

গৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

কলিকাতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

आम्नाय—ग्रन्थालय
सरस्वति, करौंदी
वाराणसी-5

গৌড়ীয়-দর্শন

কলিকাতা-এলবার্টহলে ২৬শে শ্রাবণ (১৩৩৬),

১১ই আগষ্ট (১৯২৯) তারিখে

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীরূপানুগপ্রবর

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম

দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌরাব্দ ৪৪৭

ভিক্ষা ৷৹

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলিকাতা-বাগবাজার-স্থিত
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে
(আচার্য্যত্রিক, মহামহোপদেশক, ভাগবতরত্ন)
শ্রীকুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ-
কর্তৃক প্রকাশিত

২৪৩২ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌এ
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ
কর্তৃক মুদ্রিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয়-দর্শন

বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
মঙ্গলাচরণ ও বক্তার দৈন্য	১
সভাপতি-আবাহন	১
বক্তার আত্ম-পরিচয় ও গুরুপরিচয়	৩
গৌড়ীয়-দর্শনে কর্ম্ম ও লীলা	৪
গৌড়ীয়-দর্শনে গুরু ও শিষ্য	৪
গৌড়ীয়-দর্শনে শ্রুতি ও শ্রৌতবিচার	৪
গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্ব	৫
আম্নায়	৬
শব্দ	৭
স্ফোটবাদ বিচার	৭
স্ফোট-বিচারে জৈমিনী	১২
সাংখ্যের বিচার	১৩
আন্তর স্ফোট ও বহিঃস্ফোট	১৪
শ্রীল জীবগোস্বামী	১৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	পত্রাঙ্ক
স্ফোটবাদের বিবৃৎ-তাৎপর্য্য	২৩
ত্রিবিধ রূঢ়ি	২৪
শ্রৌতপন্থা ও স্ফোটের কদর্থ	২৪
গৌড়ীয়াচার্য্য ও মহাপ্রভুর স্ফোটের বিচার	২৫
জড়াকার, চিদাকার ও শব্দার্চ্চা	২৬
কর্ম্ম ও লীলা	২৬
শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই হরির কীর্ত্তন	২৭
কৃষ্ণতত্ত্ব কর্ম্মান্তর্গত নহেন	২৭
গৌড়ীয়-দার্শনিকের বৈশিষ্ট্য	২৮
শব্দব্রহ্মের নিত্যারাধনাই কর্ত্তব্য	২৯
লীলা-প্রবেশ	২৯
সাধুসঙ্গই মূল	৩০
জড়াভিজ্ঞান ও গুরুকৃষ্ণের কৃপাসঞ্চারিত অভিজ্ঞান	৩০
গৌড়ীয় ও অগৌড়ীয় দর্শন ; জড়বিশেষ, নির্ব্বিশেষ ও চিদ্বিশেষ	৩২
গৌড়ীয়-দর্শনের সর্ব্ব-সমন্বয়	৩২
শ্রবণানুগ্রহে দর্শন	৩৪
জীবের কতকাল বদ্ধাভিমান ?	৩৪
অক্ষজ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা	৩৫
অভিজ্ঞতাবাদে অধোক্ষজজ্ঞান অগম্য	৩৫
খণ্ডিতবস্তুর জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের জনক নহে	৩৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র মায়ার অবকাশ	৩৭
আরোহ-তর্কবিতর্কে বাস্তবসত্য অনধিগম্য	৩৭
সেবোন্মুখতাই মঙ্গল-লাভের একমাত্র যোগ্যতা	৩৭
অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশ-সিদ্ধান্ত	৩৮
প্রাকৃত নায়ক-পূজা নির্বিশেষবাদমূলে জাত	৩৯
মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ	৪০
ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাভেদ ; অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত	৪৩
নিখিলমহাজন-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর	৪৩
শ্রীচৈতন্যবাণী—সর্ব্বচিৎসমন্বয়-বিধানকারিণী	৪৪
গুর্ব্বানুগত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা	৪৫
তর্কপথ—বিপৎসঙ্কুল	৪৬
ভগবল্লীলা-কথা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ বা অপর দর্শনের কথার পার্থক্য	৪৬
হরিকথা-শ্রবণকারীর কোন কালেই বিনাশ নাই	৪৭
ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ—গৃহব্রতধর্ম্ম-বিনাশক	৪৯
ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গের সহিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির তুলনা হয় না	৪৯
আরোহবাদীর চেষ্টা ও সাধন-প্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা	৫০
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা	৫১
মহান্ত-জগদ্‌গুরু ও এক-জগদ্‌গুরু-বাদ	৫২
গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্ব	৫৪

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রৌতপন্থিগণ গুরুর নিত্যত্বস্বীকারকারী ; শ্রৌতব্রুব মায়াবাদিগণ গুরুদ্রোহী	৫৫
বিভিন্ন মতবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত	৫৫
শৈবমতবাদ বিচার	৫৭
গৌড়ীয়-দর্শনে নিরীশ্বর সাংখ্যমত-খণ্ডন	৬১
'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যার্থ—বিষ্ণু	৬৪
ভগবান্ই মূল	৬৪
নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার ও গতি	৬৫
কৃষ্ণানুশীলনই পূর্ণমঙ্গল-সাধক	৬৫
শরণাগতি ও তৎপ্রতিকূল নির্ব্বেদজ্ঞান	৬৬
সেবার কথা আবিষ্কারে কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিচারের অকর্ম্মণ্যতা-প্রতিপাদন	৬৭
বিষ্ণুই সকলের কেন্দ্রে অবস্থিত	৬৮
নির্ব্বিশেষমতবাদ বহু নাস্তিক্যমতবাদের জনক	৬৮
ভাগবতেই পূর্ণ উপাসনার কথা প্রচারিত	৬৯
সত্যকথা-প্রচারক জগতে বিপন্ন হন	৬৯
পরিণামবাদ	৭০
শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্বকপোল-কল্পনা	৭১
"পরিণাম" কাহাকে বলে ?	৭২
ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত	৭২
রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির প্রয়োগস্থল	৭৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শঙ্করাচার্য্যের মতে 'আনন্দময়'-পদের অর্থ	৭৪
'ময়ট্'-প্রত্যয়ের অর্থ	৭৫
চিন্তামণির উদাহরণ	৭৫
অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈত-উপপত্তির কারণ	৭৬
পরমব্রহ্মে বিরুদ্ধগুণের অচিন্ত্য সমন্বয়	৭৮
"জন্মাদ্যস্য"-সূত্রে শক্তি-পরিণামবাদ স্বীকৃত	৭৯
নির্ব্বিশেষবাদীর তত্ত্বাভাস বা মায়াবাদ	৭৯
জড়ত্ব কোথায় ?	৮১
জীব ও ঈশ্বরে ভেদ	৮১
জীব ও ব্রহ্মে পরিমাণ-গত ভেদ	৮১
ব্রহ্ম মায়া-উপাধিযুক্ত নহেন	৮১
পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ	৮২
পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ-খণ্ডন	৮২
একত্বে বহুত্বের বৈচিত্র্য কিরূপে সম্ভব ?	৮৩
জগতের বহুত্ব ত্রিতাপ-আকর	৮৪
পরমাণুর ব্যবধান	৮৪
বদ্ধজীবের অদ্বয়জ্ঞানাভাবের উদাহরণ	৮৪
চিন্মাত্রবাদ ও চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্তে কতদূর ঐক্য ?	
চিন্মাত্রবাদের অনধিকার-চর্চ্চা	৮৫
চিদ্বিলাস-রাজ্যে অনুমানের "হার মানা"	৮৫
'বিলাস' ও 'বিরাগ' ; চিদ্বিলাসের বৈশিষ্ট্য	৮৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	পত্রাঙ্ক
চিদ্‌বিলাসে জড়ের হেয়তা-আরোপ অন্যায়	৮৬
জড় বা জড়-ব্যতিরেক চিন্তায় অধোক্ষজের রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই	৮৬
শ্রৌতশব্দের আবশ্যকতা	৮৬
গৌড়ীয়গণ জড়াকার বা নিরাকারাকার-পূজক নহেন	৮৭
প্রকট ও অপ্রকট-লীলায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণতম কৃষ্ণসেবা	৮৭
অবৈধলাম্পট্য ও বৈধলাম্পট্য-নিরোধের জন্য যথাক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীসীতারাম-লীলার অবতার	৮৭
শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার পরমোচ্চতা	৮৮
প্রাকৃত নীতি ও দুর্নীতির প্রবেশাধিকার কোথায় ? নাস্তিকতা কি ?	৮৮
অপরাধ-বৃদ্ধিক্রমে সবিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষ-গতি	৮৯
প্রাকৃত সর্গ ও ভূতাদির গুণ-পরিচয়	৮৯
আকাশাদির গুণের দৃষ্টান্ত-দ্বারা রসের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রদর্শন	৯০
আশ্রিত-তত্ত্বের অন্তরে ও বাহিরে বিষয়-তত্ত্ব	৯১
"অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে ত্রিরাবৃত্ত 'অহং'পদদ্বারা নিত্য অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব-স্থাপন	৯১
জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক ও অনুভব	৯২
ভগবদ্‌বিগ্রহ জড়মায়া ও মায়িক কার্য্য হইতে ভিন্ন	৯২
ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মাদি ও তত্ত্বশাস্ত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের বিচার	৯২
পরাৎপরতত্ত্ব—পুরুষোত্তম ; প্রকৃতি নহেন কেন ?	৯৩
শুদ্ধশক্তি ও বিদ্ধশক্তি	৯৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পরমেশ্বর বস্তু 'প্রকৃতি' হইলে কি অসুবিধা ?	৯৪
পুরুষই সকল রসের ভোক্তা হইতে পারেন, প্রকৃতিতে তাহা অসম্ভব	৯৫
অপ্রাকৃত রতি-বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের ক্রম	৯৬
সকল রতিতেই পুরুষোত্তমই ভোক্তা, প্রকৃতির স্বতন্ত্র-ভোক্তৃত্ব অসম্ভব	৯৬
পরমেশ্বরের পুত্রত্ব ও মাতৃত্ব-বিচারের উৎকর্ষ সাধারণ-যুক্তিমূলে প্রদর্শন	৯৭
পরমপালক হইয়াও প্রেম-পাল্য	৯৭
গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও রহস্য	৯৭
গৌড়ীয়-দর্শনে স্বরূপ-দর্শন—বিশ্বরূপ-মাত্র দর্শন নহে	৯৮
গৌড়ীয়-দর্শনেই বাস্তবতত্ত্ব-দর্শন সম্ভব	৯৮
নির্ব্বিশেষবাদ 'দর্শন' নহে, দর্শনাভাব মাত্র	৯৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা সাত্বত-দর্শন-চতুষ্টয়ের সম্পূর্ত্তি-সাধন	৯৯
ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য	৯৯
রূপানুগ-গৌড়ীয়-সঙ্গে গৌড়ীয়-দর্শনের দিব্যচক্ষুর্লাভ	৯৯
বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তির ভূমিকা ও ফল	১০১
গৌড়ীয়-দর্শনই একমাত্র অনাবিল অপ্রাকৃত দর্শন	১০২
অজ্ঞতাই অপরাধী	১০২
পন্থানীতি	১০২
পন্থানীতিতে গৌড়ীয়-দর্শন অসম্ভব	১০৩
মুক্ত হইবার পরের কথা—গৌড়ীয়-দর্শনের কথা	১০৩
সর্ব্ববিভক্তিতে গৌড়ীয়-দর্শনের সমন্বয়	১০৩
গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়	১০৪
'দর্শন' অর্থ—সম্ভোগ নহে,—সেবা	১০৪

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বার দ্বারা গৌড়ীয়-দর্শন	১০৪
গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়-ক্রব ; সর্ব্বতোভাবে অকৃত্রিম গৌড়ীয় হইতে হইবে	১০৫
দর্শন—সম্বন্ধ, দর্শন—অভিধেয় ও দর্শনই—প্রয়োজন	১০৫
গৌড়ীয়-গৌরবে—'সম্বন্ধ' গৌড়ীয়-সাহিত্যে—'অভিধেয়' ও গৌড়ীয়-দর্শনে—'প্রয়োজন'-কীর্ত্তন	১০৬
কৃষ্ণপ্রীতিই গৌড়ীয়-দর্শনের মূলকথা	১০৬
গৌড়ীয়ের প্রদত্ত চক্ষুর দ্বারা গৌড়ীয়-দর্শন আবশ্যক	১০৭
গৌড়ীয়-দার্শনিক মাংসদৃক্ নহেন,—তিনি বেদদৃক্-শ্রেষ্ঠ	১০৭
ভক্তিচক্ষু—অপ্রাকৃত	১০৮
অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত মহাবাক্য	১০৮
শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে শ্রীনাম-ভজনের কথা—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'	১০৯
'শ্রীকৃষ্ণ'-নামের বৈশিষ্ট্য	১০৯
শ্রুতি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ ও শক্তি-পরিণাম-সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ	১১০
শ্রুতিতে যুগপৎ ভেদাভেদ-সত্যের সাক্ষ্য ও তাহার অচিন্ত্যত্ব	১১০
অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের যোজনার অবকাশাভাব	১১১
বেদসংহিতার স্তব-স্তুতি বিষ্ণুতত্ত্বেই পর্য্যবসিত	১১১
পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে গৌড়ীয়-দর্শনের আলোচনা	১১১
বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতই গৌড়ীয়-দর্শনের মূল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ	১১১
বক্তার দৈন্যমুখে সময়ের অল্পতা-হেতু দিগ্‌দর্শনেরও অসম্ভবতা-জ্ঞাপন	১১২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিবেদন

পরমারাধ্য প্রভুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে বিশ্বের সার্ব্বজনীন সম্মিলনী কলিকাতা-মহানগরীতে প্রতি-বৎসরেই হরি-কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করেন। যদিও এই সময় ঋতু-সুলভ প্রাকৃতিক বন্যা মানব, পশু, পক্ষী—সকলেরই ন্যূনাধিক ত্রিতাপ বর্দ্ধন করে, তথাপি ভগবানের অকপট করুণার মহাদান-রূপে মহানগরীর বক্ষে আচার্য্যের প্রবাহিত হরিকীর্ত্তনের অপ্রাকৃতিক বন্যা জীবের জীবন্মৃতা-বস্থায় অতিমর্ত্ত্য বাস্তব সঞ্জীবনীর সুভিক্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে।

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক এবং ভূরিদাগণের আদর্শ ও অগ্রণীরূপে মদীয় আচার্য্যদেব ৪৪১ গৌরাব্দে বা ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে সর্ব্ব-সাধারণকে শ্রীহরিকথা-শ্রবণের বিশেষ সুযোগ প্রদান এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে জগতের শিক্ষক সার্ব্বভৌম-লীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী-প্রচারের জন্য কলিকাতা-মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ সাধারণ-বক্তৃতা-গৃহ "এলবার্ট হলে"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবকালে চারিটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে যথাক্রমে "গৌড়ীয়-গৌরব" ও "গৌড়ীয়-সাহিত্য" শীর্ষক দুইটী বক্তৃতা শ্রীল প্রভুপাদেরই আদেশ ও উপদেশানুসারে বিশ্বের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক প্রখ্যাতনামা পত্র 'গৌড়ীয়ে'র সুযোগ্যতন সম্পাদক-প্রবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং 'গৌড়ীয়-দর্শন' শীর্ষক তৃতীয় অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সকল পারমার্থিক বক্তৃতায়ই শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যনিয়ামকরূপে সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত থাকিলেও ব্যবহারিক বিচারানুসারে উক্ত বক্তৃতাদ্বয়ে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ কৃতিকর্ণধার ও জনৈক মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত, অধুনা লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ "The Message of the Supreme Lord" নামক বিষয়-অবলম্বনে উক্ত হলেই আর একটী বক্তৃতা চতুর্থ অভিভাষণ-রূপে প্রদান করেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার রেভারেণ্ড ডক্টর ডব্লিউ, এস্ আর্কুহার্ট এম্ এ; ডি, লিট্; ডি, ডি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিত্যসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্যব্যক্তিত্ব-বিগ্রহ আচার্য্যবর্য্য গৌর-নিজ-জন যে-দিন বক্তৃতা করেন, সেই দিন শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য অন্য কোন ব্যবহারিক আকর্ষণের প্রয়োজন হয় নাই। কারণ, তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভেই শুনিতে পাইয়াছিলাম,—"সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরুরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নয়নপথের পথিক হ'ন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান ক'রে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ ক'র্ছেন। * * * কৃষ্ণের প্রিয়তম সেই গুরু-দেবকে আমি সভাপতির পদে বরণ ক'র্লাম; সুতরাং অন্য লৌকিক সভাপতি-আহ্বানের কোন আবশ্যকতা নাই।"

পারমার্থিক বক্তৃতায় যে জাগতিক সম্মানিত ব্যক্তি-গণকে ব্যবহারিকবিধি-অনুসারে সভাপতির শ্রেষ্ঠ আসন প্রদত্ত হয়, তাহার দুইটী বিশেষ উপযোগিতা আছে; একটী—হরিকথা শ্রবণ করাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণ লোকাকর্ষণ, আর একটি—সামাজিক সম্মানের উচ্চশিখরে আরূঢ় ব্যক্তি-গণকে সম্মানদান-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে অমানী মানদ হইয়া বক্তার হরিকীর্ত্তন এবং তদ্দ্বারা বক্তা ও শ্রোতা—উভয়েরই যুগপৎ মঙ্গলসাধন।

তবে যখন কোন অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের মূর্ত্ত মহাপুরুষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তখন স্বয়ং শ্রীহরির সহিত বিশ্ব-বৈষ্ণব সেই বাণী শ্রবণার্থ উৎসুক হইয়া অদৃশ্য ও দৃশ্যরূপে উপস্থিত থাকেন। তাঁহার বাণীর অতিমর্ত্ত্য প্রভাব অতুলনীয়।

শ্রীল প্রভুপাদের "গৌড়ীয়-দর্শন" বিষয়ে বক্তৃতা-কালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশীয় বহু বিদ্বান্, মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ সভায় উপস্থিত থাকিয়া প্রভুপাদের বাণী উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ কলিকাতার পারমার্থিক ইতিহাসে এক অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছেন।

"গৌড়ীয়-গৌরব," "গৌড়ীয়-সাহিত্য" ও "গৌড়ীয়-দর্শন" শীর্ষক অভিভাষণ-ত্রয় যথাক্রমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ববিচারে গুম্ফিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন,—'দর্শন' জিনিষটা গৌড়ীয়গণের প্রয়োজনতত্ত্ব নহে, মহাপ্রভুর ধর্ম্মে জ্ঞান বা তত্ত্বের কোন উচ্চস্থান নাই, ভাবপ্রবণতার চরম কৃষ্টিই মহাপ্রভুর কথিত প্রয়োজনে প্রচুর,—এই সার্ব্বজনীন সংক্রামক ভ্রমের দূষিত বীজের সুচিকিৎসা "গৌড়ীয়-দর্শনে"র মধ্যে আনুষঙ্গিক ভাবেই অনুস্যূত রহিয়াছে। দর্শনই জীবের প্রয়োজন—সূরিগণ নিত্যকাল পরমতত্ত্বের পরমপদই দর্শন করেন; দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন—নিত্য ও অদ্বয়-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্ত্ব। সেই "দর্শন" গৌড়ীয়-সম্বন্ধ, গৌড়ীয়-অভিধেয় ও গৌড়ীয়-প্রয়োজনে পূর্ণতমরূপে প্রকটিত। সেই দর্শন সম্ভোগবাদ নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত কামদেবের নিত্য নব-নবায়মান ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিকারিণী সেবা-প্রাণতা। ইহারই নানা দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন—"গৌড়ীয়-দর্শন"।

"গৌড়ীয়-দর্শন" বা গৌড়ীয়ের প্রয়োজন-তত্ত্বের উপায় ও উপেয়রূপে "গৌড়ীয়-দর্শন"-অভিভাষণের প্রারম্ভেই শ্রীল প্রভুপাদ বেদান্তের প্রয়োজন-পাদের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই উপসংহার বা চরম সূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটনের জন্য 'স্ফোটবাদ' বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। এই স্ফোটবাদের বিবদ্রূঢ়িতে শ্রীনাম বা শব্দ-ব্রহ্ম-অবতারই আত্মপ্রকাশ করেন। সেই অপ্রাকৃত শাব্দিক অবতারের সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা শ্রবণমুখে দর্শন, সেবোন্মুখ জিহ্বাদ্বারা কীর্ত্তনমুখে দর্শন এবং সেবাতৎপর সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা সেবাময় দর্শন কিরূপে সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়, সেই সুদর্শনের বাধকরূপে কি কি কুদার্শনিক চিন্তা-স্রোত জগতে সৃষ্ট হইয়াছে বা হইতে পারে এবং তাহাদের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা "গৌড়ীয়-দর্শনে"র কি নিজস্ব-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত উক্ত অভি-ভাষণের পাঠকগণ পাইতে পারিবেন।

সাধারণ কৌতূহল-মাত্র পরিতৃপ্তি-কামী পাঠক, বিরোধের উপকরণ-অনুসন্ধিৎসু বিদ্বেষী পাঠক এবং সত্যানুশীলন-প্রয়াসী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অকপট পাঠক—এই তিন শ্রেণীর পাঠকের কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-ভূমিকায় শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তদনুসারে বলিতেছি,—গৌড়ীয়-দর্শনের নিষ্কপট সত্যানুশীলন-প্রয়াসী সেবোন্মুখ পাঠক "গৌড়ীয়-দর্শন"-অভিভাষণে পরম বাস্তব রাজ্যের এমন অনেক বিষয়ের মৌলিক সন্ধান ও সমাধান পাইবেন, যাহা কোন গ্রন্থাধীত-বিদ্যা, সাধারণ ধর্ম্ম-সভা, বিশ্বান্তর্গত কোন ধর্ম্মের বক্তার পরিমিত বিশ্বভাণ্ডারের অভিজ্ঞতায় সুলভ ত' নহে-ই, পরন্তু দুর্লভমাত্র বলিলেও সত্যের প্রকৃত-মর্য্যাদা স্থাপিত হয় না। এখানেই "গৌড়ীয়-দর্শন"-অভিভাষণের অদ্বিতীয়ত্ব ও বৈশিষ্ট্য। তাই অতিমর্ত্ত্য মহারত্নের 'সমঝ্‌দার জহুরী'র নিকটই ইহা অভিনন্দনীয় ও বরণীয় হইবে। অকপট সেবোন্মুখতাই, ইহার কষ্টিপাথর,—অন্য কোন পার্থিব অভিজ্ঞতা নহে।

"গৌড়ীয়-দর্শন" অভিভাষণে তথাকথিত দার্শনিক ও সুদার্শনিক তত্ত্বের মূল-নীতি-সমূহ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সূত্রাকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের ন্যায় অযোগ্যতার ভাজনের সংগ্রহ-চেষ্টার অপটুতাহেতু কোন কোন বাক্য হয়ত' অসংলগ্ন প্রায় বোধ হইলেও মনোযোগী সেবোন্মুখ পাঠকের তাহাতে বিষয়ানুভূতির লাঘব ঘটিবে না। এজন্য আমরা পাঠকগণকে অভিভাষণটী সেবোন্মুখচিত্তে পুনঃপুনঃ পাঠের প্রার্থনা জানাইতেছি। পাঠের ফলস্বরূপে স্বয়ং অতিমর্ত্ত্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বক্তার শ্রীমুখে সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রবণের জন্য আগ্রহ উদিত হইলেই "গৌড়ীয়-দর্শনে"র "দ্রষ্টা"র অভিমান না করিয়া আমরা তাঁহার "দৃশ্য" হইতে পারিব এবং তখনই "গৌড়ীয়-দর্শন" আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইবেন।

অনেকসময়েই আমরা বেদান্ত-সম্বন্ধে সাধারণ-সভায় কীর্ত্তন করিবার ও নিবন্ধ-গ্রন্থ লিখিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়াছি। ঐকান্তিক সেবকগণের অভিলাষেই আচার্য্যগণের কীর্ত্তনের বিশেষ প্রেরণা। তাই যেরূপ কলিকাতা-এলবার্ট-হলে আমরা "গৌড়ীয় দর্শন" অভিভাষণ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হই, সেইরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরেও প্রতি বৎসর বেদান্ত-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণও শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩২৫ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগর-টাউনহলে "বৈষ্ণব দর্শন" সম্বন্ধে যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাও শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

যে-কালে কলিকাতার এলবার্ট-হলে শ্রীল প্রভুপাদ অভিভাষণ প্রদান করেন, তখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংক্ষিপ্ত-সাঙ্কেতিকপ্রণালীতে (Short hand এ) পারদর্শী কোন কোন ব্যক্তি প্রভুপাদের বক্তৃতা সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিষয়ের অভিনবত্ব, দুরূহত্ব, পরিভাষার বৈশিষ্ট্য ঐ সকল সাঙ্কেতিকলিপি-লেখকের চেষ্টাকে প্রতিহত করায় তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা কোনই সাহায্য পাইতে পারি নাই। আমার সতীর্থ গুরু-ভ্রাতৃগণের মধ্যে কএকজন শ্রীল প্রভুপাদের বাণী পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু শুনিয়া তাঁহারই কৃপায় ও উৎসাহে কড়্চাকারে সংরক্ষণে উৎসাহিত ছিলেন বলিয়া প্রভুপাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উক্ত অভিভাষণ-প্রদান-কালেও সেইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুপাদের এলবার্ট-হলের বক্তৃতা এত অনর্গল দ্রুত-ভাষা ও পরিভাষা-প্রাচুর্য্য-বহুল হইয়াছিল যে, অনেক কথাই সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া "গৌড়ীয়ে" ক্রমিকভাবে প্রকাশ করাইতে চেষ্টা করিয়া সমাপ্ত করা গেল। কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি"; হঠাৎ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দের যে নোটবুকটিতে প্রভুপাদের বাণী লিখিত ছিল, তাহা অপ্রকট হইয়া পড়ে। অনেক চেষ্টায়ও তাহার পুনরুদ্ধার হইল না। কিয়ৎকাল পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাকালে আংশিকভাবে যে নোট রাখিয়াছিলেন, সেই খাতাটী পাওয়া গেল। প্রভুপাদের বক্তৃতার শেষাংশ তাহা হইতেই লিখিত হইল। আমাদের অত্যন্ত অযোগ্যতা, বিশেষতঃ সেবা-বিমুখতার জন্য নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির পদে পদেই সম্ভাবনা আছে। অতএব পাঠকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দিষ্ট বিষয় এবং আচার্য্যের ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত বাণীর সেবা করিয়া আমাদিগকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অধিকার প্রদান করুন,—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীরূপানুগকিঙ্কর
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
(মহামহোপদেশক, আচার্য্যত্রিক, ভাগবতরত্ন)
সম্পাদক
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

—০—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-দর্শন*

মঙ্গলাচরণ ও বক্তার দৈন্য

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

আমি দীন, পতিত, সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য। আপনাদের ন্যায় মহা-মনীষিগণের নিকট কিছু বল্‌বার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু হৃদয়ে একটী বড় সাহস হ'য়েছে, যেদিন শ্রীগুরুদেবের মুখে শ্বেতাশ্বতরের মন্ত্রটী শ্রবণ ক'রেছি—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

সভাপতি-আবাহন

শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যা' একজগদ্‌গুরু-মতবাদ পরিহার ক'রে আম্নায়-পারম্পর্য্যাগত মহান্ত-জগদ্‌গুরুবাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন ক'রেছেন—যাবতীয় কুরূপ অপসারিত ক'রে রূপের রাজ্য প্রদর্শন ক'রেছেন এবং বাক্যে, চিন্তায় ও আচরণে সেই

---

* গত ২৬শে শ্রাবণ (১৩৩৬), ১১ই আগষ্ট (১৯২৯) রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

রাজ্যের সেবায় মহাসুযোগ প্রদান ক'রেছেন, সেই শুরুপাদ-পদ্মই আজ সভাপতির আসন বিভূষিত করুন। সেই গুরুদেব অদ্যকার সভার সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আমার বাক্যের নিয়ামক হউন।

আপনারা সম্মুখে সভাপতির কাষ্ঠাসনটী শূন্য দেখ্‌ছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ আসন শূন্য নহে। শ্রীগুরুদেব ক্ষণ-বিধ্বংসী রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন,—একথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরুরূপে কৃপা পূর্ব্বক আমাদের নয়নপথের পথিক হন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান ক'রে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ ক'রেছেন। সেই গুরুদেব অদ্য আমাদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আমাদিগকে শোধন করুন। যিনি মূকে কবিত্ব-শক্তি সঞ্চার কর্‌তে পারেন—যিনি আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার কর্‌তে পারেন, সেই গুরুদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন। কৃষ্ণের প্রিয়তম সেই গুরুদেবকে আমি সভাপতির পদে বরণ কর্‌লাম; সুতরাং অন্য লৌকিক সভাপতি-আবাহনের কোন আবশ্যকতা নেই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

বক্তার আত্মপরিচয় ও গুরুপরিচয়

আপনারা আমার নিকট একটা কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন,—"আপনি কে?" তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই,—"আমি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুপাদের জনৈক অযোগ্য ভৃত্য—অত্যন্ত অযোগ্য হ'লেও তাঁ'র নিত্য কিঙ্কর।" তাঁ'র পার্থিব পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লে আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি, তিনি নিজেকে একজন 'গৌড়ীয়' ব'লে পরিচয় দিতেন। গৌড়দেশের অধিবাসী ব'লে যে তিনি আপনাকে 'গৌড়ীয়' বল্‌তেন, তা' নয়, কোন একটী স্থূল-দেশের অধিবাসী ব'লে পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁ'র ছিল না। রাধামদনমোহন, রাধাগোবিন্দদেব ও রাধাগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর যে গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ ক'রেছেন, তিনি সেই গৌড়ীয়ের পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন। তাঁ'র অলৌকিক চরিত্র মনুষ্যে সম্ভব হয় না। তিনি দৈন্যভরে আপনাকে 'গৌড়ীয়' ব'লেও পরিচয় দিতেন না। তিনি আপনাকে 'গৌড়ীয়ের দাসানুদাস' ব'লে পরিচয় দিতেন। তিনি ছিলেন—আত্মবিৎ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। মহান্ত জগদ্‌-গুরুবাদের বিচারে তিনি শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত নিজ-জন, আমাদের ন্যায় পতিতকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তিনি কর্ম্মবাদী ছিলেন না; তিনি লীলা-ময়ের লীলার পার্ষদ বা সঙ্গী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয়-দর্শনে কর্ম্ম ও লীলা

কর্ম্ম ও লীলার ভিতরে যে একটা আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে, তা' আমরা অনেকেই অনুধাবন করি না। কর্ম্মের ভূমিকা—জগৎ, কর্ম্মের আধার—সূক্ষ্ম বা স্থূল উপাধি। কর্ম্ম—অনিত্য, লীলা—নিত্য। কর্ম্ম—অস্বতন্ত্র জীবের ত্রিতাপ ভোগ বা দণ্ড, আর লীলা—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রসূত আনন্দময় ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা—চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা লীলাময়ের লীলা-শক্তির ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হ'য়েও অতীন্দ্রিয় অবিচিন্ত্য স্বভাব-বশতঃ প্রাকৃতের সহিত লিপ্ত বা প্রাকৃতের অধীন নয়, ইহাই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা।

গৌড়ীয়-দর্শনে গুরু ও শিষ্য

আমাদের শ্রীগুরুদেব কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী বা কোন প্রকার অন্যাভিলাষী কিম্বা মিছাভক্তশ্রেণীর কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন—সেই লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী। সুতরাং আমাদের পরিচয়—আমরা শ্রৌত-গুরুপাদপদ্মের কিঙ্কর।

গৌড়ীয়-দর্শনে শ্রুতি ও শ্রৌত বিচার

আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত'-শব্দের যে রূঢ়ি-বৃত্তি গ্রহণ করেন, অধোক্ষজের সেবক বিদ্বৎ-সম্প্রদায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত'-শব্দের সেইরূপ সাধারণ রূঢ়িমাত্র গ্রহণ করেন না। শ্রৌত-শ্রীগুরু-মুখ হ'তে অবিমিশ্র-ভাবে সেবা-স্নিগ্ধ-শিষ্যের বিশুদ্ধ-হৃদয়-খাতে যে বাস্তব-সত্য-সুধা-সঞ্জীবনীধারা কর্ণাঞ্জলিদ্বারে সঞ্চারিত হয়, তা'ই শ্রুতি। যে গুরুপাদপদ্ম হ'তে সেবোন্মুখ স্নিগ্ধ শিষ্য সত্য লাভ করেন, সেই গুরুপাদপদ্ম যদি নিত্য ও শ্রৌত না হন অর্থাৎ আমার গুরুদেব যদি তাঁ'র শ্রৌত গুরুদেবের নিকট নিত্যসত্য শ্রবণ না ক'রে থাকেন এবং সেই গুরুদেব যদি তদ্রূপ শ্রৌত ও নিত্য না হন, তা' হ'লে সেইরূপ সাময়িক গুরু-শিষ্য-পরম্পরার অভিনয়ের মধ্যে কখনই শ্রুতি আপনাকে প্রকাশিত করেন না,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্ব

'পরাভক্তি'-শব্দে অন্যাভিলাষরহিতা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণনির্ম্মুক্তা আনুকূল্যে-কৃষ্ণানুশীলনময়ী অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শুদ্ধা ভক্তি। মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পূর্ব্বপুরুষ,—ইঁহারা লৌকিক গুরু হ'লেও কালক্ষোভ্য হওয়ায় ইঁহাদের নিত্যত্ব নাই। পাঠশালার গুরু মহাশয়, বাদ্য-শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয়, ইহারা 'গুরু' নামে পরিচিত হ'লেও ইহাদের 'গুরুত্ব' সার্ব্বকালিক বা নিত্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নয়। আবার উপায় ও উপেয়-ভেদবাদী জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে সকল গুরু স্বীকার ক'রে থাকেন, তাঁ'দেরও নিত্যত্ব নেই। ত্রিপুটী-বিনাশে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ থাকে না, যোগসিদ্ধিতে কৈবল্যলাভের পর গুরু-সেবার প্রয়োজন বোধ হয় না; সুতরাং সেইরূপ তাৎকালিক বা ক্ষণিক গুরু-স্বীকারবাদে পরা ভক্তি নেই। দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। 'দেবতা' শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিখিল শাস্ত্র যাঁ'কে সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণস্বরূপ' ব'লে কীর্তন ক'রেছেন এবং সাধুগণও যাঁ'কে সেইরূপেই চিন্তা ক'রে থাকেন, তথাপি যিনি মহাপ্রভুর একান্ত প্রেষ্ঠ, আমি ভগবানের সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

আম্নায়

গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্বের বিচার এরূপ। সুতরাং গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও কৃষ্ণে নিত্য-অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরভক্তিযুক্ত। এই পরভক্তি-বৃত্তি যাঁ'তে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁ'রই কর্ণে শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয়। ... জ্ঞান,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যোগ, তপস্যাদির আবরণ-আবর্জ্জনার কর্ণ-মলে কর্ণপুট অবরুদ্ধ থাকলে তা'তে শ্রুতি সঞ্চারিত হ'তে পারে না। সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্টমান পরব্যোমাবতীর্ণ নিত্য-শব্দ-পরম্পরাকে 'শ্রুতি' বলা যায়। এসকল কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত মাদৃশ জীবকে বিষয়-দর্শন-দোষে দুষ্ট জ্ঞানের পরিবর্ত্তে দোষাতীত আম্নায়কেই বোধের আকর জান্‌তে হ'বে।

শব্দ

শব্দ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। মহর্ষি পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মকরূপে শব্দের নিত্যত্ব এবং বর্ণাত্মকরূপে শব্দের অনিত্যত্ব বিচার করেন। পতঞ্জলীর মতও—পাণিনির অনুরূপ।

স্ফোটবাদ-বিচার

পাণিনি স্ফোটকে জগন্নিদান নিত্য শব্দ এবং সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ব'লেছেন—"জগন্নিদানং স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি।"

ব্রহ্মকাণ্ডে—

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
নিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥"

শ্রীহরি স্বয়ং ব্রহ্মকাণ্ডে ব'লেছেন, শব্দতত্ত্ব অনাদি-নিধন ও অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা হ'তেই জগতের প্রক্রিয়া হ'য়ে থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে, অর্থপ্রত্যয় সমুৎপাদন করে কে ? ব্যস্ত (বিভক্ত বা পৃথক্‌কৃত) বর্ণ অথবা সমস্ত (সমুদায়) বর্ণ? মহর্ষি পাণিনি বলেন, ব্যস্তবর্ণ অথবা সমস্তবর্ণ কোনটীই অর্থ-প্রতীতি-উৎপাদনে সমর্থ নহে। কেন না, ব্যস্তবর্ণ হ'তে অর্থাৎ পৃথক্‌কৃত বর্ণ হ'তে অর্থপ্রত্যয় সম্ভবপরই হ'তে পারে না। যেমন 'ভক্ষণ'—এস্থানে 'ভ,' 'ক', 'ষ' ও 'ণ' দ্বারা পৃথগ্‌রূপে ভক্ষণ-ক্রিয়া-বিষয়ক কিছুমাত্র অর্থ-প্রতীতি হয় না। আর বর্ণসকল যখন ক্ষণিক, তখন তা'দের সমূহও অসম্ভব। 'ভ', 'ক,' 'ষ,' এবং 'ণ'—এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের নাদ একটীর পর আর একটী লয় প্রাপ্ত হ'য়ে যাওয়ায় উহাদের চারটীর একত্র অবস্থান হ'য়ে কমলপত্র-শতবেধন্যায়-বিচারে অর্থবোধ-জন্মান অসম্ভব। আবার ব্যাস ও সমাস উভয়ের দ্বারা অন্য প্রকারও সাধিত হ'তে পারে না। এ কারণে বর্ণসকলের স্ফোটবিচ্ছিন্ন স্বতঃসিদ্ধ-বাচকত্ব অনুপপন্ন হয়। সুতরাং যা'র বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপন্ন হয়, তাকেই 'স্ফোট' বলে,—

তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলার্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি। অতএব স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটো বর্ণাভিব্যঙ্গঃ স্ফুটীভবত্যস্মাদর্থ ইতি স্ফোটোঽর্থপ্রত্যায়ক ইতি স্ফোটশব্দার্থমুভয়থা নিরাহুঃ ॥

অর্থাৎ বর্ণসকলের বাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় যা'র বলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থ-প্রতীতি সমুৎপাদিত হয়, তা'কেই 'স্ফোট' বলে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ব'লে থাকেন, বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক নিত্যশব্দই 'স্ফোট'-পদবাচ্য। বর্ণাভিব্যঙ্গ—বর্ণের দ্বারা অভিব্যঙ্গ' অর্থাৎ 'অভি' সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত বা স্ফুটিত হয় ব'লে ইহার নাম 'স্ফোট'। আর ইহা হ'তে অর্থ স্ফুটিত হয় ব'লে ইহাকে অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক 'স্ফোট' বলা হয়। এইরূপে উভয় প্রকারে স্ফোট-শব্দার্থ নিরুক্ত হ'য়েছে।

পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিও স্ফোটের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন। মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিকের ভট্টাচার্য্যগণও স্ফোটবাদের আলোচনা ক'রেছেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার স্ফোটবাদের যে আলোচনা প্রদর্শন ক'রেছেন, তা'তে সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে, পাণিনিপ্রমুখ বৈয়াকরণ-স্ফোটবাদিগণ বলছেন, স্ফোট না থাকলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দের দ্বারা অর্থ বোধ হ'ত না। যেমন 'অ', 'গ', 'ন' ও 'ই'—এই চারটী বর্ণস্বরূপ যে 'অগ্নি' শব্দ, তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়; কিন্তু ঐ বোধ কেবল চারটী বর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হ'তে পারে না। যদি এই চারটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের দ্বারাই বহ্নির বোধ হ'ত, তা'হ'লে কেবল অকার কিম্বা গকার উচ্চারণ করলেও বহ্নির বোধ হয় না কেন? যদি কেউ বলেন, ঐ চারটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারিত হ'লে তা' বহ্নিবোধক না হ'লেও ঐ চারটী বর্ণ একত্রিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হ'য়ে বহ্নির বোধ জন্মিয়ে দেয়। এখানে স্ফোটবাদিগণ বলেন যে, এরূপ যুক্তি একটা বাল-কোলাহল মাত্র; কেন না, বর্ণসকল আশুবিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণসকল বিনষ্ট হ'য়ে যায়; কাজেই অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাদের একত্র অবস্থানই সম্ভবপর হয় না। অতএব ঐ চারটী বর্ণের দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে স্ফুট স্ফোট দ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

এস্থানে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্ব্বপক্ষ ক'রে থাকেন, প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করতে হ'লে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা অর্থবোধস্থলীয় দোষ ঘটে। আর সমুদয় বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করলে সেই দোষই উপপন্ন হয়। কাজেই উভয়-পক্ষেই যখন এরূপ দোষ জাগরূক র'য়েছে, তখন স্ফোটবাদ-আবাহনের আবশ্যক কি?

স্ফোটবাদিগণ এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলেন, যেমন একবারমাত্র পাঠের দ্বারাই স্বাধ্যায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা বা অভ্যাসের দ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়, তেমনি প্রথমবর্ণ 'অ'কার দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মালেও পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হ'য়ে স্ফোট বহ্নির বোধক হয়। কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হ'লেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে স্ফোট অর্থবোধক হ'বে, এরূপ নয়। যেমন, রত্নতত্ত্ব প্রথম প্রতীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু চরমে চিত্তে যথাবৎ অভিব্যক্ত হয়, তেমনি প্রথমে নাদ দ্বারা বীজ আহিত হয়, পরে অন্ত্যধ্বনির সঙ্গে আবৃত্তির পরিপাক হ'লে বুদ্ধিতে শব্দ অবধারিত হ'য়ে থাকে।

পতঞ্জলী বলেন,—

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগ-সংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্॥ (পাতঞ্জল সূঃ ৩য় অঃ ১৭ সূত্র)

ভাষ্যতাৎপর্য্য—বর্ণসমূহ এককালে উৎপত্তিশীল না হওয়ায় অর্থ-প্রতিপাদনে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হ'তে পারে না। তা'রা পদকে স্পর্শ না ক'রে, তা'কে প্রকাশিত না ক'রেই (অর্থাৎ তা'র প্রকাশের পূর্ব্বেই) আবির্ভূত ও তিরোহিত হ'য়ে থাকে, অতএব তা'রা প্রত্যেকে পদ-স্বরূপে গণ্য হয় না। পরন্তু তা'রা প্রত্যেকেই পদাত্মক এবং যাবতীয় অর্থপ্রকাশক শক্তিবিশিষ্ট ব'লে সহকারী অন্যান্য বর্ণ-সমূহের সহিত বিভিন্নক্রমে সংযুক্ত ও বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হ'য়ে বিভিন্নার্থ-প্রতিপাদক হ'লেও পূর্ব্ববর্ণ পরবর্ত্তী বর্ণের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী বর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ দ্বারা কোন নিয়তরূপে নিয়তার্থ-বিশেষেই স্থাপিত রয়েছে। এইরূপে ক্রমানুরোধে মিলিত বহুবর্ণ কোন বিশেষ-অর্থের সূচক-রূপেই নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। যেমন 'গ'কার, 'ঔ'কার এবং বিসর্গ বর্ণ প্রত্যেকে সর্ব্বার্থপ্রকাশ-শক্তিসম্পন্ন হ'য়েই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোন নির্দ্দিষ্ট-ক্রমে সজ্জিত হ'য়ে 'গৌঃ' ইত্যাকার পদরূপে সাস্নাদিবিশিষ্ট (গলকম্বলাদিযুক্ত) প্রাণিবিশেষেরই প্রকাশক হ'য়ে থাকে। অতএব ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণের পর (বিনাশ হ'লেও) অর্থপ্রকাশকরূপে নিয়ত ঐ বর্ণ-সকলের উচ্চারণ-ক্রমসমূহ স্মৃতিবলে একত্র সংগৃহীত হ'লে যে একটী বুদ্ধির প্রকাশ পায়, উহাই 'পদ' (স্ফোট) নামে অভিহিত এবং উহাই বাচ্যবস্তুর বাচকরূপে নিয়ত হ'য়ে থাকে।

স্ফোটবিচারে জৈমিনী

জৈমিনী শব্দের নিত্যত্ব-স্থাপনের যুক্তি প্রদর্শন ক'রে ব'লেছেন ;—"নিত্যস্ত স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" (১।১।১৮) শব্দের কেন নিত্যত্ব স্বীকৃত হ'বে? জৈমিনী তা'র কারণ নির্দ্দেশ করছেন—শব্দকে 'নিত্য' ব'লেই স্বীকার করতে হ'বে; কেন না, উচ্চারণের দ্বারা পূর্ব্বাবগত শব্দই পরের বোধ জন্মাবার হেতুস্বরূপ হয়। শব্দ ত পূর্ব্ব হ'তেই আছে। শব্দ পূর্ব্বাবধি বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে কোন একটী বিশেষ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হ'য়ে র'য়েছে। বক্তার বুদ্ধিতে প্রথমে তা' দৃষ্ট হ'লে তদ্ব্যঞ্জক ধ্বনি বক্তার দ্বারা উচ্চারিত হয়। পরে শ্রোতাও সেই ধ্বনি দ্বারা প্রবুদ্ধ হ'য়ে সেই স্ফোট হ'তে শব্দের অর্থ বোধ করেন। কাজেই 'স্ফোট'-শব্দটী ধ্বনি হ'তে ব্যতিরিক্ত। উদাহরণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরূপে বলা যেতে পারে,—আলোক ও দৃষ্টিশক্তিসাহায্যে একটী বস্তু এখন আমার দর্শনের বিষয় হ'য়েছে ব'লে সেই বস্তুটীকে তৎকালেই যেমন আলোকের দ্বারা উৎপন্ন বস্তু বলা যাবে না, তেমনি শব্দও উচ্চারণ-ক্রিয়াসাহায্যে এখন বুদ্ধিতে আরূঢ় হ'লো ব'লে শব্দকে উচ্চারণোৎপন্ন ধ্বনি বলা যাবে না ; উহা ধ্বনি-নিরপেক্ষ একটী সদ্‌বস্তু, কাজেই শব্দ—নিত্য।

সাংখ্যের বিচার

সাংখ্য বৈয়াকরণগণের স্ফোটবাদ নিরাস ক'রেছেন ;—

"প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ ॥" (৫।৫৭)

অর্থাৎ বর্ণসমূহ উচ্চারণের পর তৃতীয় ক্ষণেই বিনাশশীল ব'লে তা'দের মিলিতভাবে শব্দরূপে কোন অর্থ-প্রতিপাদনের সামর্থ্য না থাকায় পতঞ্জলি প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ শব্দকে বর্ণাত্মকরূপে স্বীকার করেন না। পরন্তু ঐ বর্ণসমূহের উচ্চারণ-প্রকাশিত 'স্ফোট' নামক কোন অতিরিক্ত পদার্থই—শব্দের স্বরূপ এবং উহাকেই তাঁরা অর্থপ্রতিপাদকরূপে কল্পনা ক'রে থাকেন। তাঁ'দের উক্ত মত-খণ্ডনের জন্য সাংখ্যকার এই সূত্রে ব'লছেন যে,—তোমরা অর্থের প্রতীতি-জনকরূপে যে স্ফোট পদার্থের স্বীকার করছ, উহা স্বয়ং প্রতীত হয় কি না? যদি বল প্রতীত হয়, তা' হ'লে যে-সকল বর্ণের উচ্চারণ হ'তে তা'র প্রতীতি হয়, সেইসকল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ণের উচ্চারণ হ'তে অর্থের প্রতীতিও জন্মিতে পারে, মধ্যবর্ত্তী 'স্ফোট' নামক অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে, যদি বল, স্ফোট-পদার্থ স্বয়ং প্রতীত না হ'য়েই অর্থের প্রতীতিজনক হয়, তা'হলে বক্তব্য এই যে, কোন বস্তু স্বয়ং অপ্রতীত হ'য়ে অপরের প্রতীতি-জননে সমর্থ হয় না। অতএব প্রতীতি এবং অপ্রতীতি—উভয়কল্প-বিচারেই স্ফোটের সাধন অসম্ভবপর ব'লে শব্দ স্ফোটাত্মক নহে।

আন্তরস্ফোট ও বহিঃস্ফোট

কোন কোন আচার্য্য আন্তর-স্ফোট ও বহিঃস্ফোট বিচার ক'রেছেন। তাঁহারা বলেন,—

"ততোঽভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ অনন্তর সেই নাদ হ'তে অব্যক্তপ্রভব স্বতঃ হৃদয়ে প্রকাশমান ত্রিমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠ-ওষ্ঠাদি দ্বারা উচ্চার্য্যমান অথবা 'ত্রিবৃৎ' শব্দে 'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কারাত্মক ওঁকার উৎপন্ন হ'লো। এই ওঁকার—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবানের বোধদ্বার বা অবয়বস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণানুসারে প্রণবাত্মক বর্ণ-সমূহের নিত্যত্ব প্রমাণিত হ'চ্ছে। আকাশের নিত্যদ্রব্যত্ব-হেতু তদ্গুণস্বরূপ শব্দেরও নিত্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ। বায়ুর প্রেরণ ও অপ্রেরণ-বশতঃই যখন শব্দের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হ'য়ে থাকে, তখন শব্দ—নিত্য পদার্থ। অন্তঃকরণে উপলভ্যমান এই নিত্যবর্ণই আন্তরস্ফোট। শব্দার্থ যদি অন্তরে উপলভ্যমান হয়, তা' হলে তাহা আন্তর-স্ফোটবাচ্য। সেখানে যে শব্দস্ফোট, তাহাই শব্দব্রহ্ম। এই আন্তর-স্ফোট—নিরংশ, বর্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ও শব্দার্থময়। এই মতে প্রণব হ'তেই নিখিল বেদের আবির্ভাব। অন্তরে উপলভ্যমানত্ব হেতু সেই প্রণব আন্তর-স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত উদাহরণস্বরূপ। ইঁহারা বলেন,—

"জাতান্ধমূকবধিরস্যান্তঃস্বীয়পরামৃশি।
স্ববাক্‌শব্দার্থয়োর্বোধ আন্তরস্ফোট এব সঃ॥"

যা'রা জন্মাবধি অন্ধ, মূক বা বধির, তা'দের চক্ষু-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকার দরুণ অন্তঃকরণে স্বতঃই শব্দার্থের পরামর্শ ঘটে এবং তা'দের বাক্য ও শব্দার্থের বোধও জ'ন্মে থাকে, ইহাই আন্তরস্ফোট।

বৈয়াকরণগণ শাব্দবোধের প্রতি বহিঃস্ফোটকেই কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। তাঁ'দিগের বিচারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎ সংস্কার-সহকৃত যে চরম বর্ণসংস্কার, সেই সংস্কারনিষ্ঠ পদজন্য একপদার্থ-বোধজনকতাই 'পদস্ফোট'। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের উচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎসংস্কার-সহকৃত আবার যে চরম পদসংস্কার, তৎসংস্কারনিষ্ঠ-বাক্য জন্য একবাক্য-বোধকতাই বাক্যস্ফোট। অদ্বিতীয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদাভিব্যঙ্গ্য, বাক্যাভিব্যঙ্গ্য, অখণ্ড এবং তাদৃশ অনেক পদঘটিত মহাবাক্যস্ফোটই—'জাতিস্ফোট'-পদবাচ্য। এই ব্যক্তিস্ফোটের সহিত জাতিস্ফোটই মহাবাক্য জন্য শব্দবোধের কারণ। ইহাই বৈয়াকরণগণের মত। তাঁ'রা বলেন, পদব্যুৎ-পাদন-সময়ে স্ফোটদ্বারাই শাব্দ-বোধ হ'য়ে থাকে। এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অর্থাপত্তি, উভয়প্রমাণের সম্ভাবনা আছে। যেমন 'গৌঃ' উচ্চারণ করলে 'গ'কার, 'ঔ'কার ও বিসর্গ প্রতীত হয় না, গলকম্বলাদিবিশিষ্ট কোন পদার্থই প্রতীত হ'য়ে থাকে, ইহাই প্রত্যক্ষ। আর 'গো'কারাদি বর্ণসমূহ ব্যস্তভাবে ও সমস্তভাবে অর্থবোধজনক হয় না, এর কারণও পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ বলেন, একটী বর্ণ দ্বারাই অর্থ-প্রতীতি হ'লে অপরাপর বর্ণোচ্চারণের ব্যর্থতা হয়। আর বর্ণ যখন উৎপন্ন হ'য়েই বিনষ্ট হয়, তখন বর্ণসমূহেরও সমস্তজ্ঞান অসম্ভব। এইরূপে স্ফোটই অর্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ।

"পৃথগ্‌সম্বন্ধানাং সংস্কারাণাং ক্রমেণ পরস্পরসম্বন্ধকারিস্থঃ স্ফোটস্থন্।" অর্থাৎ আনুপূর্ব্বীরহিত সংস্কার-সমূহের প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের ক্রমানুসারে পরস্পর আনুপূর্ব্বীরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট চরমবর্ণের জ্ঞানে শাব্দ-বোধের জনকতাই স্ফোটত্ব। এইরূপ স্ফোট স্বীকার না ক'রে তত্তদ্‌বর্ণ-জ্ঞানের জন্য শাব্দবোধ-স্বীকারে 'রস' স্থানে 'সর' বা 'নদী' স্থানে 'দীন' এরূপ প্রতিলোম-পাঠেও রেফ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স-কারাদি বর্ণ-জন্য সংস্কারের বিদ্যমানতা-হেতু 'সর' ও 'নদী' বস্তুদ্বয়ের শব্দ বোধ হ'তে পারে। অনুলোম-সংস্কারবশে যাদৃশার্থবিশিষ্ট পদ ব্যুৎপাদিত হ'বে, প্রতি-লোমোচ্চারিত সে-সকল বর্ণ কখনই তাদৃশ পদের ব্যুৎপাদক হ'তে পারে না। যদি তাই হয়, তা' হ'লে অনুলোম ও প্রতিলোম-পদের কোন ভেদই থাকে না।

শ্রীল জীব গোস্বামী

গৌড়ীয়-দার্শনিকগুরু সর্ব্বসম্বাদিনীকার শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে বর্ণরূপ 'বেদ'-শব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্থাপন ক'রেছেন ;—

তদেবং সর্ব্বস্মিন্নপি বেদাত্মকে সর্ব্বস্বার্থং প্রতিপ্রামাণ্য—মুপলব্ধে স কথমর্থং প্রত্যত্ত ইতি বিবিয়তে ;—তত্র বর্ণানামাশুবিনাশিত্বানার্থং জ্ঞানয়িতুং শক্তিঃ সম্ভবতি। ততশ্চপূর্ব্ব-পূর্ব্বাক্ষর-জন্য-সংস্কারবদন্ত্যাক্ষরস্যৈবার্থ-প্রত্যায়কত্বং মন্যন্তে। তে চ সংস্কারাঃ কার্য্য-মাত্রপ্রত্যায়িতাঃ অপ্রত্য-ক্ষত্বাৎ, সংস্কার-কার্য্যস্য স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ সমুদায়প্রত্যয়া-ভাবান্নাস্তবর্ণস্যাপ্যর্থপ্রত্যায়কত্বমিত্যভিপ্রেত্যাপরে তু স্ফোট-মেব তৎপ্রত্যায়কমাহুঃ—"স চ বর্ণানামনেকত্বেনৈকপ্রত্যয়া-নুপপত্তেরেকৈক-বর্ণ প্রত্যয়াহিতসংস্কার-বীজেঽন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়-জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িনি একপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে।" (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৮ সূত্রীয় শাঙ্করভাষ্যে)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব স্ফোটরূপস্থাবেদস্থ নিত্যত্বং তস্থ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। বেদান্তিনস্ত "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষ" ইত্যেতং ন্যায়মনুসৃত্য 'দ্বির্গৌ' শব্দোঽয়মুচ্চারিতঃ,—ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিত্যেকত্বৈব সর্ব্বৈঃ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ বর্ণাত্মকানমেব শব্দানাং নিত্যত্বমঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিপীলিকা-পংক্তিবৎ ক্রমাত্মনুগৃহীতার্থবিশেষসংবন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেঽপ্যেকৈক-বর্ণগ্রহণাস্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যবদর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশমেব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীত্যতো বর্ণবাদিনাং লঘীয়সী কল্পনা স্যাৎ; স্ফোটবাদিনাং তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ; তথা বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়স্তি, স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাদিতি মন্যন্তে। তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদশব্দানাং নিত্যত্বমর্থপ্রত্যায়কত্বং চাঙ্গীকৃতম্।"

এইরূপে বেদাত্মক যাবতীয় শব্দই সমস্ত স্বার্থবিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করায় ঐ শব্দ কিরূপে অর্থপ্রকাশক হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ, আপত্তি এই যে, বর্ণসমূহ শীঘ্র বিনাশশীল অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া অর্থ-প্রতিপাদনে তাহাদের শক্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব কেহ কেহ শব্দস্থিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষরসমূহের উচ্চারণজনিত সংস্কারের সহিত সংযুক্ত অন্ত্য অক্ষরই অর্থপ্রকাশক হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণজনিত সংস্কার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া কেবলমাত্র অর্থপ্রকাশরূপ কার্য্য-দ্বারাই প্রতীতির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ যেরূপ ক্রমশঃ উচ্চারিত হয়, সেইরূপ তাহাদের উচ্চারণজনিত সংস্কারের কার্য্যস্বরূপ স্মরণও ক্রমশঃই হয়, পরন্তু এককালে হয় না। অতএব এককালে সমুদয়ের প্রতীতি না হওয়ায় তৎসহকৃত অন্ত্যবর্ণও অর্থপ্রতীতিজনক হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা 'স্ফোট'নামক পদার্থবিশেষকেই অর্থ-প্রতীতিজনকরূপে বলিয়া থাকেন।

"বর্ণ-সমূহের অনেকত্বনিবন্ধন এক প্রতীতি অসম্ভব বলিয়া এক একটী বর্ণের যে প্রতীতি, উক্ত প্রতীতিসমূহ দ্বারা যে সংস্কার উপস্থাপিত হয়, উক্ত সংস্কাররূপ বীজযুক্ত এবং অন্ত্যবর্ণের প্রতীতিজনিত পরিপাকবিশিষ্ট পুরুষে এক প্রতীতির বিষয়রূপে উক্ত স্ফোট প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।"

অতএব স্ফোটস্বরূপ বলিয়া বেদ নিত্য, যেহেতু প্রতি বর্ণের উচ্চারণেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার-জ্ঞান। বর্ত্তমান বৈদান্তিকগণ বলেন,—"ভগবান্ উপবর্ষ-বর্ণ-সমূহকেই শব্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন"—এই নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক "দ্বির্গো" এই স্থলে এক শব্দেরই উচ্চারণ, পরন্তু দুইটী 'গো' শব্দের উচ্চারণ হয় নাই,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেহেতু একত্বরূপেই সমস্তের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়াছে। অতএব বর্ণাত্মকরূপেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত বর্ণসমূহ পংক্তিস্থিত পিপীলিকা-সমূহের ন্যায় ক্রমশঃ অনুগৃহীত অর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিজ-ব্যবহারে ও এক একটী বর্ণোচ্চারণের অনন্তর সমস্ত বর্ণের প্রতীতি-প্রকাশিনী বুদ্ধিতে অর্থবিশেষ সম্বন্ধরূপেই প্রতি-ভাসমান হইয়া নিয়মিতরূপে উক্ত অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। অতএব বর্ণবাদিগণের কল্পনার লাঘব হইয়া থাকে। স্ফোটবাদিগণের মতে অর্থ-প্রতীতিবিষয়ে দৃষ্টবর্ণ-সমূহের পরিহার-হেতু দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্ট-স্ফোটের উপাদান-হেতু অদৃষ্ট-কল্পনারূপ দোষদ্বয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই বর্ণসকলই একবার ক্রমশঃ উচ্চারিত হইয়া স্ফোটকে প্রকাশ করে, পুনরায় ঐ স্ফোট-পদার্থ অর্থকে প্রকাশ করে, এই কল্পনাপক্ষে কল্পনা-গৌরবরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপে বর্ণাত্মক বৈদিক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব এবং অর্থ-প্রতীতিজনকত্ব অঙ্গীকৃত হইল।

শাঙ্করভাষ্যে রত্নপ্রভা-টীকা, আনন্দগিরি, ভামতী, জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতিতে স্ফোটবাদের অনেক আলোচনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁ'র অধ্যাপক-লীলায়, আচার্য্য-লীলায় যে অভূতপূর্ব্ব স্ফোটবাদের বিচার প্রদর্শন ক'রেছিলেন, সেই বিচার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরমার্থ-বিজ্ঞান-বিশ্বে আর ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে যে বর্ণরূপ বেদশব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্বীকার ক'রেছেন, তা' দ্বারা, শ্রীমন্মহাপ্রভু অধ্যাপক-লীলায় যে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার প্রদর্শন ক'রেছিলেন, তাহাই স্থাপিত হ'য়েছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের অবতারণা পাণিনীয় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়ি-স্থাপনাভিপ্রায়েই হ'য়েছিল। বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদ গৌড়ীয় দর্শনের সার-শিক্ষা শ্রীনাম-ভজনেই পরিস্ফুট হ'য়েছে। শিক্ষাষ্টকে যে বিদ্যাবধূজীবন-শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষিত হ'য়েছে, তা'তে বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদই পরিস্ফুট হ'য়ে পড়েছে।

বর্ণের উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রকে 'শিক্ষা' বলে। উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরবিজ্ঞান 'শিক্ষা'-বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু শিক্ষাষ্টক সেরূপ বেদাঙ্গমাত্র নহেন। শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গতই নিখিল সাঙ্গবেদ। শিক্ষাষ্টকে যে শিক্ষা, তা'তে বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার বেদের অঙ্গমাত্রে আবদ্ধ না থেকে সাঙ্গবেদকে ক্রোড়ীভূত ক'রে ফেলেছে। সেই শিক্ষাষ্টকে নামী হইতে অভিন্ন স্বরাট্ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীনামচিন্তামণি স্ফোটব্রহ্মের কথা ব্যক্ত হ'য়েছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈয়াকরণগণ বা শাব্দিকগণ স্ফোটকে বর্ণাতিরিক্ত বা বর্ণ হ'তে ভিন্ন বিচার ক'রে নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি ক'রেছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের শ্রীনামের বিচারে সাধারণ স্ফোটবাদের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রশমিত হ'য়েছে। সাধারণ স্ফোটবাদে বর্ণ ও বর্ণীতে ভেদ, কেন না, তা'দের বর্ণ বা শব্দের বিচার প্রকৃতি বা ইতরব্যোমের অন্তর্গত; কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদের বিচারে কোন প্রকার মায়ার ব্যবধান নাই। সেখানে বর্ণ ও বর্ণীতে, শব্দ ও শব্দীতে, বাচ্য ও বাচকত্বে কোন ভেদ নাই। সেখানে বর্ণসকলের বাচকত্ব অসম্ভাবিত নহে। কারণ, সেখানকার বর্ণ ও বর্ণী, শব্দ ও শব্দী, বা'চ্য ও বাচক, উভয়েই পরব্যোমের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট এইরূপ বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোট-বাদের কথাই ব'লেছিলেন,—

"শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥"

(ভাঃ ১২।৬।৪০-৪১)

যে সময় আচ্ছাদনাদি হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকে, সেই সময় ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্য ব্যতীত স্বাভাবিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানশালী যে-পুরুষ স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত ওঁকারধ্বনি শ্রবণ ক'রে থাকেন, তিনিই পরমাত্মা। ঐ স্ফোট দ্বারাই বৃহতী-সংজ্ঞক বাক্যের প্রকাশ হয় এবং ঐ স্ফোট স্বয়ং হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হ'তে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। ঐ স্ফোট নিজের কারণস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাদ্-বাচক এবং উহাই যাবতীয় মন্ত্রসমূহের রহস্য ও বেদসমূহের সনাতন বীজস্বরূপ।

স্ফোটবাদের বিদ্বৎ-তাৎপর্য্য

স্ফোট—ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ বাচক। সাধারণ বিচারে 'স্ফোট' শব্দে—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ক্ষুদ্রত্বের পর পর বিচারে উন্নত দর্শনমাত্র। বৃহত্ত্ববোধক বিচার জ্ঞাপন করবার জন্য 'ব্রহ্ম' বলা হচ্ছে। ক্ষুদ্রতা পরিহার ক'রে 'ব্রহ্ম' শব্দের অবতারণায় বৃহত্ত্ববাচক স্ফোটবাদের বিচার। হৈরণ্যগর্ভগণ বলেন,—সেই বিচারটী পরমাত্মাতে আবদ্ধ। সেইরূপ বিষয়টা এরূপভাবে বিচারগ্রাহ্য নহে। 'নব' ও 'বন' শব্দের সাম্য-বিচারে শব্দার্থের বিচার হয়। 'নদী', 'দীন', 'সর', 'রস' প্রভৃতি শব্দের বিন্যাসের বৈপরীত্যহিসাবে উদ্দিষ্ট বস্তুর ভেদ লক্ষিত হয়। সেই সকল শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্ম'-শব্দ নয়। মনোধর্ম্মচালিত হ'য়ে 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গেলে শব্দের সত্যার্থ প্রকাশিত হয় না। গুরু-পাদাশ্রিতের নিকট তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিবিধ রূঢ়ি

স্ফোটের বিচার সমৃদ্ধ হ'য়ে রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়ি তিন প্রকার—অজ্ঞরূঢ়ি, সাধারণরূঢ়ি ও বিদ্বদ্রূঢ়ি। বিদ্বদ্রূঢ়ি অদ্বয়জ্ঞানকে লক্ষ্য করে, সাধারণরূঢ়ি ব্যবহারিক পরিভাষাগত বস্তুর ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তিকে আবদ্ধ করে, অজ্ঞরূঢ়ি তাহা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতা পোষণ ক'রে ব্যবহার-জগতে রজস্তমোগুণেরও মর্য্যাদা স্থাপন করে—জীবের বিভিন্ন প্রতীতির জন্য এই সকল কথা এসে উপস্থিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়ি পরব্রহ্ম-বস্তুকে লক্ষ্য করে। সেখানে স্ফোট কেবল বাচকমাত্র নহে, তাহাতে বাচ্যের বিচারও পরিস্ফুট, তখন আমরা জানি,—নাম ও নামী অভিন্ন।

শ্রৌতপন্থা ও স্ফোটের কদর্থ

যাহার প্রতিকূলে অপর কেহ তর্কবাদ অবলম্বন ক'রে তাহার বাস্তবতাকে প্রতিহত করতে পারে না, তাহাই শ্রৌতপন্থা। স্থূলসূক্ষ্মাকারে যদি শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি চেতনের নিকট আবৃত হয়, তা'হ'লেই স্ফোটের কদর্থ হ'য়ে থাকে, তখন শব্দ ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞান উপস্থিত করে। শব্দ গীত হ'য়ে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'ল বটে; কিন্তু চিদাকাশে বিচরণশীল বাস্তবকর্ণে প্রবেশ করবার অবকাশ পেলে না। তা'তে শব্দের বাস্তব বিজ্ঞান আবিরূত হ'তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না পারায় পরিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, বিকৃত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত জ্ঞানে স্ফোটকে আবৃত ক'রে ফেল্‌লে।

গৌড়ীয়াচার্য্য ও মহাপ্রভুর স্ফোটের বিচার

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয় দার্শনিক গুরুগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে এইরূপ স্ফোটের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন;—মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক—স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান। মহাপ্রভু অতি অল্পাক্ষরে স্ফোটের বিচার ব'লেছেন,—

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

হরি সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। যা'তে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়, সেরূপ শব্দ দ্বারা লোককে আচ্ছন্ন হওয়ার উপদেশ মহাপ্রভু দেন নি। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণু-বাচক—পরব্রহ্ম-বাচক। প্রত্যেক শব্দে স্ফোটধর্ম্ম হ'তে বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত। মহান্ত গুরুর দ্বারা কর্ণবেধসংস্কার হ'লে—দিব্যজ্ঞান লাভ হ'লে স্ফোটধর্ম্মগত বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়িবৃত্তি শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করে। অজ্ঞ ও সাধারণ-রূঢ়িতে বাচ্য-বাচক ও শব্দ-শব্দীতে ভেদ থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সাহজিকবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িতে বাচ্য-বাচকে আবরণ না থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতার কোন স্থান নাই। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভে, শ্রীল রূপসনাতন প্রভু ভাগবতামৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

প্রভৃতিতে এবং গৌড়ীয় দার্শনিকগণ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শন ক'রেছেন।

জড়াকার, চিদাকার ও শব্দার্চ্চা।

যখন কোন একটা বস্তু আকারবিশিষ্ট না হয়, তখন আমাদের দর্শনের বিষয় হয় না। কেবল নিরাকারের ধারণা অবাস্তব দার্শনিকগণের আকাশের পশ্চাদ্ভূমিকায় কল্পনা মাত্র। যে বস্তু কিছুক্ষণ স্থূল-সূক্ষ্ম আকার সংরক্ষণ ক'রে নিত্য চিদাকার সংরক্ষণ করতে পারে না, সে বস্তু অবাস্তব কল্পনামাত্র, তাহা কখনও সচ্চিদানন্দবস্তু নয়। গৌড়ীয় দর্শনে যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর-বস্তুর কথা বলা হ'য়েছে, তাহা নিত্য চিদাকার-বিগ্রহ। তাহাই বাস্তব দার্শনিকগণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাহাই স্ফোটের বিদ্বদ্রূঢ়ি দ্বারা গুরুপাদাশ্রিত বিদ্বজ্জনগণের শ্রুতিতে ও বাণীতে শব্দার্চ্চাকারে প্রকাশিত।

কর্ম্ম ও লীলা

গৌড়ীয়-দার্শনিক-গুরুগণের পাদত্রাণবাহিসূত্রে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে বলছি, কানক্ষোভ্য কর্ম্মের কথার ন্যায় এ সকল কথা শ্রবণ ক'রো না। গৌড়ীয়-দর্শনের গোড়ার কথা—'কর্ম্ম' ও 'লীলা'তে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কর্ম্ম—বহির্ম্মুখ-জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লীলা—সেবোন্মুখ-চিদিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভোগ্য জড়ের ন্যায় বুঝে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিতে পারা যায়, নীলা এরূপ কোন কার্য্য প্রকাশ করে না। মনের দ্বারা জড়ের যে আকার ধারণা কর্‌তে পারা যায়, তাহা বস্তুর বাস্তব আকারের সহিত ভেদ স্থাপন করে। কিন্তু শব্দ এই দুর্ভেদ্যদুর্গ দেহ ও মন ভেদ ক'রে চেতনের সন্নিহিতভূমিকায় প্রকাশিত হয়। বিদ্বদ্রূঢ়িতে সেই শব্দ সাক্ষাৎ বিগ্রহবান্ হরিরূপে গৌড়ীয়-দার্শনিকের দর্শনের বিষয় হয়।

শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই হরির কীর্ত্তন

সর্ব্বত্রই এই হরির গান আছে। যে-সকলকে ইংরেজী পরিভাষায় Scripture বলা হয়—যা'কে 'শাস্ত্র' বলা হয়—'বেদ', 'ভাগবত', 'পুরাণ' বলা হয়, সে-সকলের মধ্যেই হরির কথা বর্ণিত আছে,—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

কৃষ্ণতত্ত্ব কর্ম্মান্তর্গত নহে

নীলার ভাষায় বেদাদিতে 'হরি' শব্দের অবতারণা। গীতার উদ্দিষ্ট কৃষ্ণতত্ত্ব বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচারে না বুঝ্‌তে পেরে অনেকে তা'তে স্বকপোল-কল্পনা বা মনোধর্ম্মের আবরণ এনে ফেল্‌ছে। গৌড়ীয়-দর্শন শাস্ত্রকে ঐরূপ মনোধর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন কর্‌বার পক্ষপাতী নহেন, উহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হ'লো না। কৃষ্ণতত্ত্ব কর্ম্মান্তর্গত নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা স্বরাট—যাহা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—যাহা একমাত্র স্বেচ্ছাময়, তাহা কর্ম্মের অধীন হ'তে পারে না। গৌড়ীয়-দর্শন এই চরম সত্য কথা—পরম সত্যের স্বেচ্ছাময়ত্ব, লীলাময়ত্ব দর্শন ক'রে থাকেন,—

> জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
> তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
> তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
> ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

শ্রীমদ্ভাগবত এই গৌড়ীয়-দর্শনের ভাষ্যগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে যে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তাহা কর্ম্মবাদগর্হণকারী কেবলাদ্বৈতবাদমাত্রকে লক্ষ্য করে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

> শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
> যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
> যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
> তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

গৌড়ীয়-দার্শনিকের বৈশিষ্ট্য

ভক্তির বিচার অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির জাগতিক ও অমনাক্ বিচারের হাত হ'তে কিছুতেই অবসর পাওয়া যায় না। গৌড়ীয়-দার্শনিক না হওয়া পর্য্যন্ত কুদার্শনিক-বিচারের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে বাস্তব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিচারের পরিপূর্ণ পদবীতে উপনীত হওয়া যায় না। মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম নানা প্রকার ধর্ম্মের আবাহন ক'রেছে। সেই সকল ধর্ম্মের ধারণা ও কর্ত্তব্যতা হৃদয়ে সমারূঢ় থাকা কাল পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-দর্শনের অনাবিল সাম্রাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটে না। সমস্ত জগৎ যে সকল কথায় ব্যস্ত র'য়েছে, গৌড়ীয়-দার্শনিক সেই সকল কথার জন্য অধিক সময় দেন না,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

শব্দব্রহ্মের নিত্যারাধনাই কর্ত্তব্য

একমাত্র স্ফোটাকারে শব্দরূপে আবির্ভূত হ'য়েছেন যে অদ্বয়জ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ কথা, সদা তা'র আলোচনা করুন। একবার নয়, দু'বার নয়, বিশ্রান্ত নয়, প্রতিহতভাবে নয়, নিত্যকাল অবিশ্রান্ত, অপ্রতিহতভাবে সেই স্ফোট, ব্রহ্মের—ভগবন্নামের আলোচনা করুন—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নৃত্য করান।

লীলা প্রবেশ

সেই শব্দ হৃদয়-কর্ণকে রসযুক্ত করে। অসাধুর সঙ্গে বা নিজে নিজে কিম্বা অন্যমনস্ক হ'লে হৃদয়-কর্ণ রসযুক্ত হয় না। স্বরূপোপলব্ধিক্রমে সেবোন্মুখ কর্ণে সাধুর প্রসঙ্গযোগে হৃৎকর্ণ রসযুক্ত হয়। সাধুর সঙ্গ আরম্ভ ক'রলেন যাঁ'রা, তাঁ'রা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্য কার্য্যে সময় দিতে পারেন না, সর্ব্বচিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশকে আকর্ষণ করেন এবং নিজেও প্রকৃতির বাস্তব-বিষয় অপ্রাকৃত হৃষীকেশের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন, ইহাই হ'লো—লীলায় প্রবেশ।

সাধুসঙ্গই মূল

মুক্তির পথে আবদ্ধ থাক্‌বার যে বিচার-প্রণালী, তা' হ'তে মুক্ত হ'য়ে—কাল্পনিক মুক্তি—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হ'তে মুক্ত হ'য়ে পরম মুক্তগণের উপাস্য লীলাপুরুষোত্তমের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশ ঘটে সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে। তখন আর কর্ত্তৃসত্তাগত বা কর্ম্মসত্তাগত বিচারে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে হয় না।

জড়াভিজ্ঞান ও গুরুকৃষ্ণের কৃপা-সঞ্চারিত অভিজ্ঞান

'শ্রদ্ধা' শব্দে—নির্ভরতা। জড়জগতের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান যা' সত্য ব'লে স্থির ক'রে দিয়েছে, তা'তে নির্ভর ক'রে 'কর্ম্ম-বীর' ব'লে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হতে চান, তাঁ'দের সেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পরমুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে ছলনা করে। Phenomenaতে যদি শ্রদ্ধা করি, তা'হ'লে তা'তে কেবল কর্ম্মালানে বদ্ধ হ'ব। যখনই আমাদের এইরূপ শ্রেয়ো বিচার হয়—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখনই শ্রুতিগত শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি আমাদের অধিগত হ'য়ে থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা—চক্ষু-নাসা-দ্বারা—মানসিক পর্য্যালোচনা দ্বারা শব্দের যে অর্থ-বিচার, তা' অচিদ্বিলাস। ঐ সকল ইন্দ্রিয়-পরিচালনা—ভোগ মাত্র। বহির্জগতের অর্থ আমাদিগকে শ্রৌতপথ হ'তে বিচলিত করে—বাস্তব সত্য হ'তে ভ্রষ্ট করে; সে প্রণালীতে আমরা পরমেশ্বরের সন্ধান পাই না। ভূতাকাশের শব্দ স্ফোটাকার ধারণ ক'রেছে দেখে সেই জিনিষটাকে যদি বলি 'ব্রহ্ম', তা'হলে সেইরূপ ধরণের analogy draw (সাদৃশ্য অনুমান) ক'রে সত্যবিষয়ের অভিজ্ঞান না ও হ'তে পারে। কর্ম্মের বিচার কখনই সুষ্ঠু নহে। জ্ঞানও—খণ্ডজ্ঞান ও অখণ্ডজ্ঞান; সমগ্র জ্ঞান নহে। কর্ম্মত্যাগ না করলে জ্ঞানে প্রবেশ হয় না; আবার জ্ঞানের দ্বারা অতন্নিরসনই হ'তে পারে। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীবের সেবাপথ আবিষ্কৃত হয়। অতন্নিরসনে 'তৎ' নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই তদ্বস্তু যখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তখনই সেই স্ফোটাকার 'ওঁতৎসৎ'এর স্বরূপ আমাদের নির্ম্মল চেতনবৃত্তিতে প্রকাশিত হয়,—

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

ভগবানের কৃপা হ'লে তিনি শব্দরূপে এসে উপস্থিত হন। তিনি রূপধৃক্, গুণময়, লীলাময়, পরিজনপরিবেষ্টিত, তাঁ'র ধাম আছে, এই জগৎ তাঁ'রই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিকরবৈশিষ্ট্যের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। সেই শ্রীহরিই কৃপা ক'রে—'তিনি কিরূপ আকারের হরি, কি রকম রংএর হরি',—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত ক'রে দেন।

গৌড়ীয় ও অগৌড়ীয় দর্শন ; জড়বিশেষ, নির্ব্বিশেষ ও চিদ্‌বিশেষ

গৌড়ীয়-দর্শনে পূর্ণবস্তু দর্শন করা যায়, আর অগৌড়ীয়-দর্শনে বিকৃত, অসম্যক্, আংশিক দর্শনের প্রচেষ্টা আছে। গৌড়ীয়-দর্শনে নিত্য-দর্শনীয় বস্তুকে আমরা ভোগ্য ব'লে জানি না। ভোক্তা—কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত। কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে যে-সকল দর্শনের প্রচেষ্টা, তা'তে ভগবদ্দর্শন হয় না। শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে আমরা বিবর্ত্তবাদ ছেড়ে দিতে পারি। নির্ব্বিশেষ বিচারটা কিছু খারাপ নয়, কারণ,জড় বিশেষটা—পৌত্তলিকতা। জড়বিশেষরহিত হওয়া আবশ্যক ; কিন্তু জড়বিশেষরহিত অবস্থাটাই শেষ বা চরম কথা নয়। জড়বিশেষকে অতিক্রম ক'রে নিত্য চিদ্‌বিশেষের রাজ্যে উপনীত হওয়াই—চেতনের স্বভাবে আগমন।

গৌড়ীয়দর্শনে সর্ব্ব-সমন্বয়

যাঁ'রা 'সাকারবাদ', 'নিরাকারবাদ' বা 'নিগুর্ণবাদ' কথাগুলি নিয়ে মারামারি করছেন, তাঁ'রা যদি গৌড়ীয়-দর্শনের সুসম্যক্ বিচার পরিদর্শন করেন, তা'হ'লে ঐরূপ একদেশ-দর্শিতা ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ হ'তে নিরস্ত হ'তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

পারেন। গৌড়ীয়-দর্শন একদেশদর্শী জড়সাকারবাদীকে সমর্থন করে না, কিম্বা একদেশদর্শী নির্গুণবাদীকেও প্রশ্রয় দেয় না। গৌড়ীয়-দর্শনের সাকারবাদ জড়সাকারবাদ নহে, গৌড়ীয়-দর্শন জড়সাকারবাদ নিরাস ক'রে অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন সচ্চিদানন্দবিগ্রহের নিরাকার আকার বা সূক্ষ্ম ভূতাকাশময় আকার কল্পনা ক'রে দ্বিতীয় প্রকার কপটতাময় জড়সাকারবাদরূপ ব্যুৎপরস্ত বা পাপের আবাহন করে না, কিম্বা অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্যকে মানবীয় মস্তিকের বা মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া অপরাধময় আকার কল্পনা কর্‌তে ধাবিত হয় না, অথবা তথাকথিত নির্গুণবাদ আবাহনের নামে ত্রিগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বতনু কল্যাণবারিধিকে মানবীয় অকল্যাণময় চিন্তা-স্রোতের দ্বারা বিচার ক'রে পরমেশ্বরকে শূন্যবাদের যূপকাষ্ঠে বলি দিবার পাষণ্ডতাও করে না। গৌড়ীয়-দর্শন চিদ্-বিশেষ বা চিৎসাকারবাদ স্বীকার করে। জড়সাকারবাদকে নিরাস করায় গৌড়ীয়-দর্শনে 'অতন্নিরসন' নামক নিরাকার-বাদেরও সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু নিরাকারবাদের একদেশ-দর্শিতা ও হেয়তা নাই। গৌড়ীয়-দর্শন মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই প্রাকৃত গুণসমূহে পূর্ণচেতন পরমেশ্বরের আরোপ করে না ব'লে এবং পরমেশ্বরকে শুদ্ধসত্ত্বতনু অখিল কল্যাণ-নিলয় বিচার করে ব'লে নির্গুণবাদেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য গৌড়ীয়-দর্শনেই সমন্বিত হ'য়েছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

শ্রবণানুগ্রহে দর্শন

স্ফোট কাহাকে লক্ষ্য করছে—কোন্ আকারকে লক্ষ্য করছে? স্ফোট যখন স্ফুটিত, অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই অভিব্যক্তি বা স্ফোটের লক্ষ্যীভূত নাম-রূপ-গুণ-লীলার অভিজ্ঞানকে 'দর্শন' বলি। শ্রবণানুগ্রহে যখন সেই অভিজ্ঞানটা এসে উপস্থিত হয়, তখনই তা'কে 'দর্শন' বলতে পারি, এটা যেন বালকদিগের Kindergarten system এর মত। সাধুর মুখে স্ফোটের নাম-রূপ-গুণ-লীলা অর্থাৎ নামের নাম, নামের রূপ, নামের গুণ, নামের লীলার কথা শ্রবণকারীই স্ফোটবাদের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে সমর্থ।

জীবের কত কাল বদ্ধাভিমান?

জীবস্বরূপে জ্ঞানস্বরূপতা ও জ্ঞাতৃস্বরূপতা—উভয়ই আছে। যে-কাল পর্য্যন্ত আনন্দধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই বদ্ধজীবাভিমান থাকে। সাধুর সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা শ্রবণ করবার যখন সুযোগ হয়, তখনই জীব বুঝ্‌তে পারে, তা'তেও আনন্দ-ধর্ম্ম আছে। অপ্রাকৃত আনন্দানুসন্ধানে বিরত হ'য়ে জীব জ্ঞানপথে প্রধাবিত হয়,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অক্ষজ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা

Emperic activity (অক্ষজ চেষ্টা) নিয়ে বহির্জ্জগতের যে সমস্ত কথা আছে, তা'কে ভূমিকা ক'রে অভিজ্ঞতার সিঁড়ি প্রস্তুত করতে করতে যদি রাবণের মত স্বর্গে উঠ্‌তে থাকি, তা'হ'লে বাস্তব আনন্দলাভের সৌভাগ্য হ'বে না—যে জিনিষটী আমাদের আত্মার অভীষ্ট, সেই জিনিষটী পাব না। স্যার আইজাক নিউটনের মত মনীষী পর্য্যন্ত জাগতিক অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে ব'লেছিলেন,—"আমি জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করতে পারি নাই, উহার তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ কর্‌ছি মাত্র।"

অভিজ্ঞতাবাদে অধোক্ষজজ্ঞান অগম্য

বহির্জগৎ দর্শন ক'রে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেই অভিজ্ঞতা অবলম্বন ক'রে কখনও অধোক্ষজ-জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন আমরা জাগতিক যাবতীয় অভিজ্ঞতার অভিমান পরিত্যাগ করি, তখনই অধোক্ষজজ্ঞান জান্‌তে পারি। বহু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রেছি—সমস্ত পৃথিবী দর্শন ক'রেছি—লোককে অন্য প্রকার বুঝিয়ে দিতে পারি—এরূপ বিচার নিয়ে পূর্ণ জ্ঞান, শুদ্ধজ্ঞান বা মুক্তাবস্থার জ্ঞান আমরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কখনই পেতে পারি না। যেমন তলবকারোপনিষৎ বলছেন,—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ॥
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥

খণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের জনক নহে

ক্রমবিকশিত জ্ঞান বা খণ্ডিত, বস্তুর জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সমগ্রতা সম্পাদিত হয় না। আমাদের অনুচেতন বৃত্তির একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহচ্চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা। বহির্জগতের কথা সম্বল করলে আমরা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হ'তে পারি না, তা'তে স্থায়িভাব রতির উদয় হয় না। যিনি বহির্জগতের কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি অকিঞ্চন, প্রাকৃত জগতের দৃশ্য যাঁর অবলম্বনীয় হয় না, তিনিই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারেন। জীবন্ত শাস্ত্র—জীবন্ত ভাগবতের নিকট আমরা শাস্ত্রোপদেশ—ভবদীয়বার্তা বা হরিকথা শ্রবণ করতে করতে অধোক্ষজ পূর্ণজ্ঞান প্রত্যক্ষ করতে পারি। খণ্ডজ্ঞান-সমূহ মায়াকে আশ্রয় ক'রে বিরাজিত, আর পূর্ণজ্ঞান স্বয়ং মায়াধীশ ভগবান্। পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত সকলই মায়া—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র মায়ার অবকাশ

ভগবৎপ্রতীতি বা অখণ্ড বস্তুর প্রতীতি ব্যতীত ইতর প্রতীতি যা' কিছু হয়, তা'ই মায়া। বহির্জগতের অধ্যাপক শ্রেণীর নিকট হ'তে শব্দের সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ হয়, সে সকলই মায়াময়। যদি গুরু অনাত্মবিৎ হন, তা' হ'লে তাঁ'র বাক্য এবং মুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রোপদেশও মঙ্গল সাধন করতে পারবে না।

আরোহ-তর্কবিতর্কে বাস্তবসত্য অনধিগম্য

সায়নমাধব-কথিত ষোড়শ দর্শন বা পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণের কথিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ সংগ্রহ ক'রে আমাদের অধোক্ষজ দর্শনের কথা জানা যা'বে না। পূর্ব্বোক্ত পন্থায় দার্শনিক সত্য অনুসন্ধান করতে হ'লে কেবল পরস্পরের তর্ক-বিতর্ক হ'বে—বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানের পথ সুগম হ'বে না! যদি প্রত্যেক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাস্তব বস্তুর অনুশীলন করি—২৪ ঘণ্টা অনুশীলন করি, তা' হ'লেই দার্শনিক সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হ'বে।

সেবোন্মুখতাই মঙ্গল-লাভের একমাত্র যোগ্যতা

"আমার অধিকার হয় নাই—সংস্কৃতভাষায় অত্যুন্নত নই—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি নেই"—প্রভৃতি বিচার ক'রে হতাশ হওয়ার আবশ্যক নাই। জড়ের কোন প্রকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিজ্ঞতা চেতনকে দর্শন করতে পারে না। চেতনের বৃত্তি দ্বারা—চেতনের চক্ষু দ্বারা চেতনের দর্শন হয়। এইজন্য গৌড়ীয়-দর্শন বল্লেন,—"স্থানে স্থিতাঃ"। মানুষ যে যেখানে আছেন থাকুন, মানুষের মধ্যে চেতনের ধর্ম্মে যে অদ্বয়জ্ঞানের কথা আছে, তা' যদি চেতন-কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করেন—যদি তর্কপন্থা অবলম্বন না করেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন"শ্লোক বিচার করেন—যদি শ্রবণোন্মুখ কর্ণ প্রদান করেন—যদি শ্রবণার্থ সমুখীন হন, তা' হ'লেই প্রকৃত মঙ্গল হ'বে। 'আমাদের academical career বেশী থাকা আবশ্যক' প্রভৃতি বিচার আরোহবাদীর।

অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশ-সিদ্ধান্ত

পাশ্চাত্যদেশে জড়দেহের ক্রমবিকাশবাদ জড়বিজ্ঞানকে সমর্দ্ধিত ক'রেছে; কিন্তু ভারতের অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশ-বাদ আত্মার সেবা-বৃত্তির ক্রমবিকাশের সহিত সেব্য পরমাত্মার তত্তৎসেবা-যোগ্য নিত্য নাম রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃত বিজ্ঞান আবিষ্কার ক'রেছে। আত্মার সেবা-বৃত্তির সঙ্কোচাবস্থা, খর্ব্বাবস্থা, মুকুলিতাবস্থা, বিকচিতাবস্থা ও পূর্ণ প্রস্ফুটিতাবস্থার সহিত পরমাত্মার তত্তৎ নিত্য নাম-রূপাদির প্রাকট্য। বিষ্ণুর অবতার-বর্ণনায় মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি মানব-হৃদয়ের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করে। বামন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্ষুদ্র মানুষ—পূর্ণ পুরুষের আকার নহে। বামনের পূর্ব্বে অর্দ্ধনর-অর্দ্ধ-পশুরাজমিলিত-তনু। ক্ষুদ্র নরাবস্থার পর অসভ্য নরাবস্থা। তৎপরে সভ্য নরাবস্থা বা নীতি-পুষ্ট নরমূর্ত্তি। তৎপরে পুরুষের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ত্ব বা পূর্ণজ্ঞানাবস্থা। বুদ্ধে অতিজ্ঞানাবস্থা। কল্কিতে প্রলয়াবস্থা।

প্রাকৃত নায়কপূজা নির্ব্বিশেষবাদমূলে জাত

সনাতন দার্শনিকগণের অবতার-বিজ্ঞানের অনুকরণ আমরা আধ্যক্ষিকগণের নায়কপূজাতে লক্ষ্য করি। এই নায়কপূজা নির্ব্বিশেষবাদ হ'তে উত্থিত হ'য়েছে, ইহা একপ্রকার নাস্তিক্যবাদ। ২৪জন ভগবদবতারের অনুকরণে ২৪জন জিন বা তীর্থঙ্করের উপাসনা প্রভৃতি এই নায়ক পূজার অন্তর্গত। বর্দ্ধমান-জ্ঞাতিপুত্র, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি নায়কগণের উপাসনা বা জৈনগণের নির্গ্রন্থ-বিচার, শ্রমণ-গণের বৈরাগ্য-বিচার প্রভৃতি—অচিন্মাত্রবাদ বা শূন্যবাদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। মায়াবাদিগণের নির্ব্বিশেষ-বিচারমূলে যে আচার্য্যোপাসনা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তা'ও নায়কপূজার অন্তর্গত নাস্তিক্যমতবাদ-বিশেষ। কর্ম্মিগণের পিতৃদেবার্চ্চন প্রভৃতি, প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের সাহিত্যিক পূজা প্রভৃতি নায়ক-পূজার অন্তর্গত। ঐরূপ কর্ম্মবাদে কর্ম্মফলবাধ্য নশ্বর দেহ-মনের ধর্ম্ম প্রবল থাকায় উহাতে ভগবদুপাসনা বা প্রকৃত আস্তিকতা কিছুই নাই। কর্ম্মিগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঐরূপ পিতৃদেবার্চ্চন বা নশ্বর নায়ক-পূজার প্রতিযোগিত্বক্রে তত্তুল্য অন্য প্রকার নায়কপূজক অর্থাৎ আত্মজড়দেহপূজক চার্ব্বাক পিতৃদেবার্চ্চনকারী কর্ম্মিগণকে ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচর এবং তাহাদের বাগ্‌বৈখরীকে 'জর্ফ রী', 'তুর্ফ রী' প্রভৃতি শব্দে আখ্যাত ক'রেছে। পরবর্ত্তী সময়ে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ ঐরূপ আধ্যক্ষিক বিচারের অগ্নিকুণ্ডে আরও ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ ক'রেছে। গৌড়ীয়-দর্শনে ভগবদবতার বা ভাগবতাবতারগণের পূজা সেইরূপ নায়কপূজার অন্তর্গত নহে। তাঁ'রা কর্ম্মফলবাধ্য কোন নায়কের উপাসনা করেন না। এজন্য গৌড়ীয়-দর্শনে কর্ম্মফলবাধ্য পিতৃদেবার্চ্চন নাই। চার্ব্বাক গৌড়ীয়-দর্শনকে আক্রমণ ক'রতে পারে না। চার্ব্বাকের দর্শন কর্ম্মীর হেয়তার গণ্ডি পর্য্যন্ত পৌঁছে। জ্ঞানীর দর্শনের সীমা অতন্নিরসন পর্য্যন্ত, তৎপরে সে নিরস্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু গৌড়ীয়ের দর্শন—অধোক্ষজ দর্শন। কর্ম্মীর সৎকর্ম্ম-অসৎকর্ম্মের বিচার, জ্ঞানীর অতন্নিরসন, এমন কি অপ্রাকৃত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য-বিচার পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রে একমাত্র একচ্ছত্র নায়ক স্বরাটের সর্ব্বাঙ্গীন সেবাই গৌড়ীয়-দর্শনের উদ্দিষ্ট বিষয়।

মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ

মধ্যযুগে ভগবদ্‌বিশ্বাসের আলোচনায় আমরা কর্ম্ম, জ্ঞান ও বহির্ম্মুখ-যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা-বিচারে সায়নের লেখনীর মধ্যে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্ব নায়ক-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দতীর্থের বেদান্তের দ্বৈতপর বিচার এবং তদনুগ জয়তীর্থের ন্যায়সুধা, ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত প্রভৃতি লক্ষ্য করি। ন্যায়সুধায় শ্রীজয়তীর্থ ও ন্যায়ামৃতে শ্রীব্যাসতীর্থ নির্ব্বিশেষবাদকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত ক'রেছেন। শ্রীল লক্ষ্মণদেশিকের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মায়াবাদীর জিহ্বাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ক'রে দেওয়ায় প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ মায়াবাদী, রামানুজাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন তার্কিক ব'লে আত্মগোপন কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। বিষ্ণুভক্তিকে আশ্রয় ক'রে যে সকল আচার্য্য জগতে মায়াবাদ নিরাস ক'রেছেন, তন্মধ্যে শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বই বিশেষরূপে প্রচারিত আছেন। নিম্বার্কের নামে লিখিত বর্ত্তমান ভাষ্যে নির্ব্বিশেষ মতবাদের তাদৃশ স্পষ্ট খণ্ডন নাই। বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্তে প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈতবিচার নবীন কেবলাদ্বৈতবাদিগণের চাতুর্য্যপূর্ণ কৌশলে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির নামে আরোপিত হ'য়ে নির্ব্বিশেষ মতবাদে পরিণত কর্‌বার চেষ্টা হ'য়েছে। বোধায়ন ঋষির বিচার অবলম্বনে যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি, ঔড়লোমী প্রভৃতির বিচার অবলম্বন ক'রে নিম্বার্ক, ব্যাসের বিচার অবলম্বন ক'রে শ্রীমধ্ব, রুদ্রের বিচার অবলম্বন ক'রে শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগতে বিষ্ণুভক্তির কথা প্রচার ক'রেছেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর বিচারপ্রণালী নবীন কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদীর বিচারমুখে সায়ন-মাধবলিখিত সর্ব্বদর্শনের মধ্যে কিঞ্চিৎ লিখিত আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদের দার্শনিক সাহিত্যে তা'র বিবৃতি দেখা যায়। নৃপঞ্চাস্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আরাধ্য। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর মত হইতে ইদানীন্তন শ্রীবল্লভাচার্যের প্রস্তাবিত শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত পার্থক্য লাভ ক'রেছে। ইদানীন্তন শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ, শ্রীব্রজনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য, 'প্রমেয়-রত্নার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন বা শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ স্বয়ং প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর পূর্ব্বাধস্তন শ্রীধরের বিচারপ্রণালী হ'তে পৃথক্ হ'য়ে মায়াবাদ নিরসনকল্পে যে অণুভাষ্যাদি লিখেছেন, তাতে সর্ব্বজ্ঞমুনির প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈত মত সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। কেবলাদ্বৈত বিচারের কল্পনারম্ভকালে লক্ষ্মীধর ও শ্রীধর নামক দুই গুরুভ্রাতা নৃপঞ্চাস্যোপাসক প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন-সূত্রে শ্রীনাম-মহিমা বিস্তার ক'রেছেন। লক্ষ্মীধরের নামকৌমুদীতে এবং শ্রীরূপপাদের পদ্যাবলীধৃত শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীলক্ষ্মীধরস্বামিপাদের রচিত শ্লোকাবলীতে উক্ত বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়াধস্তনদ্বয়ের নামনিষ্ঠা প্রকটিত হ'য়েছে। ভাগবতের আদিম শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁ'র স্ব-সম্প্রদায় অর্থাৎ বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মত অতি মিত ও সারবাক্যে ব'লেছেন। 'সংক্ষেপ শারীরকে'র বিচার শুদ্ধাদ্বৈতবাদ হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে শঙ্করপ্রবর্ত্তিত নবীন কেবলাদ্বৈতবাদে বিকৃত হ'য়েছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাভেদ ; অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত

ব্যাসরচিত সূত্রাবলম্বনে ব্যাখ্যাভেদে পরস্পরের মত এত পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে যে, বাস্তব বিচারটা যে কি, তা' আর সাধারণের জানবার উপায় নেই। এই জন্যই মহাভারত ব'লেছেন,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব এইজন্য স্বয়ং সূত্রের ভাষ্য রচনা ক'রেছেন। সেই অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বমতের যথার্থ সমন্বয় হ'য়েছে। স্বকপোল-কল্পিত নবীন ভাষ্য বা বিভিন্ন মতবাদযুক্ত ভাষ্যগুলি অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য-সূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকটনে নিরস্ততেজঃ হ'য়েছে।

নিখিলমহাজন-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর

সেই শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্তলীলাময় বিগ্রহ এবং ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান কালের নিখিল মহাজনগণের শিরোমণিরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে গৌড়ীয়-দর্শন জগতে প্রদান ক'রেছেন, তা' হ'তেই প্রকৃত অপ্রাকৃত সবিশেষ বেদান্ত ও শ্রুতির অর্থ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচৈতন্যবাণী—সর্ব্বচিৎসমন্বয়বিধানকারিণী

গৌড়ীয়দার্শনিকবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রকাশানন্দের উক্তি-প্রচার-মুখে এই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা স্বয়াক্ষরে ব'লেছেন,—

আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥
'ভগবত্তা' মানিতে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
সেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে॥
'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ'॥
'ন্যায়' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান'।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন॥
'বেদান্ত'-মতে—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—অমৃতের ধার
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার ॥

গুর্ব্বানুগত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা

সাধু-মহাজনের নিকট ভগবানের কথা শুনে যখন আমরা তাঁ'র আনুগত্য লাভ করি, তখনই আমাদের সুবিধা হয়। Pottery work করতে হ'লে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শুনে নিয়ে কার্য্যারম্ভ করতে হয়। সন্দেশ তৈরী করতে হ'লে মোদকের নিকট নির্ম্মাণ-প্রণালী জেনে নিতে হয়; কিন্তু সেরূপ শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞের আনুগত্য না ক'রে স্বতন্ত্রভাবে মঙ্গল লাভ করবার বিচারে আমাদের সাফল্য-লাভে অনেক অসুবিধা হ'য়ে থাকে। আমরা তখন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে না পেরে মনোধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে পড়ি। এ জন্যই শ্রুতি উপদেশ ক'রেছেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আম্নায়-পন্থা গ্রহণ ব্যতীত সত্যোপলব্ধির অন্য উপায় নাই। নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের চরণরজে অভিষেক ব্যতীত আমাদের 'দর্শন' ব'লে কোন কথাই হ'তে পারে না। মহাজনগণই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একমাত্র দৃশ্য বস্তুকে নশ্বর দর্শনযুক্ত ক'রতে সমর্থ। তখনই আমরা প্রকৃত দ্রষ্টা হ'তে পারি। বাস্তব-সত্য তখনই করায়ত্ত হয়—যখনই আমরা শুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি।

তর্কপথ—বিপদসঙ্কুল

তর্কপথ—ভীষণ বিপদসঙ্কুল। তর্কপন্থায় বহু বহু জন্ম কেটে যা'বে—অভিজ্ঞতাবাদের পথে উত্তরোত্তর বিপন্ন ক'রবে। অভিজ্ঞতাবাদী হ'য়ে জ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাঘাত করে।

ভগবল্লীলা-কথা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ বা অপর দর্শনের কথার পার্থক্য

পুরুষোত্তমের লীলাকথা শ্রবণ ক'রে আমাদের নিত্য-মঙ্গল লাভ হয়। 'সেশ্বর-সাংখ্য' নামধৃক্ পতঞ্জলি ঋষির অষ্টাঙ্গযোগের কথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতির কথা—শ্রীঈশ্বর কৃষ্ণের মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পুরুষ প্রকৃতি অথবা অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার, ত্রিবিধ বন্ধ, ত্রিবিধ মোক্ষ প্রভৃতির কথা—জৈমিনীর কথিত স্ফোট, ধর্ম্ম প্রভৃতি—বৈশেষিকের অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, বিশেষ, সমবায় প্রভৃতি কিম্বা গৌতমের প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন, প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের প্রাকৃত নশ্বর কথাগুলি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনে আমাদের আত্যন্তিক কল্যাণ হ'বে না। শ্রীমদ্ভাগবত (১৬।৩৬) ব'লেছেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥

বদ্ধবুদ্ধি-পরিহারে মুকুন্দসেবা দ্বারা সদা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, প্রাপঞ্চিক ধারণাসমন্বিত যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

হরিকথা-শ্রবণকারীর কোনকালেই বিনাশ নাই

হরিকথা শ্রবণ করতে করতে যদি কোন ব্যক্তি অপক্ক দশায় স্খলিত বা মৃতও হয়, তথাপি তাঁ'র অমঙ্গল ঘটে না; আর হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে যম-নিয়মাদি চেষ্টায় ধর্ম্মমেঘ-নক্কারে সমাধি প্রভৃতি প্রাপ্ত হ'লেও তাঁ'র প্রকৃত মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না,—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥

(ভাঃ ১।৫।১৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাপঞ্চিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন পরিত্যাগ ক'রে আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হ'য়েও যদি কোন ব্যক্তি প্রপঞ্চে থাকা-কালে দুর্ভাগ্য-ক্রমে ভজন পরিপাকের পূর্ব্বেই ভজন হ'তে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তথাপি আংশিক স্বরূপোদ্বোধন-জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেবা-বাঞ্ছা থাকায় তার কোন অমঙ্গল হয় না; আর যা'রা হরিকথা শ্রবণ করে নাই বা যা'রা ভজনহীন—ঐরূপ ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য অনিত্য অজ্ঞানমিশ্র নিরবচ্ছিন্নানন্দবাধনর স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোন নিত্য প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না।

একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ উদ্ধবকে ব'লেছেন,—হে উদ্ধব, তুমি একমাত্র কেবলাভক্তি আশ্রয় কর। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি আশ্রয়ে কখনও মঙ্গল লাভ হ'বে না। যে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করে, তা'র কোন কালেই অমঙ্গল হয় না,—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥

(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

যদিও আমার ভক্তকে সাধারণ ব্যক্তিগণের দর্শনে কোন কোন সময় অজিতেন্দ্রিয় হ'য়ে বিষয়ে আকৃষ্যমাণ দেখা যায়, তথাপি পরম সমর্থা ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয় দ্বারা অভিভূত হন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবদ্ভক্তসঙ্গ—গৃহব্রতধর্ম্মবিনাশক

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ হ'লে দেহী জীব দেহ-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হয়,—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যন্
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥

(ভাঃ ৪।৯।১২)

হে পদ্মনাভ, আপনার শ্রীচরণ-কমলের সৌরভ-লুব্ধ-হৃদয় যে-সকল ভক্ত জগতে বিরাজমান, তাঁ'দের সঙ্গে আপনার প্রসঙ্গ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণ অতিপ্রিয় মানব-শরীর এবং মানব তনুর অনুগামী গৃহ, ধন, সুহৃৎ, পুত্র ভার্য্যা সমস্তই বিস্মৃত হ'য়ে থাকে।

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গের সহিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির তুলনা হয় না

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥

(ভাঃ ১১।১২।১-২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাহ্য ও অন্তরের অশেষ আসক্তি-নিরসনকারী সাধুসঙ্গে আমাকে যেমন বশীভূত করে, কি যোগ, কি সাংখ্য, কি ধর্ম্ম, কি বেদাধ্যয়ন, কি তপস্যা, কি সন্ন্যাস, কি ইষ্টাপূর্ত্ত, কি দান, কি ব্রত, কি যজ্ঞ, কি বেদমন্ত্রপাঠ, কি তীর্থভ্রমণ, কি নিয়ম, কি যম—কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করতে পারে না।

আরোহবাদীর চেষ্টা ও সাধন-প্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা

আমরা স্বাধ্যায়-নিরত হ'য়ে—গুরুকুলে বাস ক'রে—অপর পক্ষকে নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হ'য়ে—যোগাদি সাধনে রত হ'য়ে, কি লাভ করতে পারি? যোগাদি সাধনে সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই যদি কাম-ক্রোধ-রিপু এসে আমাদিগকে আক্রমণ করে, তা'হ'লে কিরূপে আমাদের অভীষ্ট লাভ হবে? জঙ্গলে গিয়ে ডাল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, লাঠি কাটতে কাটতে যদি বাঘ এসে আমাদের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে, তা'হ'লে আর লাঠি-কাটা হলো না, বাঘ-মারাও হলো না, বাঘের হাতে চিরজীবনের তরে মারা পড়তে হলো। ডাক্তার ডাকতে ডাকতে মৃত্যু হ'লে ডাক্তার এসে আর কি করবে? রেচক-পূরক-কুম্ভকাদি দ্বারা ধর্ম্মমেঘ-সমাধি সঞ্চারের পূর্ব্বেই যদি কাম-ক্রোধাদি-ব্যাঘ্র এসে উপস্থিত হয়, তা'হ'লে ঐরূপ যোগ-সমাধি আমাদের কি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মঙ্গল করবে? যোগ-ব্রত-তপস্যাদি জগতে যত কিছু মত আছে, সেগুলি কোনটী সাধ্য বা উপেয় নহে—একথা ঐ-সকল পথের পথিকগণও স্বীকার করেন। আত্মবৃত্তি ভক্তি কিন্তু উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—উভয়ই; কাযেই ভক্তিপথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই মঙ্গল, পূর্ণ অগ্রসর হ'লে পূর্ণ মঙ্গল। অভক্তি-যোগাদিপথে তা' নয়, সেখান থেকে পতিত হ'লে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হ'বে। ঐগুলি সব experimental আরোহবাদ। একটা experiment বিফল হ'লে আবার নূতন ক'রে আর একটা experiment করতে হ'বে। এরূপ experiment করতে করতে জীবন শেষ হ'য়ে যেতে পারে—ডাল কাটতে কাটতে বাঘের হাতে প'ড়ে মৃত্যু হ'তে পারে, তখন আর কাঠ দিয়ে লাঠি-তৈয়াররূপ অভিধেয়-বলে বাঘ মেরে শান্তিলাভের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লো না।

শ্রীগৌরসুন্দর বা গৌড়ীয়-দর্শন এরূপ আরোহবাদীর অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধনপ্রণালীর বিচারগুলি স্বীকার করেন না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা

শ্রীরামানুজের পূর্ব্বগুরু গোষ্ঠীপূর্ণ প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ যোগাদিমিশ্র-ভক্তি দেখা গেলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে তাদৃশ যোগ-পদ্ধতি প্রভৃতি পরিত্যক্ত হয়েছে। গৌড়ীয়-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দর্শন অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রত, তপস্যাদি সর্ব্বপ্রকার আবরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ সর্ব্ববিধ আবরণ উন্মুক্ত ক'রে কৃষ্ণ-দর্শনের কথাই প্রতিপাদন ক'রেছেন। গৌড়ীয়-দর্শনে সাক্ষাৎ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা শব্দাকারে স্ফুটিত হ'য়ে 'দর্শন' শব্দের চরম সার্থকতা প্রকাশ করে। পুরুষোত্তমের লীলা-কথাকে যেরূপ নশ্বর কর্ম্মরাজ্যের অন্তর্গত বিচার করা উচিত নহে, তদ্রূপ তা'তে আধ্যাত্মিক বিচার আনয়ন করাও বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

মহান্ত-জগদ্গুরু ও এক-জগদ্গুরু-বাদ

গৌড়ীয়-দর্শনে মহান্ত গুরুর অদ্বয়ত্ব-বিচার ও মহাত্মা যীশুর অনুগত সম্প্রদায়ের একজগদ্গুরুমতবাদে পার্থক্য আছে। একজগদ্গুরুমতবাদিগণ মহাত্মা যীশু ব্যতীত অপর গুরু স্বীকার করবেন না। পরবর্ত্তিকালে কোন মহান্ত গুরু উদিত হ'য়ে পূর্ব্ব জগদ্গুরুর বাণী আমার কাণ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেও তাঁহাকে আমি জগদ্গুরু বা ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহরূপে বরণ করতে স্বীকৃত হ'ব না। একজগদ্গুরু-মতবাদিগণের বিচার গ্রহণ ক'রে বর্ত্তমানে কোন মহান্ত-গুরুর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় শ্রৌত-প্রণালীর অটুট ধারা-প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। যীশুখৃষ্টকে জগদ্গুরু বিচার ক'রে ১৯০০ বৎসর পরে যদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যীশুখৃষ্টের আদর্শ উপদেশ কেবল গ্রন্থের মধ্যে অনুসন্ধান কর্‌বার চেষ্টা হয়, কোন শ্রৌতগুরু-পরম্পরায় আগত সাক্ষাৎ জীবন্ত মহান্তগুরুর চেতনময়ী বাণীতে কর্ণ পরিপূরিত না হয় এবং সেই আদর্শে চেতনের অস্মিতা অনুপ্রাণিত না হয়, তা' হ'লে নানাপ্রকার মনোধর্ম্ম এসে আমাদিগকে প্রকৃত সত্য, এমন কি, মহাত্মা যীশুর প্রকৃত প্রচারিত মত হ'তে দূরে নিক্ষেপ কর্‌তে পারে। এইজন্য গৌড়ীয়-দর্শনে শ্রীগুরুদেবের অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হ'লেও শ্রৌত-পরম্পরায় ভগবৎপ্রেরিত নিজ-জন আমার নিকট পর্য্যন্ত আগত হ'য়ে আমার কর্ণে পরম চেতনময় মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক আমাকে মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ করেন। যে মহান্ত-গুরুর পাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট পর্য্যন্ত আগত হ'লে আমি সেই পাদপদ্ম তাঁহারই কৃপায় স্পর্শ কর্‌তে পারি, সেই মহান্তগুরু-পাদপদ্ম বিভিন্ন কালে শ্রৌত পারম্পর্য্যে উদিত জগদ্‌গুরুগণের সহিত এবং জগদ্‌গুরুগণের গুরু কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত অভিন্ন অদ্বয়তত্ত্ব। এক-জগদ্‌গুরুমতবাদে আমি প্রকৃত মত হ'তে ভ্রষ্ট হ'তে পারি, কিন্তু মহান্তগুরুর অদ্বয়ত্ব-বিচারে আমার নিকট কৃপা পূর্ব্বক যে গুরুপাদপদ্ম উদিত হন, তাহা আমাকে ভগবৎপ্রণীত শ্রৌতমার্গীয় বাস্তব সত্যধর্ম্ম হ'তে কেশাগ্রও বিপথগামী কর্‌তে পারে না। ভগবৎপ্রণীত ভক্তি-সিদ্ধান্ত যথাযথ গুরুপরম্পরারূপ খাতের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাদপদ্ম হ'তে আমার সেবোন্মুখ চেতনতা পর্য্যন্ত এসে পৌঁছে।

গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্ব

গৌড়ীয়-দর্শনে যে গুরুতত্ত্বের বিচার র'য়েছে, সেরূপ বিচার আর কোথাও নাই। শ্রীগুরুদেব অভেদ বিচারে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ব'লেছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিখিলশাস্ত্র যাঁ'কে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহ-রূপে কীর্ত্তন ক'রেছেন এবং সাধুগণও যাঁ'কে সেইরূপেই চিন্তা ক'রে থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

গৌড়ীয়-দর্শনের বিচারে শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণু-বিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী—বিষ্ণু-বৈষ্ণব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ— বিষয়-তত্ত্ব; শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্; শ্রীগুরুদেব—স্বয়ংপ্রকাশপ্রাকট্য, শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ; শ্রীগুরুদেব—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ; রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন বার্ষভানবীপ্রকাশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রৌতপন্থিগণ গুরুর নিত্যত্ব স্বীকারকারী ; শ্রৌতব্রুব মায়াবাদিগণ গুরুদ্রোহী

যাঁ'রা শ্রৌতপ্রণালী বা বেদ-পন্থা স্বীকার করেন, তাঁ'রাই শ্রীগুরুদেবের নিত্যত্ব বিচার করেন। বৈদান্তিক-গণ সকলেই আচার্য্যের নিত্যত্ব স্বীকার ক'রেছেন। বৈদান্তিকব্রুব, বেদ-মুখে-মানা মায়াবাদি-সম্প্রদায় মুখে আচার্য্য বা গুরু স্বীকার করলেও নিজের জড়বাহাদুরীর জন্য আচার্য্যের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এঁদের সকলই কপটতা। বেদ মানা—কপটতা, বেদান্ত-পড়া—কপটতা, গুরুমানা—কপটতা, সাধন—কপটতা, সিদ্ধি—কপটতা। আচার্য্যের পারমার্থিক নিত্যত্ব, বেদের পারমার্থিক নিত্যত্ব স্বীকার করেন না ব'লে এঁরা বেদ-বিরোধী প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, অর্হৎ ও নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী দার্শনিকব্রুবগণ—কেহই গুরুর নিত্যত্ব স্বীকার করেন না।

বিভিন্নমতবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত

গৌরসুন্দর যখন দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ কচ্ছিলেন, তখন এই সকল মত প্রচারিত ছিল—বৌদ্ধ, শৈব, মায়াবাদী প্রভৃতি বিরোধি-সম্প্রদায়ের মত দক্ষিণদেশকে প্লাবিত ক'রেছিল। সায়নমাধব চারপ্রকার শিবোপাসকের কথা লিখেছেন—নকুলীশপাশুপত, প্রত্যভিজ্ঞা, মহেশ্বর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও ২গেশ্বর। এই মতগুলি সকলই নির্ব্বিশেষবাদমূলে স্পষ্ট। ডক্টর মেক্‌নিকল্ বোম্বাই অঞ্চলে শিবভক্তিকে সেরূপভাবে আদর করতে পারেন নাই; তিনি বরং বিষ্ণুভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ব'লেছেন। নির্ব্বিশেষবাদ যাঁ'দের লক্ষ্য, যাঁ'রা ভজনীয় বস্তুর অপ্রাকৃত আকার স্বীকার করেন না, মুক্তিকালে নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য লীলার অপ্রাকৃতত্ব বিচার করেন না, সেই সকল দার্শনিক-ক্রুব-সম্প্রদায় বেদান্তের বিচারপ্রণালী হ'তে পৃথক্ হ'য়ে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মপর মতবাদকে বৈদান্তিক মতবাদ ব'লে চালিয়ে দিয়ে ভ্রান্ত হন। কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার-প্রচারক এরূপ কথার আদর করেন না। অন্যান্য দার্শনিকগণ ন্যূনাধিক সকলেই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়-তর্পণকামী। কামদেবের কাম, নাম ও ধামের পরিপূর্ণ সেবা বা পূর্ণ শ্রদ্ধা—যা' বেদান্তভাষ্য-ভূত শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন ক'রেছেন, তা' একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শনের বিচারেই পরিপূর্ণতমরূপে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ দেশে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের কথাও এককালে যথেষ্ট ছিল। শ্রীকর মিশ্র প্রভৃতি বিষ্ণুস্বামীরই অনুগত—প্রেমাকর প্রভৃতি রুদ্র-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হ'লেও বিষ্ণুভক্তিরই প্রচারক। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় এবং বিষ্ণুস্বামী ও রুদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে এককালে ভীষণ বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হ'য়েছিল। যেখানে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই—যেখানে কোট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনিত্য আকারে স্ফুটিত হ'চ্ছে, শ্রীচৈতন্যদেব তা' বহুমানন কর্‌তে প্রস্তুত হন নাই।

শৈবমতবাদ বিচার

শৈবাদ্বৈতবাদ, শৈবদ্বৈতবাদ এবং পরিমলের লেখকের শৈববিশিষ্টাদ্বৈতপর ভাষ্যগুলি—সকলই সুদার্শনিক বিচার হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'য়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।" কুদার্শনিকগণের মধ্যে ভগবানের নির্ব্বিশেষ বিচার নানাপ্রকারে পল্লবিত হ'য়েছে। এই শ্রেণীর লোকের সাকার-নিরাকারের খণ্ডিত বিচার—সকলই মনোধর্ম্মের অন্তর্গত। নকুলীশপাশুপত শৈবগণ মহাদেবকে পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু বলেন। নকুলীশ-পাশুপত-মতবাদ মধ্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিযোগিতা ক'রে নির্ব্বিশেষ মতকেই স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা দেখি'য়েছে। মনোধর্ম্মী নকুলীশ-পাশুপত বলেন,—মধ্বাচার্য্যের কথিত ভগবদ্দাস্য-প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা কেবল উক্তি মাত্র; কারণ মুক্ত ব্যক্তি যদি দাসস্বরূপ অধীনতা-শৃঙ্খলেই বদ্ধ হ'ন, তা' হ'লে কিরূপে মুক্ত বলা যেতে পারে? মুক্তের ভগবদ্দাস্য বুঝ্‌তে না পেরে নকুলীশপাশুপত বল্‌ছেন,—অমূল্য মণিমাণিক্য-রত্নাদি-বিনির্ম্মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তিকেও লোকে বদ্ধই ব'লে থাকে। অন্ধকে পদ্মপলাশলোচন বলার ন্যায় ভগবদ্দাসত্বে বদ্ধব্যক্তিকে মুক্ত বলা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শন এই মনোধর্মীর জ্ঞানের কল্পতা প্রদর্শন ক'রে বলেন,—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অনর্থমুক্ত জীব যখন নিজের কৃষ্ণদাস্যরূপ নিত্যস্বরূপ বুঝ্‌তে পারেন, তখনই তিনি ভগবদ্দাস্যরূপ নিত্যধর্ম্মে নিত্যাসক্ত হ'য়ে অতিমুক্তগণের প্রেমধর্ম্ম লাভ করেন। ইহাই চরম স্বাধীনতা। কৃষ্ণের সহিত বন্ধন, জাগতিক নশ্বর মায়িক রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথাকথিত স্বাধীনতার বন্ধন অথবা নির্ব্বিশেষবাদিগণের কল্পমুক্তিরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের দাস্য নয়; স্বরাট্‌-পুরুষের দাস্যই পূর্ণতম স্বাধীনতা—পূর্ণতম হেয়তা-ছেদন। এই বন্ধন পরম মুক্তগণ আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ বল্‌ছেন,—

"স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি ॥"

যেরূপ শকুনি সূত্রের দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হ'য়ে এদিক ওদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্য কোন যায়গায় আশ্রয় না পেয়ে শেষে বন্ধনকেই স্বীকার ক'রে থাকে, সেইরূপ মনোধর্ম্ম-চালিত ব্যক্তি মনোধর্ম্ম দ্বারা মুক্তি পাবার জন্য নানাদিক অনুসন্ধান ক'রে থাকেন, কতই না চেষ্টা-চরিত্র করেন—মুক্ত হ'বার জন্য। কেউ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

মনে করেন, এ জগতের ক্ষুদ্র সুখ লাভ হ'লেই স্বাধীনতা পাব, কেউ মনে করেন, এ জগতে কিছুকাল স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করলেই স্বাধীনতা লাভ হ'বে, কেউ মনে করেন, স্বর্গসুখলাভ হ'লে স্বাধীনতা হ'বে, কেউ মনে করেন, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'লে স্বাধীনতা হ'বে—এরূপ নানাদিক্ দিয়ে জড়িত হ'বার কামনায় জড়ভোগময় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করতে করতে লোক যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে—অন্য কুত্রাপি স্বাধীনতা নাই, আশ্রয় নাই বুঝ্‌তে পারে, তখন সকল প্রাণের প্রাণ—সকল স্বাধীনতম পুরুষগণের স্বাধীন স্বরাট্ পুরুষোত্তমের পাদ-পদ্মকে আশ্রয় করে এবং সেই পাদপদ্মে নিত্যবন্ধনই—প্রেমবন্ধনই স্বাধীনতার চরমসীমা বুঝ্‌তে পারে। গৌর-সুন্দর আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

তবে হয় মুক্ত সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হৈলে হয় সেই গোবিন্দের দাস॥

বিষ্ণুস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্তে মুক্তপুরুষেরই ভগবৎসেবার কথা জানিয়েছেন,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকে মুক্তপুরুষগণের ভগবৎসেবার কথা দেখিয়েছেন। চিদ্‌বিলাসরাজ্যের কথা মুক্ত না হ'লে কেউ বুঝ্‌তে পারে না। যাঁ'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুক্তির চেষ্টা বা মুক্তির চেষ্টাকে কল্পিত স্বাধীনতা ব'লে ভ্রান্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হন, তাঁ'দের অধিকার ও আশা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। গৌড়ীয়-দর্শনে সেইরূপ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব'লে লোককে বিপথগামী করা হয় নাই। কেউ বল্ছেন,—পারদ-রসকে আশ্রয় কর্‌লেই উত্তমা মুক্তি লাভ হ'বে, মূর্চ্ছিত পারদের দ্বারা ব্যাধি বিনষ্ট হয়, মৃত পারদের দ্বারা জীবিত হওয়া যায়, শুদ্ধ পারদের দ্বারা গতিশক্তি জন্মে। পারদ সংসার-সমুদ্রের যন্ত্রণা হইতে পার করে। পারদ-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের পূজা কাশী প্রভৃতি তীর্থের শিবপূজা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ মনে করেন,—ষড়্‌গুণজারিত মকরধ্বজ প্রভৃতি দ্বারা দেহের সুস্থতা বিধান কর্‌লে মনের শান্তি হ'বে। মহাদেবকে আশ্রয় ক'রে আমরা ঐরূপ ভুক্তি-মুক্তি-কামী হ'য়ে পড়্‌ব। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতার চেষ্টা জীবের বদ্ধদশার চেষ্টা মাত্র। গৌড়ীয়-দর্শন সেইরূপ বদ্ধ-দশার কথা বা জীবকে অধিকতর বদ্ধ-দশায় আনয়নের শিক্ষার কৌশলের কথা বলেন না। গৌড়ীয়-দর্শনে অমুক্তগণের যথার্থ মুক্তির কথা এবং মুক্তগণের—পরম মুক্তগণের চিদ্‌বিলাস-সেবার কথা অতি সুন্দররূপে কীর্ত্তিত আছে। রসেশ্বর-শৈবগণ মনে করেন, প্রতিমা পূজার যদি ব্যবস্থা হ'তে পারে, তা' হ'লে পারদনির্ম্মিত শিবপূজার কেন না ব্যবস্থা হ'বে? তাঁ'রা পঞ্চোপাসকের অনিত্য প্রতিমা পূজা বা প্রতীক-পূজাই লক্ষ্য ক'রেছেন। গৌড়ীয়-দর্শনে যে শ্রীবিগ্রহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূজার কথা বর্ণিত আছে, তা' ঐ সকল পৌত্তলিক-পূজা হ'তে বহু বহু দূরে। এই সকল কুদার্শনিকের বিচার, ভারতীয় ষড় দর্শনের মধ্যে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের স্বকপোল-কল্পিত বেদান্ত-বিরুদ্ধ ভাষ্য ও পঞ্চ দর্শনের বিচার শ্রীগৌর-সুন্দর অল্প কথায় বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

গৌড়ীয়-দর্শনে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন

নিরীশ্বর সাংখ্যমতকে গৌড়ীয়-দর্শন বিশেষভাবে খণ্ডন ক'রেছেন। জগতের উপাদান-কারণরূপ প্রধান এবং নিমিত্তকারণরূপ মায়া—মায়ার এই দুই প্রকার অবস্থিতি। গৌড়ীয়-দর্শন বলেন,—গুণময়ী মায়া কখনই মুখ্য জগৎ-কারণ হ'তে পারে না। ভগবদীক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হ'লে প্রকৃতি সেই ভগবচ্ছক্তিবলে জগৎসৃষ্টির গৌণ কারণ হয়—অগ্নি প্রবেশ ক'রে লৌহকে যেরূপ জীবনশক্তি প্রদান করে, তদ্রূপ। অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির দ্রব্যরূপ-কারণত্ব। গুণরূপ অংশে যে নিমিত্ত-কারণ বলা যায়, তা'তেও কৃষ্ণই নিমিত্ত-কারণ; যেরূপ ঘট-নির্ম্মাণে কুম্ভকার। এ'রা নিমিত্ত-কারণ। নারায়ণ—কুম্ভকারস্থলীয় মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর মায়া—চক্র-দণ্ডাদিস্থলীয় গৌণ নিমিত্ত-কারণ। যেরূপ কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হ'তে পারে না, সেইরূপ কৃষ্ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হ'তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ করেন, তা'তে দুই প্রকার কার্য্য হয়। পুরুষের কিরণরূপে অনন্ত জীবকে মায়া-মধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়া স্পর্শ ক'রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। অঙ্গাভাস—অঙ্গমিলনের আভাসমাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্গমিলন নয়। উহা "মায়া মিশায়ে এস ভগবান্" প্রভৃতি চিন্তা-স্রোতের ন্যায় নহে। কৃষ্ণই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হন। অতএব কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ—

> কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
> অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥

পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম, তা'র বাহিরে কারণসমুদ্র। চিন্ময়ধাম—কারণশূন্য, মায়া—কারণময়ী। এই দু'এর মধ্যবর্ত্তী স্থলকে 'চিন্ময় জলনিধি কারণসমুদ্র' বলা হ'য়েছে। সেই জলশায়ী ভগবানের ঈক্ষণই তা'র বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য ক'রে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করে। সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া-শূন্য কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথের স্বরূপে কোন মায়া-সম্বন্ধিনী ক্রিয়া হয় না। মহাসঙ্কর্ষণ স্বীয় সুদূর ঈক্ষণাংশে কারণার্ণবে শায়িতভাবে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। ইনি আদ্য পুরুষাবতার। কারণার্ণবের বাহিরে মায়াশক্তির অবস্থিতি। মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করতে পারে না; ভগবদীক্ষণ মায়া-মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে মায়াকে ক্রিয়াবতী ক'রে থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরব্যোমে মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ' নামক-ব্যূহচতুষ্টয়। তন্মধ্যে বাসুদেব আদি-ব্যূহ—চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অবস্থিত,—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের স্বাংশ বা বিলাস। সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয় ব্যূহ, সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ এবং অহঙ্কারতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হ'য়েছে। ইনি অনন্তদেবে আধার-শক্তি নিধান ক'রেছেন এবং রুদ্র, অধর্ম্ম, অহি, অন্ত ও অসুরদিগের অন্তর্য্যামিরূপে জগতের সংহার-কার্য্য সম্পাদন করেন। এই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। ইনি বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে সমর্পণ ক'রেছেন। তিনিই বিধাতা, নিখিল প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেব-মনুষ্যাদি প্রাণী এবং কন্দর্পের অন্তর্য্যামিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহার বিলাসমূর্ত্তি। ইনি মনস্তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ব্যষ্টি জীবান্তর্য্যামী পুরুষ। ইনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা ও নৃপতিগণের অন্তর্য্যামিরূপে জগতের পালন করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যার্থ—বিষ্ণু

নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ব্রহ্মে অবস্থিত। 'ব্রহ্ম' শব্দে বিষ্ণুই লক্ষিত। জড়জগৎ হ'তে গৃহীত ভাব ঈশ্বর ন'ন। তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তা বা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা আছে। যেহেতু ভগবান্ বাগানের মালী ন'ন অথবা আমাদের রাইয়ত ন'ন, সুতরাং তিনি প্রকৃতি-বাধ্যও হন না। তিনি আমার মনগড়া খেয়াল-পরিপূরণের জন্য আস্‌বেন না।

ভোগিকুলের বিচার-প্রণালী এই যে, বিষ্ণুও কর্ম্মফল-বাধ্য হ'বেন—তাঁদের ইন্দ্রিয়তর্পণ কর্‌বেন। প্রত্যেক কার্য্যে যদি ঈশ্বরের সেবা না হয়, আর কোন উদ্দেশ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাই, তা' হ'লে সত্যের সেবা হ'বে না—কাম-ক্রোধ-লোভ বৃদ্ধি হ'য়ে এক একটা দলাদলিতে সময় নষ্ট হ'বে। মানুষের সময় কি এত আময়দা পড়ে র'য়েছে! এ রকম ধরণের কর্ম্মাগ্রহিতা-অন্যাভিলাষিতায় যদি প্রমত্ত হই—ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যদি অন্য কার্য্যে সময় নষ্ট করি, তা' হ'লে তার সুখ-দুঃখ-ফল ভোগ কর্‌তে হ'বে। মানুষের এত সময় কোথায় যে, দাবা খেলে; বাজে কথায় সময় নষ্ট কর্‌বার অবকাশ পাবে?

ভগবানই মূল

ভগবানকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের সকল কাজ কর্‌তে হ'বে। আমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সকল চেষ্টা ক'র্‌ব—আকাশ পাতাল আলোড়ন ক'র্‌ব—প্রবল উৎসাহের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহিত ভগবৎসেবা সাধন কর্‌ব। ভগবানের অবশেষ ব্যতীত, ভগবানের ভক্তের অবশেষ ব্যতীত যা' কিছু গ্রহণ করি, তা' স্থূলপদার্থ হ'লে বিষ্ঠা এবং তরল পদার্থ হ'লে মূত্রস্থানীয় হয়। প্রসাদ-গ্রহণ-ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণে অসুবিধা আনয়ন করে।

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার ও গতি

অনেকে ভগবানের হস্ত-পদ-মুখাদি বিচ্ছিন্ন কর্‌বার জন্য ব্যস্ত; তাঁরা মনে করেন, ভগবানের আবার এ সকল থাক্‌বে কেন? তাঁ'কে ঠুঁটোরাম ক'রে রেখে দেব, আর যত চোক, মুখ, নাক, কাণ, আমাদেরই থাক্‌বে, আমরা কৃষ্ণকে কলা দেখিয়ে নিজেরা ভোগ কর্‌ব, কখনও বা শ্রৌতব্রুব হ'য়ে "অপাণিপাদঃ" শ্লোকের কদর্থ ক'রে ভোগ চালা'ব। যা'রা অদ্বিতীয় ভোক্তার ইন্দ্রিয়-তর্পণের মহামহোৎসব পরিত্যাগ ক'রে নিজেরা ভোগ কর্‌তে যায়, তা'রা নিজেদের পাশেই নিজেরা বদ্ধ হয়।

কৃষ্ণানুশীলনই পূর্ণমঙ্গল-সাধক

আমাদের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, ভ্রমণে, জাগরণে, শয়নে, তীর্থভ্রমণে, সদসৎকার্য্যকালে কৃষ্ণ যদি আমাদের স্মৃতিপথে না থাকেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমরা বিপথগামী হ'ব। বিকৃত স্বদেশগত বা বিদেশগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—প্রস্তাবিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা আমাদের মঙ্গল হ'বে না। একমাত্র পারমহংস্যধর্ম্মে অবস্থিত অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে 'আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন-ব্যতীত জীবে পূর্ণ মঙ্গল নাই—নাই—নাই। ঐ জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ ॥

শরণাগতি ও তৎপ্রতিকূল নির্ব্বেদজ্ঞান

কৃষ্ণের পূর্ণ শরণ-গ্রহণ-ব্যতীত জীবের পূর্ণমঙ্গল নাই। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে 'আমি' 'আমার' ভাব প্রবল থাক্‌লে সুবিধা হ'বে না। 'আমরা ভোক্তা, জড়জগৎ ভোগ্য'—এই বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলে আমরা অধঃপাতে চ'লে যা'ব। আমরা—চিৎ, জড়জগৎ—অচিৎ; যা'কে ভোগ করতে পারি, তা'কে বলি 'জড়'। আমরা এক তরফা বিচার করতে গিয়ে অচিদ্‌বস্তুটা আমাদের ভোগ্য, আমরা ভোক্তা—এরূপ অহঙ্কারের বশীভূত হই। ভোক্তৃত্ববাদ প্রসারিত হ'য়ে অহঙ্কারে পর্য্যবসিত হয়। অহঙ্কার প্রবল হ'য়ে—"অহং ব্রহ্ম", "আমি খোদা বা অনলহক্"—এরূপ বিচার আসে। "আমি বড় হ'ব, আমিই সব, আমি ব্যাপক"—এরূপ বিচারে আচ্ছন্ন হ'লে জীবের মঙ্গলের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হ'য়ে যায়। আমার বড় হ'বার পিপাসা বেড়ে বেড়ে ঘটাকাশ-পটাকাশের বিচার-প্রণালী, বিম্ব-প্রতিবিম্ব-বাদের বিচার হৃদ্দেশ অধিকার করে; তখন কেবলাদ্বৈতবাদ গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেবার কথা আবিষ্কারে কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিচারের অকর্ম্মণ্যতা-প্রতিপাদন

মধ্যযুগীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের যে প্রচার ছিল, তা'তে পৃথিবীকে মানমন্দির মনে ক'রে সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি পৃথিবীর চারিধারে পরিভ্রমণ করছে—এরূপ বিচার ছিল। আপাত-দর্শনে এইরূপই দেখা যায়। সাধারণ লোক বলবে,—রোজ লক্ষ্য করছি, প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি সূর্য্য ঘুরছে, পৃথিবী স্থির র'য়েছে। কালপ্রভাবে পৃথিবীর আহ্নিকী গতি নিরূপিত হ'লে পৃথিবীর গতিশীলতা স্বীকার হ'লো। Heliocentric বিচার উপস্থিত হ'লে Geocentric বিচারের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন হ'য়ে ছিল। প্রত্যক্ষ বিচারে ভোগটাই সত্য ব'লে মনে হয়। কিন্তু পূর্ণভগবৎসেবার কথা আবিষ্কৃত হ'লে ভোগের বা ত্যাগের বিচারে অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন হয়।

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িনঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করলে প্রাকৃত বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন ক'রেছিলেন। তপস্বিগণ তাঁ'দের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তপস্যা ত্যাগ ক'রেছিলেন, জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মা-সন্ধান পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, তখন ভক্তিরস-ব্যতীত আর কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

বিষ্ণুই সকলের কেন্দ্রে অবস্থিত

ভোগবাদ বা ত্যাগবাদ হ'তেই 'হামখোদাই' বাদ প্রবর্ত্তিত হয়। ভোগবাদের বিপরীত ত্যাগবাদে বাইরের বস্তু eliminate (নিরসন) কর্‌তে কর্‌তে ঐরূপই একটা বিচার উপস্থিত হয়! Personality of Godheadকে ignore (সবিশেষ ভগবানের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার) কর্‌বার জন্য অত্যাগ্রহ উপস্থিত হ'লে ঐ রকম কেবলাদ্বৈত-বিচার আসে। Heliocentric বিচারটা যেন Personality of Godhead স্বীকারের বিচারের মত। সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহ-উপগ্রহ সব প্রদক্ষিণ ক'র্‌ছে। সেই বিষ্ণুবস্তুর চারিধারে অন্যান্য সমস্ত বস্তু ঘুর্‌ছে। বিষ্ণুই সকলকে আকর্ষণ ক'রে রে'খেছেন।।

নির্ব্বিশেষ মতবাদ বহু নাস্তিক্যমতবাদের জনক

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার-প্রণালীই ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। এই কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষমত হ'তে জগতে ঈশবিরোধের বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হ'য়েছে। নির্ব্বিশেষবাদ—শূন্যবাদের রূপান্তর বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ। এই প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ হ'তে তান্ত্রিক মত, বাউল-মত প্রভৃতি অসংখ্য ভগবৎসেবা-বিরোধি-মত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জগতে প্রকাশিত হ'য়েছে। পঞ্চোপাসনাও ঐ মায়াবাদেরই সন্ততিস্বরূপ। Henotheist সম্প্রদায় বিষ্ণুকে কর্ম্মফল-বাধ্য বিচার মনে ক'রে নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করেন। বহুদেবতাবাদ প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদকে তা'দের প্রাপ্য-সীমা বিচার করে।

ভাগবতেই পূর্ণ উপাসনার কথা প্রচারিত

একমাত্র ভাগবতেই ভগবদুপাসনার কথা—স্বরাট্ পুরুষের সেবার কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁ'র নিজ-চরিত্রে সেই ভাগবত-বিজ্ঞান প্রকাশ ক'রেছেন।

সত্যকথা-প্রচারক জগতে বিপন্ন হন

চৈতন্যদাসগণ সেই বাস্তবসত্যের কথা প্রচার ক'রে মাঝে মাঝে জগতের নিকট বিপন্ন হওয়ার অভিনয় করেন। প্রকৃত সত্যকথা, ধর্ম্মের নীতিকথা প্রভৃতি প্রচারেও যখন জগতের নিকট বিপন্ন হ'তে হয়, তখন অপ্রাকৃত রাজ্যের পরম সত্যের কথা প্রচার করতে হ'লে যে সব চেয়ে অধিক বিপন্ন হ'তে হ'বে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? টাইকোব্রেহে, মহাত্মা যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি জাগতিক সত্য ও ধর্ম্মনীতিকথা বলতে গিয়ে কিরূপ ভাবে বিপন্ন হ'য়েছিলেন! সত্য এমন একটা জিনিষ—যা'তে অসত্য থাকে না—সত্যে কখনও কপটতা নাই,—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তা'র মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম ॥

পরিণামবাদ

ব্রহ্মসূত্রে ব্যাস শক্তি-পরিণামবাদের বিচারই ব'লেছেন। বস্তু-পরিণামবাদ ব্যাসের অভিমত নহে। কাজেই আচার্য্য শঙ্কর ব্যাস পাছে 'ভ্রান্ত' প্রতিপন্ন হন, এই আশঙ্কায় যে বাদ উঠিয়েছেন, তা'র কোন অবকাশই নাই। শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম-বাদ'।
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তা'র উঠাইল বিবাদ ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত-বাদ' স্থাপনা যে করি ॥
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই ত' প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিও মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময়?

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্বকপোল-কল্পনা

ব্রহ্মসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রকে উপলক্ষ ক'রে "অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি"—এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে, আনন্দময়-বাক্যে ব্রহ্ম-শব্দটী সংযুক্ত না থাকায় তাঁ'কে 'মুখ্য ব্রহ্ম' বলা যেতে পারে না। আনন্দময়কে 'ব্রহ্ম' ব'ল্‌লে বাধ্য হ'য়ে অবয়ব-সম্বন্ধ-হেতু সবিশেষ-ব্রহ্মই ব'ল্‌তে হয়। আনন্দময়-শব্দে আনন্দ-প্রচুর অর্থাৎ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় কথিত হ'লে তা'তে দুঃখেরও অস্তিত্ব আছে জানা যায়; কেন না, আধিক্য-অনুসারেই 'প্রচুর' শব্দের প্রয়োগ হয়, অল্পতা তা'র লক্ষ্য থাকে না। শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন,—আনন্দময় 'শুদ্ধ ব্রহ্ম' ন'ন্ ব'লেই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উক্তি না ক'রে আনন্দমাত্রের অভ্যাস ক'রেছেন। তিনি আরও বলেন, যদিও "আনন্দময়মাত্মানং" শ্রুতিতে আনন্দময়েরই অভ্যাস দেখা যায়, তথাপি অন্ন-ময়াদির মধ্যে উহা পতিত হওয়ায় আনন্দময়েরও শুদ্ধ-ব্রহ্মবোধকতা নিরস্ত হ'য়েছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশঙ্করাচার্য্য "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং"—এই ছান্দোগ্য-মন্ত্রে উদাহরণ দিয়ে পরিণামবাদকে দোষযুক্ত 'বিকারবাদ' ব'লে বিতর্ক উত্থাপন ক'রেছেন।

"পরিণাম" কাহাকে বলে ?

পরিণাম-বাদের লক্ষণ এই—"স-তত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যাদাহৃতঃ।" একটী সত্য তত্ত্ব হ'তে অন্য একটী সত্য তত্ত্বের উদয় হ'লে তা'তে অন্যবস্তু ব'লে যে বুদ্ধি, উহাই 'বিকার' বা 'পরিণাম'। বিকার বা পরিণাম-বাদের উদাহরণ-রূপে আমরা দেখ্‌তে পাই,—'দুগ্ধ' একটী সত্যপদার্থ; উহাই 'দধি'রূপ অন্য সত্যপদার্থরূপে বিকৃত। 'ব্রহ্ম'—একটী সত্যবস্তু, তা' হ'তে 'জীব'রূপ অন্য একটী সত্যবস্তু, 'মায়িক ব্রহ্মাণ্ড'রূপ আরএকটী সত্যবস্তুর পৃথগ্‌রূপে উদয় হ'য়েছে, এরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের 'বিকার' বা 'পরিণাম' বলা হয়।

ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং"—এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মেরই শক্তি যে জগদ্রূপে পরিণত হ'য়েছে, এ'তে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের একটী অচিন্ত্য শক্তি আছে। তা' আমরা "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতিমন্ত্রে জান্‌তে পারি। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের শক্তিধর্ম্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়,—এরূপ সিদ্ধান্তে কোন দোষ হ'তে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাঃ ৬।২।১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি ছান্দোগ্য-মন্ত্রে সেই ব্রহ্মই যে নিজ-শক্তিক্রমে চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত, ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব—'উপাদেয়', ব্রহ্ম —'উপাদান'। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হ'য়েছে। পরিণাম-বাদের যথার্থ মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পার্‌লে এই 'জগৎ' ও 'জীব'কে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব ব'লে বোধ হয় না। "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্যমন্ত্র হ'তে জানা যায়,—'জীব' ও জীবায়তন 'জড়জগৎ' সত্যবস্তু। সুতরাং এস্থলে "ব্রহ্মের বিকারিত্ব হ'বে" —এই নিরর্থক আশঙ্কায় 'রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি' ও 'শুক্তিতে রজত-বুদ্ধি'র ন্যায় জীব ও জগতের মিথ্যা-স্বরূপ কল্পনা করা প্রতারণা-মাত্র। অবশ্য এরূপ অদৈব-মোহন-কার্য্যের ভার নিয়ে আচার্য্য শঙ্কর ভগবদাদেশেই জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন এবং তিনি তদনুসারেই প্রচার ক'রে অদৈব-দিগের হস্ত হ'তে বেদ-সরস্বতীকে রক্ষা ক'রেছেন।

রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির প্রয়োগস্থল

মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতিতে যে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির উদাহরণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা'দের বিশেষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশেষ প্রয়োগস্থল আছে। জীব শুদ্ধ চিৎকণ, মানবদেহ-বিশিষ্ট জীবের যে জড়দেহে আত্মবুদ্ধি, সেইটাই বিবর্ত্তের স্থল। "অতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ"—যে বস্তু যেটা নয়, তা'কে সেই বস্তু ব'লে প্রতীতি করার নাম 'বিবর্ত্ত'। জীবের পক্ষে বিবর্ত্ত একটা মহাদোষ। বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধিদোষে দুষ্ট। এরূপ বিবর্ত্তদোষকে ঈশ-বিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা বঞ্চনা-মাত্র। অচিন্ত্য-শক্তিকে ভুলে গেলেই এরূপ ভ্রমের উদয় হয়।

শঙ্করাচার্য্যের মতে 'আনন্দময়'-পদের অর্থ

শঙ্করাচার্য্য বলেন,—আনন্দময়-শব্দের 'ময়ট্' প্রত্যয় বিকার-বোধক—প্রাচুর্য্য-বোধক নয়। এ সম্বন্ধে 'সর্ব্ব-সম্বাদিনী'তে শ্রীল জীবগোস্বামী ব'লেছেন,—"যদি চ সূত্র-কারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগূঢ়মভিপ্রায়তা, তৎ-প্রমাদ-মার্জ্জন-স্বচাতুরী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গ্যা তৎ "আনন্দময়ঃ" সূত্রমেবং ব্যাখ্যেয়ং—

আনন্দময়ঃ ইত্যত্র "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধান-মেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ইতি, তথা বিকারসূত্রে (১।১।১৩)[5] 'বিকার'-শব্দেনাবয়বঃ, 'প্রাচুর্য্য'-শব্দেন 'সাদৃশ্যং' ব্যাখ্যেয়ং তদা সূত্রকারস্যাশাব্দিকত্বৈব প্রসজ্যেৎ—তত্তচ্ছব্দাদিভিস্ত-দর্থানভিধানাৎ। 'ময়ট্'-প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দানাং-স্বতন্ত্র-নির্দ্দিষ্টানাং অন্যার্থত্বং ন বা বালকস্যাপি বুদ্ধি-মারোহতি।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'ময়ট্'-প্রত্যয়ের অর্থ

'আনন্দময়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা" —এই শ্রুতিবাক্যে 'মুখ্য ব্রহ্ম'ই উপদিষ্ট। "বিকার-শব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ"-সূত্রে বিকার-শব্দে 'অবয়ব' এবং প্রাচুর্য্য-শব্দে 'সাদৃশ্য' ব্যাখ্যাত হ'লে সূত্রকারের শব্দজ্ঞান ছিল না,—এরূপ প্রসক্তি হয়। যেহেতু তাঁ'র ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা বেদান্তের তত্ত্বার্থ প্রতিপন্ন হয় না। 'ময়ট্'-প্রত্যয় হ'তে উৎপন্ন বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দাদির অনন্তর নির্দ্দিষ্ট শব্দ-সমূহের অন্য অর্থই বা কি হ'তে পারে,—এ কথা ত' বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয়ে বিকার ও প্রাচুর্য্যার্থ-ব্যতীত ত'াতে অন্য অর্থ যোজনা করা যে নিতান্ত ভ্রম, তা' সহজেই বুঝা যায়।

চিন্তামণির উদাহরণ

মায়াবাদিগণের মতে বিবর্ত্ত বা মিথ্যাবাদের আশ্রয়ে জীব প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিতীয়-ভাববিশিষ্ট তত্ত্ব ব্রহ্মের নিজস্ব-স্বরূপে অজ্ঞান-দ্বারা কল্পিত হ'য়েছে। কিন্তু এরূপ বিচার তা'দের যুক্তিতেই টিঁকতে পারে না। অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম-রহিত, সর্ব্ববিলক্ষণ, অহঙ্কার-শূন্য, চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয়-যোগ্যতা, অজ্ঞানবিষয়াশ্রিতত্ব ও ভ্রম-হেতুত্ব কখনই সম্ভব হ'তে পারে না। ব্রহ্ম পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাঁ'তে মানবমনীষা বা জীবমনীষার নিকট যা' অচিন্তনীয়, সেরূপ অবিচিন্ত্যশক্তির অধিষ্ঠান আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু চিন্তামণির উদাহরণ দিয়ে শক্তি-পরিণামবাদ বুঝা'লেন। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক শক্তি দেখা যায় অর্থাৎ প্রাকৃত চিন্তামণি স্বর্ণ প্রসব ক'রেও যখন নিজে অবিকৃত থাকে, তখন পরব্রহ্মে যে অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ জীব ও জগৎ প্রসব ক'রেও অবিকৃত থাক্‌বার শক্তি নিহিত থাক্‌বে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? বাত-কফ-পিত্ত-ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় ক'র্‌লে যেরূপ পরস্পর-বিরোধি ধাতু-শোধনের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা হয়, তদ্রূপ পরস্পর-বিরোধি-গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্বাদি ব্যাপার বিচারিত হ'লেও অবয়বাদি স্বীকৃত হয়। শ্রুতি বলেন,—"বিচিত্র-শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশঃ স্যুঃ," "আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-সহস্র-শক্তিঃ"—অর্থাৎ সনাতন-পুরুষ বিচিত্র শক্তিবিশিষ্ট। অপরে তাদৃশ শক্তি-সমূহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে ব'লেছেন,—আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য-সহস্রশক্তি-বিশিষ্ট। ব্রহ্মসূত্রেও আত্মার ঐ প্রকার বিচিত্রতার স্বীকার আছে,—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮)।

অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈত-উপপত্তির কারণ

ব্রহ্মে কখনও দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় তাঁ'তে অজ্ঞানাদির অসম্ভাবনা-হেতু কল্পনা করা যেতে পারে না। "ব্রহ্ম যে অচিন্ত্যশক্তি-সমন্বিত"—এই শ্রুতিময়ের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রমাণ ও যুক্তি-অনুসারে ব্রহ্মে দ্বৈত-অনুপপত্তি দূরীভূত হ'য়েছে। অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈত-উপপত্তির একমাত্র কারণ ব'লে অবশিষ্ট। সে-জন্য নির্ব্বিকারস্বভাব-সম্পন্ন হ'লেও পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণামাদি সংঘটিত হয়। যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং বিকার-বিশিষ্ট না হ'য়েও সর্ব্বার্থ-প্রসবে সমর্থ—অয়স্কান্তমণি যেরূপ নিজে বিকার-বিশিষ্ট না হ'য়ে অন্য লোহাদিকে আকর্ষণ-চালনাদি ক'রতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু বিকৃত না হ'য়ে ব্রহ্মের বিকার-যোগ্য শক্তিই বিকৃত হ'য়ে বিশ্বাকারে পরিণত হয়। সন্মাত্রত্ব-প্রকাশমান স্বরূপেরই বিস্তাররূপ দ্রব্য-নামক শক্তি। সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি হয়, স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। পূর্ব্বে জল দর্শন ক'রে জল-সম্বন্ধে যে ধারণা উদিত হয়, উহার অপ্রসঙ্গ-সময়ে সেই ভাব নিদ্রিত থাকে বটে, কিন্তু আবার তত্তুল্য বস্তুর দর্শনে সেই বৃত্তি জাগরিত হয়। সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান-ব্যতীত সেই বস্তুকে পূর্ব্ববস্তুর সঙ্গে অভেদপর ব'লে আরোপ করলে জল কিছু মিথ্যা হ'য়ে যায় না, কিংবা স্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তিও মিথ্যা হয় না, অথবা বারিতুল্য মরীচিকাদি বস্তুও মিথ্যা হয় না; কিন্তু বারির সঙ্গে অভেদ ব'লে আরোপই অযথার্থ বা মিথ্যা। "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্নেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ"—এই ন্যায়-অবলম্বনে স্বপ্নেও জাগরণকালের দৃষ্টবস্তুর আকার-স্বরূপিণী মনোবৃত্তিতে পরমাত্মমায়া পূর্ব্বের ন্যায় সেই বস্তুতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভেদ আরোপ করে। তজ্জন্য বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নয়। শুদ্ধাত্মা পরমাত্মায় তাদৃশ তদারোপই মিথ্যা; বিশ্ব মিথ্যা নয়। বিশেষতঃ বিবর্ত্তের উদাহরণ জ্ঞানাদি-প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায় গৌণ ব'লে, পরিণামবাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখ্য ব'লে এবং জ্ঞানাদি উভয়-প্রকরণে পঠিত ব'লে "সন্দংশন্যায়সিদ্ধ" প্রাবল্যহেতু শক্তি-পরিণামকেই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য ব'লে জানা যায়।

পরমব্রহ্মে বিরুদ্ধগুণের অচিন্ত্য সমন্বয়

শক্তিপরিণামবাদই "জন্মাদ্যস্য"-সূত্রের সম্মত। অসংখ্য অনন্ত নিত্যশক্তির পরিণাম যাঁ'তে জাত, স্থিত ও অব্যক্ত—অনন্ত নিত্যশক্তিসমূহ যাঁ'র অধীন,—এরূপ শক্তি-সমূহের প্রভুই ঈশ্বর। নিত্যানিত্যশক্তি, আত্মানাত্মশক্তি প্রভৃতির যুগপৎ অবস্থিতি অনন্তরূপে বিরাজমান পরমেশ্বরে কিরূপে সম্ভব, তা' জীব বর্ত্তমান জড়বদ্ধাবস্থায় মায়াশক্তির অধীন থাকা-কালে বুঝ্‌তে পারে না। তজ্জন্য মানবজ্ঞানের নিকট প্রতীত ঐরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-গুণ-সমাশ্রয় পরমেশ্বরে নিত্য অবস্থিত। মানব জড়জ্ঞানের অহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞান-রূপ সামর্থ্যকে মিথ্যা কল্পনার দ্বারা বিপুল ব'লে জ্ঞান ক'রে যে শক্তিরাহিত্যরূপ একটী অবস্থাকে ব্রহ্ম ব'লে কল্পনা করে, তা' চিন্তাশক্তির একটী প্রকার-ভেদমাত্র। তদ্দ্বারা জগৎকে ঈশ্বরের পরিণাম ব'লে বুঝ্‌তে গেলে বিবর্ত্তবাদ গ্রহণীয় হ'য়ে পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরে যে অচিন্ত্য নিত্যশক্তি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্তা নিহিত, ইহা জান্‌তে পার্‌লে ঈশ্বরের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-পরিণত খণ্ডজ্ঞান-গম্য রাজ্যেও যে তিনি প্রপঞ্চাতীতরূপে প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হ'তে পারেন, তা' বুঝা যায়।

"জন্মাদ্যস্য"-সূত্রে শক্তি-পরিণাম-বাদ স্বীকৃত

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা," তদুত্তরে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই সূত্রটী। এই সূত্র পরিণাম-বাদের উদ্দেশ্যেই লিখিত। "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় মন্ত্র, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ"—এই মুণ্ডক-মন্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক-সমূহের তাৎপর্য্যই পরিণাম-বাদ। কিন্তু পরিণাম-বাদ গ্রহণ ক'র্‌লে পাছে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দুষ্টসূত্র ও তল্লেখক শ্রীব্যাসদেব ভ্রান্ত ব'লে কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তিবাদিগণের আক্রমণের পাত্র হন, ইহার প্রতিষেধার্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কাল্পনিক যুক্তি বিস্তার ক'রে বেদের অংশবিশেষের অন্তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক বিবর্ত্তবাদই সত্য ব'লে স্থাপন ক'রেছেন।

নির্ব্বিশেষবাদীর তত্ত্বাভাস বা মায়াবাদ

নির্ব্বিশেষবাদী লক্ষণা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে যে তত্ত্বাভাস প্রদর্শন করেন, তাহাই তত্ত্ববাদের পরিবর্ত্তে 'মায়াবাদ'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার কেবলাদ্বৈত-বিচার-দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হ'বার পরেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদ শ্রৌতপথাবলম্বনে অতাত্ত্বিকগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তর্কপন্থানুলক সিদ্ধান্ত খণ্ডন ক'রেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধাবৃত্তি-অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদান্তার্থকে আদর ক'রেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য লক্ষণা-বৃত্তি-অবলম্বন-পূর্ব্বক যে বেদান্তার্থ নিজ-ভাষ্যে প্রচার ক'রেছেন, তদ্দ্বারা জীবের সর্ব্বনাশ হয়,—ইহাই সাত্বত শাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিয়েছেন,—

"মায়াবাদিভাষ্য-শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥
তাঁ'র দোষ নাহি, তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তা'র হয় সর্ব্বনাশ ॥"

(চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৯ ও আ ৭।১১৪)

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেন পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্ লোকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে ॥
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে ॥" (পদ্মপুরাণ)

শ্রীশম্ভু ব'ল্‌লেন,—দেবি, আমি যথাক্রমে তামস-শাস্ত্রসকল ব'ল্‌ব, তা' শ্রবণ কর—যে-সকল তামস-শাস্ত্রের শ্রবণ-মাত্রে জ্ঞানিগণেরও পাতিত্য হয়। এই সকল শাস্ত্রে শ্রুতিবাক্য-সকলের লোকনিন্দিত কদর্থ প্রদর্শন-পূর্ব্বক কর্ম্মস্বরূপের ত্যাগ প্রতিপাদিত হ'য়েছে। সর্ব্ব-কর্ম্ম-পরিত্যাগে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হয় ব'লে এ'তে উক্ত হ'য়েছে এবং আমি পরমাত্মা ও জীবের ঐক্য এ'তে প্রতিপন্ন ক'রেছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জড়ত্ব কোথায়?

যেখানে আনন্দ ও চেতনধর্ম্ম নাই, সেখানেই জড়ত্ব। বহির্জগতের জড়বস্তুতে চেতনের ধর্ম্ম নাই—নিত্য ও অব্যাহত আনন্দ-ধর্ম্ম নাই। এখানে পরিবর্ত্তনশীল নিরানন্দ-ফলদায়ক ধর্ম্ম আছে।

জীব ও ঈশ্বরে ভেদ

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পঞ্চভেদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "তত্ত্বমসি"—এই শ্রুতি ব্রহ্মমাত্র-নিষ্ঠ "তৎ"-পদের দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাপন ক'রে জীবনিষ্ঠ "ত্বং" পদের দ্বারা জীবের ব্যপদেশ ক'রছে। "তৎ" এবং "ত্বং" পদদ্বয়ের অর্থভূত সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ বা বিশেষ-ব্যতীত শ্রুতির সঙ্গতি হয় না।

জীব ও ব্রহ্মে পরিমাণ-গত ভেদ

ঈশ্বর কখনই জীব ন'ন। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সৌসাদৃশ্য-মাত্র আছে। Quantitative referenceএ জীব ও ব্রহ্ম সমান ন'ন।

ব্রহ্ম মায়া-উপাধিযুক্ত নহেন

প্রতিবিম্বভূত নিখিল জীবের বিম্বস্বরূপ বিষ্ণু স্বাভাবিক অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট। যেহেতু তিনি "নিত্যো নিত্যানাং"—এই শ্রুতি-মন্ত্রানুসারে বহু নিত্য প্রতিবিম্বভূত জীবের বিম্ব-স্বরূপ। "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ"—এই শ্রুতি যে ব্রহ্মের স্বাভাবিক নিত্যগুণত্ব ব'লে থাকেন, তাঁ'কে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়াবাদী মায়া-উপাধিযুক্ত ব'ল্তে চা'ন! এ'টা শ্রুতি-বিরোধ-ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ

মায়াবাদিগণ শ্রুতির কদর্থ ক'রে "অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঈশ্বর ও জীব—এই দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে থাকেন," ব'লেছেন। মায়ার বিদ্যাবৃত্তি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মহান্ খণ্ড—ঈশ্বর, আর অবিদ্যাবৃত্তি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অল্পখণ্ড—জীব।

"বিদ্যায়াং প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ, অবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বত জীবঃ। যথা সরসি রবেঃ প্রতিবিম্বঃ, যথা চ ঘটে প্রতিবিম্বো মহদল্পত্বব্যপদেশং ভজতে তদ্বৎ।"

যেমন মহাকাশ নিত্যই বিদ্যমান আছে, একটী ঘটের দ্বারা তা'র কতক অংশ আবৃত হওয়ায় তা' ঘটাকাশ-আখ্যা লাভ ক'রেছে, আবার ঐ মহাকাশের তদপেক্ষা কিছু অল্প অংশ শরাব-দ্বারা আবৃত হওয়ায় উহা শরাবাকাশ নাম ধারণ ক'রেছে। সূর্য্য যেমন সরোবরে ও জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে যথাক্রমে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আকারে দৃষ্ট হয়, তেমনি ব্রহ্মও বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হ'য়ে বৃহদ্রূপে ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ক্ষুদ্র জীবরূপে পরিচিত হ'ন। এর নাম—প্রতিবিম্ববাদ।

পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ-খণ্ডন

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ একটী সংক্ষিপ্ত সুযুক্তি-দ্বারা এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন ক'রেছেন,—"তত্র বহ্ন্যাপাধেরনাবিষ্কৃতত্বেন বাস্তবত্বং তর্হি অবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ। নিধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভেদাভাবাৎ দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ; উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতি-রংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে ন ত্বাকাশস্য দৃশ্যত্বাভাবাদেব"।

উপাধির অবিদ্যা-কল্পিতত্ব স্বীকার না ক'রে যদি তা'র বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তা' হ'লে অবিষয় ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ-বিষয়তা সম্ভব হ'তে পারে না। যাঁ'র কোন বিশেষধর্ম্ম নাই, তাঁ'র উপাধির সম্ভাবনা কোথায়? তিনি সর্ব্ব-ব্যাপক; তাঁ'র বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ ভেদই বা কিরূপে হ'তে পারে? নিরবয়ব বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হওয়ায় তাঁ'র প্রতিবিম্বই বা কিরূপে হ'তে পারে? উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-আকাশে চন্দ্র-সূর্য্যাদি যে-সমস্ত জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তা'দেরই প্রতিবিম্ব সম্ভব। নিরাকার আকাশের প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়।

একত্বে বহুত্বের বৈচিত্র্য কিরূপে সম্ভব?

সমীকরণ-বিচারে বহুবস্তুকে এক সূত্রে গুম্ফিত ক'র্‌বার অধিকার আছে। 'বহুত্ব' প্রেমধর্ম্মে বাধা দেয় সত্য, কিন্তু 'বহুত্ব' যদি একত্বের স্বার্থ-পরতায় তৎপর হয়, তা' হ'লে তাহাই প্রেম-পদবাচ্য। বহুত্বকে নিরাস ক'র্‌বার জন্য চেষ্টা জড়জগতের অভিজ্ঞতার দিক্‌ হ'তে বহুমানিত হ'লেও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেখানে অদ্বিতীয় একের বহু, সেখানে বহুকে বিনাশ করার চেষ্টা—একের সহিত বিরোধ-মাত্র। "নিত্যো নিত্যানাং" শ্রুতি-মন্ত্রে এক অদ্বয়-তত্ত্বেরই বহুত্বের কথা শ্রুত হয়।

জগতের বহুত্ব ত্রিতাপ-আকর

বহির্জগতে একত্বে নানা-প্রকার অভাব থাকায় বহুত্বের প্রয়োজন। আর সেই বহুত্ব ত্রিবিধ ক্লেশের বিচিত্রতা নিয়েই প্রকাশিত। যেখানে ক্লেশ ও ক্লিষ্টের ভেদ, সেখানেই অসুবিধা; কিন্তু অদ্বয়-জ্ঞানের সেবায় বাহ্য-প্রতীতিতে যে দুঃখানুভূতি বা ক্লেশাদি, তা' জড়ীয় বহুত্বের হেয়তার ফল-স্বরূপ ত্রিতাপ নয়। দেহ-দেহীর ভেদ-রাজত্বে ভাব-ধর্মের অভাব এসেছে।

পরমাণুর ব্যবধান

Object-এর আবৃত-দর্শনে পরমাণু এসে বাধা দেয়—অন্তর্যামিত্ব-দর্শনে পরমাণু এসে চেতনের পূর্ণ-বিচার খর্ব ক'রে দেয়।

বদ্ধজীবের অদ্বয়জ্ঞানাভাবের উদাহরণ

সূর্য্য যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে সংখ্যাগত বহু সূর্য্যের ধারণা করায়, তদ্রূপ বিভিন্ন বদ্ধজীবে একমাত্র ভগবৎ-সেবার একতাৎপর্য্যপরতা নাই,—মায়া এরূপ ভেদ বা ভ্রমপূর্ণ ধারণা জন্মায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিন্মাত্রবাদ ও চিদ্‌বিলাস-সিদ্ধান্তে কতদূর ঐক্য ?
চিন্মাত্রবাদের অনধিকার-চর্চ্চা

চিন্মাত্রবাদী ও ভগবদ্ভক্তে কিছুদূর পর্য্যন্ত মত-ভেদ নাই দেখা যায়। জ্ঞানী ও ভক্ত—এই উভয়েই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের জড়ত্ব ও হেয়ত্ব স্বীকার করেন। চেতনে অচিৎএর প্রবেশ নাই, ইহা উভয়েই বলেন; জড়বিলাসে হেয়তা আছে, এ কথা উভয়েই বলেন; কিন্তু অচিদ্বিলাসে হেয়তা, অনিত্যতা প্রভৃতি দর্শন ক'রে চিদ্বিলাস ভগবল্লীলায়ও অনিত্যতা-জ্ঞান সিদ্ধান্ত-প্রবেশাধিকার-বর্জ্জিত অনুমানের দ্বারা শব্দ-প্রমাণ ও বাস্তব-সত্যের সঙ্গে বিরোধ-মাত্র।

চিদ্‌বিলাস-রাজ্যে অনুমানের "হার মানা"

তৃতীয় মানেরই সকল প্রকোষ্ঠে যখন অনুমানের পূর্ণ প্রবেশাধিকার নাই, তখন চতুর্থমানের অতীত চিদ্বিলাস-রাজ্যের কথায় যে অনুমানের কোন রকমই সার্থকতা থাক্‌তে পারে না, তা'র আর কথা কি !

'বিলাস' ও 'বিরাগ'; চিদ্‌বিলাসের বৈশিষ্ট্য

ইন্দ্রিয়-চালনার নাম—বিলাস, আর তা' হ'তে বিরতির নাম—বিরাগ। অচিদ্রাজ্যে ইন্দ্রিয়-চালনা ক্ষুদ্র জীবের ত্রিতাপ আনয়ন করে ব'লে তা' হ'তে বিরতিকেই বহু-মানন করা হয়। কিন্তু যে স্বরাট্‌ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয় জড়ের কোন পরমাণু-দ্বারা গঠিত নয়—জড়াকাশে যা' পরিচালিত হয় না—যিনি পূর্ণ চেতন—যাঁ'র সমস্ত ইন্দ্রিয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ণ চেতন—যে-স্থানে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিপতি পৃথক্ ন'ন, সে-স্থানে—চেতনরাজ্যে চেতনের ইন্দ্রিয়-চালনা কখনই জড়-বিলাসের মত অনিত্যাদি ধর্ম্মের বিষয় হ'তে পারে না।

চিদ্বিলাসে জড়ের হেয়তা-আরোপ অন্যায়

চিদ্বিলাসের সঙ্গে যেন আমরা অচিৎএর হেয়তা, অবরতা না মিশাই—চিল্লীলা-মিথুনে যেন পৌত্তলিকতা বা অপৌত্তলিকতা, সগুণ বা তথাকথিত নির্গুণের বিচার না চাপাই। আমাদের চেতনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'লে যখন সেই স্বরাটের স্বরূপ দর্শন কর্‌বার সুযোগ হয়, তখনই আমরা এ সকল কথা উপলব্ধি করি।

জড় বা জড়-ব্যতিরেক চিন্তায় অধোক্ষজের রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই

আমরা জড়-চক্ষুদিয়ে জড়-বস্তুই দর্শন করি; জড়-মনের অনুমানাদি-দ্বারা জড়-বস্তুর সম্বন্ধে বিচার ক'র্‌তে পারি। জড় বা জড়-ব্যতিরেক চিন্তা-দ্বারা কখনই অধোক্ষজ পূর্ণচেতনবস্তুর কোন অভিজ্ঞান হয় না। এই জন্যই শব্দের আবশ্যকতা।

শ্রৌত শব্দের আবশ্যকতা

অপ্রাকৃত শব্দকে বাহন ক'রে অতীন্দ্রিয় বাস্তব-জ্ঞান অবতীর্ণ হ'লেও সে-স্থানে শব্দী শব্দ হ'তে পৃথক্ ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হ'তে সেই শব্দ আমাদের কর্ণে সঞ্চারিত হ'লেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। এই জন্যই আমরা শ্রুতি-মন্ত্র পাঠ করি,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গৌড়ীয়গণ জড়াকার বা নিরাকারাকার-পূজক নহেন

সেই বস্তু অধোক্ষজ। কৃষ্ণ আধ্যক্ষিকবিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের অধিগম্য ন'ন। গৌড়ীয়গণ জড়াকার বা নিরাকারাকার-উপাসক ন'ন। তাঁ'রা ভগবানের সাক্ষাৎ আরাধনা ক'রে থাকেন।

প্রকট ও অপ্রকট-লীলায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণতম কৃষ্ণসেবা

পরমেশ্বর চিদচিৎএর একমাত্র আশ্রয়, তটস্থা শক্তির একমাত্র শক্তিধর। আমার গুরুদেব ইহজগতে প্রকট-লীলার বিস্তার-কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতমভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকটলীলা বিস্তার ক'রে নিত্য-কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট।

অবৈধলাম্পট্য ও বৈধলাম্পট্য-নিরোধের জন্য যথাক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীসীতারাম-লীলার অবতার

লাম্পট্য-বিনাশের জন্য এবং অপ্রাকৃত রসচমৎকারিতার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চরমকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আর বৈধস্ত্রী-আসক্তি নিবারণের জন্য শ্রীসীতারামের লীলা জগতে প্রকাশিত হ'য়েছেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার পরমোচ্চতা

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার ন্যায় পরমোচ্চ বিচার আর কিছুই নাই। ঈশ্বর-বিষয়ের ধারণা মানবজাতির মধ্যে যা' আছে বা যা' হ'বে, সেরূপ পরিমিত মায়িক ধারণা, কৃষ্ণে আরোপ করা যায় না। কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব অচিন্ত্য ব্যাপার, অথচ তা' অধোক্ষজ-সেবকগণের গম্য। নারায়ণের ঐশ্বর্য-মাত্র কৃষ্ণত্ব নয়।

প্রাকৃত নীতি ও দুর্নীতির প্রবেশাধিকার কোথায়? নাস্তিকতা কি?

অভেদবাদী ব'লতে পারেন যে, ভগবদ্বস্তু প্রাকৃত নীতির সঙ্গে অভিন্ন থা'কবেন। নীতি জড়জীবের দুর্ব্বলতার প্রতিষেধক হ'তে পারে। যে-স্থানে বহু ভোক্তার অভিমান, যে-স্থানে কাম-ক্রোধাদির হেয়তা ও দুর্ব্বলতা, সে-স্থানেই নীতির প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু যে-স্থানে জড়জগতের কোন হেয়তা, দুর্ব্বলতা বা পরিচ্ছিন্ন ভাব নাই, যে-স্থানে একমাত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় হ'য়ে বিরাজ ক'রছেন, সে-স্থানে নীতির আদৌ প্রবেশাধিকারই নাই, অথবা জাগতিক দুর্নীতিরও কোন ছায়া তথায় প্রবেশ ক'রতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিরঙ্কুশ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়চালনার বাধা-প্রদানের চেষ্টা। ঈশ্বরে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা।

অপরাধ-বৃদ্ধিক্রমে সবিশেষ হ'তে নির্ব্বিশেষ গতি

শ্রীসীতা ও শ্রীরামচন্দ্রে মানব-বুদ্ধি উদিত হ'লে লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনায় শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ শ্লথ হ'লে বাসুদেবের উপাসনার কথা উপস্থিত হয়। আবার তা' হ'তে ক্লীবত্বকে abstract ক'রে আমরা চিন্মাত্রধারণার গ্রাহক হই।

প্রাকৃত সর্গ ও ভূতাদির গুণ-পরিচয়

প্রকৃতি হ'তে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই প্রপঞ্চের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গকারিণী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সেই মায়া ত্রিবর্ণা—লোহিতা, শুক্লা ও কৃষ্ণা। লোহিতবর্ণে প্রাপঞ্চিকসৃষ্টি, শুক্লবর্ণে অবস্থিতি এবং কৃষ্ণ-বর্ণে বিলুপ্তি। এই মায়া হ'তে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। এতে ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠান আছে। তামস-অহঙ্কার হ'তে পঞ্চমহাভূত, রাজস-অহঙ্কার হ'তে একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এবং সাত্ত্বিক-অহঙ্কার হ'তে দেবগণের বৈশিষ্ট্য উদ্ভূত হয়। লয়কালে পঞ্চমহাভূত তামস-অহঙ্কারে লীন হয়, একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজস-অহঙ্কারে মিলিত হয় এবং দেবগণের সঙ্গে সাত্ত্বিক অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে মিশে প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। আকাশ হ'তে যে-কালে শব্দগুণ অপহৃত হয়, তখনই আকাশের অধিষ্ঠান লীন হ'য়ে যায়। বায়ু হ'তে স্পর্শগুণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবসর লাভ ক'র্‌লে আকাশে বায়ুর অধিষ্ঠান লীন হয়। তেজঃপুঞ্জ হ'তে অন্ধকারের দ্বারা রূপ অপসারিত হ'লে সেই তেজঃ বায়ুতে বিলীন হয়। জল হ'তে রস বিযুক্ত হ'লে তেজঃপুঞ্জে জলের অধিষ্ঠান দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। বায়ুর স্পর্শাপহরণের হেতু হ'য়ে তেজে বিলীন হয়। পৃথিবী হ'তে গন্ধ বায়ু-কর্ত্তৃক অপহৃত হ'লে উহা নির্গন্ধ-সলিলে লীন হয়।

পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বর্ত্তমান; জলে গন্ধ-রাহিত্য অবস্থা আছে ব'লে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্ত্তমান; তেজে রস ও গন্ধ-রাহিত্য আছে ব'লে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ বর্ত্তমান; বায়ুতে গন্ধ, রস ও রূপ-রাহিত্য আছে ব'লে, শব্দ ও স্পর্শ বর্ত্তমান; আকাশে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ-রাহিত্য-ধর্ম্ম আছে ব'লে শব্দ বর্ত্তমান। আকাশ কার্য্য রহিত হ'লে উহার আত্মা মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে।

আকাশাদির গুণের দৃষ্টান্ত-দ্বারা রসের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-প্রদর্শন

আকাশাদির গুণের একটী প্রাকৃত উদাহরণের দ্বারা গৌড়ীয়-দার্শনিকগণ রসের তারতম্য ব'লেছেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পাঁচটীকে মহাভূত বলে। আকাশের শব্দ-গুণ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ—দুইটী গুণ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—তিনটী গুণ; জলের শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস—এই চা'রটী গুণ; মৃত্তিকার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী গুণ আছে। আকাশাদি পর পর ভূতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকলের ক্রমশঃ গুণ-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একত্রে পঞ্চ-গুণের সমাবেশই পৃথিবীতে লক্ষিত হয়। সেইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরে ক্রমশঃ গুণ বৃদ্ধি হ'য়ে মধুর-রসে পাঁচটীগুণই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

আশ্রিত-তত্ত্বের অন্তরে ও বাহিরে বিষয়-তত্ত্ব

যেরূপ প্রাণিগণের ভিতরে ও বাহিরে পঞ্চভূত বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ আশ্রিতগণের ভিতরে ও বাহিরে ভগবদ্বস্তু স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥

"অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে ত্রিরাবৃত্ত 'অহং'পদ-দ্বারা নিত্য অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব-স্থাপন

চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে অর্থাৎ "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে তিনবার "অহং" শব্দ আছে। প্রথম চরণের "অহমেব" পদে, তৃতীয় চরণের "পশ্চাদহং" পদে এবং চতুর্থ চরণের "সোঽস্ম্যহং" পদে "অহং" শব্দ বর্ত্তমান। এ'দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিগত বিগ্রহ নির্দ্ধারিত হ'য়েছে; তিনি নির্ব্বিশেষ-মাত্র ন'ন। নির্ব্বিশেষবাদী ভগবানের অপ্রাকৃত-সবিশেষ-বিগ্রহ স্বীকার করেন না ব'লে তাঁ'র বিচার যে ভ্রম-পূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য, ইহা বুঝা'বার জন্য তিনবার "অহং" ব'লে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রেছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক ও অনুভব

জ্ঞান—শাস্ত্রবোধ, বিজ্ঞান—অনুভব। গুরু বা শাস্ত্র-ব্যতীত অন্য মূল হ'তে আগত 'বিবেক' অনেক সময় মনোধর্ম বা নির্ব্বিশেষপর। আবার অনুভব অনর্থ বা চেতন-ধর্ম্মের আবরণ-গত বৃত্তি নয়। অপ্রাকৃত অনুভূতি হ'তে বিবেক উদিত হ'লে ভগবদ্‌বিগ্রহের উপলব্ধি হয়।

ভগবদ্‌বিগ্রহ জড়মায়া ও মায়িক কার্য্য হইতে ভিন্ন

ভগবানের নিজ-বিগ্রহ মায়া ও মায়িক কার্য্য হ'তে ভিন্ন। বিজ্ঞানের অনুদয়ে জীবের সেই বোধ হয় না। যেরূপ সূর্য্যে রশ্মি প্রকাশিত, কিন্তু রশ্মি সূর্য্য হ'তে ভিন্ন, আবার সূর্য্য-ব্যতীত রশ্মির স্বতঃপ্রকাশও সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও মায়া—এই দুইটী বিজাতীয় বিভিন্ন প্রতীতি, জীব মায়াতীত না হ'লে অনুভব ক'র্‌তে পারে না। অর্থাৎ মায়াবর্গীয় বুদ্ধিতে ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহত্ব বা ব্যক্তিত্ব বুঝা যায় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মাদি ও তত্ত্বশাস্ত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের বিচার

ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চা'রটী তত্ত্ব বিচারিত হ'য়েছে, তত্ত্বশাস্ত্রেও তদ্রূপ জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদঙ্গ ও তদ্‌রহস্যের বিচার আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সামান্য সংসার-নীতির অনুগত। কিন্তু জ্ঞান,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের বিচার তদ্রূপ নয়। ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রাথমিক যে সাধনভক্তি, তাহাও ধর্ম্মাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয় হ'তে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। অভিধেয় সাধন-ভক্তি—দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নিরপেক্ষ।

'অভিধেয়' সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যা'র ॥
ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ 'চারি' বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥

পরাৎপরতত্ত্ব—পুরুষোত্তম ; প্রকৃতি নহেন কেন ?

কৃষ্ণ—পুরুষ। 'পুরুষ' অর্থে—যিনি 'স্ত্রী' ন'ন, অর্থাৎ কাহারও বাধ্য ন'ন। স্ত্রী—পুরুষের অনুগত, স্ত্রী—অনাথা, অবলা; পুরুষই নাথ ও প্রকৃতির বল-স্বরূপ। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তির শক্তিত্ব; শক্তির স্বতন্ত্র-শক্তিত্ব নাই। পুরুষ—ভোক্তা; স্ত্রী—ভোগ্যা।

শুদ্ধশক্তি ও বিদ্ধশক্তি

সেব্য বস্তু পুরুষ না হ'লে ন্যূনাধিক ভোগ্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পড়েন। প্রকৃতির কখনও নিরপেক্ষ ভোক্তৃত্ব নাই। গৌড়ীয়গণ যে শ্রীমতী বার্ষভানবী বা গোপীগণের সেবা করেন, তা' কৃষ্ণের ভোগ্য-বিচারে। শ্রীমতী ও গোপীগণ অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের নিত্য-প্রিয়তম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোগ্যবস্তু। কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সম্ভোগের জন্যই—পরমভোক্তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের পরমভোগ্যের পরস্পর সুখ-তাৎপর্য্যার্থই গৌড়ীয়গণের আত্মবিচারে আপনাদিগকে 'প্রকৃতি'স্থানে মূল-প্রকৃতি-বর্গের অনুগত হ'য়ে লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা; এজন্য গৌড়ীয়গণকে 'শুদ্ধশাক্ত' বলা যায়। আর যাঁ'রা পরমেশ্বরে স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব প্রভৃতি আরোপ ক'রে নিজেরা পুরুষ বা 'শিব' (শিবোঽহং) হ'য়ে যেতে চা'ন এবং তাঁ'দের কল্পিত ঈশ্বরের নিরপেক্ষ-ভোক্তৃত্বে মৌখিক পরিচয় প্রদান ক'রে কার্য্যতঃ ভবানীভর্ত্তা ভোক্তা সেজে বসেন, তাঁ'রা 'বিদ্ধশাক্ত'।

পরমেশ্বর বস্তু 'প্রকৃতি' হ'লে কি অসুবিধা?

সেব্য বস্তু পুরুষ না হ'লে সেব্য সেবকের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ সেবা পেতে পারেন না। 'স্ত্রী' সেব্য বস্তু হ'লে জীব-প্রকৃতি আমরা, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেব্যের সেবা ক'র্‌তে পারি না। জীব ও পরমেশ্বর উভয়েই যদি প্রকৃতি হন, তা'হ'লে এক প্রকৃতি আর এক প্রকৃতির সকল কামনা পরিতৃপ্তি ক'র্‌তে পারে না। জীব যদি আপনাকে 'পুরুষ' কল্পনা করে, আর পরমেশ্বরকে প্রকৃতি সাজায়, তা' হ'লেও পুরুষাভিমানী জীব সেব্য প্রকৃতির কামনা পরিতৃপ্তি ক'রতে গিয়ে প্রকৃতিকে কোনও না কোন-ভাবে ভোগ ক'রে ব'স্‌বেন। শাস্ত্র জীবকে 'প্রকৃতি' ব'লেই অভিহিত ক'রেছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"
(গীঃ ৭।৫)

পুরুষোত্তমই পরমেশ্বর-শব্দ-বাচ্য এবং তাঁ'রই নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্ব। গৌড়ীয়দর্শনে এই বিচারই সুস্পষ্ট র'য়েছে।

পুরুষই সকল রসের ভোক্তা হইতে পারেন, প্রকৃতিতে তাহা অসম্ভব

তটস্থবিচারে মধুর-রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাগতিক উদাহরণে ও দেখা যায়, আদিরসকে অবলম্বন ক'রে যেরূপ ব্যাকুলতা, আকর্ষণ, প্রীতি, মমতা, উদ্দীপনা ও সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা উদিত হয়, অন্য কোন রসে তাদৃশী চেষ্টা দেখা যায় না। সেব্য-বস্তু লীলা-পুরুষোত্তম না হ'লে কোন রূপেই এই মধুর-রতি প্রকাশিত হ'তে পারে না। পরমেশ্বর প্রকৃতি হ'লে সেখানে মধুর-রতির অবস্থান থাকতে পারে না। মা'র সঙ্গে সন্তানের চাওয়া ও দেওয়ার সম্বন্ধ আছে। জীব যেখানে আপনাকে সন্তান ব'লে কল্পনা করে, সেখানে তা'র পাওয়ার অধিকার, আর মা'র দেওয়ার অধিকার; সেখানে জীবের কেবল-দোহন-ক্রিয়া। বিশেষতঃ মাতা ও সন্তানে মধুর-রস অস্বাভাবিক; কিন্তু পুরুষ মধুর-রসের বিষয় হউন, আর বাৎসল্যরসেরই বিষয় হউন, উভয় ক্ষেত্রে পুরুষই ভোক্তা। বাৎসল্যরসের বিষয় হ'য়ে পুরুষশিশু সমস্ত ভোগ্যবস্তু মাতাপিতৃরূপী সেবকের নিকট হ'তে স্তন্যরূপে দোহন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করে। আবার সেই দোহন-ক্রিয়াই মধুর-রসে আরও অধিকতর প্রীতি, ব্যাকুলতা ও সর্ব্বাঙ্গীন হ'য়ে প্রকাশিত হয়।

অপ্রাকৃত রতিবৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের ক্রম

বিরজায় স্নানের পরে গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থা বা শান্তরতি প্রকাশিত হয়। শান্তরতিতে মমতা সংযুক্ত হ'লে দাস্যরতি প্রকাশিত হয়। সেই মমতা সমতা ও বিশ্রম্ভে মথিত হ'লে সখ্যরতির উদয় হয়। সখ্যরতিতে পাল্য-বিচার সংযুক্ত হ'লে বৎসলরতির উদয় হয়। বৎসলরতিতে বৎসলরতির আস্পদের কাছে যা' গুপ্ত থাকে, তা'ও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে উন্মুক্ত হ'লে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে সেবার উৎকর্ষ প্রকাশিত হ'লে মধুর-রতি প্রকাশিত হয়।

সকল রতিতেই পুরুষোত্তমই ভোক্তা, প্রকৃতির স্বতন্ত্র-ভোক্তৃত্ব অসম্ভব

এই সকলপ্রকার রতিতেই পুরুষই পরমেশ্বর; কোথায়ও প্রকৃতির পরমেশ্বরত্ব নাই। কেন না, পুরুষ ব্যতীত আর কেহ নিরপেক্ষ-ভোক্তৃত্ব হ'তে পারেন না। শান্তরসে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু অজ্ঞাতসারে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন। 'রক্তক', 'পত্রক', 'চিত্রক' দাসরসে লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণেরই সেবা ক'রে থাকেন। সুবল, শ্রীদাম, সুবলাদি সখাও সখ্যরসে লীলা-পুরুষোত্তমের স্কন্ধে আরোহণ ক'রে তাঁ'রই সুখ-সেবা বিধান করেন। নন্দ-যশোদাও লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে তাঁ'দের পাল্যজ্ঞানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেবা ক'রে থাকেন। ব্রজগোপীগণও সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা করেন। অতএব সকল রসেই বিষয় বা সেব্য—পুরুষোত্তম।

পরমেশ্বরের পুত্রত্ব ও মাতৃত্ব-বিচারের উৎকর্ষ সাধারণ-যুক্তিমূলে প্রদর্শন

ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ ক'রলে আমরা আমাদের পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বের পূর্ব্ব হ'তে মাতা বা পিতার সেবা ক'রতে পারি না। পরবর্ত্তিকালে সেবা করা না করাতেও সংশয় থাকে। আর পরবর্ত্তিকালে যদিও সেবা করি, তা'ও কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ বিনিময়-সম্বন্ধে অবস্থিত লৌকিকব্যবহার-যুক্ত পূজা-মাত্র। কিন্তু পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'বার পূর্ব্ব হ'তেই মাতা-পিতা পুত্রের সেবা ক'রে থাকেন; সেই সেবা কৃতজ্ঞতা বা বাধ্যতা-মূলক নয়, তা' স্বাভাবিক অনুরাগমূলক।

পরম পালক হইয়াও প্রেম-পাল্য

কৃষ্ণই—পালক; আবার পালক হ'লেও অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমিকের পাল্য। সেই গোপালের সেবাই বাৎসল্যরতির বিষয়।

গৌড়ীয়দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও রহস্য

আমরা জগতের ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট সম্প্রদায়। কাজেই আমরা মনে করি, ক্লেশ হ'তে নিবৃত্তি বা শান্তি-লাভই আমাদের চরম মঙ্গল। কিন্তু যাঁ'রা ক্লেশ হ'তে স্বভাবতঃই পরিমুক্ত অর্থাৎ যাঁ'রা শান্তরসের উদ্দীপক ও উপদেশক উপনিষদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাথমিক পাঠসমূহ বহু পূর্ব্বেই সমাপ্তি ক'রেছেন, তাঁ'রা অপ্রাকৃত-সেবা-রস-বৈচিত্র্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য ব্যাকুল হন। সেবার উন্নতিতে দেখা যায়, শব্দের বিশ্বদ্রূঢ়িতে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন, এইটি অপ্রাকৃত স্ফোটবাদ বা গৌড়ীয়দর্শনের রহস্য।

গৌড়ীয়দর্শনে স্বরূপ-দর্শন—বিশ্বরূপ-মাত্র দর্শন নহে

'গৌড়ীয়' অভ্যন্তরের জিনিষের সন্ধান দেয়। বিশ্বরূপ-দর্শনের কথা জাগতিক বিভিন্ন-দর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বরূপ-দর্শনের কথা একমাত্র 'গৌড়ীয়'-দর্শন'ই বিশেষ রূপে বিকশিত ক'রে প্রদর্শন করেন। এ'জন্য 'প্রকাশানন্দ' গৌড়ীয়দর্শনে দীক্ষিত হ'বার পর ব'লেছিলেন—

"তা'তে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্বসার॥

(চৈঃ চঃ ম ২৫।৫৫, ৫৭)

গৌড়ীয়দর্শনেই বাস্তবতত্ত্ব-দর্শন সম্ভব

একমাত্র গৌড়ীয়দর্শনেই তত্ত্ব-দর্শন হয়। 'তৎ'—অর্থাৎ সেই বস্তু যা', ঠিক তা'ই—As He is, not as He is conceived by man or many. এঁরই নাম 'স্বরূপ' সেই স্বরূপ-দর্শন একমাত্র-গৌড়ীয়দর্শনেই সম্ভব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্ব্বিশেষবাদ 'দর্শন' নহে, দর্শনাভাব মাত্র

পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী, অর্চ্চা প্রভৃতি বিশিষ্টা-দ্বৈত-দর্শনের তত্ত্বালোচনার অভাবে নির্ব্বিশেষ-দর্শন হয়। নির্ব্বিশেষবাদকে 'দর্শন' না ব'লে 'দর্শনাভাব' বা অন্ধের ন্যায় অবস্থান-মাত্র বলা যেতে পারে। চক্ষুষ্মানের দর্শনে বিচিত্রতার দর্শন হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তি দর্শনাভাবে সকলই নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ও অন্ধকার ব'লে অনুভব করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা সাত্বত-দর্শন-চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণতা-সাধন

এই দর্শনাভাবকে বিদূরিত কর্‌বার জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—এই চা'রটী বিষ্ণুহস্তস্থিত অস্ত্রের অবতার-স্বরূপ চা'রটী সাত্বত সিদ্ধান্ত বা সুদর্শন প্রকাশিত হ'য়েছে এবং সকল আচার্য্যের আচার্য্য ও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁ'র গৌড়ীয়-দর্শনের মধ্যে ঐ চা'রপ্রকার অস্ত্রের সমন্বয়, সম্পূর্ণতা ও পরিশিষ্ট-বিচার প্রকাশ ক'রেছেন।

ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য

পরমেশ্বরে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশিত; মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের দাস্য ক'র্‌তে প্রস্তুত নয়। ঐশ্বর্য্য-গন্ধ-শূন্য মাধুর্য্যের মহাদানই ঔদার্য্যে প্রকাশিত।

রূপানুগ-গৌড়ীয়-সঙ্গে গৌড়ীয়-দর্শনের দিব্যচক্ষু লাভ

রূপানুগ-গৌড়ীয়ের সঙ্গ-ব্যতীত গৌড়ীয়-দর্শনের দিব্য-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চক্ষু লাভ হয় না। গৌড়ীয়-দর্শনে সর্ব্বত্রই বিপ্রলম্ভময় অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবা দর্শন হয়।

"পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১২৩)

"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥"

(ভাঃ ২।৯।৩৪)

"ভক্ত আমা বাঁধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা দেখয়ে আমারে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১২৫)

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥"

(ভাঃ ১১।২।৫৫)

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

(ভাঃ ১১।২।৪৫)

"গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥"

(ভাঃ ১০।৩০।৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[যে প্রকার ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ প্রভৃতি মহাভূত-সকল দেব-তির্য্যগাদি উচ্চনীচভূত-সমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে (সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবৎ-স্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্ফুরিত হই।]

[সর্ব্ব-পাপ-বিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়-রজ্জু-দ্বারা তাঁহার পাদ-পদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ আছে, তিনিই ভাগবত-প্রধান।]

[একত্র মিলিত গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় এক বন হইতে অন্য বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় বহিঃ ও অন্তঃস্থিত সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয় বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।]

বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তির ভূমিকা ও ফল

গৌড়ীয় এরূপ দর্শন করেন ব'লে তিনি 'গৌড়ীয়'—মহাপ্রভুর আশ্রিত। বাহিরের খোলসে বাহিরের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করায় যে বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি হ'য়েছে, তা'তে জীবকে মতিচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে, তা'তে আমরা আচ্ছন্ন হ'ব না, এইটীই হ'ল গৌড়ীয়-দর্শনের কথা। কেহ বাহিরের স্থূল খোলস, সূক্ষ্ম খোলস, কেহ বা সূক্ষ্ম খোলস-দর্শনে দার্শনিক হ'য়েছেন। সকলেরই প্রাকৃত বা প্রাকৃত-ব্যতিরেক-সম্বন্ধে দর্শন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয়-দর্শনই একমাত্র অনাবিল অপ্রাকৃত দর্শন

কিন্তু অপ্রাকৃত দর্শন একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শন। এ "অপ্রাকৃত" শব্দটি এজন্য গৌড়ীয়-দর্শনেই পাওয়া যা অপরাপর দার্শনিকম্মন্য ব্যক্তিগণ এই 'অপ্রাকৃত' কথা তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে না পে'রে ঠাট্টা-তামাসা ক'রে থাকেন

অজ্ঞতাই অপরাধী

এতে তাঁ'দের কিছু দোষ নাই, তাঁ'দের অজ্ঞতা দোষ। তাঁ'রা যে প্রাকৃত গবাক্ষের মধ্য দিয়ে অপ্রাকৃ রাজ্যের বিকৃত ছবি দেখ্‌তে পান, তাতে তাঁ'রা অপ্রা ব'লে যে একটা ব্যাপার আছে—যা' সমস্ত প্রাকৃত বিচি তার আকর,—এ'কথা ভাব্‌তেই পারেন না।

পদ্মানীতি

পদ্মা ছিলেন কংসের জননী, সে ভাব্‌তো বৃন্দাবনে গো গোপীগণ কৃষ্ণকে নিয়ে এত নাচানাচি করে কেন? বো হয়, কৃষ্ণের কাছে এরা কিছু ধার ধারে। তাই পদ্মা এক পরামর্শ দিলেন; ব'ল্লেন—একটা হিসাব নিকাশ হো কৃষ্ণ গোপ-গোপীদের গরু চরিয়ে কতটা তাঁ খেটে দিয়েছে, আর গোপ-গোপীরাই বা কৃষ্ণকে শিশু হ'তে লালন-পালন-খাওয়া-পরার বাবত কতটা ব ক'রেছে। যদি কৃষ্ণের পাওনা কিছু বেশী থাকে, তবে পাওনার কএকটা টাকা কৃষ্ণকে দিয়ে তা'র সঙ্গে গোপী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বন্ধট চিরতরের জন্য চুকিয়ে দেওয়া যা'ক। এই বুড়ী অপস্বার্থপরতার পরিমিত চস্‌মা চোখে দিয়ে কৃষ্ণকে ও গোপ-গোপীগণকে যে ভাবে দেখেছিল, তা'তে সে ঐরকম ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পা'বে না। কৃষ্ণ ও গোপী-দের মধ্যে যে নিত্য ও স্বাভাবিক আকর্ষণ, এ কথা সে কি ক'রে বুঝ্‌বে?

পন্থানীতিতে গৌড়ীয়-দর্শন অসম্ভব

পন্থার এই দর্শন-নীতি নিয়ে যদি আমরা 'গৌড়ীয়' দর্শন করি, তা' হ'লে 'গৌড়ীয়'-দর্শন হ'ল না, 'অগৌড়ীয়'-দর্শন হ'য়ে গেল। গৌড়ীয়—আত্মবিৎ, তাঁ'কে অনাত্ম-দর্শনে দেখ্‌লে চল্‌বে না। আত্মবিৎ হওয়ার পরে—স্বরূপা-বস্থানের পরে যে-সব চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কথা, সেইটী গৌড়ীয়-দর্শনের কথা।

গৌড়ীয় স্বরূপে অবস্থিত না হ'য়ে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা মোক্ষকামনার জন্য বস্তু দর্শন করেন না।

মুক্ত হইবার পরের কথা—গৌড়ীয়-দর্শনের কথা

যাঁ'রা মুক্ত হন নাই, যাঁ'রা অনর্থযুক্ত, তাঁ'দের ঐ সমস্ত ব্যাপারে তাৎকালিক প্রয়োজন থাক্‌তে পারে, কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের কথা—মুক্ত হ'বার পরের কথা।

সর্ব্ববিভক্তিতে গৌড়ীয়-দর্শনের সমন্বয়

প্রথমা হ'তে সপ্তমী পর্য্যন্ত যতগুলি বিভক্তি, সবগুলির মধ্যেই গৌড়ীয়-দর্শনের সমন্বয় হয়। "গৌড়ীয়-দর্শন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয়কে দর্শন, গৌড়ীয়-দ্বারা দর্শন, গৌড়ীয়ের প্রতি দর্শন, গৌড়ীয় হইতে দর্শন, গৌড়ীয়ের দর্শন, গৌড়ীয়ে দর্শন,"—এই সমস্ত পদেই গৌড়ীয়দর্শন তাঁ'র অপ্রাকৃতত্ব প্রচার ক'র্‌ছেন।

গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়

গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়—'গৌড়ীয়া-নাথ'; গৌড়ীয়া-নাথই—'শ্রীগৌরসুন্দর'। গৌরসুন্দরই—'কৃষ্ণ'। কৃষ্ণই সর্ব-কারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অনাদি আদি ও গোবিন্দ।

'দর্শন' অর্থ—সম্ভোগ নহে,—সেবা

গৌড়ীয়-দর্শনে যে 'দর্শন' শব্দ, তা'র অর্থ সম্ভোগ নয়, তা' সেবার দ্যোতক। সেবার পরম প্রগাঢ়তায় যে-সব চেতনবৃত্তি সর্ব্বাঙ্গীনভাবে চক্ষুষ্মান হ'য়ে থাকে, সেই সব বৃত্তি-দ্বারাই গৌড়ীয়-দর্শন সম্ভব হয়।

সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বার দ্বারা গৌড়ীয়-দর্শন

যেমন 'রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাম্' ব'লে একটা কথা আছে, তেম্‌নি গৌড়ীয় কর্ণের দ্বারাই 'গৌড়ীয়,' 'গৌড়ীয়কে' 'গৌড়ীয়ের দ্বারা,' 'গৌড়ীয়ের প্রতি,' 'গৌড়ীয় হইতে' 'গৌড়ীয়ের,' 'গৌড়ীয়েতে' গৌড়ীয়া-নাথ দর্শন করেন এবং গৌড়ীয় সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত জিহ্বাতেই গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়কে দর্শন, গৌড়ীয়-দ্বারা দর্শন, গৌড়ীয়ের প্রতি দর্শন, গৌড়ীয় হইতে দর্শন, গৌড়ীয়ের দর্শন ও গৌড়ীয়ে গৌড়ীয় দর্শন ক'রে থাকেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়-ব্রুব ; সর্ব্বতোভাবে অকৃত্রিম গৌড়ীয় হইতে হইবে

'গৌড়ীয়' ও 'গৌড়ীয়ব্রুব,' 'বিদ্ধগৌড়ীয়' ও 'অগৌড়ীয়'—এক নয়। অকৃত্রিম গৌড়ীয়ের সঙ্গে কৃত্রিম বেশধারী গৌড়ীয় কখনও এক নয়। ভিতরে-বাহিরে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে, ইহ-পরলোকে, অর্থে-পরমার্থে, সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে গৌড়ীয় না হ'তে পার্‌লে গৌড়ীয়-দর্শনে প্রবেশ হ'বে না।

দর্শন—সম্বন্ধ, দর্শন—অভিধেয় ও দর্শনই—প্রয়োজন

দর্শনের পর ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর ইষ্টসিদ্ধি। দর্শনকে সম্বন্ধবিচার ক'র্‌লে দর্শনময় অভিধেয় এবং দর্শনময় প্রেম-প্রয়োজন উদিত হয়। যাঁ'রা দর্শন-রহিত ভজনের ছলনা প্রদর্শন করেন, তাঁ'দের চেষ্টা অন্ধকারে হাত্‌ড়ান-মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা বিনির্ণয় ক'রে দেয়। তা'রপর বাস্তব বস্তুর প্রতি ভজন হ'য়ে থাকে। দর্শন না ক'রে ভজন 'আন্দাজে ঢিল মারা'। তবে এই রক্ত-মাংসের চক্ষু দিয়ে গৌড়ীয়-দর্শন হয় না। তাই বিল্বমঙ্গল এই দু'টো চোককে অন্ধ ক'রে অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন ক'রে ভজন আরম্ভ ক'রে-ছিলেন। আবার 'দর্শন' জিনিসটাই—ভজন। যেখানে ভজনে ও দর্শনে ব্যবধান নাই, যেখানে ভজনে ও প্রয়োজনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যবধান নাই, যেখানে দর্শনে ও প্রয়োজনে তফাৎ নাই, সেখানেই গৌড়ীয়-দর্শনের আসন।

গৌড়ীয়-গৌরবে—'সম্বন্ধ', গৌড়ীয়-সাহিত্যে—'অভিধেয়' ও গৌড়ীয়-দর্শনে—'প্রয়োজন'-কীর্ত্তন

ফলাকাঙ্ক্ষিগণকে সম্বন্ধ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গৌড়ীয়-গৌরবের কথা বলা হ'য়েছে। গৌড়ীয়ের অভিধেয়ের কথা জানা'বার জন্য গৌড়ীয়সাহিত্যের বক্তৃতা হ'য়েছে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর টীকাকার 'সহিত' শব্দে ভগবদ্ভক্তি ব'লেছেন। আর প্রয়োজনের ইঙ্গিত দিবার জন্য "গৌড়ীয়-দর্শনে"র কথা বলা হ'লো। সমস্তটা মিলেই "গৌড়ীয়দর্শন"। গৌড়ীয়দর্শনে গৌড়ীয়-গৌরব আছে, গৌড়ীয়-সাহিত্য আছে ও গৌড়ীয়-প্রয়োজন আছে।

কৃষ্ণপ্রীতিই গৌড়ীয়দর্শনের মূলকথা

ভগবৎপ্রীতি ও নিজের প্রীতি যেখানে একটা জিনিস সেখানে কোনও অসুবিধা নাই। সেই অখণ্ড প্রবাহে গৌড়ীয়-দর্শন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে ঔপাধিক-প্রীতি ভগবৎপ্রীতিকে আচ্ছন্ন ক'রেছে বা মোক্ষাদি-প্রীতি ভগবৎ-প্রীতিকে আবৃত ক'রেছে, সেখানে কৃষ্ণপ্রীতির সত্তা নাই। ঐ প্রকার ত্রিতাপাদি ক্লেশ হ'তে নিবৃত্তিরূপ প্রীতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মপ্রীতি, অর্থপ্রীতি, অনর্থপ্রীতি, কামপ্রীতি, বা মোক্ষপ্রীতি। এ সমস্তই অগৌড়ীয়-দর্শনের কথা। গৌড়ীয়-দর্শনে কৃষ্ণপ্রীতি-ব্যতীত অন্য প্রীতির গন্ধ নাই।

গৌড়ীয়ের প্রদত্ত চক্ষুর দ্বারা গৌড়ীয়-দর্শন আবশ্যক

গৌড়ীয় যেভাবে দর্শন করেন, আমরা সেভাবে দর্শন ক'র্‌লেই অভীষ্টলাভ ক'র্‌তে পা'র্‌ব—নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ অভিন্ন ব'লে দেখ্‌তে পাবো। গৌড়ীয়-দর্শন যদি আমাদিগকে আত্মসাৎ না করেন, তা' হ'লে আমাদের মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা হ'লো না, আমরা দিবান্ধ পেচক হ'য়ে থাক্‌লাম। তাই গৌড়ীয়-দার্শনিক গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব'লছেন,—

> "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
> মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
> তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
> নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"
>
> (ভাঃ ১১।৯।২৯)

গৌড়ীয়-দার্শনিক মাংসদৃক্ নহেন,—তিনি বেদদৃক্-শ্রেষ্ঠ

এ কথা পুনঃ পুনঃই বলা আবশ্যক যে, চর্ম্ম-চক্ষু বা ভোগ-চক্ষু-দ্বারা 'গৌড়ীয়'-দর্শন হয় না। গৌড়ীয়-দার্শনিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাংসদৃক্ ন'ন,—তিনি বেদদৃক্‌গণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। তাই গৌড়ীয়-দর্শনের আদি আচার্য্য ব্রহ্মা জানিয়েছেন,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ভক্তিচক্ষু—অপ্রাকৃত

প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে দর্শন করেন। যে ভক্তিচক্ষুতে গৌড়ীয়-দর্শন হয়, তা' কাল্পনিক বা মিছা-ভক্তিচক্ষু নয়। অনেকে ভাব-প্রবণতার নিসর্গ পিচ্ছিল চক্ষুকে 'ভক্তিচক্ষু' মনে করেন। তাই গৌড়ীয়-দর্শনের অচিন্ত্যত্ব তাঁ'দের দর্শনের বিষয় হয় না।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত মহাবাক্য

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই—গৌড়ীয়-দর্শন। জীব ভূতশুদ্ধি-দশা লাভ কর্‌বার পর—অনর্থমুক্ত হ'বার পর আপনার স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদ-মন্ত্রের স্বরূপ 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মধ্যে বুঝ্‌তে পারেন এবং "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রীচৈতন্যবাণীকে প্রকৃত মহাবাক্য জেনে বেদের সার্ব্বদেশিক মহাবাক্যের বিগ্রহ প্রণবের সম্প্রসারিত মূর্ত্তি 'শ্রীকৃষ্ণ'-নামে গৌড়ীয়দর্শনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

সম্পুট আবিষ্কার করেন। তখন ঋগ্‌বেদের মন্ত্র পাঠ ক'রতে ক'রতে বলেন,—"ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।"

শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে শ্রীনাম-ভজনের কথা

এই শ্রীনাম-ভজনের কথা পারমার্থিকতার প্রথম পাঠ শ্রুতিমন্ত্রের মধ্যেও নিহিত র'য়েছে। উপনিষদে ভগবদ্ভক্তির যথেষ্ট কথা আছে। বেদান্তের প্রতি-সূত্রের আদি ও অন্তে শ্রীনাম-প্রভুর অসম্প্রসারিতরূপ প্রণবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত র'য়েছেন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার চরম ফল—গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়বিগ্রহ শ্রীনাম বা শব্দব্রহ্মের সেবা—তাহাই বেদান্তের চরম সূত্র কীর্ত্তন ক'রেছেন।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'

'শ্রীকৃষ্ণ'-নামের বৈশিষ্ট্য

বিভিন্নদেশে বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। যেমন জিহোবা, জিয়ুস, জুপিটর, অহুর মস্‌দ, আল্লা, গড্, ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়—প্রণবের সম্প্রসারিত অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীনন্দ-নন্দন, শ্রীবৃন্দাবনেন্দ্র প্রভৃতি শ্রীভগবানের মুখ্যনাম-সমূহে যে পরিপূর্ণতম রসমাধুর্য্য আছে, তা' অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রুতি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ ও শক্তি-পরিণাম-সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ

গৌড়ীয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শন, গৌড়ীয়-দর্শনের শক্তিপরিণামবাদ শ্রুতির বহু বহু মন্ত্রে অনুস্যূত র'য়েছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি", "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" "একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ" ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ-পক্ষীয় শ্রুতি পাওয়া যায়; আবার "ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং", "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা", "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ", "যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ", "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং", "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশ", "তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং", "তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং", "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ", "নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি," "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে", "নিত্যো নিত্যানাং", "সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ, অয়ং আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ইত্যাদি অসংখ্য বেদ-বচন-দ্বারা নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়।

শ্রুতিতে যুগপৎ ভেদাভেদ-সত্যের সাক্ষ্য ও তাহার অচিন্ত্যত্ব

নিত্যভেদ—সত্য, নিত্য অভেদও—সত্য। যুগপৎ উভয় তত্ত্ব সত্য হওয়ায় ভেদ ও অভেদ উভয়নিষ্ঠ শ্রুতি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকল বিদ্যমান। এই যুগপৎ ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব-চিন্তার অতীত। ইহাতে বিতর্ক ক'র্‌তে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হয়।

অচিন্ত্য-বিষয়ে তর্কের যোজনার অবকাশাভাব

আমাদের বুদ্ধির পরিমাণ অল্প ব'লে বেদার্থের অবমাননা করা উচিত নয়। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া", "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ"। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

বেদসংহিতার স্তব-স্তুতিও বিষ্ণুতত্ত্বেই পর্য্যবসিত

এই শ্রুতি-মন্ত্র গৌড়ীয়-দর্শনের কথাই জানিয়েছেন। উপনিষদ্ তারস্বরে ভগবদ্ভক্তির কথা বলেন। সংহিতা-অংশে স্তব-স্তুতি প্রভৃতির মধ্যে দেবগণের অধিকারে যে-সমস্ত কথা উল্লিখিত আছে, তা'ও চরমে বিষ্ণুতত্ত্বেই পর্য্যবসিত হয়।

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে গৌড়ীয়-দর্শনের আলোচনা

পঞ্চরাত্রাদির মধ্যে গৌড়ীয়-দর্শনের অনেক কথা আলোচিত হ'য়েছে।

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতই গৌড়ীয়-দর্শনের মূল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত কত বড় দার্শনিক মহাগ্রন্থ, মানবজাতি তা' এখনও হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারেন নি। মহাপ্রভু এবং তাঁ'র পার্ষদ গোস্বামিপাদগণ যদি শ্রীমদ্ভাগবতকে গৌড়ীয়-দর্শনের মূলগ্রন্থ ব'লে না জানা'তেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তা' হ'লে হয় ত' শ্রীমদ্ভাগবতের নাম পর্য্যন্ত আর কম লোকেই জান্‌তেন। দুঃখের বিষয়, গৌড়ীয়-দর্শনের এই মূল গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে জীবিকা-অর্জ্জনের যন্ত্র হ'য়ে প'ড়েছে। কেহ কেহ বা এই গৌড়ীয়-দার্শনিক মহাগ্রন্থের মধ্যে নির্ব্বিশেষবাদের কথাও টেনে বা'র কর্‌বার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছেন—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদকে তাঁ'রা মায়াবাদী ব'ল্‌ছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা।"
(ভাঃ ১০।২০।৩৬)

"শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ্‌ঁবরিষে॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম, ১৪শ সংখ্যা)

দিগ্‌ দর্শন-মাত্র

একদিনের কএক ঘণ্টার বক্তৃতায় গৌড়ীয়-দর্শনের সব কথার দিগ্‌দর্শনও হয় না—কিছু কথা বলা হ'লো, অনেকটাই থেকে গেল। আজ অধিক রাত্রি হ'য়েছে, আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আপনারা দয়াময়, তাই আমাকে এরূপ সৌজন্য দেখিয়েছেন, আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

[কলিকাতা এলবার্টহলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'গৌড়ীয়-দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা সম্পূর্ণ]

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থাবলী ৭

বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
কলিকাতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বঙ্গাব্দ ১৩৪০
৮ই আষাঢ় তারিখে

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের
অনুকম্পিত

"গৌড়ীয়"-সম্পাদক
মহামহোপদেশক
শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ
কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম।

দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌরাব্দ ৪৪৮

ভিক্ষা ।০ মাত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

২৪৩।২ আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপোদ্ঘাত

সম্ভোগ ও বিরহ খণ্ডকালধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুখ-দুঃখের কারণ হয়। অখণ্ডকালে সম্ভোগ ও বিরহ যুগপৎ অবস্থিত। অখণ্ডকালে সুখাবসান-ধর্ম্ম অথবা সুখের হ্রাস না থাকায় তাহার বিপরীত সুখাতিরিক্ত ধর্ম্ম নাই। যে বিপ্রলম্ভের অনুভূতির কথা অখণ্ডকালের ভূমিকায় দৃষ্ট হয়, উহা সম্ভোগের উৎকর্ষজ্ঞাপক। উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অবরের ভেদ-জগতের তিক্তানুভূতিতে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আপাত-তিক্তানুভূতি অভীপ্সিত মধুর-রসের পোষক। ক্রমিক বা উত্তরোত্তর অপকর্ষের তারতম্য আনন্দবাধক বলিয়া তথায় ব্যাঘাত হইবার অবসর নাই।

বাস্তব-বস্তু বিষ্ণু অবাস্তব-বস্তু-প্রতীতিরূপা ছায়ার সহিত ভেদ স্থাপন করেন। বৈকুণ্ঠে এই ভেদই উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন করিতে যত্নবান্, আর কুণ্ঠধর্ম্ম অপকর্ষ আনয়ন করিয়া বৈকুণ্ঠের বিপরীত দিকে ধাবমান হয়।

অতাত্ত্বিক জনগণ আপনাদের অবৈষ্ণবতা বা জড় ভোগ্য দ্রব্য মাপিবার ধারণায় খণ্ড-বিচারে বিপদ্গ্রস্ত হন। তাঁহাদের ভোগ্যদ্রব্য মাপিয়া লইবার বৃত্তির উন্মেষণ-হেতু উহা আরাধনাবৃত্তির ব্যাঘাতকারক। যে-স্থলে ভক্তি নাই,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তথায়ই বাস্তব-বস্তুর অনুভূতির অভাবে অবাস্তব-বস্তুর ধারণা প্রবলা হওয়ায় পরিস্থিতির প্রবৃত্তি-রূপা বিস্মৃতি প্রীতির অভাব আনয়ন করে।

পূর্ণের মাপিয়া লইবার শক্তি অপরিমেয়া আর অপূর্ণের পরিস্থিতি দূষণীয়া ও অনাদরণীয়া। মাপিয়া লইবার অবাস্তব-বস্তুর প্রতীতি বৈকুণ্ঠ-বৈশিষ্ট্যে বৈকুণ্ঠের বাস্তব-সত্যের আরাধনা হইতে পৃথক্। শ্রীমদ্ভাগবতে পরমমুক্ত ভক্তগণের বিচারে শ্রীরাধিকা-শক্তিই চিচ্ছক্তি ও হ্লাদিনী-সার-সমবেতা বলিয়া কথিতা হন। আর রাধা-সেবা বঞ্চিত ভক্তিবিস্মৃত অনুভূতির প্রভাবে জীব ভোগ্য বস্তু মাপিয়া লইতে থাকেন। তজ্জন্যই "অনয়া নীয়তে" বৃত্তিটি ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তিতেই প্রযুক্তা এবং অন্তরঙ্গা-শক্তিতে উহার নিত্য বিপরীত অধিষ্ঠান বর্ত্তমান। "অনয়ারাধিতো ভগবান্" —এই শ্লোকোদ্দিষ্ট বিচারে বস্তুজ্ঞানে যে বিপ্রলম্ভ ও সংযোগের বিচার লক্ষিত হয়, উহা অবাস্তব খণ্ড প্রতীতিতেই খণ্ডকালের মধ্যে ছায়াশক্তিসমন্বিত বদ্ধজীবের জ্ঞানে পাওয়া যায় না।

মুক্ত পুরুষগণ তাঁহাদের অগ্রণীকেই ভগবৎসেবায় সর্ব্বতোভাবে সমর্থ বলিয়া বিচার করেন। আর বদ্ধভূমিকায় অহঙ্কারপ্রণোদিত হইয়া জড়ের প্রভু হইবার বাসনায় মাপিয়া লইতে গিয়া জীব কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপা অভক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক ত্রিবিধ তাপে বর্দ্ধিত হন। যে স্থলে মুক্তপুরুষের সম্বিৎ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তি হ্লাদিনীর সেবায় নিযুক্তা, তথায় ত্রিগুণের আক্রমণের পরিবর্ত্তে সচ্চিদনন্দভূতি বর্ত্তমান—তথায় খণ্ডকালের ক্রিয়া বলবতী নহে। তথায় আনন্দকে বাধা দিবার জন্য হ্লাদিনী-শক্তির বিরোধিনী পরিমাপিকা-গুণ প্রসবিনী শক্তি ক্রিয়াবতী নহে। তজ্জন্যই এই বক্তৃতার লেখক মাপিয়া লইবার বুদ্ধিতে আবদ্ধ মায়াবদ্ধ জীববৎ জড়ভোক্তা নহেন বলিয়া তাঁহার প্রভু হইবার জন্য সচেষ্ট জনগণের বিচার পোষণ করিতে পারেন নাই। "অনয়া মীয়তে"-বুদ্ধির সেবা করিতে গিয়া কেহ যেন "অনয়ারাধিতো" শ্লোকোদ্দিষ্ট বৃত্তি হ্লাদিনীর পরিচয়ে বিমুখ না হন,—ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা।

শ্রীরাধাষ্টমী তিথি,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৩০শে ভাদ্র, ১৩৪১ সাল

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘বিরহ’-তত্ত্ব*

পূর্ব্বভাষ

ভারত ও ভারতের বাহিরে শুদ্ধভক্তসজ্ঘারামে বিরহ-তিথির সেবা

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-স্রোতের পুনঃপ্রবাহের মূল-পুরুষ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিবর গৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথির সহিত সম্মিলিত হইয়া আজ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের যে আর্ত্তি-অঞ্জলি আকর্ষণ করিতেছেন এবং প্রতি বৎসর এই সুমেধো তিথি বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়া বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে যে বিরহ-আরতির প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছেন, সেই স্মৃতি লইয়াই আজ ভারতের বিভিন্ন শুদ্ধভক্তসজ্ঘারামে—শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাহিরেও—বিরহ-বিধুর ভক্তগণের কণ্ঠে ‘জয় জয়’ কলরব উঠিয়াছে।

* নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে (৮ই আষাঢ়, ১৩৩০ বৃহস্পতিবার) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ‘গৌড়ীয়’-সম্পাদক-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিপ্রলম্ভ-পরিপোষ্টা ভাগবতের ও বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহ-স্মৃতি

ভক্ত ও ভগবান্ অবিচ্ছিন্নভাবে একসূত্রে গ্রথিত। এদিকে যেমন ভাগবত-বিরহের স্মৃতি বৈষ্ণবগণের হৃদয় সেবার উদ্দীপনা করিয়াছে, আবার তৎসঙ্গে-সঙ্গে ভগবানের বিরহ-স্মৃতির আগমনীও

"নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ॥"

—শ্রীরূপানুগবরের এই গীতির মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শুনা যায়, গৌড়ীয়নাথ শ্রীগৌরসুন্দর হেরা-পঞ্চমী-তিথিতে নীলাচলনাথের শ্রীঅঙ্গে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চমী তিথিও আসিতেছে। আবার কোন্ কোন বিচারে শ্রীগৌরসুন্দর নিজশক্তি শ্রীগদাধরের সেবিত শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে আত্মসংগোপন করিয়াছিলেন; সেই পণ্ডিত গোস্বামীর বিরহ-তিথিও আর গৌর-জনবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথির সহিত সখীত্ব স্থাপন করিয়া বিশ্ববৈষ্ণবের হৃদয়ে ভক্তিস্রোতঃ আনয়ন করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাই দুর্ব্বলের বল ; মূকের বাক্‌শক্তি

তাই এই পুণ্যতম অবসরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-কণা মস্তকের বিভূষণ ও একমাত্র সম্বল করিয়া বৈষ্ণবগণের সকাশে "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমাদের একটি প্রয়াস হইয়াছে।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথম সম্পুট

'সাহিত্য'-শব্দের বিচার

বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতা, উভয়ই সাহিত্যময়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত 'শ্রীহরিনামামৃত' ব্যাকরণের টীকাকার 'সাহিত্যে'র একটি সুন্দর অর্থ প্রদান করিয়াছেন; তিনি বলেন,—'সহিতা' অর্থে ভগবদ্ভক্তি। সেই 'সহিতা' হইতে 'সাহিত্য'-শব্দ নিষ্পন্ন। সাহিত্যের বিপরীত কথা 'রাহিত্য'। একশ্রেণীর ব্যক্তি জগতের সকল বস্তুর প্রতি—সকল শোভা-সম্পদ্‌বিচিত্রতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া 'নেতি নেতি' করিয়া এমন একটি ভাবমাত্রের অনুসন্ধান করেন, যাহা সবই রাহিত্যময় বা নির্ব্বিশেষ। কিন্তু বৈষ্ণবগণ শ্রুতির মন্ত্র গান করিয়া বলেন,—যদি রাহিত্যই শেষ পরিণাম হয়, তাহা হইলে এইসকল সাহিত্য কেন ও কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি কিন্তু সমস্ত সাহিত্যের আকর-রূপে পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" (তৈত্তি ভৃগু বল্লী, ১ম অনু); "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (কঠ ৫।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেঃ উঃ ৬।১৪)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিদৃশ্যমান সাহিত্যের আকর কোথায় ?

এই জগতে যে পরিদৃশ্যমান আকাশ, বাতাস, সাগর, পর্বত, বন, উপবনাদি প্রকৃতির বৈচিত্র্য, বিভিন্ন প্রাণিজগৎ—প্রাণিজগতের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ সম্বন্ধ—এই সকল বিচিত্রতার আকর কোথায় ? এই সকল বিচিত্রতা কি কেবল নশ্বরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা প্রভৃতি অসুবিধার জন্যই সংরক্ষিত (reserved) থাকিয়া চরমে নির্ব্বাণ (?) লাভ করিবে ? পরমেশ্বরের এই প্রকৃতি কি কোন পরম অবিকৃত আকরের উদ্দীপনা জাগাইয়া দিবে না ?

সাহিত্যের আকর কি প্রকারে 'রাহিত্য' হইতে পারে ?

বৈষ্ণবগণের—নির্ম্মল নিখিল চেতনের হৃদয়ে জগতের এই বিচিত্রতা, জগতের এই সাহিত্য অবিকৃত অদ্বিতীয় আকর-সাহিত্যের বিরহের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। জগতের ("গচ্ছতি ইতি জগৎ")—পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সাহিত্য বিশ্বাসঘাতক ও নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার শিক্ষক বলিয়া ইহাতে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে, সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যকে—বিচিত্রতাকে একেবারে অস্বীকার করা, জগতের সাহিত্যের কৃতঘ্নতা-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সাহিত্যকে একেবারে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা বা তাহাকে রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ 'অবাস্তব' বলা এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৎসঙ্গে প্রতিবিম্বিত সাহিত্যের অবিকৃত নিত্য মূল বিষয়ে নিষেধ করা, আর যে দেশ আমাদের তৃতীয় মানের বুদ্ধির মধ্যে—ধারণার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে না, সেই দেশের কথা কেবল অনুমান-বলে—জড়-সাহিত্য-নিরাসপর পারমার্থিক প্রাথমিকপাঠ শ্রুতির একদেশিবাক্য-বিচার-বলে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া স্থাপন করা কিরূপ বুদ্ধির আদর্শ ?

'রাহিত্য' শেষ পরিণতি নহে কেন ?

'রাহিত্য' নিশ্চয়ই শেষ সীমা হইতে পারে না। জড়-সাহিত্যের ক্ষণভঙ্গুরতা-প্রদর্শনের জন্য রাহিত্যের একটা নৈমিত্তিক উপদেশ কিছু সময়ের জন্য আগমন করিয়া উহা অতীন্দ্রিয় কালের, অতীন্দ্রিয় স্থানের ও অতীন্দ্রিয় পাত্রের নিত্য-সাহিত্যের কথা নির্দ্দেশ করিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যই চরম কথা—অবশ্য, সে সাহিত্য এ জগতের সাহিত্য নয়। জগতের সাহিত্যের রাহিত্য হইলে—বিরজার জগতের সাহিত্যের রজোগুলি বিধৌত হইলে যে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" ভাবের উদয় হয়, তাহার গতি সেখানে স্তব্ধ না হইলেই "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" অর্থাৎ অক্ষর-সাহিত্যের রাজ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

জাগতিক সাহিত্য অপ্রাকৃত-সাহিত্যের প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনী

সাহিত্যই যদি চরম না হইত, তাহা হইলে এ জগতের সাহিত্যের [illegible] প্রকাশিত হইত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরমেশ্বরের অপরা শক্তি এই বিশ্বে যে সাহিত্যের প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহার মহান্ উদ্দেশ্য কেবল স্বপ্ন-প্রচার নহে—স্বর ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রাহিত্যে পরিণত করা নহে; তাহার মূল উদ্দেশ্য—এইসকল সাহিত্যের অদ্বিতীয় অবিকৃত আকরগুলির অনুসন্ধানের জন্য ব্যতিরেকভাবে প্রেরণা প্রদান করা। চিত্রকর যেরূপ আলোকচিত্র বা ছায়াচিত্রের প্রদর্শনী খুলিয়া যাহার আলোক বা ছায়া, তাঁহারই অস্তিত্বের প্রমাণ ও কৌতূহলের জাগরণ করে, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকৃতিও সেই অদ্বিতীয়, অবিকৃত, পরম উপাদেয়, নিত্য, সনাতন আকর-সাহিত্য বা বিম্বের কথা ব্যতিরেকভাবে জানাইয়া দিতেছে। সুতরাং আমরা এ জগতের সাহিত্যকে "অপ্রাকৃত সাহিত্যের প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনী" বলিতে পারি।

জগতে অপ্রাকৃত বিম্বের বিরহ

জগতে বিম্বের বিরহ বা অদর্শন। এই বিরহকে প্রতিবিম্ব অধিকতর প্রবল করিয়া দিতেছে। এসকল নশ্বর প্রতিবিম্বের 'নিত্যতা', 'উপাদেয়তা' নাই দেখিয়া বৈষ্ণবগণ একদিকে যেমন ইহাদের দ্বারা লুব্ধ হন না, অপরদিকে তেমনই "ইহাদের নশ্বর ছবিই বাস্তবতা বা তদ্বিপরীত স্বপ্ন এবং তৎপরই রাহিত্য বা শূন্য,"—প্রতিবিম্বিত-সাহিত্যের এই কল্পনা-বিলাসেও মুগ্ধ হন না। তাঁহারা নিত্য অবিকৃত বিম্বের বিরহে উদ্দীপ্ত হইয়া বিম্বের জন্য অধিকতর লালসান্বিত হন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিতীয় সম্পুট

বৈষ্ণব-সাহিত্যের চরম কথা

বৈষ্ণব-সাহিত্যের চরম কথা—বিরহ। বৈষ্ণবের জীবন-বিরহেরই সাহিত্য। এই প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনীর বিরহ কেহ ক্রয় করিতে চাহেন না; কেন না, তাহাতে অভাব, ক্লেশ সন্তাপ ও ব্যবধান প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিরহের মূল পার্থক্য কোথায় ?

এখানকার বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ,—এই তিন বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের বিরহ তাহা নহে।

বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠার সান্দ্রমূর্ত্তি

সেখানে বিরহ—সেবার প্রগাঢ়তা; বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠা; বিরহ—পূর্ণতম-সেবার সান্দ্রমূর্ত্তি; বিরহ—সম্ভোগের পুষ্টিকারক। বিরহের ন্যায় প্রগতিশালী দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। আকর্ষণের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিরহই ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

আকর্ষক-শিরোমণি কে ?

এজন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যের অপ্রাকৃত বিরহের একমাত্র নায়ক—আকর্ষক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"পুরুষ, যোষিৎ, কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তহর॥
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য অষ্টম পঃ)

"শ্রীগোপালচম্পূ"তে 'কৃষ্ণ'-শব্দের তাৎপর্য্য

তাই 'কৃষ্ণ'-শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীগোপালচম্পূতে বলিয়াছেন—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

ইতি প্রমাণজাতচরঃ কৃষ্ণশব্দস্তত্র যোগপুরস্কৃতরূঢ়িতয়া তৎপরঃ। ভূরিতি—ভাবক্বিবন্ততাকরঃ, সচায়ং ভাব-শব্দবদ্ ধাত্বর্থমাত্রতাধরঃ। ধাত্বর্থশ্চাত্রাকর্ষণং, তদেব-স্ফুটমাপ্ত-মনসামাকর্ষণং, ততশ্চ ভিন্নপদার্থতয়াবগতয়োর্দ্বয়িতয়োরিব তয়োরৈক্যং যোগ এবেতি তদ্যুক্ত আনন্দঃ সর্ব্বাকর্ষকানন্দ ইত্যর্থঃ।

'কৃষ্ণ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, 'কৃষি' বা 'কৃষ' ধাতু 'ভূ' বাচক, 'ণ' প্রত্যয় আনন্দবাচক,—এই উভয়ের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঐক্যই পরব্রহ্ম। এইজন্যই তিনি 'কৃষ্ণ'—এই শব্দে কথিত হন। এইরূপ প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বে 'কৃষ্ণ' শব্দ জানা গিয়াছে। কিন্তু এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দ যোগারূঢ় বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ নন্দনন্দনবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'কৃষি'-শব্দ 'ভূ'-বাচক; এস্থানে 'ভূ' পদটি 'ভূ' ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অতএব "ভূ"-শব্দ ভাব-শব্দের ন্যায় কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। ধাতুর অর্থ এস্থানে কেবল আকর্ষণ। ঐ আকর্ষণ-শব্দ প্রকাশ্যভাবে আপ্তব্যক্তিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। দয়িতা ও দয়িত যেরূপ ভিন্ন পদার্থরূপে অবগত হয়, সেরূপ আকর্ষণ এবং আনন্দ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বিখ্যাত। এই উভয়ের ঐক্য বা যোগ ঘটিয়া থাকে। ঐ ঐক্যযুক্ত আনন্দই সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ।

কে নিখিল বস্তুকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ?

বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে। যিনি পরব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যাঁহা হইতে বৃহৎ বা যাঁহার সমান ও বৃহৎ আর কোন বস্তুই নাই, একমাত্র তিনিই নিখিল বস্তুকে আকর্ষণ করেন। তিনি পূর্ণ চেতন।

চেতনে চেতনে আকর্ষণ—প্রেম

সুতরাং যেখানে চেতনতা যবনিকামুক্ত, সেখানে তাঁহার আকর্ষণ; সাক্ষাৎ চেতনে চেতনে আকর্ষণই—'প্রেম', আর জড়ে জড়ে আকর্ষণ—'কাম'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আকৃষ্টের অগ্রণী কে ?

চেতনের মধ্যে যত কিছু সর্ব্বাকর্ষক-কৃষ্ণে আকৃষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতমরূপে অধিক আকৃষ্টের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাভিন্ন শ্রীমতী রাধারাণী। সেখানে সর্ব্বাঙ্গে আকৃষ্ট হইয়াও তিনি অদ্বিতীয় আকর্ষককে আকর্ষণী বিদ্যার এরূপ আকর্ষণ করিতেছেন যে, পরম আকর্ষকের আকর্ষণও সেখানে পরাভূত হইয়াছে। আকৃষ্টের এই সর্ব্বাঙ্গীন আকর্ষণের প্রগতি সেখানে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর, প্রগাঢ়তর হইতে প্রগাঢ়তম। এ জগতের ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ়তম হইতেও যদি প্রগাঢ়তমতর বলিয়া কোন পদ রচনা করা যায়, আবার 'তরপ্' ও 'তমপ্' প্রত্যয়কে এইরূপ অফুরন্ত-ভাবে বর্দ্ধিত করা যায়, তখন যে আকর্ষণী বিদ্যার দিগ্দর্শন মাত্র হয়, তাহাই 'বিরহে'র সামান্য বাস্তব পরিচয়।

মহাভাব-চিন্তামণি স্বয়ংরূপা শ্রীরাধা

শ্রীবার্ষভানবী এই কৃষ্ণ-বিরহের রূপ ধরিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য—কৃষ্ণানন্দ-বর্দ্ধনের জন্য—কৃষ্ণ-কামানলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্ধনরূপে আত্মপ্রকাশের জন্য অনন্তকোটি ব্যূহ বিস্তার করিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

"প্রেমের স্বরূপ-দেহ—প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁ'র কায়ব্যূহ-রূপ ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য অষ্টম পঃ)

সম্ভোগমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের বিরহমূর্ত্তি শ্রীগৌররূপে অবতার

এই মহাভাবস্বরূপিণী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমতী বার্ষভানবীর ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বয়ং প্রেমের নায়ক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং সম্ভোগ-মূর্ত্তি সম্ভোগ অপেক্ষা বিরহ-মাধুর্য্যের অধিকতর চমৎকারিতা ও পুষ্টিকারিণী শক্তির সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য বিরহের বিগ্রহ-রূপে জগতে আসিয়াছিলেন। সম্ভোগ এই একবার-মাত্র বিরহের রূপ ধারণ করিয়া বাঙ্গালাদেশের সৌভাগ্যগগনে উদিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রই বিরহ-সাহিত্যের বেদ

সুতরাং "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব" বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রই তাহার অদ্বিতীয় সাহিত্যাগার, স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-চরিত্রই "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্বে"র 'বেদ'। আর শ্রীচৈতন্য হইতে অবিচ্ছিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের জীবন ও "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্বে"র অকৃত্রিম 'ভাষ্য'।

অপ্রাকৃত-তত্ত্বের রূপ বাস্তব—তাহার সাক্ষ্য শ্রীচৈতন্য-চরিত্র

"বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব" কল্পনাবিলাস 'থি ওরি'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

(Theory) বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিব না; কারণ, তাহা 'রূপ' ধরিয়া পরম বাস্তবতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। তত্ত্ব আর 'ভাব'-মাত্র নাই, তত্ত্ব স্বয়ং বস্তুরূপে অপ্রাকৃত-রস ও তত্ত্বের অভিন্নতা-প্রদর্শনের জন্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাই আমরা "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্বে"র কথা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের সাক্ষাৎ অনন্ত জীবনের মধ্য দিয়া আলোচনা করিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৃতীয় সম্পুট

উজ্জ্বল রসের বিভাগদ্বয়

আলঙ্কারিকগণ উজ্জ্বল রসের দুইটি বিভাগের কথা বলিয়াছেন। একটি—সম্ভোগ, আর একটি—বিপ্রলম্ভ বা বিরহ। বিরহ-ব্যতীত সম্ভোগের সমৃদ্ধি হয় না। ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগরসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। ব্রজনাগরীগণ সেই

বিরহ সম্ভোগের সমৃদ্ধিকারক

সম্ভোগরসের আশ্রয়; কিন্তু তাঁহাদের এই সম্ভোগকে অধিকতর সুস্বাদু করিবার জন্য যোগমায়া বিরহ-বিভ্রম বিস্তার করিয়া থাকেন।

যোগমায়া-দ্বারা অপ্রাকৃত বিরহ-বিভ্রম বিস্তার-প্রভাবে অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগের মধ্যেও বিরহানুভূতি

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল চেতনের পরমেশ্বর ও একমাত্র পতি, তিনি গোপীগণেরও নিত্য বল্লভ, গোপীগণের সহিত তাঁহার সম্ভোগ অবিচ্ছিন্ন, তথাপি অভিমন্যু, ভৈরব প্রভৃতি গোপগণকে গোপীগণের পতিরূপে কল্পনা করিয়া সম্ভোগের মধ্যে যে বিরহের অবকাশ যোগমায়া-দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাতে কৃষ্ণ-সম্ভোগে ব্যবধানের যবনিকাপাত হয় না, পরন্তু সম্ভোগ আরও সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

বিরহমাধুরী আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের গৌরাবতার

গোপীগণের এই স্বতঃসিদ্ধ বিরহের সমস্ত বিচিত্রতা কৃষ্ণসেবা সমৃদ্ধ করিবার জন্য পূর্ণতমরূপে শ্রীমতীতে আছে ; এজন্য শ্রীমতীর সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবিরহের প্রতিমূর্ত্তি। শ্রীমতীর বিরহ কি প্রকার, সেই বিরহ কি প্রকারে কৃষ্ণ-সম্ভোগকে সমৃদ্ধ করে, সেই বিরহ আস্বাদন করিয়া শ্রীমতীর কিরূপ অনুভব হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই সম্ভোগ-বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণ বিরহমূর্ত্তি-শ্রীমতীর ভাব ও কান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা—দিব্য-বিরহোন্মাদ মাত্র

শ্রীগৌরসুন্দর যে সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুই নহে, সুবুদ্ধিমন্তগণের হৃদয়ে তাহা বিরহ-লীলা বলিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাস-লীলায় যাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহা লইয়া নানা-বিধ কুতর্ক করিতে থাকুন, কেহ তাঁহাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কেহ বা তাঁহাকে দশনামী সন্ন্যাসিদিগের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যুক্তি দেখাইতে থাকুন; কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয় নিজেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—

* * *

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়)

* * *

পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥
সেই বেষ কৈনু এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চতুর্থ সম্পুট

বিরহরসময়ী ভক্তির কল্পবৃক্ষ ও শাখা-প্রশাখা

বিরহরসময়ী মধুরা ভক্তির বীজ এ জগতে পুনরায় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ আবিষ্কার করেন। এজন্যই মহাজনগণ শ্রীল মাধবেন্দ্রকে বিপ্রলম্ভময় শৃঙ্গাররসতরুর মূল, ঈশ্বরপুরীকে তাঁহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহার মূল স্কন্ধ এবং প্রভুর অনুগত ভক্তগণকে তাঁহার শাখা-প্রশাখা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তাঁহার এই শ্লোকটিতে অপ্রাকৃত বিরহের বীজ সম্পুটিত করিয়া রাখিয়াছেন—

"অয়ি দীনদয়াদ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

—এই শ্লোকটি শ্রীরাধারাণীর উক্তি। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—এই শ্লোকটির আস্বাদন একমাত্র শ্রীরাধাঠাকুরাণী, সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র এবং তাঁহার কৃপায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ইঁহার আস্বাদন জানেন; তদ্ব্যতীত আর চতুর্থ ব্যক্তি এই শ্লোকের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিরহ-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবী

বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণকে বলিতেছেন—ওহে দীনদয়ার্দ্র! তুমি নাকি দীনজনের প্রতি অতীব দয়ালু; 'দীন' বলিতে এখানে জাগতিক দ্রবিণ বা অর্থ-হীনকে বুঝায় না।

জগতের দরিদ্র ও ধনী উভয়েই সম্ভোগ-পিপাসু

কারণ, জগতের দরিদ্র বা ধনী, উভয়েই সম্ভোগবাদী, তাঁহারা দাতার নিকট হইতে আত্মসুখের জন্য কিছু না কিছু চাহেন। অর্থ থাকিলেও ধনী আত্মসম্ভোগের জন্য আরও অধিকতর অর্থের জন্য লালায়িত হন; আর, দরিদ্রও "কোথায় অর্থ, কোথায় অন্ন" বলিয়া সম্ভোগাভাবের কষাঘাতের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরে। এখানে ধনী ও দরিদ্র, উভয়েই সম্ভোগের মৃগতৃষ্ণিকার মায়ামৃগ।

অপ্রাকৃত বিরহমূলক 'দৈন্য'-বিচার

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ যে "দীন" এর কথা বা 'দৈন্যে'র কথা বলিয়াছেন, তাহা ঐপ্রকার 'দরিদ্র' বা 'দারিদ্র্য' নহে। কৃষ্ণবিরহী আপনাকে 'দীন' মনে করেন। তাঁহার দৈন্য কৃষ্ণ বিরহকাতরতা, তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছু ধন নাই। এই বিরহ-দৈন্যে বিভূষিত হইয়া বিরহিগণ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলিয়া অনুক্ষণ কীর্তন-ক্রন্দন করেন।

'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থে—বিরহ-বিভাবিত হৃদয়

এই কথাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচ'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি নিজ-বিরহ-লীলায় ক্রন্দন করিয়া জানাইয়াছেন,—

'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেম-ধন ॥

কৃষ্ণসেবাসুখতাৎপর্য্যপরতাই 'প্রেম'; তদ্বিরহিত জীবন দারিদ্র্যময় ও ব্যর্থ। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন, —হে কৃষ্ণ! আমাকে তোমার 'দাস' করিয়া তাহার বেতন-স্বরূপ প্রেমধন প্রদান কর।

অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের তুলনায় মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

লৌকিক ও প্রচলিত-মতানুযায়ী বিভিন্ন পারলৌকিক জীবনে প্রভু-দাস-সম্বন্ধের মধ্যে নানা আকারে যে বেতন আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা 'প্রেম' নহে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত জৈবধর্ম্মের সহিত অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের পার্থক্য। সুবুদ্ধি মনীষিগণ এই কথাটি ভাল করিয়া অনুধাবন করুন। যদিও এই কথা আপাত-বিপ্লবী বা প্রচলিত ধারণায় "সাম্প্রদায়িক" বলিয়া মনে হয়, তথাপি সে-স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা সহিষ্ণু ও নিরপেক্ষভাবে শ্রবণের অভাবই অপরাধী। জগতে যতপ্রকার লৌকিক বা পারলৌকিক ধর্ম্ম আছে, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কোন না কোন প্রকারে নিজ-নিজ সুখ বা সম্ভোগের অনুসন্ধান করে। এক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রেণীর ব্যক্তি ধর্ম্মলাভের জন্য দান, ধ্যান, উপবাস, ব্রত, তপস্যাদি অনুষ্ঠান করেন।

প্রাকৃত দাতা বা ত্যাগী—সম্ভোগবাদী মাত্র

'দান' অর্থে—ত্যাগ ; মনে করুন, যাঁহার একলক্ষ টাকা আছে, তিনি একশত টাকা দান করিলেন, তাহাতে তাঁহার একলক্ষ টাকা হইতে একশত টাকার বিয়োগ হইল। ঐ ব্যক্তি তাঁহার 'ভোগের জনক' লক্ষ মুদ্রা হইতে একশত মুদ্রার অনুযায়ী ভোগস্পৃহা যে আপাত-দৃষ্টিতে ত্যাগ করিলেন, তাহার মূলে কি প্রবৃত্তি রহিয়াছে ? তাঁহার আন্তরিক মনোভাব এই যে, যদি আমার শতমুদ্রার ভোগস্পৃহা আপাত কমাইয়াও পরিণামে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীগুণে অধিক ও উন্নত ভোগের পাথেয়-স্বরূপ পুণ্য বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, তবে আপাত কিছু ত্যাগের অভিনয়ে ক্ষতি কি?

কর্ম্মীর কৃচ্ছ্রতা ভাবী সম্ভোগের মাশুল-মাত্র

বস্তুতঃ এই ত্যাগ দান, ব্রত, কৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি যে আকারেই অনুষ্ঠিত হউক, তাহা প্রকৃত ত্যাগ নহে। তাহা ভবিষ্যতের অধিকতর সম্ভোগময় জীবনের জীবন-বীমার প্রিমিয়াম প্রদান-মাত্র।

নির্ভেদ জ্ঞানী অধিক চতুর হইলেও সম্ভোগবাদী

স্বর্গাদি সম্ভোগের আয়ু মর্ত্ত্যের তুলনায় যতই অধিক হউক না কেন, তথাপি অনন্তকালের তুলনায় তাহা অত্যন্ত পরিমিত ও সসীম জানিয়া আর এক শ্রেণীর অধিকতর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চতুর ব্যক্তি স্বর্গাদি ভোগকে উপেক্ষা করিয়াও মুক্তিলাভের জন্য নানা প্রকার ধর্ম্ম ও তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

অচিন্মাত্রবাদী—প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী

কেহ বা এ জগতে চেতনতা বা সহানুভূতিই নানা দুঃখের কারণ বুঝিয়া অচেতন বস্তুর ন্যায় অনুভূতি-রহিত হইবার জন্য তপস্যা করেন, তাহাকেই 'ধর্ম্ম' মনে করেন এবং ঐরূপ অনুভূতি-রহিত হইবার প্রয়োজন-লাভের জন্য তিতিক্ষা, অহিংসা ও বিবিধ-নীতির অনুশীলন করিয়া থাকেন।

চিন্মাত্রবাদী—প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করেন,—চেতনতাকে বিনাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু চেতনকে ক্রিয়া-রহিত (?) করিয়া জগতের সুখ-দুঃখের অনুভূতির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইবে এবং সেইরূপ কেবল-চিন্ময় অবস্থাই—'আনন্দময় অবস্থা'। আপাত-দৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত অচিন্মাত্রানুভূতি বা শেষোক্ত চিন্মাত্রানুভূতি পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও উহারা অন্তরে একজাতীয়। কেন না, উভয়েই সম্ভোগের অনুসন্ধিৎসু।

চিন্মাত্রবাদ ও অচিন্মাত্রবাদ উভয়েই অন্তরে একতাৎপর্য্যপর

চেতন কখনও বৃত্তিরহিত হইয়া অবস্থান করে না। অগ্নি যেরূপ দাহিকাশক্তি-ব্যতীত অগ্নিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না, সেরূপ চেতনও বৃত্তিরহিত হইয়া চেতনত্ব সংরক্ষণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে পারে না। বৃত্তিরহিত চেতন, দাহিকাশক্তিহীন অগ্নি, কাঠিন্য-ধর্ম্মহীন প্রস্তর—কথার কথা-মাত্র। সুতরাং চিন্মাত্রবাদ ও অচিন্মাত্রবাদ উভয়েই অন্তরে একতাৎপর্য্য-পর।* উঁহাদের তাৎপর্য্যপরতা যাহাই হউক না কেন, উঁহারা উভয়েই আত্মসম্ভোগবাদী। তাহাদের নীতি, শম-দমাদি-অভ্যাস, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, নানাবিধ তপস্যা ও সাধনার প্রতিদান, মূল্য বা বেতনরূপে তাহারা ইহজগতে ত্রিতাপ-রূপ সম্ভোগাভাব হইতে মুক্তির জন্য পিপাসিত, তাহারা নিজের তহবিলে কিছু না কিছু চাহিবেই চাহিবে।

কর্ম্মিগণের কপটতা সাধারণের গ্রাহ্য; কিন্তু নির্ভেদ জ্ঞানীর কপটতা সাধারণের দুরধিগম্য

অজ্ঞান স্বর্গ-কামীর সম্ভোগের প্রার্থনা সাধারণের বোধ-গম্য ও উহার আয়ু অল্প; কিন্তু শেষোক্ত 'জ্ঞানী'-অভিমানী ব্যক্তিগণের সম্ভোগের লালসা সাধারণের নিকট নানাপ্রকার তপস্যাদির প্রহেলিকায় প্রচ্ছন্ন ও তাহার পরমায়ু অসীম বলিয়া কল্পিত—এই মাত্র ভেদ।

জগতের যাবতীয় নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-মত কোনও না কোন সম্ভোগের পিপাসা হইতে উত্থিত।

জগতে যত প্রকার লৌকিক ও পারলৌকিক ধর্ম্ম স্বষ্ট

* এই জন্যই মায়াবাদিগণ স্বমুখেই স্বীকার করিয়াছেন—
"বৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং, ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং (?) চ যৎ"
—সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত ৯৮০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই উভয় প্রকার আত্ম-সম্ভোগের শ্রেণীর মধ্যে কোন না কোন আকারে আশ্রয় গ্রহণ করিবেই

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষায় আত্মসম্ভোগেরগন্ধনাই

করিবে ; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শান্তদাস, দাস-দাস, সখা-দাস, বৎসল-দাস ও মধুর-দাস-পদবীর নিত্যসিদ্ধ চেতন-বৃত্তির বেতন-রূপে প্রেমধনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আত্ম-সম্ভোগবাদের কোন প্রকার গন্ধ-লেশ নাই। তাহাতে প্রেমাস্পদের সম্ভোগসেবা পূর্ণ-মাত্রায় করিয়াও 'কিছুই করিতে পারিলাম না',—এইরূপ নবনবায়মান প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর সেবাকাঙ্ক্ষার আত্যন্তিক আর্ত্তি সর্ব্বদা প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

মহাপ্রভুর "দীন" শব্দের অর্থ

তাই মহাপ্রভু "দীন" শব্দে প্রেমধনহীন 'দরিদ্র জীবন'কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'দীন' শব্দে—বিরহ-কাতর ; প্রেমের এমনই স্বভাব যে, পূর্ণতমরূপে সেবা করিয়াও তাহা পূর্ণ-তমতর সেবার জন্য চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করায়।

প্রেমের স্বভাব কি ?

প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে—"কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥"

(চৈঃ চঃ অ ২০।২৮)

বিরহ-বিধুরগণের কামনা কি ?

এই দীনাভিমানী বিরহ-কাতর জনগণ কি আকাঙ্ক্ষা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেন? বিরহিণী প্রণয়িনী যেরূপ প্রণয়াস্পদের বিরহে কাতরা হইয়া সর্ব্বদা তাহার কথাই শ্রবণ করিতে, কীর্ত্তন করিতে ও আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ভগবদ্ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনাতেই রত থাকেন; তাই কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীগণ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাতা কাহারা?

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ! যে সকল লোক এ পৃথিবীতে বিরহ-তাপিত ব্যক্তিগণের জীবাতুস্বরূপ অপ্রাকৃত রসিকগণের আরাধিত বিরহ-জ্বর-দুঃখ-বিনাশক, বিরহ-তাপিতগণের কর্ণরসায়ন সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তোমার কথামৃত বিস্তার করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে মহাবদান্য। হরিকথামৃত-বিতরণকারীর মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা আর কোথায়ও নাই।

অন্যান্য যাবতীয় দাতাই ন্যূনাধিক আত্মসম্ভোগবাদী

জগতে অন্যান্য দাতৃগণের দানের আয়ু অতীব অল্প এবং সেই সকল দান আপাততঃ শোভন ও সুগন্ধযুক্ত হইলেও পরিণামে মন্দপ্রসবকারী। যাঁহাদের হৃদয় কৃষ্ণ-বিরহে উদ্দীপ্ত হয় নাই, তাঁহারাই একমাত্র হরিকথা-ব্যতীত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মসন্তোগের জন্য মর্ত্ত্য জগতের অন্যান্য মর্ত্ত্যদানের দাতা ও গ্রহীতা হইয়া থাকেন।

জাগতিক তথাকথিত পরার্থিতার পরমায়ুঃ ও অভিসন্ধি

ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অর্থহীনকে অর্থদান, দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারী-রোগ-শোক-কাতর ব্যক্তি-গণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় পার্থিব বস্তু-দান, অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান প্রভৃতি সামাজিক ও নৈতিক দানের পরমায়ু ও সার্থকতা এত অল্প যে, ঘড়ি ধরিয়া দেখিলে তাহা ফুরাইয়া যায়। আর ঐ সকল দানের মূলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই ন্যূনাধিক আত্মসন্তোগের অনুসন্ধান ও অভিসন্ধি অন্তরে লুক্কায়িত থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চম সম্পুট

শ্রৌত সত্যকথা কীর্ত্তনের জন্য আবেদন

আমরা সুবুদ্ধি মনীষিগণের স্বাভাবিক ক্ষমাগুণের নিকট আবেদন জানাইয়া জাগতিক চিন্তা-ধারার বিপ্লবাত্মিকা একটি কথা বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে চাহি। যদি এ সকল কথা মানবজাতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ প্রাণীর সম্মুখে চিরকালই আপেক্ষিকতার যবনিকায় আবৃত থাকে, তাহা হইলে এই সকল কথার গ্রাহক আর কে হইবেন?

জাগতিক প্রয়োজনীয়তার মুখ্যতা-বিচার কেন উদিত হয়?

বর্ত্তমানে আমরা ব্যষ্টিগত দেহ-মনের সম্ভোগকে সমষ্টিগত আন্দোলনে ব্যাপ্ত করিয়া কেহ বা সমাজ-সংস্কারক, কেহ বা দেশ-উদ্ধারক, কেহ বা জাগতিক অভ্যুদয়ের জননী শিল্প-বাণিজ্যাদি-শিক্ষার পথ-প্রদর্শক হইতেছি এবং গুরুর পদবী ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছি। কাহারও কাহারও মতে,—আগে দেশোদ্ধার, পরে ধর্ম্ম-কর্ম্ম; কাহারও কাহারও মতে,—সর্ব্বাগ্রে যুবাধর্ম্ম পালন, পরে সময় থাকিলে গলিত-অঙ্গ পলিত-কেশে নাসাগ্রে চশমা পরিয়া "মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে, শুনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

পুণ্যবান্।"—প্রভৃতি ছড়াপাঠই ধর্ম্ম-কর্ম্মের শেষ সীমা; নিরপেক্ষভাবে বলিতে সাহস হইলে বলা যাইবে—এইরূপ বিচার-পরায়ণ জনগণের সমাজ-প্রেম (?), স্বদেশ-প্রেম (?) বিশ্বপ্রেম (?) প্রভৃতির ধারণা বা ধর্ম্মের ধারণা—সমস্তই আত্মসম্ভোগবাদের পিপাসা হইতে প্রসূত।

একটি দৃষ্টান্ত

মনে করুন, আমাকে যে-কোন ভাবেই হউক ট্রেণ ধরিয়া আগামী কল্যই কলিকাতায় পৌঁছিতে হইবে এবং সে-স্থানে তদ্দিবসই একটি বিশেষ মোকদ্দমার জন্য বিচারালয়ে 'হাজির' হইতে হইবে, নতুবা আমার বাড়ীঘর সব নীলাম হইয়া যাইবে। ট্রেণ ধরিবার কিছু পূর্ব্বে যদি দৈবক্রমে আমার গায়ের জামায় আগুন ধরিয়া যায়, তবে আমি কি করি? সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণ-রক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে অগ্নি হইতে আমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি, না 'ট্রেণ ফেল করিব' ভাবিয়া গায়ের আগুন নিবাইবার পূর্ব্বেই ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া যাই, বা অন্যান্য কার্য্যে মনোনিবেশ করি? গায়ে আগুন লাগিলে যেমন সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষাই মুখ্য ও সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্ব-বিচারের অন্যান্য পরমপ্রয়োজনীয় ও সর্ব্বপ্রথম মুখ্যকার্য্যগুলি গৌণ হইয়া যায়, তদ্রূপ যাঁহাদের হৃদয়ে—যে-সকল চেতনের

কাহার নিকট হরিসেবাই মুখ্য বা একমাত্র কৃত্য বলিয়া অনুভূত হয়?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিত্যসিদ্ধ স্বভাবে কৃষ্ণসেবাবিরহের অগ্নি উদ্বেলিত হইয়াছে, সেই সকল চেতনের, বিরহের মহৌষধি-স্বরূপ হরিকথামৃত-শ্রবণ, কীর্তন ও পৃথিবীতে বিতরণই সর্বপ্রথম, সর্বমুখ্য ও একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। সর্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে

হরিসেবকের অন্যান্য কৃত্য-অকরণ-জনিত প্রত্যবায় নাই

গিয়া অন্যান্য কার্যের প্রতি যে আপাত অমনোযোগ, যাহা সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা ঐরূপ ক্ষেত্রে কখনও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কেহ কেহ ঐরূপ বিপদে পড়িয়া সর্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে যাওয়ায় নির্দ্দিষ্টকালে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে না পারিলেও ন্যায়-পরায়ণ বিচারক তজ্জন্য ঐ ব্যক্তিকে দণ্ডার্হ করেন না। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥ (চৈঃ চঃ ম ২২।১৪১)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী "মথুরানাথ" বলিয়া ব্রজ-জীবন শ্রীকৃষ্ণকে যে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতেও পুরীপাদের বিরহের আগ্নেয়গিরির উদ্বেলন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ষষ্ঠ সম্পুট

বিরহের চারিপ্রকার বিচিত্রতা

বিরহ বা বিপ্রলম্ভ চারিটি বিচিত্রতায় প্রকাশিত হয়,—(১) পূর্ব্বরাগ, (২) মান, (৩) প্রেমবৈচিত্ত্য এবং (৪) প্রবাস। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন,—প্রণয়ীদ্বয়ের অসমাগমজন্য 'রতি' নামক ভাব যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা 'বিপ্রলম্ভ' বা 'বিরহ' নামে উক্ত হইয়া থাকে। যেরূপ রঞ্জিত বস্ত্রের পুনর্ব্বার রঞ্জন হইলে অতিশয় রাগ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বিপ্রলম্ভদ্বারাও সম্ভোগ পুষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বরাগ—বিরহ

যে রতি মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদি-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নায়ক-নায়িকা উভয়ের বিভাবাদি-মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয়, তাহাই 'পূর্ব্বরাগ'—বিপ্রলম্ভ। এই পূর্ব্বরাগ নানাভাবে উৎপন্ন হইতে পারে—প্রেমাস্পদকে চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, অপরের মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ, গানে তাঁহার বিষয় শ্রবণ, সাক্ষাৎ দর্শন, মুরলী-ধ্বনি-শ্রবণ প্রভৃতি।

প্রাকৃত মান অত্যন্ত হেয় ও আত্মসম্ভোগ-পিপাসা-জাত

জগতে যে প্রাকৃত মানের উদাহরণ দেখা যায়, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মসম্ভোগময় ও অত্যন্ত হেয়। কোন পত্নী তাহার পতির নিকট হইতে অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি কোনপ্রকার আত্ম-সম্ভোগের উপকরণ-লাভের জন্য মান করিয়া থাকে, তাহাতে নিজের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিরই আকাঙ্ক্ষা বা অভিসন্ধি দেখা যায়, উহা অপস্বার্থপরতা-পরিপূর্ণ অত্যন্ত হেয় বণিগ্‌বৃত্তি। কিন্তু অপ্রাকৃত মান কৃষ্ণকে অধিকতর সুখে সমৃদ্ধ

কৃষ্ণপ্রেমে সকল বিচিত্রতাই উপাদেয়

করিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ, কৃষ্ণপ্রেম এমনই জিনিষ যে, তাহার সকল বিচিত্রতাই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়। এমন কি, গোপীগণের নিজদেহের প্রতি প্রীতি, কৃষ্ণকে দর্শন করিবার লালসা, কৃষ্ণের প্রতি মান-সহকারে নানাপ্রকার কটূক্তি—সকলই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিবার জন্য।

গোপীর নিজ-দেহে প্রীতির তাৎপর্য্য

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥

* * * *

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁ'র ধন, তাঁ'র এই সম্ভোগ-কারণ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

গোপীগণ নিজেদের শরীরকে কৃষ্ণের ভোগ্য জানিয়াই তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন।

গোপীগণের কৃষ্ণদর্শন সম্ভোগবাদীর চেষ্টার অনুরূপ নহে

সম্ভোগবাদীর ন্যায় "আমার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী" অর্থাৎ "আমি তোমাকে (?) আমার চক্ষুর্দ্বারা ভোগ করিয়া আমার চক্ষুর কাম চরিতার্থ করি,"—এরূপ সম্ভোগবাদের বশবর্ত্তী হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনের জন্য লালসা প্রকাশ করেন না; কিন্তু "কৃষ্ণ আমাকে দর্শন করিয়া সুখী হইবেন, কৃষ্ণের তাহাতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইবে,"—এজন্যই তাঁহারা কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন—কৃষ্ণের সুখ হইতেছে বলিয়াই তাঁহাদের আনন্দ।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কৃষ্ণদর্শন-লালসা (?)

ইহার মধ্যেই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সম্ভোগবাদ বা যাহারা 'ভগবান্ দর্শন করিব'—এরূপ বিচারে ভক্তব্রুব প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী, তাহাদের সহিত অপ্রাকৃত গোপীগণের আদর্শের পার্থক্য নিরূপিত হইয়াছে। গোপীদিগের কৃষ্ণ-দর্শন-স্পৃহা আত্মসম্ভোগ-লালসা নহে; পরন্তু অধিকতর বিরহ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনার স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধিকতর সুখ-প্রদানের জন্য অধিকতর কৃষ্ণসেবা করিবার জন্যই উৎকণ্ঠা।

গোপীগণের কৃষ্ণদর্শনে কৃষ্ণের সম্ভোগ-সমৃদ্ধি

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন ।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

নিজসেবানন্দ ও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ — কোন্‌টি কাম্য ?

যদি কৃষ্ণের দর্শন বা কৃষ্ণের সেবা করিয়া নিজের আনন্দ-প্রাপ্তিতে কৃষ্ণসুখের বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত নিরুপাধিক প্রেমিক ভক্ত সেরূপ আনন্দ বাঞ্ছা করেন না এবং সেরূপ নিজানন্দের লেশকেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করেন।

প্রাকৃত-সাহজিকগণের চিত্তবৃত্তি

অনেকে 'প্রেমিক ভক্ত' বলিয়া খ্যাতি-লাভের উদ্দেশ্যে অপরকে বিগলিত-অশ্রুধারা প্রদর্শনের জন্য বড়ই লালায়িত হন। কেহ বা ভগবদ্দর্শনের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজের পুলকাঙ্গ (?) প্রভৃতি চিহ্ন-সমূহ বা নিজের দর্শন (?)-বৃত্তান্ত লোকে জানিতে পারুক, এরূপ আন্তরিক অভিসন্ধিযুক্ত থাকেন ; কিন্তু ভক্তিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল আচার্য্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—"ঐরূপ চিত্ত-বৃত্তি-সমূহ সম্ভোগবাদী প্রাকৃত সহজিয়ার।" প্রকৃত-বিরহী প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি তাহা নহে।

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

নিজ-সেবানন্দের প্রতি ভক্তের ক্রোধ-দৃষ্টান্ত

শ্রীল রূপপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কএকটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, (১) একসময়ে দারুক শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। সেই সেবা করিতে করিতে দারুকের, প্রেমানন্দজনিত দেহের জড়তা উপস্থিত হইল। তাহাতে নিজ-প্রেমানন্দ অনুভূত হইলেও তাহা কৃষ্ণসেবানন্দের বাধক বলিয়া দারুক ঐরূপ প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করিলেন না। (২) একসময়ে কৃষ্ণ দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী রাধিকার চক্ষু হইতে আনন্দে অশ্রু নির্গত হইতেছিল; কিন্তু শ্রীমতী তাহা কৃষ্ণসেবার বিঘ্নকর বলিয়া তাহার অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিলেন।—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২য় লঃ ২৩শ শ্লোক ও দঃ বিঃ ৩য় লঃ ৩২শ শ্লোকে) (৩) একদা ব্রজ হইতে মথুরায় আগমন-কালে উদ্ধব শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মথুরায় অবস্থিত তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার পক্ষ হইতে কি সন্দেশ উপহার দেওয়া যাইবে? তাহা শুনিয়া শ্রীমতী উদ্ধবকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিলেন,—"হে উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে আগমন করিলে আমার সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে যেন তিনি কখনও না আসেন। আর তিনি মথুরা-নগর হইতে আমাদের নিকট না আসিলে যদিও আমাদের গুরুতর পীড়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার চিত্তে সুখোদয় হয়, তবে তিনি সেই স্থানেই চিরকাল বাস করুন।—কৃষ্ণকে তুমি এই সন্দেশ দিও।"

স্যান্নঃ সৌখ্যং যদপি বলবদ্গোষ্ঠমাপ্তে মুকুন্দে
যদ্যল্পাপি ক্ষতিরুদয়তে তস্য মাগাৎ কদাপি।
অপ্রাপ্তেঽস্মিন্ যদপি নগরাদার্তিরুগ্রা ভবেন্নঃ
সৌখ্যং তস্য স্ফুরতি হৃদি চেত্তত্র বাসং করোতু॥

(উজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাব ১০৩)

এই শ্যাম-বিরহিণী শ্রীমতীর ভাবেরই অনুরূপ শ্লোক শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

অকৃত্রিম বিরহী প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি

প্রকৃত বিরহী প্রেমিকের এইরূপই উক্তি। এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ তাঁহার ইচ্ছা হয় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন-দ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, সেই লম্পট আমার প্রতি যেরূপ বিধানই করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নহেন, একমাত্র আমারই প্রাণনাথ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপ্রাকৃত বিরহিগণের রোষোক্তি আত্মসম্ভোগ-লালসাব্যঞ্জক নহে

এখানে যে 'লম্পট' শব্দ, তাহাও বিরহেরই স্ফুটোক্তি। শ্রীমতীর পক্ষীয় বিরহিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'কামুকেশ্বর', 'কিতবেশ্বর' (কপট-শিরোমণি), 'চেলচোর' প্রভৃতি বলিয়া যে কটূক্তি করেন, তাহা প্রাকৃত হেয় রাজ্যের কটূক্তির ন্যায় নিজ-নিজ কামচরিতার্থতার অভাবজনিত ক্রোধব্যঞ্জক ঘৃণ্য গ্রাম্য উক্তি নহে, পরন্তু তাহা অধিকতর কৃষ্ণসুখ-প্রদানের ঐকান্তিকী লালসার অপ্রাকৃত স্ফুটোক্তি।

তাহা বেদস্তুতি হইতেও অধিকতর কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধক

প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

বেদস্তুতি কেবল কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিমূলা

পারমার্থিক শিশুগণের প্রাথমিক পাঠস্বরূপ শ্রুতিমন্ত্রে পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যে স্তবাদি দৃষ্ট হয়, তাহাতে সেবার পরম প্রগাঢ় ভাবের আদর্শ নাই। কেবল কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অনুশাসন প্রভৃতি নীতি বা বিধির বাধ্য হইয়া ভগবানের প্রতি যে স্তবস্তুতি, তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু আত্মার আন্তরিক স্বাভাবিক

অপ্রাকৃত মান—বিরহে যে রোষোক্তি, তাহা স্বাভাবিক স্থায়িভাবের পরাকাষ্ঠা—কৃষ্ণে প্রগাঢ় আসক্তিময়ী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

অনুরাগের পরাকাষ্ঠা যখন বিরহ বা অধিকতর প্রগাঢ়ভাবে সেবার উৎকণ্ঠার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে যে-সকল কটূক্তি দেখা যায়, তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত স্তাবক-সম্প্রদায়ের প্রশংসা-সূচক বাক্য অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক বিশ্রম্ভ, মমতা এবং সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেবা করিবার স্পৃহা ও মধুরতাময়ী।

শ্রীল পুরীপাদের "মথুরানাথ" সম্বোধনের তাৎপর্য্য

অতএব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ "মথুরানাথ" বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে অধিকতর সুখ-প্রদানেরই ইচ্ছামূলক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবনিতাগণের সেবাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হন। সেই মাধুর্য্যের নিজস্ব বিহারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেন মাথুর-সাধারণী কান্তাগণের নিকট গমন করিয়াছেন?—ইহাই পুরীপাদ বিরহকাতরা শ্রীরাধার কিঙ্করী-অভিমানে জ্ঞাপন করিতেছেন।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সপ্তম সম্পুট

গোপীগণের কৃষ্ণকে স্যমন্তপঞ্চক হইতে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার কারণ

শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ শ্যাম-বিরহিণীর চিত্তবৃত্তিতেই নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্রে গোপীগণের কৃষ্ণদর্শনের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন এবং 'লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি, রাজবেশ, ক্ষত্রিয়গণ' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্ হইতে 'পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ, পিকনাদ, গোপ-গোপী, ধেনু' প্রভৃতি সহজ মাধুর্য্যময় বৃন্দাবন-সম্পদের মধ্যে অর্থাৎ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে লইয়া গিয়া কৃষ্ণকে অধিক সুখ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

সূর্য্যগ্রহণে স্নানের ছলে পতিবঞ্চনা

সূর্য্যগ্রহণে স্নানের ছল-দ্বারা কর্ম্মমার্গীয় পতিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিরহ-বিধুরা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

গোপীগণের উক্তি

"হে পদ্মনাভ, সংসারকূপে পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম—যাহা অগাধবোধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যোগেশ্বরগণের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা তোমার সহজ-গৃহধর্ম্মপরায়ণা বিরহসিন্ধুনিমগ্না আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হউক।" অর্থাৎ তুমি আমাদের দূরের বস্তু নহ যে, যোগিগণের ন্যায় আমরা তোমাকে দূরে রাখিয়া ধ্যান করিব। তুমি আমাদের অতি নিকটতম প্রত্যক্ষের বস্তু, সুতরাং আমরা তোমাকে আমাদের গৃহের মধ্যে রাখিয়া নিত্যকাল সেবা করিতে চাই।

দেহ-স্মৃতি নাহি যা'র, সংসারকূপ কাঁহা তা'র,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহসমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ' তার পার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪২)

গোপীর কোন কার্য্যই আত্মসম্ভোগেচ্ছামূলক নহে; সকলই কৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্যপর

বিরহকাতরা গোপীগণ বিরহ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে কৃষ্ণসঙ্গ বাঞ্ছা করেন, তাহাও কৃষ্ণেরই সুখ-তাৎপর্য্যের উদ্দেশ্যে; কৃষ্ণ হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ-সুখের জন্য নহে,—

না দেখি' আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজ-জনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজ-জনের কি হ'বে উপায়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪৫-১৪৬)

পরস্পরের বিরহ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের সুখের জন্যই প্রাণ-ধারণ

পরস্পরের বিচ্ছেদ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের প্রীতির জন্যই বিরহ-বিধুর কান্ত ও কান্তা জীবন ধারণ করেন—সম্ভোগবাদীর ন্যায় আত্মহত্যা করেন না। ইহাই শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে, এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শোনে যবে, তা'র এই দশা হ'বে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে।
না গণে আপন-দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।১৫২-১৫৩)

কৃষ্ণবিরহে দশমদশা—মৃত্যুপ্রায় অবস্থা উপস্থিত হইলেও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

তখনও বিরহ-বিধুর সেবক সেব্য-কৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।

জীবনে-মরণে কৃষ্ণ-সেবাভিলাষ

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়-মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

শ্রীমতী বার্ষভানবী ললিতাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হে সখি, কৃষ্ণ যদি আগমন না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না; অতএব অতিকষ্টে এ দেহ-রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে তুমি আর যত্ন করিয়া এ দেহ রক্ষা করিও না। ইহা পঞ্চত্ব লাভ করিয়া আকাশাদি স্ব স্ব ভূতে প্রবিষ্ট হউক। আমি আমার মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া বিধাতার নিকট কেবল একটি বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহারবাপীতে এ দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার অনল, তাঁহার অঙ্গনের আকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমনের পথে ইহার পৃথিবী এবং তাঁহার তালবৃন্তে ইহার বায়ু প্রবেশ করে।"

জীবনে-মরণে কৃষ্ণ-সুখ-চেষ্টার পরাকাষ্ঠা, বিরহ-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর আদর্শেই দৃষ্ট হয়। সেই আদর্শই শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রে এই ভাব দেদীপ্যমান

"না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁ'র সুখ,
তাঁ'র সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ তাঁ'র হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখ-বর্য্য॥
যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তা'র রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী।
মুই তা'র পায়ে পড়ি' লঞা যাঙ হাতে ধরি'
ক্রীড়া করাঞা তাঁ'রে করেঁা সুখী॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যা'রে করে অভিলাষ।
মুই তা'র ঘরে যাঞা তা'রে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃতপতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন-দেবা॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৫২-৫৩, ৫৬-৫৭)

"কুষ্ঠী বিপ্রের ইতিহাস"

পুরাণে অনৈক কুষ্ঠরোগী বিপ্রের একটি আখ্যায়িকা আছে। উক্ত কুষ্ঠীবিপ্রের এক পতিব্রতাললামভূতা পত্নী ছিলেন। বিপ্রবর কুষ্ঠরোগে অকর্ম্মণ্য হইলেও অত্যন্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দ্রিয়-লোলুপ ছিল। এক সময়ে ঐ ব্যক্তি কোন এক বারবনিতার সঙ্গ-লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু বেশ্যা ঐরূপ জঘন্যরোগগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য পুরুষকে কোনরূপেই স্থান প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না। পতিব্রতারমণী পতির মনস্কামনা পূরণের জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি ঐ বেশ্যার গৃহে গিয়া দাসীর পদ প্রার্থনা করিলেন এবং বহুকাল-যাবৎ বিনাবেতনে বেশ্যার সেবা করিয়া তাহার বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া পড়িলেন। একদিন অবসর বুঝিয়া পতিব্রতা বেশ্যার নিকট স্বীয় স্বামীর অভিলাষ এমনভাবে জ্ঞাপন করিলেন যে, ঐ পতিব্রতার অকপট পরিচর্য্যার কৃতজ্ঞতা উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ বেশ্যা কিছুতেই অসম্মতি প্রকাশ করিতে সমর্থা হইলেন না। তখন পতিব্রতা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ঐ বেশ্যার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ বিপ্রবর পতিব্রতার নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তাহার নিজের জীবনের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হইল, সে তখন ঐরূপ পাপসঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইল এবং তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য পত্নীকে আদেশ করিল। প্রত্যাগমনকালে রাত্রির অন্ধকারে পথে মাণ্ডব্য নামক এক ঋষির গাত্রে অকস্মাৎ ঐ কুষ্ঠী বিপ্রের পদস্পৃষ্ট হইল। ঋষি ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ বিপ্রকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, সূর্য্যোদয়ের পরেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পতিব্রতা স্বামীর প্রতি এইরূপ কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া মর্মাহতা হইলেন এবং সূর্য্যোদয় বন্ধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। পতিব্রতার ঐরূপ তীব্র সঙ্কল্প দর্শনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনজন প্রধান দেবতা তথায় আগমন করিয়া ঐ পতিব্রতার পতিকে নবজীবন দান করিলেন।

উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষাদান

শ্রীমন্মহাপ্রভু কুষ্ঠীবিপ্র-রমণীর ঐ আদর্শ উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ পতিব্রতা-কর্ত্তৃক বেশ্যার সেবা যেরূপ ঐ পতিব্রতা-রমণীর নিজ-সম্ভোগের জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, কেবল পতির সুখের জন্যই কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণের চিত্তবৃত্তিতেও নিজ-সম্ভোগের জন্য কোন চেষ্টা নাই। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা বিরহ একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তের চিত্তবৃত্তিতেই উদিত হইয়া থাকে। সেই বিরহ সেব্যের প্রগাঢ় অহৈতুকী সেবার জন্যই আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অষ্টম সম্পুট

শ্রীগৌরচরিত্র বিরহ-পরাকাষ্ঠার বিগ্রহ

শ্রীগৌরসুন্দর বিরহের অবধির রূপ প্রকাশ করিয়া কখনও "কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন" বলিতে বলিতে নীলাচলের নীলাম্বুধি-কূলে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতেন, কখনও বা নীলসমুদ্রকে কৃষ্ণকেলিনিকেতন যমুনাভ্রমে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিতেন, কখনও বা সমুদ্র-সৈকতকে যামুনপুলিন জ্ঞানে অধিকতর বিরহ-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইতেন। তাই বুঝি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"অদ্যাপি যানি বিবুধানবলোকমাত্রাৎ
পুষ্ণন্তি কৃষ্ণকৃতরাসরসং বিভাব্য।
তান্যত্র কিং বররসায়ন-দিব্যচূর্ণ-
রভ্যাসতঃ স্বপুলিনানি চিনোতি গৌরী ॥"

(গোপালচম্পূ পূ প্র পূ ১৫)

—যেমন একশ্রেণীর ব্যক্তি 'ধুলোপড়া' 'ছাইপড়া' প্রভৃতি-দ্বারা—অলৌকিক বা অজ্ঞাত মন্ত্রপূত চূর্ণ-দ্বারা লোকের মনকে কোন বিষয়ে অনুরক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ যমুনার বালুকাচূর্ণও কি অপ্রাকৃত-ভাবুক-দর্শকের মনকে কৃষ্ণ-বিষয়ে অনুরাগ-যুক্ত করিয়া থাকেন ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত হইয়া কখনও বা গম্ভীরায় ঘূর্ণ দর্শন করিতেন, কখনও বা শ্রীরাধার প্রলাপ ও মহিষীগণের দশপ্রকার চিত্রজল্পোক্তি প্রকাশ করিতেন, কখনও বা অন্তর্দ্দশায় জগন্নাথবল্লভোদ্যানে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রকাশ করিতেন, কখনও বা 'গোপীর কিঙ্করী' অভিমানে সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলা দর্শন ও তদন্বেষণ করিতে করিতে উদ্ঘূর্ণা লীলা প্রকাশ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "চূত-প্রিয়াল-পনসাসনকোবিদার" শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রতি-বৃক্ষকে কৃষ্ণ-সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন। তুলসীকে, পুষ্প-বৃক্ষসমূহকে, হরিণীকে কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। কখনও বা নিজকৃত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে বলিতেন,—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥"

—গোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষমাত্র কাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পতিত হইতেছে, সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রই অপ্রাকৃতবিরহের সাহিত্য

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্র এইরূপ অপ্রাকৃত বিরহেরই সান্দ্রমূর্ত্তি, তাই শ্রীল রঘুনাথের উক্তির মধ্যেও দেখিতে পাই,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

"শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু-রহিতস্য মে॥
ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্বর্দ্ধিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়তর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকটকদনভারং কো বহত্বন্যথা বা॥
গিরিবরতট-কুঞ্জে মঞ্জু বৃন্দাবনেশা-
সরসি রচয়ন্ শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণকীর্ত্তিম্।
ধৃতরতিরমণীয়ং সংস্মরন্ তৎপদাব্জং
ব্রজদধিফলমশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি॥"

—আমার জীবাতু-স্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গোবর্দ্ধনগিরিরাজ অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার দেহ ভৃগুপাতের দ্বারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই; কারণ আমার এ দেহকে বিধাতা বজ্রসারের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন অথবা আমি গাঢ়তর্কের দ্বারা আর একটি কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, আমাভিন্ন আর কে এরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন রাধাশ্যামের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে, রাধানাথের সানুরাগ ও রমণীয় পাদাব্জ স্মরণ করিতে করিতে এবং ব্রজের দধি ও ফল ভোজন করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তী কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরার যে সরোবর, তাহাতেই সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি।

চতুর্ভুজ 'আলোয়ার নাথ'-দর্শনে দ্বিগুণিত বিরহ

শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-কালে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণের ভাবে বিভাবিত হইতেন, আবার অনবসর-কালে আলালনাথে গমন করিয়া চতুর্ভুজ-আলোয়ারনাথ (শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি)-দর্শনে অধিকতর বিপ্রলম্ভে আবিষ্ট হইতেন। এজন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম আলাল-

"দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র"

নাথকে "দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র" বলিয়া থাকেন। নীলাচল বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র বটে, সেখানে শ্রীজগন্নাথ দ্বিভুজরূপ প্রকাশ করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, লোকারণ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করেন, তাহাতে গোপীগণের হৃদয়ে মাধুর্য্যময় বিগ্রহকে মাধুর্য্যধামে সেবা করিবার জন্য অভিলাষ হয়; কিন্তু আলালনাথে চতুর্ভুজমূর্ত্তি-দর্শনে গোপীর কৃষ্ণবিচ্ছেদানল অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবাস্মৃতি আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নবম সম্পুট

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহের কথা

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে (ভাঃ ১০ম স্ক, ৪৭অঃ ১২—২১ শ্লোক) ভ্রমর-গীতায়, (ভাঃ ১০ম স্ক, ৯০অঃ ১৫-২৪ শ্লোক) মহিষীর গীতে, (ভাঃ ১০মস্ক ৩০অঃ) রাসক্রীড়া হইতে কৃষ্ণান্তর্দ্ধানের পর গোপীগণের বিলাপ-গীতে, লীলা-শুকের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে, শ্রীরূপের পদ্যাবলীতে আহৃত কতিপয় প্রাচীন শ্লোকে, শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসাত্মক বিরহমূলক সাহিত্য পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিত্র সাহিত্যের সাক্ষ্য রূপ

কিন্তু পূর্ব্বে এই সকল কথা কেবল মাত্র সাহিত্যে দর্শন করিয়া লোক ইহার উদ্দেশ ও স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ তাঁহাদের সাক্ষাৎ চরিত্রকে সেই সকল সাহিত্যে শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব

দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যময়ী স্বকীয়া মধুর রতিতে রূঢ়মহাভাব এবং ব্রজে মাধুর্য্যময়ী কেবলা পারকীয়া মধুর রতিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধিরূঢ়-মহাভাব। অধিরূঢ়-মহাভাব দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগে 'মাদন' সংজ্ঞা, (২) বিরহে 'মোহন' সংজ্ঞা। উদ্‌ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প—এই দুই প্রকার মোহন-অধিরূঢ়-মহাভাব। চিত্র-জল্প প্রজল্পাদি-ভেদে দশপ্রকার। উদ্‌ঘূর্ণা-বিরহচেষ্টা—'দিব্যোন্মাদ' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত

বিরহে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থায় কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতে 'আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান'-রূপ একটি ভাব উদিত হয়। প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত অর্থাৎ সেবার পরাকাষ্ঠায় কৃষ্ণে তন্ময়ভাবজন্য সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রম-জনিত বিবর্ত্ত-ভাবাপন্ন অধিরূঢ়-মহাভাবের উদয় হয়।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তে—কেবলাদ্বৈত-বিবর্ত্ত

কএকটি প্রাকৃত সাহিত্যিক গোপীগণের এই অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময় পরমচমৎকার সর্ব্বোত্তম দিব্যোন্মাদের অবস্থাকে জীবৈক্য-ব্রহ্মবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদীর অবস্থার সহিত সমান বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এস্থানে ঐরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিক মধুমক্ষিকার ন্যায় কাচ-ভাণ্ডের অন্তর্গত সুরক্ষিত মধু স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়া বিবর্ত্তে পতিত হইয়াছেন। বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বা বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে সেবার চমৎকারিতা ও পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। আর 'সোঽহং'বাদীদিগের "আমিই সেই" এই কল্পিত বিচারের অধ্যাসে সেবা-বৃত্তিকে যূপকাষ্ঠে চিরতরে বলি দিবার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আগ্রহ লক্ষিত হয়। তাহা সম্ভোগবাদেরই কপটতাময় চিত্তবৃত্তি হইতে উদ্ভূত।

শ্রুতির 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রের তাৎপর্য্য—জীবের ভূতশুদ্ধিকরণ

বস্তুতঃ শ্রুতি 'তত্ত্বমসি' বা 'সোঽহং' প্রভৃতি মন্ত্রে যাহা নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে জীবের ভূতশুদ্ধি-মাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ "জীব জড় নহে, পূর্ণতম চেতন পরব্রহ্মেরই শক্তি বা বিভিন্নাংশ অর্থাৎ পূর্ণসচ্চিদানন্দের স্ফুলিঙ্গকণ বা তজ্জাতীয় অণুসচ্চিদানন্দ, সমজাতীয় না হইলে সেবা হইতে পারে না, জড়বিলাসের সহিত চিদ্বিলাসকে একাকার করিতে হইবে না," ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতির ঐ প্রকার শিক্ষা। শ্রুতির মন্ত্রে কোন প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদের সমর্থন নাই। শ্রুতির আপাত অভেদপর মন্ত্রসমূহ জড়বিলাসকে নিরাস করিয়া চিল্লীলামিথুনের অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসেরই ভূমিকা-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দশম সম্পুট

'প্রবাস' ও 'প্রেমবৈচিত্ত্য'

বিরহের চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ' ও 'মান' ব্যতীত 'প্রবাস' এবং 'প্রেমবৈচিত্ত্য' নামে আরও দুইটি অবস্থার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। 'পূর্ব্বরাগ', 'মান' ও 'প্রবাস'—এই তিনটি ব্রজ-গোপীগণের মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রকাশিত এবং দ্বারকার মহিষীগণে প্রেমবৈচিত্ত্য ও কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে।

অপ্রাকৃত প্রেমবৈচিত্ত্য-বিরহ

কৃষ্ণকে নিকটে পাইয়াও তাঁহার সহিত বিরহের ভয়ে যে পীড়ার উদয় হয়, তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য। অর্থাৎ 'হারাই' 'হারাই'—এই ভাবটি প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মহিষী-গীত প্রেমবৈচিত্ত্যের দৃষ্টান্তের উপমান-স্বরূপ। গোপদেব মুক্তাফলগ্রন্থেও ইহার সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রবাস-বিরহ

'প্রবাস' অনেক প্রকার; দেশ, গ্রাম, বন, স্থানান্তরের ব্যবধান প্রভৃতিকে 'প্রবাস' বলা যায়। অনেক সময় কৃষ্ণ দূরে যাইবেন—এই কথা ভাবিয়া বা শুনিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যসেবিকাগণের যে অপ্রাকৃতবিরহ উদিত হয়, তাহাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'ভাবী প্রবাস' বলা যায়। কৃষ্ণের গোচারণে গমন প্রভৃতি 'কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস,' কালিয়-দমন, নন্দ-মোক্ষণ বা কোন কার্য্যানুরোধে কৃষ্ণের অন্যত্র গমনও 'প্রবাস' বলিয়া গণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রাসে অন্তর্দ্ধান গোপীগণের প্রবাস-বিরহ উপস্থিত করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত সেবকসম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন অপ্রাকৃত বিরহ-বিচিত্রতা, তাহা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য।

"বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদি-বিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ ॥"
(উঃ নীঃ সংযোগবিয়োগস্থিতি-প্রকরণ)

অপ্রকটলীলায় বৃন্দাবনে নিত্যসন্নিহিত হরি

অনুক্ষণ রাসাদি ক্রীড়া-দ্বারা বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ-গোপীগণের কখনও বিরহ হয় নাই। কেবল প্রকট-লীলায় অক্রূরের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন; কিন্তু অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে সন্নিহিত আছেন। তবে সেখানেও সম্ভোগের পুষ্টির জন্য অপ্রাকৃত-বিরহ অপ্রাকৃত-ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সেবার নবনবায়-মান প্রগাঢ়তর বিচিত্রতা নিরত আবিষ্কার করিতেছেন।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একাদশ সম্পুট

বিরহোদ্দীপ্ত ব্যক্তিগণের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞেরও দুরধিগম্য

যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা কৃষ্ণের বিরহে প্রদীপ্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের পূর্ণতম সর্ব্বাঙ্গীন সেবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রা জগতের সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না—এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলে।

এজন্যই গৌড়নৈমিষের আদিকবি গাহিয়াছেন—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৪০-২৪১)

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নবদ্বীপের ছাত্রসমাজের কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা !

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় গৃহে বসিয়া গোপীভাবে 'গোপী' 'গোপী' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ-ছাত্র আসিয়া মহাপ্রভুকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন,—"আপনি 'কৃষ্ণ' নাম ছাড়িয়া 'গোপী' 'গোপী'-নাম জপ করিতেছেন কেন ? 'গোপী' নাম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নইলে কি পুণ্য হইবে ?" ছাত্রের এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাতে 'ঠেঙ্গা' লইয়া অত্যন্ত ক্রোধে ছাত্রটিকে মারিতে গেলেন। এদিকে ছাত্রটি ছাত্র-সভায় গিয়া মহাপ্রভুর ঐরূপ আচরণের কথা জানাইলে ছাত্র-সমাজ বিশেষ ক্রুদ্ধ হইল এবং মহাপ্রভুকে সকলে একবাক্যে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "এত বড় ক্রোধী আবার 'সাধু' ও 'ভক্ত' নাম জাহির করিতে চায়? নিমাই পণ্ডিত একাকী সমস্ত দেশ ভ্রষ্ট করিতে বসিয়াছে। ইহার আস্পর্দ্ধা দেখ, ব্রাহ্মণকে মারিতে চাহে, ধর্ম্মের ভয় নাই ; পুনরায় যদি এরূপ করে, তবে আমরা তাহাকে ভাল-রূপ প্রহার করিব। সে একটা মাত্র লোক, দেখি আমাদের কি করিতে পারে !"

ছাত্রসমাজের নিমাইর নিন্দা

ছাত্র-সমাজ তাহাদের অজ্ঞ জ্ঞানে মহাপ্রভুকে এইরূপ নিন্দা করিয়াছিল। মহাপ্রভু যে, হৃদয়ে কতবড় অপ্রাকৃত ভাব-সেবায় মগ্ন থাকিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে ঐরূপ ক্রোধীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা তদানীন্তন ছাত্রসমাজ কেন, পৃথিবীর আধুনিক জনসমাজের কয়টি লোক বুঝিতে পারে ?

আধুনিক ব্যক্তিগণের ভ্রান্তধারণার বহু দৃষ্টান্ত

এখনও অনেক 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "তিনি জগাই-মাধাই-কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীঅঙ্গে 'মুটকি'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিক্ষেপকালে নিত্যানন্দপ্রভুর ন্যায় ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন হইতে পারেন নাই; অপিচ চক্র আহ্বান করিয়া প্রতিহিংসা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; তিনি অপরকে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইবার উপদেশ দিয়া নিজে কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়াছিলেন; দেবানন্দ পণ্ডিতকে তীব্র ভাষায় গালাগালি করিয়াছিলেন; ছোট হরিদাসের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আচরণ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে জলে ডুবিয়া মরিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী পত্নী ও অনাথা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; একমাত্র পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাসকে তাঁহার মাতাপিতা ও অপ্সরা-সম ভার্য্যার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন; শ্রীরূপ-সনাতনের ভবিষ্যৎ জীবন 'মাটি' করিয়া দিয়াছিলেন—রূপ-সনাতন হুসেনসার নিকট থাকিলে আজ কত বড় রাজনৈতিক ও সম্পত্তির মালিক বলিয়া গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন! মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মহাপ্রভুর কৃষ্ণসেবাসক্তিময়ী ক্রোধলীলাকে কাম-ক্রোধাসক্ত ছাত্রসমাজের বিপরীত ধারণা

শ্রীমন্মহাপ্রভু কি অপ্রাকৃত বিরহে বিভাবিত হইয়া কত বড় সেবার আদর্শ প্রকাশ করিলেন, আর পাষণ্ড ছাত্র-সমাজ ঠিক তাহার বিপরীত বুঝিল! শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহ-বিধুর গোপীভাবে মত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ছাত্রকে 'কৃষ্ণপক্ষ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাতী' জ্ঞানে ক্রোধভরে ঐ ছাত্রের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত হরিবিমুখ ব্রাহ্মণব্রুব সমাজ হরিসেবার পরাকাষ্ঠাকে সামান্য কাম-ক্রোধাসক্ত ব্যক্তির ক্রোধের ন্যায় ভাবিয়া মহাপ্রভুর প্রতি কতই না কটুবাক্য ও নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। পারমার্থিকগণের ভাগ্যে এরূপ নিন্দার উপঢৌকন কিছু নূতন নহে। এখনও অনেকে প্রকৃত বৈষ্ণব ও আচার্য্যগণের হরিসেবার উৎকর্ষ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে কাম-ক্রোধাসক্ত জীবের সহিত তুলনা করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের নিন্দায় রত হয়!

শ্রীল রঘুনাথের একটি দৃষ্টান্ত

যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন এক ব্রজবাসী বিরহ-ব্যথিত রঘুনাথের অন্নাদি-ত্যাগ এবং মাত্র 'এক দোনা'-পরিমিত ঘোলপানের নিয়ম দেখিয়া সখীস্থলী গ্রাম হইতে কএকটি বৃহৎ পলাশপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং ঐ পলাশ-পত্রের দোনা প্রস্তুত করিয়া নিয়মিত পরিমাণ অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ ঘোল উক্ত বৃহত্তর পলাশ-পত্রের দোনায় পূর্ণ করিয়া তাহা দাস গোস্বামী প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীরঘুনাথ নূতন পত্রের বৃহত্তর দোনা দেখিয়া ব্রজবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহা কোথায় পাইলে?' ব্রজবাসী বলিলেন,—"আমি গোচারণ করিতে করিতে সখীস্থলী গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানে উত্তম পত্র দেখিতে পাইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা আনয়ন করিয়াছি, তদ্দ্বারা এই দোনা প্রস্তত হইয়াছে।" ব্রজবাসীর এই কথা শুনিবা-মাত্র শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঘোল-সহ দোনা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। রঘুনাথের এই ব্যবহার দেখিয়া সাধারণ বিচার-পরায়ণ সকলেই মনে করিবেন, রঘুনাথ সাধুর বেশ লইয়াও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্রজবাসী এত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক আন্তরিক প্রীতির সহিত যে দ্রব্যটি আনিয়াছিল, তাহার প্রতি ঐরূপ ক্রোধ-প্রকাশ এবং তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ব্রজবাসীর প্রাণে আঘাত দেওয়ায় শ্রীরঘুনাথের কি সাধুত্ব প্রমাণিত ও সমর্থিত হইতে পারে?

বহির্ম্মুখমানব-সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃতবৈষ্ণবগণের নির্ম্মলচরিত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা-উদয়ের কারণ

সাধারণ লোক কোন বিষয় বা ব্যাপারের এক দিক্ই আংশিক ও বিকৃতভাবে দর্শন করিবার যোগ্যতা রাখেন, প্রত্যক্ষের অতীত বিষয় তাঁহারা দর্শন করিতে না পারায় বৈষ্ণবের হরিসেবাময় ক্রিয়া-মুদ্রাতেও দোষারোপ করিতে প্রস্তুত হন। তাঁহাদের একদেশী ও আবৃতা দৃষ্টি অপ্রাকৃত হরিসেবায় মগ্ন বৈষ্ণব ও সাধারণব্যক্তির ভোগময় আচরণকে একই সমজাতীয়রূপে দর্শন করিয়া থাকে। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী অপ্রাকৃত পূর্ণতম সেবা-বুদ্ধিতে তন্ময় থাকিয়া যে ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিলেন, তাহা ভোগে মগ্ন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন-সাধারণের দেখিবার সামর্থ্য নাই। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পূর্ণতমা সেবিকা শ্রীরাধারাণীর বিপক্ষ 'চন্দ্রাবলীর স্থান' জানিয়া সেই স্থানের কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখানেও সাধারণ বিচার বলিবে,—"বৈষ্ণব হইবেন সমদর্শন, তাঁহার আবার সাধারণ জাগতিক ব্যক্তিগণের ন্যায় পক্ষাপক্ষ বিচার কেন? তাঁহাদের বিরোধী পক্ষই বা থাকিবে কেন? তাঁহারা নিঃস্বার্থ। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণেরই স্বপক্ষ ও পরপক্ষ দেখা যায়। ঐরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া চন্দ্রাবলীর নিন্দা, এমন কি, তাঁহার স্থানের কোন দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত গ্রহণে বিতৃষ্ণা প্রভৃতি বৃত্তি কি সাধুর চরিত্রে শোভা পায়?" অন্যাভিলাষশূন্য পূর্ণতম সেবাময় বৈষ্ণবগণের প্রতি মানবের এই জাতীয় বিচারের শত শত দৃষ্টান্ত আমরা নিয়ত দেখিতে পাইতেছি। অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচিত্রতাই যে বিকৃত ভাবে প্রতিফলিত হইয়া এই জড় জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, এই কথাটি নির্ব্বিশেষবাদিগণের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া জগতের বিজ্ঞব্রুব অজ্ঞ-গণগড্ডলিকা ধারণা করিতে পারে না এবং প্রবল কৃষ্ণাসক্তির অভিব্যক্তিরূপেই যে ঐ সকল অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, ইহাও তাহারা ধরিতে পারে না। জগতের বস্তুতে অভিনিবেশ থাকিলে যেরূপ আত্মসম্ভোগের প্রকাশক কাম-ক্রোধের উদয় হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-সেবায় অত্যন্ত অভি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকিলে কৃষ্ণের সম্ভোগ-চরিতার্থতার জন্য অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। উভয় স্থলেই কাম-ক্রোধের বাহ্যাকার দেখা গেলেও উভয়ের গতি ঠিক পরস্পর বিপরীত দিকে।

কৃষ্ণ-সেবকের ক্রোধের তাৎপর্য্য কি রিপুর দাস সাধারণের সহিত এক?

যাঁহার বা যাঁহাদের কৃষ্ণ-সেবার জন্য ঐরূপ কাম-ক্রোধাদি-বৃত্তি লুপ্ত। বা ঐ সকল বৃত্তি কেবল নিজ-সম্ভোগের জন্য নিযুক্ত, তাঁহার বা তাঁহাদের কৃষ্ণ-সেবায় স্বাভাবিকী আসক্তি নাই, জানিতে হইবে—কৃষ্ণাসক্তি সে স্থানে বন্ধ্যা। আর কৃষ্ণাসক্তি যে স্থানে অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধাদি সন্তান-সন্ততি প্রসব করিয়াছে, সে স্থানে সেবাবুদ্ধি পরম শোভাশালিনী; কারণেই যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা করেন, একমাত্র যাঁহার সেবা কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণ করেন অর্থাৎ যাঁহার সেবায় কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, অতিরেকভাবে সেই শ্রীরাধারাণীর সেবা-পুষ্টির জন্য যে ক্রোধের অবতারণা, তৎপ্রতি বীতরাগ প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীরাধারাণীর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করায় কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর শ্রীরঘুনাথের কৃষ্ণ-সেবাসক্তিই প্রচারিত হইয়াছে।

মনোধর্ম্মী বাহ্যদর্শনে প্রতারিত

অনেক সময় বৈষ্ণবগণের বাহ্য পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বঞ্চিত হন। সাধারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোগিকুলের পদবীর অন্ত বুঝি বৈষ্ণবগণও লালায়িত—ইহা কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। "স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নানাপ্রকারের চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন করিবেন কেন ?"—ইহা কেবল আধুনিক সাহিত্যিক নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় ব্যক্তিও বলিয়াছিলেন! সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ মহাপ্রভুকে ঐরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিক শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অন্তর্গত বস্তু মনে করিয়া মনোধর্ম্মে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। আর শ্রীরঘুনাথের বন্দিত পাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা দেবী উষ্ণজলে স্নান করেন, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন এবং তাঁহার সেবায় দাস-দাসীগণ নিযুক্ত থাকেন বলিয়া কিংবা শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম হইতে অত্যন্ত কম ছিল এবং তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিলাসিতা-প্রচারের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন বলিয়া কতই না দোষারোপ করিয়াছেন!

মনোধর্ম্মীর স্তুতি ও নিন্দা সকলই মনোধর্ম্ম বা নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনার অভিব্যক্তি

ঐ সকল মনোধর্ম্মী ব্যক্তির শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল নরোত্তমকে ভাল বলাও যাহা, শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীনিবাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আচার্য্য আদি প্রভুকে মন্দ বলাও তাহাই। মনোধর্ম্মীর ভাল'রও মূল্য নাই, মন্দেরও মূল্য নাই।

"ভগবান্ ও ভাগবতগণের চরিত্র যে মনোধর্ম্মীর স্তুতি-নিন্দার ঊর্দ্ধে অবস্থিত"—তৎশিক্ষার্থ আদর্শ-স্থাপন

এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-চরিত্রকে রামচন্দ্র পুরীদ্বারা নিন্দিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীরায় রামানন্দকে শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের দ্বারা সমালোচিত করাইবার লীলাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আধুনিক কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বাহ্য আকারমাত্র দেখিয়া অনেকে এইরূপ বঞ্চিত হইয়াছেন। অন্তর না দেখিয়া বাহ্য আকার-মাত্র দেখিলে অতীন্দ্রিয় বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতার সম্বন্ধে এই-রূপই ভ্রম উদিত হয় এবং তাঁহাদের নিন্দায় নিমগ্ন হইয়া নিরয়ের পিচ্ছিল পথে প্রধাবিত হইতে হয়।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের সিদ্ধান্ত

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার "বৃহদ্ভাগবতামৃতে" যুধিষ্ঠিরাদির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের বহুমূল্য রাজপোষাক পরিধান, রাজকার্য্য পরিচালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ সমস্তই কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাময়। বাহিরের লোক যাহাকে বিলাস মনে করিয়া থাকে, সেরূপ ব্যাপারে নিয়ত লিপ্ত থাকিয়াও এবং সেই সকল বিলাসদ্রব্য-দ্বারা সমাবৃত থাকিলেও তত্তদ্বস্তু সম্ভোগবুদ্ধি আনয়নের পরিবর্ত্তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহাদের কৃষ্ণ-বিরহের অগ্নিতে অধিকতর ইন্ধন বা উদ্দীপনা প্রদান করিয়া থাকে।

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চরিত্র-রহস্য

এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবগণের চরিত্রের রহস্য একটি শ্লোকসম্পুটে রক্ষা করিয়াছেন,—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥"

—পরপুরুষে অনুরক্তা রমণী যেরূপ গৃহকর্ম্মসমূহে ব্যগ্রতা ও সুপটুতা প্রকাশ করিয়াও অন্তঃকরণে নূতনসঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহময় রূপানুগ ভাগবতগণ বাহিরে অন্যরূপে প্রতিভাত হইয়াও বহির্ম্মুখলোক-বঞ্চনা করিয়া অন্তরে নবনবায়মানভাবে কৃষ্ণকামবর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত থাকেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বাদশ সম্পুট

শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তি বা কনিষ্ঠাধিকারিগণ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামকে যে ধারণায় গ্রহণ বা যেরূপ ভাবে বিচার করেন, তাহা হইতে ঐ দুইটি অপ্রাকৃত ভগবদভিন্ন বস্তুর স্বরূপ-বিচার পৃথক্।

প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচনার বাসনা

শ্রীমূর্ত্তিসম্বন্ধে সাধারণ ব্যক্তিগণের বিচার লইয়া যুক্তিমূলে আলোচনা একটি পৃথক্ প্রবন্ধে বিষয়রূপে আমরা সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সহিত একান্তসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ লইয়াই আলোচনা করিব।

পৌত্তলিকদিগের প্রতি অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি-সেবকগণের একটি কথা

যাঁহারা অপ্রাকৃত বিচারপরায়ণ বৈষ্ণবগণের শ্রীমূর্ত্তি-সেবাকে পৌত্তলিকতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে একটি কথা জানান' আবশ্যক। যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার রূপের কল্পনাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অরূপের রূপ-কল্পনাই পৌত্তলিকতা

পৌত্তলিকতার প্রকৃত তাৎপর্য্য। যাঁহার নিত্যরূপ আছে, তাঁহার নিত্যরূপ প্রকটিত হইলে তাঁহাকে আমরা যুক্তি সঙ্গতভাবে পৌত্তলিকতা বলিতে পারি না। নির্বিশেষবাদিগণ অরূপের 'রূপ' কল্পনা, অশব্দের 'শব্দ' কল্পনা করেন বলিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ কল্পনা পৌত্তলিকতা নামে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কারণ তাঁহাদেরই উক্তি—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"

বৈষ্ণবগণ অরূপের রূপ-সৃষ্টিকারী নহেন

কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিত্য, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ রূপের নিত্য-সেবক। সেই নিত্যরূপেরই অবতারস্বরূপ যে শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের নিত্য পূজার বস্তু, তাহাতে পৌত্তলিকতা

পুতুল কতপ্রকারে সৃষ্ট হইতে পারে?

আরোপ কিরূপে হইতে পারে? কেবল স্থূল মূর্ত্তিই কি 'পুতুল'? ভাব বা শব্দের প্রতীক বর্ণ বা অক্ষরও কি যুক্তি-অনুসারে কি পুতুল নহে? কোন কোন ধর্ম্মমতাবলম্বী তাঁহাদের কল্পিত পূজ্য বস্তুর স্তব স্তুতি নাম প্রভৃতি আলোচনাকে পৌত্তলিকতা বলিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবা দেখিলেই তাহাকে পুতুলপূজা মনে করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহাদের ঐ বিচার স্থূলবুদ্ধিরই পরিচায়ক। কো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মূর্ত্তিরই 'রূপ' আছে, ভাব বা শব্দের কোন 'রূপ' নাই—এরূপ ধারণা সূক্ষ্ম বিচারের অভাব-জ্ঞাপক।

শব্দের রূপ

শব্দ যে কেবল অক্ষরাকারে প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, তাহা নহে; শব্দরূপে প্রকাশিত থাকিয়াও তাহার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু বা ভাব—সকলই রূপ-বিশিষ্ট

চক্ষুর দ্বারাই যে, সকল রূপ দৃষ্ট হইবে, তাহা নহে; কর্ণদ্বারা, নাসিকাদ্বারা বা জীবের যে-কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা গ্রাহ্য হয়, তাহাই রূপ-বিশিষ্ট। যে সকল শব্দ আমাদের প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, যে সকল ভাব আমাদের মন বা বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভূত হয় বা মাপিয়া লওয়া যায়, সেই সকলই 'পুতুল' এবং ঐরূপ অবস্থায় আমরা 'পৌত্তলিক'।

রেখাঙ্কিত বর্ণ ও চিত্রপট

দ্বিতীয়তঃ রেখাসমষ্টির দ্বারাই অক্ষর বা বর্ণ প্রকাশিত হয়; রেখার বিভিন্ন অঙ্কন-বৈচিত্র্যই ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সাংকী, পুস্তকাদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালী(Script)রূপে জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সকল লেখ-প্রণালীতে বিভিন্ন ধর্ম্মের যে সকল উপদেশাদি নিবদ্ধ আছে, তাহাও শ্রীমূর্ত্তিসেবক-গণের প্রতি পৌত্তলিকতার দোষারোপকারী ব্যক্তিগণের যুক্তি-অনুসারে পুতুল বা পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। যদি রেখার অঙ্কন, বর্ণ বা শব্দ পুতুল না হয়, তাহা হইলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রেখাদ্বারা অঙ্কিত আলেখ্যই বা পুতুল বলিয়া গৃহীত হইবে কিরূপে?

প্রচ্ছন্নপুতুলপূজক

জাগতিক অক্ষরগুলির আকরের নিত্যরূপ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা স্থূলমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া অক্ষর, শব্দ বা ভাবমাত্রের প্রতি সম্মান দেখাইয়াও 'পুতুল-পূজক'।

অপ্রাকৃত অক্ষর ও শ্রীমূর্ত্তি অভিন্ন বস্তু

বৈষ্ণবগণ প্রাকৃতের অপ্রাকৃত আকর-স্বরূপ নিত্য অক্ষর ও নিত্য শ্রীমূর্ত্তি—উভয়ই স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত অক্ষর, অপ্রাকৃত শব্দ, অপ্রাকৃত ভাব ও শ্রীমূর্ত্তিতে কোন ভেদ নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রণব সে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি"।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ)

অন্যত্র—

"প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫ম)

অপ্রাকৃত অক্ষর গোলোকের অবতার

প্রণব নিত্য বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাহাই জগতে সেই অক্ষর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ; শ্রীমূর্ত্তিও তদ্রূপ। নিত্য বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীমূর্ত্তিই জগতে অবতীর্ণ। তাহা নির্ব্বিশেষবাদী পৌত্তলিকগণের ন্যায় শব্দাকারে বা অক্ষরাকারে কল্পিত কোন প্রতিমা নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের পূজিত অধোক্ষজ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম—উভয়েই নিত্যধামের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামের অপ্রাকৃত অবতার।

শ্রীমূর্ত্তি-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি

শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে একটি কথা আমরা বম্বাই-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলাম, সেই কথাটি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছে। *

বিপ্রলম্ভভাবোন্মত্ত ব্যক্তিগণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন

"অধুনা জগতে অধোক্ষজ বস্তুর দর্শন ঘটিতেছে না অথচ সেই অধোক্ষজ-দর্শন আমাদের করিতেই হইবে। সেই অভাব পূরণের জন্যই গোলোকস্থ নিত্য শ্রীবিগ্রহের জগতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে অবতার। বিরহ-পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ বিরহাস্পদের আলেখ্য বা কোন প্রতিভূ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-বিরহ-ব্যথিত ব্যক্তিও সেইরূপ অধোক্ষজ-অবতার শ্রীমূর্ত্তি-সেবা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগৎ বদ্ধজীবের কারাগার ও জড়ভেদের রাজ্য বলিয়া এখানে স্বরূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মূর্ত্তির ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর যে সকল নিত্যবিগ্রহ এ জগতে প্রকটিত, তাহা বস্তুর স্বরূপের সহিত জড়-ভেদ-ধর্ম্মে অবস্থিত নহে।

* ২১এ মে ১৯৩৩, প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় বম্বাই-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-প্রসঙ্গে যে সকল কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিত্যবল্লভ কৃষ্ণের দর্শন-বিরহে পীড়িত হইয়া ভাগবতগণ শ্রীমূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেস্থানে বিরহরূপ সেবোন্মুখতার প্রস্ফুটিত পরাকাষ্ঠা, সেস্থানে মাগিয়া লইবার চেষ্টা বা সম্ভোগ-স্পৃহা হইতে উদিত জড় ব্যবধানের কোন কার্য্যই নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে 'পুতুল' করা (?) বা 'পুতুল' ধারণা করা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বা মাগিয়া লইবার স্পৃহা হইতেই উদিত হয়।"

প্রবাসগত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ সুদূর প্রবাসে অবস্থিত থাকিবার লীলা আবিষ্কার করিয়া উদ্ধবের দ্বারা শৈব্যার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন—"হে দেবি শৈব্যে! তোমরা কোন প্রকারে বিরহ-তাপ সহ্য করিবে; তোমরা আমার প্রতিমা প্রকাশ করিয়া সেবা কর, আমি ২।৩ দিনের মধ্যেই তথায় আগমন করিতেছি।"

"দ্বিত্রৈরেব প্রিয়সখি দিনৈঃ সেব্যতাং দেবি শৈব্যে
যাস্যামি ত্বৎপ্রণয়চটুলভ্রূযুগাড়ম্বরাণাম্।"

টীকা—"অত্র সেব্যতামিতি পদেন তদাড়ম্বরৈর্দেকপূর্ব্বৈরপূজিতো দেবপ্রতিমাকারোঽহং মথুরায়াং দুঃখমেবাহ্ভবামীতি ব্যঞ্জিতং।"—(উঃ নীঃ প্রবাস-প্রকরণ ৬২ সংখ্যা)

বিরহব্যথিতজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এই সুদূরপ্রবাসের বাক্যও প্রমাণিত করে যে, মহাভাগবতগণ বিরহব্যথিত হইয়াই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-লীলা কিরূপ ?

শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ বিরহ-বিধুর গোপীগণের ভাব লইয়াই শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে তাঁহার সম্ভোগস্পৃহার পরিবর্ত্তে বিরহানল বা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গে সুখপ্রদানের চেষ্টা অধিকতর উদ্দীপ্ত হইত।

প্রতিফলিত জাগতিক দৃষ্টান্তের মধ্যেও পরস্পর বিচ্ছেদে পরস্পরের চিত্রপটাদির দর্শন

এই জগতেও দেখা যায়, আমরা যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার সহিত বিচ্ছেদকালে তাহার আলোক-চিত্রাদি সংরক্ষণ করিয়া থাকি। প্রণয়িনী সুদূর-প্রবাসগত প্রণয়ীর নিকট নিজ চিত্রপট বা পত্রিকাদি প্রেরণ করেন। প্রণয়ীও প্রণয়িনীর নিকট তাঁহার চিত্র-পটাদি প্রেরণ করিয়া পরস্পরের বিচ্ছেদের মধ্যে যেন সেতুবন্ধন করিয়া থাকেন। পুত্র-শোকাতুরা জননী পুত্রের চিত্রপট সর্ব্বদা দর্শন করিয়া পুত্রের বিরহ-দুঃখ কথঞ্চিৎ পরিমাণে সহ্য করেন।

একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত

আমরা এখানে আমাদের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় এই সময়ে অর্থাৎ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসবের কএক দিবস পূর্ব্বে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত উৎসব উপলক্ষে নীলাচলে স্বর্গদ্বারস্থ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান পূর্ব্বক অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতেছিলেন। সেই সময় উত্তর-বঙ্গের (?) কোন বিশিষ্ট জমিদারবংশীয় এক্ব্যক্তি তাঁহার উন্মাদপ্রায় ভার্য্যার সহিত নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। জমিদারের পত্নী তাঁহার প্রথম স্নেহের পুত্তলী পুত্ররত্নকে অতি অল্পবয়সে হারাইয়া পুত্র-বিরহে পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলেন। পতি সন্তঃশোকগ্রস্তা পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। মহিলাটি যখন-তখন যেখানে-সেখানে উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া চলিতেন। কিন্তু যখনই যেখানে যাইতেন বা যাহাই করিতেন, তাঁহার ক্রোড়ে একটি 'প্রতিকৃতি' দেখা যাইত। তিনি ঐ প্রতি-মূর্ত্তিটিকে কোন সময়েও ছাড়িতেন না, বলা বাহুল্য উহা তাঁহার মৃত পুত্রেরই প্রতিকৃতি। উক্ত পুত্রটিকে তাঁহার জীবিতাবস্থায় যে-সকল বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া সুখী হইতেন, শোকাতুরা জননী উক্ত প্রতিকৃতিটিকেও সেই সকল বেশভূষায় ভূষিত করিয়া কখনও বা নীলাম্বুধির কূলে উধাও হইয়া চলিতেন, কখনও বা শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে মৃত-পুত্রের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে কি করিয়া সেই পুত্রকে আবার পাওয়া যাইবে, কেবল ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপ ভাব-বিহ্বল হইয়া ঐ রমণী একদিন পতির সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও রমণীর কোলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার মৃত পুত্রের প্রতিকৃতি। রমণী আঁকড়াইয়া ধরিয়া যেন হৃদয়ের অন্তঃপুরে চিরদিনের জন্য ঐ জড়বস্তুর ছায়াটিকে রাখিয়া দিতে পারিবেন, এইরূপ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগ-প্রবন্ধ ও 'শোক-শাতন' প্রভৃতি গীত আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু জড়ের ধর্ম্মের নোঙ্গর যেখানে গভীরতমভাবে বসিয়া গিয়াছে, সেখানে চেতনের কথা সহসা স্থান পাইবে কেন ?

অনিত্য বস্তুর বিসর্জ্জন ও নিত্যবস্তুর নিত্য-সংরক্ষণ

পরবর্ত্তিকালে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ রমণী অন্য একটি সন্তান লাভ করিয়া তাঁহার সেই পূর্ব্বের ক্রিয়া-মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

উক্ত উদাহরণে পারমার্থিক শিক্ষা

এই প্রত্যক্ষ উদাহরণটি দ্বারা আমাদের নিকট একদিকে যেরূপ বিরহব্যথিত ব্যক্তির অভীষ্টজনের দর্শনের উদ্দীপক-বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রমাণিত করিতেছে, অপরদিকে পরবর্ত্তিকালে বিসর্জ্জনযোগ্য জড়মূর্ত্তি ও অধোক্ষজাবতার শ্রীমূর্ত্তির পার্থক্য সূচিত হইতেছে। উক্ত শোকাতুরা জননী জড়ের বিরহে প্রমত্ত হইয়া অনিত্য ও হেয় ধর্ম্মযুক্ত জড়ে যে আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তিকালে অন্য জড়ের সম্ভোগ-ধর্ম্ম-দ্বারা সাময়িকভাবে তিরোহিত হইয়াছে জড় নিত্য, সংরক্ষণশীল বস্তু নহে বলিয়াই উক্ত জননী পূর্ব্ব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্তানের জড়-মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আর এক জড়মূর্ত্তির ভজনা করিতে পারিয়াছিলেন। জড়ের ইতিহাসে এইরূপ কত সাময়িক 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক' অনিত্য পুত্র, পতি, পত্নীর বিরহে পাগলপ্রায় হইয়া থাকেন, আবার পরবর্ত্তিকালে তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া জড়-সম্ভোগকারিণী নূতন-মূর্ত্তির ভজনা করেন। ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

নির্ব্বিশেষবাদী ও পঞ্চোপাসকের পৌত্তলিকতা

নির্ব্বিশেষবাদিগণ, তথাকথিত পঞ্চোপাসকগণ যে কল্পিত মূর্ত্তিতে সাময়িক আসক্তির ছলনা প্রদর্শন করেন এবং পরবর্ত্তিকালে তাহা বিসর্জ্জন করিয়া আকাশময়ী নির্ব্বিশেষ-মূর্ত্তির ভজনা করেন, তাহাতে জড় বা জড়-সংস্পর্শযুক্ত তদ্ব্যতিরেকভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষকামিগণের মূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতা ও আত্মসম্ভোগ-বাদ

তাঁহাদের মূর্ত্তিপূজা সম্ভোগচেষ্টামূলে উদিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ অর্থাৎ 'আমার তহবিলে কিছু চাই'—এই চারিপ্রকার সম্ভোগবাদের কোন না কোনও একটি স্পৃহা হইতেই সম্ভোগবাদী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামি-সম্প্রদায় মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত-সেবক-

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের শ্রীমূর্ত্তিসেবা অপ্রাকৃতবিপ্রলম্ভ-ভাবাত্মিকা

সম্প্রদায় যে শ্রীমূর্ত্তি সেবা করেন, যে চিত্তবৃত্তিতে শ্রীমূর্ত্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ণন করেন, তাহাতে সম্ভোগবাদের কোনও গন্ধ বা প্রাকৃত-বিরহ যাহা সম্ভোগেরই প্রচ্ছন্ন-প্রতিমূর্ত্তি, তাহার কোনও স্পর্শ নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আরাধিত শ্রীমূর্ত্তি সৃষ্ট বস্তু নহে, পরন্তু তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিরহ-বিভাবিত অর্থাৎ সেবার প্রগাঢ় লালসাযুক্ত নির্ম্মল চেতনে আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের যে নিত্য শ্রীবিগ্রহ স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বরাট্ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, সেই শ্রীমূর্ত্তিই তাঁহারা অন্তর হইতে বাহিরে উদিত করাইয়া তাঁহাদের বিরহ-বিভাবিত সেবা-হৃদয়ের দ্বারা নিরন্তর কীর্ত্তনমুখে সেবা করিয়া থাকেন।

বিরহ-ভাবিত চেতনের সেবিত অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি কিরূপ ?

বিরহ-বিভাবিত চেতন একদিকে যেমন অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অধিকতর বিরহপ্রমত্ত হইয়া উঠেন এবং বিরহের আকর্ষণী বিদ্যা দ্বারা অন্তরের শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত করেন, তেমনি এই শব্দময় জগতে অধোক্ষজ কৃষ্ণকে না পাইয়া

বিরহভাবিত মুক্ত চেতনের শ্রীনামোচ্চারণের তাৎপর্য্য কি ?

তাঁহার শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ব্যথা অর্থাৎ সেবাপ্রগাঢ়তার আর্ত্তি নিবেদন করিয়া থাকেন। 'হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাধিকারমণ রাম, হে গোপীজনবল্লভ, হে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃন্দাবনেন্দ্র, হে নন্দসূনো, হে যশোদানন্দন, হে গোকুল-মহোৎসব!'—এই সকল সম্বোধনাত্মক শব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবালালসাময়ী বিরহব্যথার প্রস্রবণ-স্বরূপ।

মহাপ্রভুর 'কৃষ্ণ কেশব, রক্ষ মাং' প্রভৃতি আহ্বান বা প্রার্থনার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, পাহি মাম্। রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্।" বলিতে বলিতে দিব্যোন্মাদে ছুটিয়াছিলেন, তখন সেখানে 'রক্ষ' বা 'পাহি' শব্দ সম্ভোগবাদের উক্তি নহে। তাহা বিরহ-উদঘূর্ণার অভিব্যক্তি। হে কৃষ্ণ, তুমি বিরহিগণের জীবন-রক্ষৌষধি, গোপীকিঙ্করীকে তোমার বিরহসাগর হইতে রক্ষা কর! "বিরহসাগর হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে ব্যক্তিগত সম্ভোগ প্রদান কর"—এই তাৎপর্য্যমূলেও এই উক্তি নহে। পরন্তু, হে রাধানাথ, তোমার প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধা তোমাকে সুখ দিবার জন্য যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা, আমরা তাঁহার সেই বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে পারি না, আর তোমার বিরহ-মাধুর্য্যামৃতের এমনই ধর্ম্ম যে, যতই উহা হইতে উদ্ধারের জন্য আর্ত্তি উদিত হয়, ততই বিরহামৃত-সাগর অধিকতর উদ্বেলিত হইতে থাকে। তাহার শেষ নাই, তাহার কূল নাই, তল নাই, এজন্যই শ্রীল রূপ-

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"অপ্রাকৃত প্রেমসাগর অকূল ও অতল।"

শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত নাম ও প্রেম

শ্রীগৌরসুন্দরের যে মহাদান—"শ্রীনাম" ও "প্রেম", তাহা কেবল কৃষ্ণবিরহের অমৃত-পারাবার-উদ্বেলন মাত্র।

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর অপ্রাকৃতবিরহোন্মত্ত-চেতনের সেবার্ত্তিব্যঞ্জক

ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সেই বিরহাত্মক সম্বোধনেরই গাথা-স্বরূপ। এই জন্য শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার শেষে

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীগৌরসুন্দর বিরহদিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া হর্ষভরে পরমশ্রেষ্ঠ নিত্য অন্তরঙ্গ সখী শ্রীস্বরূপদামোদরকে বলিয়াছিলেন—নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিতে পরমোপায়। শ্রীগৌরসুন্দর সেই

শিক্ষাষ্টক অপ্রাকৃত বিরহ-তাপিতের গাথা

বিরহ-দিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিগ্রহ-বৈভব শ্রীস্বরূপ নিজ-রচিত শিক্ষাষ্টকের শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ভজনমুদ্রা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীল

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক 'শিক্ষাষ্টকে' অষ্টকালীয় রূপানুগ-ভজন-রহস্য-সম্পুট-আবিষ্কার

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষাষ্টকের অষ্টশ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়গণের ভজনরহস্য স্বরূপ অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাসেবার কথা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যে নিত্য-মুক্ত চেতনের স্বাভাবিক বিচ্ছেদগত ভজনের অভিব্যক্তি, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'

শ্রীহরিনামচিন্তামণিতে 'পদকল্পতরু' হইতে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের অর্থ-নির্দ্দেশ

গ্রন্থে পদকল্পতরুর বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই সকল পদ অনর্থযুক্ত সাধারণের বোধগম্য বা

যাবতীয় সম্ভোগপিপাসা-নির্ম্মুক্ত চেতনের অনুভূতি-যোগ্য

অধিকারযোগ্য না হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত মহামন্ত্রে যে অপ্রাকৃত বিরহসাহিত্যের সম্পুট সংরক্ষিত হইয়াছে—যাহা কোন দিন অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় জীবের ভাবনাপথ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বো-জ্জ্বল হৃদয়ে প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা সংরক্ষণ করে, তাহার সামান্য নির্দ্দেশের জন্যই উপসংহারে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত হইল।

হে হরে মাধুর্য্য গুণে, হরি' লবে নেত্রমনে,
মোহন মূরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ আনন্দধাম, মহা আকর্ষণ ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই।
হে হরে ধরম হরি', গুরু-ভয় আদি করি',
কুলের ধরম কৈলে দূর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি' বলে,
দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর।
হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি, কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,
তা দেখি' চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে, উরজ কর্ষহ বলে
স্থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে হরে আমারে হরি', লৈয়া পুষ্পতল্পোপরি,
বিলাসের লাগে আকুতি।
হে হরে গোপত বস্ত্র, হরিয়া সে ক্ষণ মাত্র,
ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥
হে হরে বসন হর, তাহাতে যেমন কর,
অন্তরের হার মত বাধা।
হে রাম রমণ অঙ্গ নানা বৈদগধি রঙ্গ,
প্রকাশি' পূরহ নিজ সাধা॥
হে হরে হরিতে বলি, নাহি হেন কুতূহলী,
সবার সে বাক্য না রাখিলা।
হে রাম রমণরত, তাহে প্রকটিয়া কত,
কি রস-আবেশে ভাসাইলা॥
হে রাম রমণশ্রেষ্ঠ, মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ,
তুয়া সুখে আপনি না জানি।
হে রাম রমণভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস-মূরতি তনুখানি॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর,
চেতন হরিয়া কর ভোর।
যে হরে আমার লক্ষ্য, হর সিংহপ্রায় দক্ষ,
তোমা বিনা কেহ নাহি মোর॥
তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন,
ক্ষণেকে কল্পশত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া,
কহ দেখি কি করি উপায়॥
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম,
কৈছে রই করি' মন ঝুরে।
চৈতন্য বেদয় যায়, হেন অনুরাগ পায়,
তবে বন্ধু মিলয় অদূরে॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের করুণা

যিনি বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সম্ভোগ-সাধনার নানাবিধ বৈচিত্র্যের ভীষণাদপি ভীষণমূর্ত্তি নক্র, মকর, ভীমকচ্ছপ, বক, অজগরের গ্রাস হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য 'জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন', জগতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই চরম কথা জানাইয়াছেন, শুদ্ধভক্তির স্রোতের পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-তিথিতে শ্রীগৌর-রামানন্দ-গীতার—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ না দেখি পর॥"

—এই বাণীর সহিত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিপ্রলম্ভাত্মিকা গীতির ঝঙ্কার আমাদিগের অন্তরের অন্তঃপুরের প্রচ্ছন্ন সম্ভোগ-পিপাসাসমূহ বিদূরিত করুন!

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কাঁদে নরোত্তমের দাস॥

* * * *

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি মজিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কিসুখ লাগিয়া।
নরোত্তমের দাস কেন না গেল মরিয়া॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থাবলী

শ্রীমঠের পরিচয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা
৪৪৩ গৌরাব্দ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মঠের পরিচয়

পূর্ব্বভাষ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়, উদ্দেশ্য, আচার-প্রচার, কার্য্য-প্রণালী, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, অনুশীলন-সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন-ভিন্ন-বিচারে দর্শন বা শ্রবণ করিতে গিয়া কোথায় কতটা সত্য-দর্শন, কোথায় বা তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বা হইতে পারি, কেনই বা ঐরূপ দর্শন হয়, কাহার কাহার ঐরূপ হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই সকল বিষয় আংশিকভাবে কতকগুলি সাধারণ-যুক্তি-দ্বারা "মঠ-পরিচয়" নামক পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে।

আমরা সকলকেই এ বিষয়গুলি একটু সহিষ্ণু ও নিরপেক্ষ হইয়া কৃপা-পূর্ব্বক পাঠ করিবার জন্য নিবেদন জানাইতেছি।

আমরা যে-সকল বিষয় সচরাচর শ্রবণ করি, তাহা বুঝিতে হইলে বা বুঝাইতে হইলে অনেক কথার অবতারণা আবশ্যক হয় না; তাহার সকল পরিভাষাই আমাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিকট চিরপরিচিত, সেজন্য সহজবোধ্য। কিন্তু যাহা এই জগতে কুত্রাপি শ্রবণের বিষয় হয় না, বা কচিৎ শ্রবণের সুযোগ ঘটে, সেই সকল কথা বুঝাইতে হইলে প্রবন্ধকলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি ও বিশিষ্ট পরিভাষার ব্যবহার অপরিত্যাজ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই আমরা উচ্চহৃদয় পাঠকগণকে কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিষ্ণুতা-গুণের দাতা হইয়া নিরপেক্ষ নয়নে সর্ব্বক্ষণ এই সকল কথা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথম প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহস্রমুখী প্রচার-ধারার সংক্ষিপ্ত আবৃত্তি

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বাণী' বহন করিয়া এক "গৌড়ীয়"-পত্রেরই আজ দশ বৎসরের অধিক প্রচার হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বেও কয়েক বৎসর "শ্রীসজ্জন-তোষণী" এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ জীবের দ্বারে-দ্বারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বিতরণ করিতেছিলেন। আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা না শুনিয়াছেন, অন্ততঃ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নাম না জানেন, এমন খুব কম লোকই গৌড়দেশে আছেন। গৌড়দেশে কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি, সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-স্রোত পুনঃপ্রকাশের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিতা ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী প্রচারের একান্ত অভিলাষ ছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আসমুদ্র-হিমাচল পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে বিভিন্ন-প্রকার শ্রৌতমৌলিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া অক্লান্তভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনৈক-ব্রত শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনেরই কৃপায় আজ এরূপ জড়বাদ-সর্ব্বস্ব-যুগেও লোকের দ্বারে-দ্বারে হরিসেবায় আত্মাহুতি প্রদানকারী প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যচরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তীর গীতি-গাথা গান করিয়া লোকের সুদীর্ঘ ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, পাপ-পুণ্যের উৎসবে প্রমত্ত সামাজিকগণের নিকট বিভিন্ন অবসরে ভগবান্ ও অকৈতব ভাগবতগণের পাপ-পুণ্যাতীত আদর্শের উদ্দীপনাপর কীর্ত্তন-উৎসব উপস্থাপিত করিতেছেন, সার্ব্বকালিক ভোগানুসন্ধানপর মনোভাবের নেশায় মত্ত, ভোগপর গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ বা অর্থাদি সঞ্চয়কেই সমগ্র জীবনের সার্ব্বকালিক ব্রতজ্ঞানকারিগণ-কোটির সম্মুখে সার্ব্বকালিক হরিসেবানুসন্ধান পরমার্থপরতার অকপট অক্লান্ত আদর্শ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, ভোগান্ধকূপহত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর অনাবিল হরিসেবা ও হরিকীর্ত্তনের মুক্ত বায়ুসেবিত মঠ-সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, কুরুচি এবং সুরুচির নামে প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতাপূর্ণ সাহিত্যপ্লাবিত যুগে বিভিন্ন ভাষায় সাময়িক পরমার্থ পত্র-প্রচার, বিভিন্ন ভাষায় পারমার্থিক গ্রন্থাবলী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমূহ প্রকাশ করিয়া সাহিত্যের স্বৈরিণী গতি-ধারাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছেন, তৌর্যাত্রিক ও বিবিধ ব্যসনে লিপ্ত লোকসঙ্ঘকে অনাবিল ও অপরাধমুক্ত কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে আহ্বান করিতেছেন, অকপট মহাজন-গণের পদাঙ্কানুসরণের পথ বরণ করিবার অবিমিশ্র আদর্শ ও স্ব-প্রমাদাদিপূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্রবিদ্যাবুদ্ধির আত্মম্ভরিতার দুষ্পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারে প্রত্নবিদ্যাকে নিয়োগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন; অনর্থময়ী বা অর্থকরী বিদ্যার বিষময় নিষিদ্ধ ফলভক্ষণে বিমুগ্ধ যুবকে "বিদ্যা ভাগবতাবধি", "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"—এই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করাইয়া বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মে দীক্ষিত করিবার জন্য গোড়পুরের সারস্বত-তীর্থে, নৈমিষারণ্যের পরমহংসমঠে, পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশনস্থলী শুকরতল প্রভৃতি স্থানে বিদ্যা-আলোচনা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদির কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এমন কি, বর্ত্তমান যুগোচিত পাশ্চাত্যশিক্ষা—যাহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কোমলমতি বালকগণের উপর বিকৃতভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া সুকুমারকাল হইতেই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের বৈশিষ্ট্য, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব-ভাষা-সমূহের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে, পাশ্চাত্যশিক্ষার সেই বিকৃত-প্রণালী ও শিক্ষা-নীতির দর্শনের কলঙ্ক মোচন করিয়া যাহাতে প্রত্যেক ভাষা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান পরমার্থপর জীবনযাত্রার অনুকূল হয় এবং সুকুমার বয়সেই বালকগণের অনাবিল ও কোমল হৃদয়ে পরমার্থের পদাঙ্কফলক প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য আচারবান্ ও যোগ্যতম প্রধান শিক্ষকপ্রবরের কর্ণধারত্বে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" উন্মোচন করিয়াছেন। সুপ্রাচীন-যুগীয়, মধ্যযুগীয়, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালীয় ও তৎপরবর্ত্তি-যুগীয় হরিকথা-আলোচনা ও কীর্ত্তনের লুপ্ত-কেন্দ্র-সমূহ পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করিয়া তত্তৎস্থানে মঠাদি-প্রতিষ্ঠা, শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্করঞ্জিত স্থান-সমূহে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-সংস্থাপনাদি-দ্বারা ইতিহাসের হৃদয়েও চৈতন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং প্রাচীন ইতিহাসকে কেবল আত্মম্ভরিতার যাদুঘরে পরিণত না করিয়া আত্মমঙ্গলের জীবন্ত আদর্শ ও কীর্ত্তন-দেবতা করিয়া দিয়াছেন। কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং য়ুরোপ, আমেরিকা, এসিয়ার যে-কোন শ্রেষ্ঠ মনীষী, প্রতিভাশালী ও অভিজাত-সম্প্রদায়, তথা সত্যানুসন্ধিৎসু কুটীরবাসী বা অনিকেত ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যের সার্ব্বকালিকী, কল্যাণময়ী শিক্ষার বাণী তুলনামূলক অনাবিল বিচারের সহিত বিস্তার করিতেছেন। গৌড়মণ্ডল, নবদ্বীপমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, ব্রজ-মণ্ডল, অধিক কি, সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডল-পরিক্রমা, ভোগবাদি-গণের পাপপুণ্যময় ভোগান্ধকূপ-পরিক্রমা বা ত্যাগব্রতধারী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জঙ্গম ও স্থাবরবৃত্তির নিকট পূর্ব্ব মহাজনগণের পদাঙ্ক-পরিক্রমার সহিত হরিকীর্ত্তনসেবানুশীলনের এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের আরও কত প্রণালী গৃহীত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিক কি, ভোগপর বিজ্ঞানযুগকে জগন্নাশকর ফল্গুত্যাগপর বিচারের যুপকাষ্ঠে বলি না দিয়া কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ-নির্ব্বন্ধিত কৃষ্ণকীর্ত্তনপর সেবাময় বিচারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই, মুদ্রাযন্ত্র, তড়িৎশক্তি, বাষ্পীয়যান, মোটরযান—যাহা এতকাল পরিণামে বিষময়ফল-প্রসব-কারী ভোগসাধক যন্ত্র বলিয়াই সাধারণ ভ্রমের (Common errors) নিকট সিদ্ধান্তিত হইয়া রহিয়াছিল, তাহাও আজ হরিনন্দন-হরিকথা-কীর্ত্তনের সহায়ক হইয়া ধন্য হইয়াছে ও জগদ্ধন্য করিতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

ভুবন-মঙ্গল কীর্ত্তন-যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদনের হেতু কি?

এ-সকল ভুবন-মঙ্গল-কার্য্যকেও কেহ বা দৈবী মায়ার আচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞতাক্রমে, কেহ বা প্রকৃতিগঠনজাত দুরভিসন্ধিবশতঃ তাঁহাদের আপাত অরুচিকর বিচার করিতেছেন এবং অকপট সত্যের প্রতি বিমুখতা-প্রদর্শন-কল্পে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইতিহাস হইতেও অধিকতর হীনতার পরিচয় দিতেছে।

আপাতপ্রেয়ের হস্তারক দেখিয়া রোগী যেমন তাহার বিশিষ্ট রোগের বিশিষ্ট ঔষধকেই 'তিক্ত' মনে করে এবং রোগী থাকা-কাল-পর্য্যন্ত উহার দোষানুসন্ধান ও দোষ-কীর্ত্তনেই অধিক আগ্রহবিশিষ্ট হয়, গৌড়ীয়-চিকিৎসালয়ের অমোঘ মহৌষধ ব্যবহারের পূর্ব্বেই বা ব্যবহারের ছলনায় কুপথ্যে অত্যাগ্রহী হইয়া মহৌষধ ত্যাগ করায় বঞ্চিত লোক-সকলও শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট কৃপা-বিতরণের দ্বার-সমূহকেই তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের মাপকাঠিতে অনুরূপ বিচার করিয়াছেন। আবার যে গৌড়দেশে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইস্থানেই যেন তাঁহার পার্ষদ ভক্ত ও ভক্তির চরণে অধিক অপরাধ করায় বিমুখতার মাত্রা অধিকতর দৃষ্ট হইতেছে। কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী-বিধৌত দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে কিংবা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হিমালয়-দুহিতা বা তপন-তনয়ার বারিসিক্ত উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাদিতে বিমুখতার পরিমাণ এত বর্দ্ধিত হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা তদানীন্তন গৌড়দেশের চিত্র এইরূপ দেখিতে পাই,—

"শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
* * * *
শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই ভোজন করিয়া॥
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি' নানা ছল পাতে॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক?
নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥
কেহ বলে যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি' কিলাইমু ঘাড়ে॥
* * * *
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে॥
* * * *

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥

* * * *

সব দিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্ত্তন ॥
কোথায় নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবাই করয়ে পরিহাস ॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি'।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি ॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি' বাল্গিয়াই মরে ॥

* * * *

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে' ॥

* * * *

যে-বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সবে গ্রন্থ-অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সব এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে ॥

* * * *

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে-বা সব বিরক্ত, তপস্বী অভিমানী।
তা' সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥

* * * *

গীতা, ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তি-ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥

এমনই মহামায়ার মহীয়সী বঞ্চনা বিদ্যা যে, এই সকল প্রাচীন ইতিহাসের কথা শুনিয়া অনেক বঞ্চিত অবৈদ-প্রকৃতি ব্যক্তির বুদ্ধির শুদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা বলেন,—'আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই যখন এইরূপ আদর্শ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন আমরাও বর্ত্তমানকালে তাঁহাদের অধস্তন-সূত্রে তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিব অর্থাৎ আমরাও শুদ্ধভক্তির প্রতি বিরোধাচরণকেই আমাদের গৌরবের ধ্বজারূপে উড্ডীন করিব! তাহাতে অনেক সময় দেখিতে পাই, মহাজনগণের শিক্ষানুসরণে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট ভুবনমঙ্গলময়ী প্রচার-প্রণালীগুলি ঐরূপ অবৈদ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বিচারে লোকের অমঙ্গলের হেতু বলিয়া বিবেচিত। তাঁহারা মনে করেন, হরিসেবা-কীর্ত্তন-প্রচার অপেক্ষা বদ্ধজীবসেবা-প্রচার সমাজের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক। 'হরি' আছেন, কি না আছেন, সে বিষয়েই যখন সন্দেহ ও নানা মতভেদ, তখন 'হরিসেবা' বলিয়া কোন জিনিষ নাই, আর যদিও কিছু লোক-দেখান' কল্পিত ব্যাপার থাকে, তাহাও গৌণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ জীবেরই প্রভুত্বের পরিচায়ক। হরিসেবায় যখন বহুজীবের প্রভুত্ব তিরোহিত হয়, তখন আমরা দলেভারী বহুজীবগণ একজোট হইয়া কিছুতেই ধরা-পৃষ্ঠে অকৃত্রিম, অহৈতুক, অপ্রতিহত হরিসেবা-ধর্ম্ম থাকিতে দিব না। লোকের চোখে ধূলি দিবার জন্য হরিসেবার ছলনাময় মুখোস-পরিহিত একটা বহুরূপী—যে ব্যক্তি সকল কথায়ই "হাঁ জি, হাঁ জি" বলিয়া অন্তরে ফক্কিকার থাকিয়া সকল লোকেরই প্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে, এরূপ একটা পোষাকী মূর্ত্তি দাঁড় করাইয়া রাখিব। অধুনা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ছাঁচে ঢালাই করিয়া এইরূপ ধর্ম্মের প্রতিমাই গড়িতে চাহি এবং উহাকে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আমাদের বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হই। অতি অল্পসংখ্যক যাঁহারা আমাদিগকে আমাদের এই আপাত ভাল-লাগার পুষ্পিত পিচ্ছিল পথ হইতে রক্ষা করিতে যান, সেই অকৃত্রিম মিত্রগণকে আমরা শত্রু ভাবি এবং আমাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য যে-সকল চিকিৎসা-বিজ্ঞান নিযুক্ত হয়, সেই সমুদয় ও চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের প্রতি নানাভাবে দোষ আরোপ করি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৃতীয় প্রসঙ্গ

আমরা কি কি ভুল করিয়াছি ?

(১) প্রচারকগণ দ্বারে দ্বারে যান কেন ?— হরিকথা-বিতরণ, মন্দরুচি ব্যক্তিগণের আত্ম-মঙ্গলের কথা-শ্রবণে রুচি-উৎপাদন ও মঙ্গলময়ী কথা বিস্তারের আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে গমন-পূর্ব্বক কীর্ত্তনৈকব্রত প্রচারকগণের হরিকথা-প্রচারকে আমাদের নিজের উপমায় "ও' সব পেট পুষিবার আশ" মনে করি, কখনও যুক্তি দেখাইয়া বলি,—"প্রকৃত সাধুগণ লোকের দ্বারে দ্বারে যাইবেন কেন? ফুল ফুটিলে তাহার গন্ধে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমরই সেখানে মধুলোভে আপনি আসিয়া জুটিবে, ফুলের কি ভ্রমরগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মধু ফিরি করিতে হয় ? কখনও বলি, সাধুদের আবার অর্থের দরকার কি ? তাঁহারা ত' বাতাস খাইয়া থাকিবেন, বনে বাস করিবেন, অনিকেত থাকিবেন, অর্থকে অনর্থের মূল জানিবেন, কেহ জোর করিয়া হাতে অর্থ দিলেও তাঁহাদের হাত বাঁকিয়া যাইবে।"

সন্দেহের সমাধান :—এই যুক্তিগুলি আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন প্রদান করে বলিয়া আপাততঃ বড়ই ঠিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের আপাত-ঠিকে যে বড় ভুল করিয়াছি! ভূমিকা ও উদ্দেশ্যকেই সর্ব্বপ্রথমে ভুলভাবে গ্রহণ করিয়াছি! নাক খোলা থাকিলে ত' নাকে ফুলের গন্ধ যাইবে, সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে ত' সুরে সুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাঁচিয়া উঠিবে? নাকে তুলা দিয়া রাখিলে ঘ্রাণ যাইবে কিরূপে? আমরা যে নাকের উপর লক্ষ লক্ষ জন্মের লক্ষ লক্ষ ইতর বাসনা ও বহির্মুখতার আবরণ আনিয়া ফেলিয়াছি! বহির্মুখতার পূতিগন্ধে জন্ম-জন্মান্তর অভ্যস্ত হইতে হইতে তাহাতেই আমোদ পাইতেছি! এই জন্যই আমাদের লুপ্ত মধুকরবৃত্তি জাগাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া মালীর ফুল ফিরি করিতে হইতেছে। যাহাদের নাক খোলা আছে, তাহারা ত' ফুলের কাছে স্বতঃই আসিয়া জুটে। শ্রীচৈতন্যের সময়ও দেখিতে পাই, মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে নবদ্বীপের বহির্মুখ ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে পাঠাইলেন, স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের দ্বারে দ্বারে হরি-কীর্ত্তনের পসরা লইয়া ফিরিওয়ালা মালাকারের কাজ করিলেন; কিন্তু যাঁহাদের নাক খোলা ছিল, যাঁহারা তাঁহার সহিত সমচিত্ত-বিশিষ্ট ছিলেন, সেই শ্রীনিত্যানন্দ, সেই শ্রীহরিদাস, সেই শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরায়-রামানন্দাদি মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গ কোথায় চট্টগ্রাম, কোথায় পূর্ব্ববঙ্গ, কোথায় রাঢ়দেশ, কোথায় ত্রিহুত, কোথায় উড়িষ্যা—সকল স্থান হইতে প্রস্ফুটিত শ্রীচৈতন্যচরণকমলে আসিয়া জুটিলেন,—

"কার জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে, ওড্রদেশে, শ্রীহট্ট পশ্চিমে॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি' হৈল সবার মিলন॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই এক সম্মিলন ; আর এক মিলন হয় যেখানে বুজরুক ও বুজরুকীপ্রিয় ব্যক্তিগণ পরস্পর ইন্দ্রিয়-তর্পণের হাট খুলিয়া বসে। কোন বুজরুক কোন প্রকার বুজরুকীর মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিলেই, আর তাহার সহিত কিছু গঞ্জিকার সাজ-সরঞ্জাম থাকিলেই তাহাকে আর লোকের দ্বারে দ্বারে যাইতে হয় না ; তাবিজ, কবজাদি-দ্বারা মামলা-মোকদ্দমার জয়াভিলাষী বা পাঁচমিশালে সমন্বয়-কথার মাজ্জাধারী কিংবা গঞ্জিকা-রসের পিপাসু ভ্রমরকুল তাহার নিকট দলে দলে আসিয়া জোটে।

(২) সাধু, বৈষ্ণবের অর্থে কি প্রয়োজন?

সমাধান :—সাধুগণ নিজের ভোগের জন্য অর্থ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা একমাত্র হরির ভোগের দ্রব্যে তিলমাত্র নিজের ভোগের ভাগ বসান, তাঁহারা সাধুই নহেন। কিন্তু আবার যাঁহারা কৃষ্ণের বিষয় বা অর্থ ভোগ করিতে দিয়া—ভোগি-গণকে একেবারে বঞ্চনা না করিয়া বিষয়িগণের নিকট সঞ্চিত কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণসেবায়—কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত মঙ্গলের পথ উন্মোচন করেন, সেই সকল সাধুর সাধুত্ব অধিকতর পরদুঃখ-মোচনকল্পে নিয়োজিত, অধিকতর করুণার আদর্শে প্রতিফলিত হইয়াছে। অর্পণপর অর্চ্চন অপেক্ষা সাক্ষাৎ-অনুশীলন কীর্ত্তনের প্রচারে যে অর্থ নিয়োজিত হয়, তাহাতে জগতের আরও অধিকতর কল্যাণ হয়। এই বুদ্ধি বলির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছিল—প্রহ্লাদের হইয়াছিল, শুক্রাচার্য্যের বা হিরণ্যকশিপুর হয় নাই; তাঁহারা লক্ষ্মীপতির লক্ষ্মীকে নারায়ণের ভোগে প্রদানের পরিবর্ত্তে নিজের ভোগের ভাগে আনিতে পারিলে যে আত্মবিনাশ-লাভ ঘটে, তাহাকেই 'লাভ' মনে করেন! প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥
(ভাঃ ৭।৯।১১)

অর্থাৎ ভগবানের কিছু অভাব নাই, তিনি স্বয়ংই নিজলাভে পূর্ণ, তবে যে তিনি মান-দানাদি গ্রহণ করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি করুণাপূর্ণ বলিয়াই—পরদুঃখ-দুঃখী বলিয়াই অপর অবিদ্বদ্‌গণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের প্রদত্ত মান গ্রহণ করিয়া থাকেন। মুখে তিলকাদি রচনা করিয়া প্রতিবিম্বে নিজ-মুখশ্রী দর্শন করিলে মনে হইতে পারে যে, উহার দ্বারা বুঝি প্রতিবিম্বই তিলকাদি-শোভায় শোভিত হইল, পরন্তু তাহা নহে; যিনি নিজমুখে তিলক রচনা করিয়াছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারই মুখশোভা হইয়াছে। তদ্রূপ ভগবৎ-সেবার্থ ধন, মান বা সম্ভারাদি অর্পণ করিয়া যাঁহারা মনে করেন, ঐ সকল বস্তুতে ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অপেক্ষা আছে এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমরা ঐসকল বস্তুর মালিক ও দাতৃ-সূত্রে দান করিয়া ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অভাব পূরণ করিলাম কিংবা তাঁহাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া দিলাম, তাঁহারা ভ্রান্ত; অপিচ যিনি যে-পরিমাণে ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্য-প্রাণ-অর্থাদি উপকরণ-সমূহ নিযুক্ত করিলেন, বস্তুতঃ তিনিই ততটা সেবার রূপসী মূর্তিতে সজ্জিত হইলেন। যিনি যতটা বিমুখ থাকিলেন, তিনি নিজেই ততটা কুরূপ থাকিলেন, ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ভগবদ্ভক্ত কৃপা করিয়া আমার রূপদান—আমার রূপ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়া দিবার করুণা প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন মাত্র —লাভ আমারই ছিল, কিন্তু ভুল করিয়া আমি তাঁহাকেই পারিপার্শ্বিক ভ্রমচালিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে ও বুদ্ধিতে 'লোকসান' মনে করিলাম।

অর্থ অনর্থের মূল কাহার নিকট?

যে-সকল সাধু অর্থকে অনর্থের মূল মনে করিয়া স্ব-স্ব সঙ্কোচিত ক্ষুদ্রাধিকার ও স্বার্থপরতা প্রদর্শন-পূর্বক বসিয়া পড়িলেন, তাঁহারা সমর্থ, তেজীয়ান্, নিত্যানন্দ-প্রকাশ-বিগ্রহের ন্যায় বিষয়িগণের কি মঙ্গল করিতে পারিলেন? বিষয়িগণের নিকট গচ্ছিত কৃষ্ণভোগ্য অর্থ কৃষ্ণের ভোগার্থ আহরণ করিবার মত রাজরাজেশ্বর প্রভুর কোন সমর্থ তহসিলদার নাই দেখিয়া কৃষ্ণের সামগ্রী অবৈধভাবে আত্মসাৎকারী স্বতন্ত্র প্রজা-সম্প্রদায় নিশ্চিন্তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোগ বৃদ্ধি করিতে করিতে নরকের পথ প্রশস্ত করিবার বেশ সুযোগ পাইয়া গেলেন। কিন্তু পরদুঃখ-দুঃখী নিত্যানন্দের হৃদয় তাহাতে স্থির থাকিবে কেন? যিনি দশ দেহে ভগবানের সেবা করেন—সর্ব্বতোভাবে সকল বিগ্রহে কৃষ্ণসেবা করেন, তিনি কি কখনও ইহা দেখিতে পারেন যে, কৃষ্ণের সেবা—কৃষ্ণের কীর্ত্তন-সেবা-বিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া বিবরিগণ কেবল স্ব-স্ব ভোগময় মৃত্যুপথ বিস্তার করিবেন? অর্থ কেবল কি অনর্থ-নীতিতেই পরিণত হইবে? এইরূপ একঘেয়ে একদেশী কথায় কেন তিনি ভ্রান্ত হইবেন? ক্রূর বিষাক্ত সর্প কি কখনও সুদক্ষ সাপুড়িয়ার হস্তের ক্রীড়নক হইবে না? অর্থনীতি কি সমর্থের হস্তে পরমার্থনীতিতে পরিণত হইবে না? নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে হীরক-মণি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণের অলঙ্কারাদি দেখিয়া অনেক নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ ও নবদ্বীপবাসিগণের একসময় এইরূপই ভুল হইয়াছিল। উক্ত ব্রাহ্মণের মহাপ্রভুর মর্য্যাদাময় সন্ন্যাসোচিত আচারের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি নিত্যানন্দের সাধুত্ব কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)—

সন্ন্যাস-আশ্রম তা'ন বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর, তাম্বূল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা-রূপা-মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাষায় কৌপীন ছাড়ি' দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন-মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি' লৌহ-দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্রমত মুঞি তাঁ'র না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড়লোক বলি' তাঁ'রে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে?

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণকে জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারগুলি ভোগের নিদান হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার কৃষ্ণভক্তিযোগের এক একটী মূর্ত্ত অবতার, তাঁহার অঙ্গ কৃষ্ণবিলাসের গৃহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,—

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তি-যোগ-অবতার॥
স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কাঁসা রুদ্রাক্ষাদিরূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে॥

* * *

প্রভু বলে, তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নবধা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই যে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাগবিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে॥
পরমার্থে মহাদেব অনন্ত জীবন।
নাগছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তা'র হয় কার্য্যবাধ॥
আমি ত' তোমার সঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখি কভু কায়-বাক্য-মনে॥
নন্দগোষ্ঠীরসে তুমি বৃন্দাবন-সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে॥
ইহা দেখি' যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবে কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১ম)

একদিন মহাপ্রভুর আদেশে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের নিকট হরিকথা শুনিতে যাইয়া হরিকথা শ্রবণের পূর্ব্বেই জাগতিক লোকের নিকট যে-সকল কথা বহুকাল ধরিয়া শুনিয়াছিলেন ও তাহার দ্বারা যেরূপ বিচার করিতে শিখিয়াছিলেন, সেই তৌলদণ্ডটী রায় রামানন্দের আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে গিয়া মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে পুনরায় রামানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া সরলচিত্তে অতীন্দ্রিয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন্দের যথার্থ তাৎপর্য্য শ্রবণের পর সেই প্রদ্যুম্ন মিশ্রই পরে রায় রায়ের একজন প্রশস্তি-গায়ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধেও জগতের লোকের এইরূপ ভুল হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রকৃত কথাগুলি সরল, মুক্ত, নিরপেক্ষ কর্ণে শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয়মঠকে দেখিতে গিয়া অনেকে ভুল করিয়া ফেলিতেছেন। শুনার পর দেখা হইলে দেখা ঠিক হইত। শুনিবার পূর্ব্বেই বা বিকৃতভাবে ও অসহিষ্ণু, অন্যমনস্কচিত্তে শুনিবার অভিনয় করিয়া তৎপরক্ষণেই নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণে পলায়ন-পূর্ব্বক নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের চশমায় শ্রীগৌড়ীয় মঠকে দেখিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইবে—যদি কাহারও ভ্রান্ত-ধারণা না হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অতি-মুক্ত, না হয় কপট মিথ্যাবাদী অতি-বদ্ধ।

লোকের পক্ষে আবার আর একটি বিপদ্ ও বঞ্চনার ফাঁদ পাতা রহিয়াছে। তাহাতে দুর্ভাগা জনসঙ্ঘ অধিক সময়ই বঞ্চিত হইয়া কোন্‌টী প্রকৃত খাঁটি, কোন্‌টী মেকী, তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হয় এবং তজ্জন্য খাঁটী বস্তু হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। রায় রামানন্দ বা অবধূত নিত্যানন্দের দোহাই দিয়া এক শ্রেণীর ঢঙ্গ বা মায়ুরুর্ণিক ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও অবৈধ চেষ্টাগুলিকে চালাইতে চায়। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেরূপ কথা বলেন না, ঐরূপ অবৈধ চেষ্টার বা অপরাধময়ী চিত্ত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃত্তিকে কোটি জিহ্বায় প্রতিবাদ ও পরিহার করেন— ঐরূপ চেষ্টার প্রতিবাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের অন্যতম। একটা ইন্দ্রিয়তর্পণের ভাণ্ড, ভণ্ড পাষণ্ড ব্যক্তি যদি আপনাকে বাঁচাইয়া তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণ চালাইবার জন্য তাহার সমশীল ব্যক্তিগণের সহিত রায় রামানন্দ বা শ্রীনিত্যানন্দের দোহাই দেয়, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তিকে যে আমরা আমাদের আধ্যক্ষিক বিচারে দর্শন করিব না, তাহা নহে। কিন্তু মায়াদেবীর এমনই অঘটনঘটনপটীয়সী বঞ্চনা-বিদ্যা যে, আমরা অনেক সময়ই ঐ সকল ব্যক্তিগণের প্রতি যেন আমাদের বহির্ম্মুখতা-জাত একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ও সহানুভূতি-বশতঃই ঐরূপ ভণ্ড শ্রেণীর ব্যক্তিগণ-সম্বন্ধে বিচার করা অন্যায় মনে করিয়া এবং অপরের নিকট তাহা প্রচার করিয়া যাঁহারা আমাদের বিচারের অতীত, যাঁহারা সত্য সত্য অধোক্ষজের ঐকান্তিক সেবক, সেই সকল অচিন্ত্য-চরিত্র, অতিমর্ত্ত্য পুরুষগণের প্রতিই মায়া-দেবীর-বঞ্চনা-বিদ্যার কুহকময়ী মন্ত্রণায় অধিকার লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অবৈধ বিচার করিতে যাই। আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপর ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সমবেদনার তন্ত্রীতে সমভাবে আঘাত করে বলিয়াই আমরা অসত্যকে 'সত্য' ও সত্যকে 'অসত্য' মনে করি। একান্ত বাস্তবসত্য এরূপ দুর্ভেদ্য ও অসংখ্য অক্ষয়-অক্ষৌহিণী সেনার ব্যূহ-দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়াই সত্যের এত মূল্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের কি প্রয়োজন ?

উত্তর—পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, মঙ্গলের নিদান-গুলিকেই আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের দর্পণে ফেলিয়া বিপরীত মনে করিয়াছি, তাই আমাদের আর একটি ভুল হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিবৎসর বিভিন্ন মঠ-সমূহে পরমকল্যাণময় ভাগবতোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই ভাগবতোৎসবে সত্যানুসন্ধিৎসু, শ্রদ্ধালু জনসাধারণ-মাত্রেরই কৃষ্ণসেবৈকব্রত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ আচার্য্য ও তদনুগ ভাগবতগণের নিকট অনুক্ষণ আত্মমঙ্গলের কথা আলোচনা, শ্রবণ, ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গসমূহের যাজন ও প্রকৃত ভাগবত-জীবনের অনুশীলন করিবার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ উন্মুক্ত হয়। ইহা যেন কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জন-মণ্ডলীর নিকট এক অভূতপূর্ব্ব, অযাচিত, অতিমর্ত্ত্য, কীর্ত্তন-সুরযন্ত্রের উন্মোচন অথবা মায়ামরুতপ্ত, ভোগ-ত্যাগ-ক্ষুধা-তৃষ্ণাদগ্ধ, কর্ম্মবাসনার দাবানলশিখা-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফল-শোভিত একটি মরূদ্যান বা স্বর্গঙ্গার প্রস্রবণের কৃপাবতরণ। সুদীর্ঘ কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবে, জলাভাবে, অনিদ্রায় ভুগিতে ভুগিতে জগতের লোক এত চিররোগাক্রান্ত হইয়াছে যে, তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য 'গৌড়ীয় হাসপাতাল' ভাগবতোৎসব প্রকট করিয়া নানাপ্রকার পথ্যৌষধির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসবকালে যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুদীর্ঘ কীর্তন-দুর্ভিক্ষ-জনিত পিত্তোপতপ্ত ব্যক্তিগণের মুখে রুচি উৎপাদন করিবার জন্যই পিতাখণ্ডের একটি অভূতপূর্ব ভাণ্ডার-বিশেষ। যাঁহারা ভাগবতের পরম কল্যাণময়ী শিক্ষা, সিদ্ধান্ত, বিচার, ভগবত্তত্ত্ব, ভাগবত-তত্ত্ব, আত্মতত্ত্বের বিষয় সমূহ ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের জন্য—বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সকলের জন্য স্থূল আদর্শ-সমূহের দ্বারা ভগবৎপাদপদ্মে চিরবিক্রীত বহু অকপট ব্যক্তির বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থ, অক্লান্ত পরিশ্রম, ভাগবতী বুদ্ধি, মনীষা, প্রতিভা-সমূহকে সম্মিলিত করিয়া এই ভাগবতোৎসবের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ একমাত্র লোক-কল্যাণের অহৈতুক অভিলাষ ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ করিয়াই সজ্জিত হয়।

ভ্রমোৎপত্তি কোথায়?

অকৈতব হরিকথা—ভাগবত-কথা—সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই বহুমাননকারী ভ্রান্ত ত্রিতাপদগ্ধ লোকসঙ্ঘ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে, অকৃত্রিম কৃষ্ণানুশীলনে নিয়োজিত হউক,—শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ভাগবতোৎসবের এই অদ্বিতীয় অনাবিল অসমোর্দ্ধ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, মায়ার ছলনায় মূঢ় বঞ্চিত ও বঞ্চনকারী কেহ কেহ ঐ উৎসবকে ব্যবহারিক বারোয়ারী উৎসব, সামাজিক শ্রাদ্ধ বা বিবাহ-উৎসব, কিম্বা আমোদ-প্রমোদের জন্য মিলন-উৎসবের মত মনে করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারে বা লোক-বঞ্চনা করিয়া ঐরূপ মনে করাইবার চেষ্টা করিতে পারে। সেইরূপ অনুমান বা বঞ্চনাকে Major ও Minor premises করিয়াই তাহারা বলিতে পারে যে, গৌড়ীয় মঠ বন্যায় সাহায্য না করিয়া কেন উৎসবে অপব্যয় করেন? দুর্ভিক্ষে চাউল দান না করিয়া কেন হরিসেবার্থ ও উৎসবার্থ চাউল সংগ্রহ করেন? বন্যার সাহায্য-ভাণ্ডারে ভিক্ষালব্ধ অর্থ প্রদান না করিয়া তদ্দ্বারা কেন বিষ্ণু-মন্দিরের চূড়া আলোকিত এবং প্রদর্শনীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন? অন্ততঃ চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের ন্যায় ঠাকুর-সেবার ছলনায় কিছু ভাগ, আর বন্যা-দুর্ভিক্ষাদি কার্য্যে কিছু অংশ ভাগাভাগি করিয়া কেনই বা প্রদান না করেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজের দুঃখ-দৈন্যের সময় আমোদ, স্ফূর্ত্তি কি শোভা পায়?

ভ্রমোৎপত্তি কি জন্য?

বহির্মুখ হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই 'শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি বা গৌড়ীয় মঠ দেখিয়াছি' মনে করিলে এইরূপ শতসহস্র অনর্থ ও বিপদ্ উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বারোয়ারী উৎসব, সামাজিক উৎসব বা কোনও প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় উৎসবের প্রতিযোগী বা সহযোগী হইবার সময় নাই। যে মুহূর্ত্তে বাহিরে বা অন্তরালে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐরূপ উৎসবকে বিন্দুমাত্রও আদর্শ জ্ঞান করিবেন, সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুহূর্ত্তে তিনি আর শ্রীগৌড়ীয়মঠ নহেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ যদি আজ বারোয়ারী পূজা বা বারোয়ারীর প্রদর্শনী, যাত্রা বা শ্রাদ্ধ, বিবাহ কিংবা থ্যাপথিয়সিসের উৎসব, পুতুল-বিবাহ বা পুতুল-পূজার উৎসবাদি করিয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা বন্যায় সাহায্য কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং ঐরূপ আমোদ প্রমোদ না করিয়া সৎকর্ম্মিগণের পরামর্শে বন্যায় চাঁদা প্রদান বা দান না করাটাই মহা অন্যায়ের কার্য্য হইত। কিন্তু যেখানে হরিকথার উৎসব, যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ, যেখানে মায়াভ্রান্ত মানবজাতি-অকৈতব আত্মমঙ্গলের একমাত্র উপায়কেই আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাতকারক দেখিয়া তাহাদের অরুচিকর সুতরাং অমঙ্গলজনক বা বৃথা কালক্ষেপণের কার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, আর বহির্ম্মুখগণের প্রতি সহানুভূতিতে যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয় ও নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণেও সহানুভূতির একটা দান-প্রতিদান, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, সেইরূপ কার্য্যকেই উদার ও লোকহিতকর কার্য্য বিচার করিয়া যাহা হইতে ব্যাপ্ত সমষ্টিগত ভ্রান্তির জালে পতিত হইয়াছে, সেরূপ মহাবিবর্ত্তবিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া যেখানে অনির্ব্বচনীয় মহোপকার সাধিত হয়, সেখানে সাময়িক বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সাময়িক প্রয়োজন-পরিপূরণ, সাময়িক অভাব-মোচন, সমাজ, দেশ বা জাতীয় সঙ্কীর্ণ আপাতকল্যাণ-সাধনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টা না করায় ইন্দ্রিয়তর্পণামোদি-সমাজে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, কর্ত্তব্য-পরিত্যাগ, অধর্ম্মপরায়ণতা বা প্রচলিত ধর্ম্মের ধারণার প্রতি বিপ্লবের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, একটু সহিষ্ণু হইয়া শ্রবণ ও দর্শন করিলেই তাহা তিরোহিত হইতে পারে।

গণবাদের দানবী মূর্ত্তির ছলনা

এখানে আবার আর একটা বিপদ্—য্যাপথিয়সিসের দানবী মূর্ত্তি বা ডাইনীরাণী সেখানে দেবতার মত—স্নেহশুদ্ধা মাতার মত কমনীয়া, রমণীয়া, বরণীয়া মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া আমাদের নিরপেক্ষ বিচারপথ অবরুদ্ধ করিয়া বসে এবং আমাদের মনীষাকে শ্রৌতপথের অনুসরণ হইতে বঞ্চিত ও ভ্রান্ত করে। তখন আমরা মনে করি ও বলি,—"গৌড়ীয় মঠের বিচার শুনিয়া ত' বুঝি ভাগবতোৎসব, ভাগবত-প্রদর্শনী প্রভৃতি অন্যান্য উৎসবের মত নহে, তাহাতে পরোপকারেরই শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত প্রণালী রহিয়াছে। সাময়িক বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-নিবারণে শক্তি, অর্থ-নিয়োগ অপেক্ষা যাঁহারা হরিসেবায় আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া দিয়া সকল দুঃখ-বিপদের বীজ চিরতরে উৎপাটন ও সকলের চিরস্থায়ী বাস্তব সুখের উৎস উন্মোচন করিয়া দেন, তাঁহারা সেই সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সেবায় ও আনুকূল্যে যে-সকল প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য, অর্থ, শক্তি নিয়োগ করেন, তাহাতে আপাত উপকারের দৃশ্যের প্রতি একটা উদাসীনতার ভাব দেখা গেলেও ঐরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমূল রোগ-বিনাশের—দুঃখ-দৈন্য-দুর্ভিক্ষ-বন্যা-নিবারণের চেষ্টাই অবঞ্চনাময়ী ও প্রকৃত নিত্যকল্যাণময়ী; কিন্তু তথাপি কেন এত এত বড়লোক (গণগড্ডলিকার বহুমানিত,—ইহাই ম্যাপথিয়সিস্ মূর্ত্তিমতী দেবতার মুখোসে মায়াময়ী দানবী কৃত্যা), এত এত জাগতিক লোক (গণবাদ-দানব), 'প্রাণের আকাঙ্ক্ষা', 'মনের ভাল-লাগা', 'হৃদয়ের স্পন্দন', 'বুদ্ধির দৌড়' ঐরূপ আমূলরোগ-বিনাশের সুদূরবর্ত্তী চেষ্টা হইতে আপাত ও তৎক্ষণাৎ শান্তির পক্ষেই অধিক সমর্থন করেন?" এইরূপ ম্যাপথিয়সিসের মোহ, গণমতের মোহ, মনের ভাল-লাগার মোহ, আপাত-প্রত্যক্ষের মোহ আমাদিগকে বাস্তব সত্য, চিরস্থায়ী সত্য, ঐকান্তিক সত্য, ঐকান্তিক মঙ্গল-লাভে বঞ্চিত করে ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে ঐকান্তিক মঙ্গল-বিতরণকারিগণের প্রতি বিদ্রোহের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়।

(৪) জীবসেবা (?) ও হরিসেবা কি এক?

সমাধান:—এইরূপ আপাতের মোহ, তজ্জনিত ম্যাপথিয়সিসের প্রতি মোহ এবং আপাতের সংখ্যাধিক্যের সমবেদনা হইতে গণমতের প্রতি মোহ, প্রত্যক্ষের মোহ, প্রেয়ের মোহ আমাদিগকে আর একটি ভুল বুঝাইয়া দেয়। আমরা মনে করি,—"সার্ব্বকালিকী হরিসেবার চেষ্টা হইতে জীবসেবার (?) চেষ্টাগুলিই জীবের পক্ষে—সমাজের পক্ষে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধিকতর হিতকর; 'হরিসেবা'-কথাটা—গোঁজামিল-দেওয়া কথা, ইহা একটা স্বপ্ন-সৌধ মাত্র; 'হরিসেবা' বলিয়া কোন জিনিষ নাই, উহা মানুষের শান্তি-অনুসন্ধানের বহুবিধ পথের অন্যতম, কল্পনায় সৃষ্ট একটা স্বপ্নপুরী মাত্র; যার যদি হরিসেবা বলিয়া কিছু থাকে, তাহা জীবসেবাই; জীবসেবা (?)-দ্বারা বরং (কল্পিত) হরিসেবা হয়; কিন্তু হরিসেবার নামে বৃথা সময়, শক্তি, ধন, প্রাণ নষ্ট করিয়া জীবসেবা (?) বা সমাজের মঙ্গল হয় না।" বর্ত্তমানে 'জীব-সেবাতেই (?) হরিসেবা'-মতবাদের একটা স্বৈরিণী বিরাট্ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার মায়াময়ী মূর্ত্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত অকপট হরিসেবাময়ী লোক-কল্যাণ-চেষ্টাকে বুঝিতে দিতেছে না।

(৫) 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবসেবা (?) করেন না'—ভ্রমের সমাধান

তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিসেবাময় অনুষ্ঠান অপেক্ষা জীব-সেবার (?) ছলনাময়ী অবৈধী চেষ্টা সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা শুভঙ্কর, প্রিয়ঙ্কর বলিয়া এক শ্রেণীর হরিবিমুখ-সম্প্রদায় বিচার করিতেছেন! তাই তাঁহাদের বিচারে—হরিসেবাতে স্বার্থ ও জীবসেবাতেই (?) অধিকতর সরলতা ও হৃদয়বত্তা আছে! তাই সার্ব্বকালিক হরিসেবানুশীলন ও হরিসেবা-শিক্ষা-প্রচারের প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা জীবসেবার (?) ছলনাকারী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতিষ্ঠান সর্ব্বকনিদোষে দুষ্ট হইলেও লোকের অধিক সহানুভূতির আকর্ষক! শ্রীগৌড়ীয় মঠ উৎসবাদি করিয়া অর্থগুলির অপব্যয় করে, আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান উৎসবাদি করিলেও তাহা জীবসেবাদির (?) ছলনা করিবার পর অবসর-কালে আমোদ-প্রমোদ এবং তাহাতে সার্ব্বজনীন ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে বলিয়া উহা যুক্তিযুক্ত! সেরূপ উৎসবে গণবাদ-দেবতার কোনও আপত্তি নাই, বরং সহানুভূতিই আছে! এ যেন কর্ত্তাবাবুর সারাদিন পরিবার-পরিজন-পরিপোষণার্থ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ঐ কার্য্যকে অধিকতর শাণিত করিবার জন্য বিশ্রামকালে আমোদ-প্রমোদ উপভোগার্থ গৃহিণীর কৃপা-অনুমতিদান! কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সার্ব্বকালিক হরিসেবানুশীলনময় উৎসব তাহা নহে।

বদ্ধজীব-সেবা-দ্বারা হরিসেবা হয়,—ইহা কি একটি ছলনাময়ী স্বৈরিণী-মূর্ত্তি নহে? সেব্যকে সুখদানের নামই সেবা; সেব্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই 'সেবা' বলে। 'জীব-সেবা' বলিতে যদি মুক্তজীব-সেবা হয়, তাহা হইলে ত' তাহা 'বৈষ্ণবসেবা'ই হইল। মুক্ত জীবের ত' বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নাই। বদ্ধজীবসেবা ত' 'শিব-সেবা' নহে। শিব ত' পরম মুক্ত—শিব ত' মহাবৈষ্ণব। বৈষ্ণবের সেবায় হরিসেবা হয়; বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ একমাত্র হরিসেবার দ্বারাই হয়। বৈষ্ণব যাঁহার নিরন্তর আরাধনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেন, অপরে তাঁহার আরাধনা করিলেই অপর বৈষ্ণব সুখী হন। শিব নিরন্তর সঙ্কর্ষণ-রামের সেবা করেন, তাই তিনি অনন্তদেবকে মস্তকের অলঙ্কাররূপে ধারণ করিয়াছেন, সঙ্কর্ষণের নামে অবধূত দিগম্বর হইয়াছেন; সেই সঙ্কর্ষণের সেবা করিলেই শিবের সন্তুষ্টি হয়—শিবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়—শিবের বৈষ্ণবী সেবা হয়।* শিবের সেবা আর বদ্ধজীবের সেবা—এক নয়। বদ্ধজীবের সেবায় বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে হরিবিমুখতারই তর্পণ হয়। মাতালের দুরবস্থা, দৈন্য, দুঃখ, অভাব, অভিযোগের করুণকাহিনীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে যদি একটি কড়িও প্রদান করি, মাতাল অমনি উহা লইয়া মদের দোকানেই যাইবে; সেখানে মাতালের অশ্রুজলে আমার প্রসারিত আর্দ্র হৃদয় ও করুণার হস্ত মাতালের মাতলামীতে যে ইন্ধনটুকু যোগাইয়া জীবসেবা (!) করিল, তাহার দ্বারা জীবের প্রকৃত কল্যাণ অথবা সমাজের কোন প্রকৃত মঙ্গল হইল কি?

আমরা স্থূলজিনিষটাকে বুঝি; কিন্তু অনেকেই সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্ম বিচারটাকে আমাদের বহির্ম্মুখী প্রকৃতির গঠন-বশতঃই ধরিয়া উঠিতে পারি না। আমরা বলিতে পারি, জগতের সকল লোকই কি মাতাল? বলিলে আপাত-

---

* যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীতা)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্কশতা হয়,—আমরা হরিবিমুখ হইয়া অধিকাংশ—প্রায় শতকরা ৯৯.৯' লোকই যখন এ মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়াছি, তখন আমরা ন্যূনাধিক মাতাল নহি কি? প্রত্যেকেই কোন না কোন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য মাতাল। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহামুক্ত শিবের ন্যায় হরিসেবায় মাতাল—হরির সুখের জন্য মাতাল কৈ? আমরা কেহ পাপে মাতাল, কেহ পুণ্যে মাতাল; কেহ ভোগে মাতাল, কেহ ত্যাগে মাতাল; কিন্তু পাপ-পুণ্য, ভোগ-ত্যাগ—সকলই জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ; একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের নামই—হরিসেবা। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় একমাত্র অকৃত্রিম, অকপট অনাবিল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেরই শিক্ষা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সেবা ও জীবে দয়ার কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণবসেবা ও অকপট ভগবদনুশীলনকারীর সেবা-দ্বারাই কৃষ্ণ-সেবায় রুচি হয়। বৈষ্ণবসেবায় অন্য কোন অবান্তর ফল নাই। কিন্তু জীবের সেবার ছলনায় যে-সকল ফল দেখা যায়, তাহাতে কৃষ্ণসেবায় রুচি-বৃদ্ধির পরিবর্তে কৃষ্ণবিমুখতারই রুচি অশ্বগতি বা পাঞ্জাবী তুফানী মেলের গতিতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণসেবায় রুচির অপর অর্থ—অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামে রুচি, আর সেই কৃষ্ণনামে রুচি, যাহা অখিল কল্যাণের খনি, যাহার অনুশীলনের আনুষঙ্গিক অবান্তর ফল জীবের যাবতীয় ত্রিতাপের বীজনাশ (যে ত্রিতাপের এক একটী সামান্য অংশ-মাত্র বিভিন্ন দুঃখ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৈন্য, অভাব, রোগ, শোক), সেই কৃষ্ণনাম-বিতরণের দ্বারাই, কৃষ্ণনামের অনুশীলনে রুচি উদ্বোধনের দ্বারাই জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া হয়। বদ্ধজীবের প্রতি যে বন্ধন-মোচনার্থ উপচিকীর্ষা, তাহাকে শ্রীচৈতন্যদেব "দয়া" বলিয়াছেন, দয়াতে দয়ার পাত্রের আপাত-ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, কিন্তু সেবাতে সেবার পাত্রের ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে। বদ্ধজীবের প্রতি 'দয়া'তে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, তাহাতে বদ্ধজীবের আপাত প্রেয় নাই বলিয়া প্রথম মুখে রুচিকর হয় না, 'কঠোর' মনে হয়, 'তিক্ত' মনে হয়—ঔষধ যেমন তিক্ত লাগে; কিন্তু যিনি রোগমুক্ত, যিনি স্বাস্থ্যবান্, তাঁহার জন্য তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা নহে; তাঁহার জন্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভোজ্য-সামগ্রী। শিব মহামুক্ত বৈষ্ণব, তাঁহার প্রতি 'দয়া'-শব্দ প্রযুক্ত হইবে না, তাঁহার প্রতি 'সেবা'-শব্দ প্রযুক্ত হইবে; তাঁহার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু 'শ্রীকৃষ্ণের নাম', তিনি শ্রীকৃষ্ণ-নাম আস্বাদন করিতে ভালবাসেন, শ্রীকৃষ্ণ-নাম জগতে প্রচারিত হউক, ইহাই তাঁহার মনোঽভীষ্ট।

জীবসেবা-বাদ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

কিন্তু বহির্ম্মুখ জগতে—থ্যাপথিয়সিস্ ও গণদেবতার কল্যাণে এই যুগে জীবসেবা (?) কথাটিই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে; "আমার দাঁড়ে ছোলা আছে" বলিয়া—আমি ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার সমশীল গণ-কোটি জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে বলিয়া আমি মনুষ্য এবং আমার সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন ও সমবেদনাগ্রস্ত অপর মনুষ্যসকল সেইরূপ একটা প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষা-বশতঃ "মনুষ্য-সেবাতেই (?) হরিসেবা হয়",—এই কথাটি বরণ করিয়াছি। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে —আমার ও আমার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পরস্পর ইন্দ্রিয়তর্পণে যে কাম পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে যদি "হরিসেবা" বলিয়া চালাইতে পারি, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে পারিলাম। "ভোগ-কে ভোগ" হইল অথচ ধার্ম্মিকের প্রতিষ্ঠাটা থাকিল। ভোগ করিয়া জগতের নিকট হইতে যে অধার্ম্মিকের প্রতিষ্ঠা কুড়াইয়া নিতে হয়, তাহা অনেক চতুর ব্যক্তি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিঘ্নকারক মনে করেন এবং ভোগকে 'ধর্ম্মের' পোষাকে সাজাইয়া ধার্ম্মিকের প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করেন। এখানেও তাহাই হইয়াছে—'জীবের কাম'কে—জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণকে 'কৃষ্ণকাম' বলিয়া—'হরিসেবা' বলিয়া ছলনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

জীবসেবায় (?) সেবাকারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা কাম কোথায়?

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—"জীবসেবায় (?) আমাদের কামনা কোথায়? আমাদিগকে ত' অর্থ, বিত্ত, শক্তি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্য, স্বাস্থ্য বিসর্জন করিয়া 'সেবা' করিতে হয়।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনেক প্রকারের—স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে, স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে বহির্ম্মুখ জীবে উহা বর্ত্তমান। কৃচ্ছ্রতা, দান, ত্যাগ প্রভৃতির পোষাক-পরিহিতা রূপসী মূর্ত্তি দেখিলেই তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা নাই মনে করিতে হইবে না। অনেকে ইহকালে নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন—কেন না, ইহজগতে বাঁচিয়া থাকিলে ত' তাঁহারা নিজ-নিজ কর্ণে আপনাদের স্তুতি শুনিতে পাইবেন না! অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্ত্তিকালের ভাবি-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের মোহে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এরূপ সাক্ষ্যও ইতিহাসে বিরল নহে।

যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের প্রবৃত্তি-প্রগ্রহ পূর্ণমুক্ত, যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টায় কোনও প্রকার স্থূল-সূক্ষ্ম, অন্তরে-বাহিরে কপটতার কোন লেশ নাই, সেই ভাগবতধর্ম্মেই একমাত্র জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই। ভাগবতধর্ম্মে এইজন্য ভুক্তি, মুক্তিকে পিশাচী বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই জন্য বলিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

বর্ত্তমানযুগে বহির্ম্মুখতার প্রবলবন্যা, ম্যাপথিয়সিসের সেবাবেশী দানবী মূর্ত্তি নানাপ্রকার আপাত সুখকর, আপাত সহজবোধ্য অর্থাৎ যাহা জীবের বহির্ম্মুখতার সঙ্গে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খুব খাপ খায়, বহির্ম্মুখতার সুরের সঙ্গে একতানে বাজিয়া উঠে, সেইরূপ সকল যুক্তি, উপমা, কথা প্রভৃতির নেশায় গণমতকে মশ্‌গুল করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত জীবমঙ্গলের একমাত্র নিদান-চিকিৎসা ঐ সকল রোগি-সম্প্রদায়ের কাহারও কাহারও অভিমতে ঠাকুরদাদার ঝুলির পুরাতন গল্পের মত মনে হইতেছে, আর তাহা হইতে আর একটী ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে,—

আর একটি ভ্রম :—(৬) শ্রীচৈতন্যদেবের তাৎকালিক মত বর্ত্তমান যুগোচিত নহে

"কয়েক শতাব্দীর পূর্ব্বের শ্রীচৈতন্যদেবের সেকেলে কথা এখন প্রচারে জগতের কি সুবিধা,—কি মঙ্গল হইবে! শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—সেকেলে কথার প্রচারক। আধুনিক জগতের ভাব, গতি, প্রগতি, সাহিত্য, ছন্দ; আচার, বিচার, ভাবনা, চিন্তা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অন্যরূপ। যুগোচিত প্রচার চাই। এখন আর 'হরিনাম', খোলের মৃদুমধুর-ধ্বনি, পুরাণশাস্ত্রের শ্লোকের দোহাই, কিম্বা পরাধীন জাতিকে দাস্যভাবের শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত করিলে চলিবে না। এখন চাই—সংগ্রাম, এখন চাই—সিংহভাব, রৌদ্রমূর্ত্তি, খোলের পরিবর্ত্তে ঢাকের বাদ্য, দাস্যভাবের পরিবর্ত্তে 'সোহহং' মন্ত্র উচ্চারণ—কাঠের, মাটীর মৃত ঠাকুর-সেবার পরিবর্ত্তে জীবন্ত জীবের শুশ্রূষা, নিরামিষ খাওয়াইয়া হীনবীর্য্য করিয়া দিবার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে শিরায় শিরায় বীর্য্য-সঞ্চারের জন্য পুষ্টিকর, রুচিকর খাদ্য! ম্যালেরিয়ার দেশে বিষ্ণু-প্রসাদ-ভোজনের ব্যবস্থা চলিতে পারে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি যেরূপ হীনবীর্য্য হইয়া চলিতেছে—বাঙ্গালী যুবকের যেরূপ শক্তি-হীনতা লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে তাহাদের মধ্যে দাস্যভাব-মূলক, 'তৃণাদপি-সুনীচতা'র শিক্ষামূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন কথা সঞ্চার করিলে আরও মুস্কিল হইবে—এখন দামামার গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে—রুদ্রতালে, দীপকরাগে তাহাদের রক্ত গরম করিয়া তুলিতে হইবে—'সোঽহং' মন্ত্রে তাহাদের আত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে, স্ত্রীজাতির মধ্যেও সেই আত্মবোধ সঞ্চার করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে জানাইতে হইবে যে, তাঁহারা 'শক্তির জাত'—তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে,—'তোমাদের শক্তির প্রয়োগ দেখাও—পুরুষদিগকে 'সিংহ' করিয়া তোল—'ভক্তি' 'ভক্তি' করিতে করিতে শক্তির জাত-পর্য্যন্ত 'শক্তি'-হীন হইয়া পড়িয়াছে। 'শক্তি' লক্ষিত না হইলে জাতির মুক্তি হইবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সমাধান :—ম্যাপসিরসিনের দূত ত' একদমে অনেক কথা বলিয়া গেলেন, আর শত-কোটির মধ্যে যাঁহারা বহির্মুখতাটাকে একটু অধিকতর ঘনীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ কথার উত্তেজনা ও মাদকতায় মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার্য্য বিষয়ের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোন নামগন্ধ শুনিলে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই, শ্রীচৈতন্য-বাণী-বাহক কাহাকেও দেখিলে তাঁহারা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন ; কারণ ব্যাপথিয়সিসের দূতগণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সঙ্গে যে-সকল কথা খুব খাপ খায়, —এরূপ কতকগুলি আপাত যুক্তি-দ্বারা তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীবাহকগণই দেশের শত্রু। যেহেতু তাঁহারা জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পক্ষপাতী এবং যেহেতু অপস্বার্থপর জীব তাঁহাদের আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণ যাঁহাদের দ্বারা হয় না, তাঁহাদের কথায় স্বভাবতঃই ভোট দিতে রাজি নহেন।

সমন্বয়বাদী বা গণমত শ্রীচৈতন্যকে কিরূপ শ্রদ্ধা করেন ? তাঁহাদের শ্রদ্ধার স্বরূপ :—

তবে যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহারা একটা মৌখিক সম্মান দেখান, তাহাও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই। প্রথমতঃ যে যেরূপই থাকুন,—শত্রুই হউন, মিত্রই হউন, যখন বহু পুরাতন হইয়া যান, তখন মানব-প্রকৃতি তাঁহাকে অন্ততঃ পুরাতনের প্রলেপে—যেহেতু এখন ত' আর প্রত্যক্ষ-ভাবে তিনি আমার কিছু ক্ষতি করিতে আসিতেছেন না, এই ভাবিয়া তাঁহাকে একটু সম্ভ্রমের রঙে দর্শন করে ; দ্বিতীয়তঃ যাঁহাকে বহুলোক মানেন (গণকোটীর প্রতি মোহরূপ একটা ইন্দ্রিয়-তর্পণ), তাঁহাকে আমি বা আমরা না মানিলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাদেরই সম্মানের লাঘব হইবে—এই ইন্দ্রিয়-তর্পণটুকুর বাহিরেও অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করেন। 'মৌখিক' বলিবার কারণ এই,—শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যখন তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ অকৃত্রিমভাবে পালন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুশীলন করিতে বলা হয়, তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত বা প্রচারিত পথকে সাময়িক, সঙ্কীর্ণ প্রভৃতি বলিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণের পথকেই যুগোচিত ও উদার বলেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহাদের যে শ্রদ্ধা-ভক্তির ছলনা, তাহা কেবল লোকের নিকট হইতে নিজেদের জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রতিষ্ঠা আদায় করিবার কপটতা মাত্র, তাহা শ্রীচৈতন্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। তাঁহারাই সেখানে মুরুব্বি সাজিয়া—বিচারক সাজিয়া—'নবজান্তা' সাজিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথাগুলির কোন্‌টী ভাল (অর্থাৎ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর), কোন্‌টী সাম্প্রদায়িক, কোন্‌টী বিকৃত, কোন্‌টী প্রক্ষিপ্ত, তাহার বিচার করিতে বসেন! তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছামত কাটিয়া ছাঁটিয়া, যতটা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সঙ্গে খাপ খায়, ততটা কৃপা-পূর্ব্বক অনুমোদন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার চৌদ্দপুরুষকে যেন উদ্ধার করিয়া দিলেন, এরূপভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান দেখান!

ইঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেবে আদৌ শ্রদ্ধা নাই; শ্রদ্ধা না থাকায় ইঁহারা তাঁহার কোন কথা শুনিতে পান নাই—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাঁহারা ইঁহাদিগকে শুনাইয়াছেন বলিয়া ইঁহারা মনে করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা ততোধিক শ্রীচৈতন্য-বহির্মুখ, কিন্তু লোকে প্রচারিত মস্ত ধার্ম্মিক—শ্রীচৈতন্যদেব হইতেও দুই এক কাঠি বড়! এইরূপ না শোনা বা বিকৃত শোনার ফলে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিচার, তাহার উপর আবার শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া যে-সকল বিকৃত ও শ্রীচৈতন্যবিরোধী মতের প্রতীক-সমূহ জগতের দ্বারে পূজিত হইতেছে, তাহাদের ছবি বা আদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সত্য বা একমাত্র আত্মমঙ্গলের নিদান হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর আবার ধ্যাপধিরদিগের বাহুবলের আপাতযুক্তি ঐ বঞ্চিতাবস্থাকে আরও পুষ্ট, আত্মসংরক্ষণশীল করিয়া তুলিয়াছে।

বর্ত্তমানে আমরা কাহাকে যুগধর্ম্ম বা যুগকল্যাণ মনে করি?

তামসিকতাচ্ছন্ন গণ-প্রতীককে রজোভাবের গণ-প্রতীক করিয়া গড়িয়া তোলা, আর তাহাতে রজোভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মের বাজারে একটা নূতন কারখানার নূতন জিনিষরূপে আমদানী হইয়াছে। সেজন্য সকল লোকই দেখাদেখি উত্তেজনায় উহারই গ্রাহক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা, জাতির মঙ্গল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রবৃত্তি বুঝিতে বুঝিয়াছি—ইন্দ্রিয়-তর্পণ। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ, আর আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্য যে-ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বর্দ্ধিত, কর্ষিত ও পুষ্পিত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রের বা যাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিস্তারই আমার বিচারে আমাদের সুবিধা, জগতের সুবিধা, জাতির সুবিধা বা দেশের সুবিধা। সেখানে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ—'০' (শূন্য), অথবা "ইন্দ্রা বই গোবিন্দায় নমঃ"। কাজেই আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিষ্ণুমায়া আমার নিকট যে-সকল দৃশ্য উপস্থিত করিয়াছেন ও নিয়ত করিয়া থাকেন, তাহাতে আমি শুদ্ধসত্ত্বকে 'তামসিক' ও তামসিককে 'শুদ্ধ সত্ত্ব' মনে করিয়া রজোগুণ—যাহা ইন্দ্রিয়-চালনা বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সাধক হয়, তাহাকেই বহুমানন করিয়াছি। আর উপনিষদুক্ত বিরোচনের মত বহির্মুখ গণ-কোটির বহির্মুখতার সহিত সমস্বরে বাজিয়া উঠে যে-সকল আপাত যুক্তি, তদ্দ্বারা পশুপ্রতীকের নিকট রজোভাব—যাহা পশুভাবে পুষ্ট হয় এবং পশুভাবে পুনরায় বিনষ্ট হয়, সেই সকল কথা প্রচার করিয়া পরম মঙ্গলময়ী আত্মধর্ম্ম-প্রবোধিনী হরিকথাকে নিবৃত্ত'পর মধ্যে সমাধি দিবার যত্ন করিতেছি!

আমরা যে-গুলিকে 'ধর্ম্ম' বা 'ধর্ম্মমত' বলি, সেইগুলি সকলই পরিবর্ত্তনশীল, তাৎকালিক দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, দেশের ধর্ম্ম বলিয়া এবং আমরা সেই ভূমিকায় চড়িয়া পাণ্ডু রোগীর সমগ্র জগৎটাই হলুদে রং দেখিবার ন্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'ভক্তি'কে আমাদের নিজেদের উপমায় ও আমাদের অজ্ঞতামূলক অভিজ্ঞতায় কাম-ক্রোধাদির ন্যায় একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা মনে করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত ধর্ম্মকেও তাৎকালিক মনে করি। আমরা অধিকাংশ সময়ই আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর সমালোচনার অবৈধ বুরুক্কিআনা দেখাই বলিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের সম্বন্ধেও ঐরূপ সমালোচনা করি। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা নিরপেক্ষকর্ণে শুনিবার মত আমাদের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা মোটেই নাই। ভোগের নামে কাম, ক্রোধ, আসক্তি বা 'ত্যাগে'র নামে কাম, ক্রোধ আসক্তি প্রভৃতির প্রখর তীব্র-উত্তেজনা আমাদিগের মেধাকে এত চঞ্চল করিয়া দিয়াছে যে, আত্মধর্ম্মের সহিত মনোধর্ম্মের তফাৎ কোথায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত চেতনের ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য সাময়িক ও তাৎকালিক কথাগুলির প্রভেদ কোথায়, তাহা আমরা না বুঝিয়া কোনও সময় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট নিন্দা, কোন সময় বা অন্যান্য দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম বা তাৎকালিক প্রয়োজনের মতবিশেষের সহিত সমন্বয় করিয়া অর্থাৎ গোঁজামিল দিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচ্ছন্ন-নিন্দা করিয়া থাকি। এ কথা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ভগবদবতার বৌদ্ধদেব ও শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর যেরূপ তাৎকালিক প্রয়োজনানুযায়ী মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্ম—যাহা প্রত্যেক নির্মল আত্মার নিত্য স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহা সেরূপ নয়, কিংবা ভাগবতধর্মেরই বিভিন্ন বিকৃতি ও সোপান-স্বরূপ যে-সকল মত জগতে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিতও ভাগবতধর্মের সমন্বয় হইতে পারে না। ভাগবতধর্মই—আবরণ-নির্মুক্ত প্রত্যেক কালের, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জীবের একমাত্র নিত্য-স্বভাব বা ধর্ম। ইহাই একমাত্র নিত্য সত্য।

(৭) অপর ভ্রম :—গৌড়ীয় মঠের কথা সাম্প্রদায়িক

সমাধান :—কিন্তু এই অকৈতব অদ্বিতীয় সত্য কথাকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য বা অত্যন্ত বহির্মুখ জনসমাজ হইতে এই অমূল্য রত্নসম্পুটকে সংরক্ষিত করিবার জন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াদেবী এক বিষম মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। যাঁহারা মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে—অন্তরাত্মায় অকপট-ভাবে অকৈতব সত্য-প্রার্থী নহে, তাঁহাদের কর্ণে মায়াদেবী বিরুদ্ধ মন্ত্রণা দিয়া বলিয়াছেন,—"ভাগবতগণের—শ্রীচৈতন্য-মতাবলম্বিগণের ঐরূপ 'নিজের দিকে ঝোল-টানা' কথায় ভুলিও না। একমাত্র তাঁহাদের মতটাই খাঁটি—সার্বকালিক, সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক ; আর অপরের মতগুলি সব সাময়িক, বিকৃত ও আংশিক! ইহাও কি কখনও হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারে ? এমন কি, স্বয়ং বুদ্ধ, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের মতগুলি যদি তাৎকালিক প্রয়োজনানুযায়ী হয়, তবে কেনই বা চৈতন্যের প্রচারিত মত বা ভাগবতধর্ম্ম তদ্রূপ হইবে না ? ইহা চৈতন্যমতাবলম্বিগণের সাম্প্রদায়িকতা—নিজেদের মতকে বড় করিবার চেষ্টা। সুতরাং আমরা পঞ্চায়েৎ বসাইয়া পঞ্চায়েতের কলের পুতুল—পঞ্চায়েতের পতাকার মধ্যে উত্তোলিত ও তদ্দ্বারা নির্ব্বাচিত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারা ইহার একটা মীমাংসা করিব। কাহাকেও চটাইবার দরকার নাই, আমাদের মূলে যখন বাস্তব পরমেশ্বরই নাই—তাঁহার নিত্যরূপ নাই, নিত্যগুণ নাই, নিত্যলীলা নাই, সব শূন্য—সব নির্ব্বিশেষ—সব নিরাকার, তখন যাহারা যেরূপভাবে ধর্ম্মের পুতুলখেলা খেলিতে চাহে, তাহাদিগকে তাহাই অনুমোদন করিয়া মধ্য হইতে আমাদের মোড়লী, মাতব্বরীর প্রতিষ্ঠানটুকু—লোকপ্রিয়তাটুকু অর্জ্জন করিয়া লই না কেন ? একটা ভোগা দিয়া সকল পক্ষেরই যদি মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে সকল পক্ষের লোকই আমাদিগকে মানিবে। আমরাও ধর্ম্মের সমন্বয়কারী বলিয়া লোক-পূজিত হইব—আমাদের এই মতটাকেই শ্রেষ্ঠমত—সার্ব্বজনীন উদার মত প্রভৃতি বলিয়া একটা অবগুণ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিব—আর ঐরূপ "তুমভি চুপ, হামভি চুপ"র আড়ালে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধন-কার্য্যটাকেই যুগধর্ম্ম বলিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাগবতের—শাস্ত্রের—শ্রুতির—স্মৃতির—পঞ্চরাত্রের কথিত যুগধর্ম যে একমাত্র হরিকীর্ত্তন, তাহাকে খুব কৌশলে যুপকাষ্ঠে বলি দিতে পারিব !”

শ্রৌত শাস্ত্র-স্বীকারই কি তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা ?

হরিকীর্ত্তনই যে একমাত্র যুগধর্ম্ম, তাহা বর্ত্তমানে বাতিল হইয়া গিয়াছে, বারোয়ারী বা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তে তাহা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অথবা বহুবিধ মত বা পথের অন্যতম একটা মত বা পথ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হওয়ায় কোনও প্রকারে ওষ্ঠাগত-প্রাণ মুমূর্ষু ভিক্ষুকের মত লোকসঙ্ঘের কৃপার দিকে চাহিয়া—পথের এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। আর যে-সকল মতে ভোগ ও ত্যাগের বাহ্যপোষাকের অভ্যন্তরে আত্মে-ন্দ্রিয়তর্পণ, নম্ভোগবাদ অর্থাৎ কৃষ্ণকে কলা দেখাইয়া নিজেরাই কৃষ্ণ বা স্পষ্টভাবে কৃষ্ণের স্বনাভিষিক্ত হইবার মনোভাব প্রবল, সেই সকল ধর্ম্মই যুগধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া গজাইয়া উঠিয়াছে।

সার্ব্বকালিক যুগ-প্রয়োজন কি ?

ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্ম তাৎকালিক ধর্ম্ম নহে—শ্রীচৈতন্য-দেবের মহাদান সাময়িক যুগ-প্রয়োজনমাত্র নহে; তাহা জীবের একমাত্র নিত্যপ্রয়োজন। সনাতন সাত্বতশাস্ত্র ভগবৎপ্রেমাকেই জীবাত্মার ‘নিত্য প্রয়োজন’ বলিয়াছেন;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শান্তের কথা দূরে থাকুক, নিরপেক্ষতা ও সদ্যুক্তিও কৃষ্ণপ্রেমা ব্যতীত প্রত্যেক জীবের অন্য কোনও পরম প্রয়োজনই নির্দেশ করিতে পারে না। দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা দেহের প্রীতি ও মনের প্রীতিকেই প্রয়োজন মনে করিয়াছি। কিন্তু যখন আমাদের নিত্য সম্বন্ধজ্ঞান দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের কবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আমাদের নিত্যা স্বাভাবিকী নিজস্ব আত্মবৃত্তির অনুশীলন করিতে দিবে, তখন কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার মতই যে জীবের প্রয়োজন হইতে পারে না, ইহা আমরা প্রত্যেক জীবই অন্তরাত্মায় অনুভব করিতে পারিব। আমরা তখনই দেখিব—জাগতিক সুখ-সুবিধা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত' দূরের কথা—স্বর্গাদি সুখ ত' অতি তুচ্ছ, মুক্তি পর্য্যন্ত—ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত আমাদের নিত্য প্রয়োজন হইতে পারে না। ঐ সকল নিত্যপ্রয়োজনের পথে অবান্তর প্রয়োজন—বরং ঐ সকল নিত্য প্রয়োজনের পথ ভুলাইয়া দিবার কুহক। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক কালের, প্রত্যেক চেতনের একমাত্র প্রয়োজন—'কৃষ্ণপ্রেম'। ঐ বৌদ্ধ, ঐ বাউল, ঐ নির্ব্বিশেষবাদী, ঐ জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অভিমানকারী সকলেরই নিত্য প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম, এক তিলও অন্য প্রয়োজন নহে; কেবল বিভিন্ন কুহক তাহাদিগকে অন্য প্রয়োজনের ছলনা করিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একমাত্র পরম প্রয়োজনের অন্বয় ও ব্যতিরেক—সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-সেবার উদ্দেশ্যেই সকল ধর্ম্ম, সকল প্রচারক ও সকল অবতারের আবির্ভাব

যুগে যুগে এই নিত্যপ্রয়োজনকে সংরক্ষিত করিবার যে প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য অবতারীর ইচ্ছায় বিভিন্ন যুগাবতার-সমূহ জগতে অবতীর্ণ হন। ঐ সকল অবতার যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া প্রয়োজনানুসারে কোথায়ও ব্যতিরেক, কোথায়ও আংশিক, কোথায়ও বা অন্বয়ভাবে, কোথায়ও সাক্ষাৎভাবে, কোথায়ও বা পরোক্ষে নিত্যপ্রয়োজনের সংরক্ষণা করিয়া থাকেন। যখন কর্ম্মকাণ্ডের দানবী মূর্ত্তি হিংসার যজ্ঞোৎসবে পৃথিবীকে ধূমায়িত এবং লোকলোচনকে অন্ধীভূত করিয়া দিয়া নিত্যপ্রয়োজনকেও যজ্ঞীয় ভস্মস্তূপে একেবারে আচ্ছাদিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন অবতারী কৃষ্ণের ইচ্ছাই শাক্যসিংহ করুণার উপদেশ লইয়া প্রেমের বিপরীত হিংসাধর্ম্মকে বিতাড়িত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ, হিংসা-প্রবৃত্তি—অপ্রাকৃত প্রেম দূরে থাকুক, অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিবিম্ব জাগতিক প্রীতির ও বিদ্রোহী। সুতরাং শ্রীবুদ্ধদেবের তাৎকালিক প্রচার —নিত্যপ্রয়োজন বা প্রেমধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহ-দমনরূপ প্রয়োজন-সাধনের গৌণ প্রয়োজনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আবার বুদ্ধের বিদ্রোহ-দমনাস্ত্র যখন হিংসাবহুল কর্ম্ম-কাণ্ডকে নিরাস করিতে গিয়া দেহধর্ম্মাসক্ত অধিকারি-বিশেষে কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশক বেদকেই উড়াইয়া দিবার উপক্রম করিল, তখন সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের একমাত্র অসমোর্দ্ধ প্রামাণিক-স্বরূপ বেদের অঙ্গে ঐরূপ অবৈধ অস্ত্র-প্রয়োগ নিবারণ করিবার জন্য—পরোক্ষভাবে নিত্যপ্রয়োজনেরই রক্ষা করিবার প্রয়োজনানুসারে শঙ্কর-অবতার আচার্য্য শঙ্কর বেদের প্রামাণ্য প্রচার করিলেন।

বৈষ্ণবের বিমুখ-মোহন ও হরিতোষণ-কার্য্য

শঙ্করের দুইটী কার্য্য—একটি মোহন, আর একটি তোষণ; শঙ্কর—বৈষ্ণবশিরোমণি; ভজন-চতুর বৈষ্ণবমাত্রেরই এই দুইটী অস্ত্র আছে। 'মোহনে'র দ্বারা অসৎসঙ্গ-ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন, আর হরি-তোষণের দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত ভজন ও প্রকৃত ভজনপিপাসুগণের নিকট আত্মপ্রকাশ। শঙ্কর যেন এই মোহন ও তোষণের মূর্ত্ত অবতার। শঙ্করের বাহিরের চেহারা পাগলের ন্যায়; এই চেহারা দেখিয়াই কতকগুলি লোকের 'মোহন' হয়, আর কাহারও বা 'তোষণ' হয়। মোহিত ব্যক্তিগণ শঙ্করকে পাগল মনে করে, শঙ্করকে শ্মশানবাসী, দিগম্বর, তমোগুণাচ্ছন্ন, সর্পভূষণ-পরিহিত অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি প্রভৃতি মনে করে ও সেই ভাবেই তাঁহার পূজা করে, আর শঙ্করের এই আচার-ব্যবহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের তোষণ হয়। শঙ্কর কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, অবধূত-শঙ্কর সঙ্কর্ষণ-রামের শিষ্য, তাই তিনি শেষ-প্রভুকে সর্পরূপে স্কন্ধে ও মস্তকে বহন করিতেছেন; শঙ্করের সর্পভূষণ তাঁহার সঙ্কর্ষণ-রামভক্তির চিহ্ন, তাহাতে কৃষ্ণের তোষণ হয়। কৃষ্ণভক্তগণের নিকট যেখানে শঙ্করের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত, অভক্ত বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট সেখানেই তাহা আবৃত হয়।

বুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট, অদৈব প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট বৌদ্ধগণের আসুরভাবের নিকট নিত্যপ্রয়োজনের গুহ্য সম্পুট গুপ্ত রাখিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর, ভগবানের আদেশেই তাঁহাদিগকে মোহন করিলেন। মর্কটকুলের নিকট গজ-মুক্তার মালার অপব্যবহার করিতে না দেওয়ায় তাহাতে ভগবানেরই তোষণ হইল। কারণ, ভক্তির মত ভগবানের প্রিয়তম মহারত্ন আর কিছু নাই। তিনি সকল দিতে পারেন, কিন্তু কাহাকেও সহজে ভক্তি দেন না—

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।"

মোহিত ব্যক্তিগণের অবস্থা

যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের প্রচ্ছন্নভাবে, ভাষায়, চেষ্টায়, আচারে, প্রচারে মোহিত হইলেন, তাঁহারা আচার্য্যের মনোভীপ্সিত সেই বৌদ্ধবাদই প্রচ্ছন্নাকারে প্রচার করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধগণ স্পষ্টনাস্তিক হইয়াছিলেন, আর ইঁহারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রচ্ছন্ন ও চতুর নাস্তিক হইলেন। বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়া নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিতেছিলেন, আর ইঁহারা মুখে বেদ মানিয়া, বেদের খুব লম্বা-চওড়া দোহাই দিয়া, বেদের দোহাই ছাড়া বিন্দু-বিসর্গও প্রচার না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যমত প্রচার করিতে লাগিলেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥ (শ্রীচৈতন্যদেব)

মোহন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

যাহাতে মোহন-ব্যাপার আছে, তাহার একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও আপাত প্রেয়ের সহিত সমসুরে বাজিয়া উঠে, আর যাহাতে কৃষ্ণ-তোষণ আছে, তাহা কোন ক্রমেই বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বা প্রেয়ের অধীনতা স্বীকার করে না কিংবা স্থূল প্রত্যক্ষের সুখবোধ্য বা সহজবোধ্য হয় না, তাহা একমাত্র আবরণ-মুক্ত উদ্বুদ্ধ আত্মারই সহজ ও সুখবোধ্য হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়-মূলধনের ব্যবসায়ে লাভালাভ

সুতরাং ইন্দ্রিয় যে-দেশের একমাত্র মূলধন, সেই মূলধন লইয়া যাহারা ধর্ম্মের গ্রাহক হন, তাঁহারা অনিত্যপ্রয়োজন-ধনই পান, নিত্যপ্রয়োজন-ধন লাভ করিতে পারেন না। আর যাঁহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভাগবতগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুগত হইয়া নির্ম্মল আত্মবৃত্তির সেবা-লৌল্য-মূল্য লইয়া সর্ব্বের গ্রাহক হন, তাঁহারা নিত্য বা সার্ব্বকালিক প্রয়োজন-ধনে ধনী হইতে পারেন।

মোহিত সম্প্রদায়ের মূলধন কি ?

মোহিত-সম্প্রদায়ের মূলধন—ইন্দ্রিয়; কাজেই সেই দলেই সকল লোক—শতকরা ৯৯'৯' (নিরানব্বই দশমিক নয় পৌনঃপুনিক)। মোহিত সম্প্রদায়ের আবার ভিন্ন ভিন্ন মোহনকারী নেতা—যাঁহাদিগকে মোহিত গণকোটি অভ্রান্ত মহাজন মনে করেন।

সুদর্শনবাহক আচার্য্যগণের আবির্ভাব ও করুণা

অদ্বৈত-মোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের আচার-প্রচারে যাঁহারা মোহিত হইলেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী, আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভগবানেরই ইচ্ছায়—নিত্য-প্রয়োজনের আনুকূল্য-বিধানার্থ বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হইলেন। এক কুদর্শনকে বিনষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুর চতুর্ভুজের চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তাবতারস্বরূপ শুদ্ধাদ্বৈত মত, বিশিষ্টাদ্বৈত-মত, শুদ্ধদ্বৈত মত ও চিন্ত্যাদ্বৈতাদ্বৈতমতরূপ সুদর্শন প্রকাশিত হইল। যাঁহারা সরলতার জন্য মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় আচার্য্যগণের অকপট কৃপা গ্রহণ করায় ঐ মোহনবিদ্যার জাল হইতে উদ্ধার পাইলেন ;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু যাহারা কপটতার জন্য মোহিত হইয়াছিল, তাহারা সুদর্শনাস্ত্রের আঘাতে তাহাদের মোহনকারী মতবাদ নিষ্পেষিত দেখিয়াও মনিবের নিকট হইতে প্রহারপ্রাপ্ত জনৈক ভৃত্যের * ন্যায় জিদবশতঃ মোহিতাবস্থাকেই তাহাদের স্বস্থাবস্থা মনে করিল এবং সেই 'জিদে' বা 'ক্রোধে' 'শুদ্ধভক্তি'কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক যখন বালককে শাসন করিতে লাগিলেন, তখন বালক মনে করিল, 'তবে আমিও কেন শিক্ষককে শাসন

---

* এক বাবুর এক ভৃত্য ছিল। ভৃত্যটি অবসর পাইলেই মনিবের এটা সেটা গোপনে সরাইত। বাবু একদিন ভৃত্যকে খুব প্রহার দিলেন। প্রহার খাইয়া ভৃত্য বলিতে লাগিল, আমার গায়ে যদি আপনি হাত তোলেন, তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে আমি কোর্টে নালিশ করিব। বাবু ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া ভৃত্যকে কয়েকটী বেত্রাঘাত করিলেন। বেত্রাঘাত খাওয়া সত্ত্বেও ভৃত্য বলিতে লাগিল,—"আমাকে মারুন ত' দেখি?" মনিব বলিলেন,—"তোকে এত মারিয়েছি, তবু বলিতেছিস্, মারুন ত' দেখি?" তাহাতে ভৃত্য বলিল,—"কোথা আমাকে মারিয়াছেন? আমার পুত্রকে মারিতে পারিয়াছেন কি!" মনিব ভৃত্যের বেয়াদবী দমন করিবার জন্য তাহার পুত্রকে আনাইয়া কয়েক ঘা মারিলেন। তখন ভৃত্য বলিল,—"মারিতে পারিলেন না, আমার স্ত্রীকে মারুন দেখি?" স্ত্রীলোকের গায় হাত তোলা সঙ্গত মনে না করিয়া মনিব তাঁহার বেয়াদব ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিলেন। ভৃত্য তখন সকলের কাছে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"বাবু আমাকে এক ঘা'ও মারিতে পারেন নাই।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে পারিব না?' আচার্য্যগণ যখন অহৈতুক লোক-কল্যাণার্থ অভক্তিবাদের দোষ দেখাইতে লাগিলেন, তখন অভক্তিবাদিগণ মনে করিল, কেনই বা তাহারা আচার্য্যগণের বিদ্বেষ ও বিরোধ করিবে না? এইরূপ মনোভাব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া জীবসকলের দুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এদিকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ নানাভাবে সমাজদেহের মেদমাংসমজ্জায় সঞ্চারিত হইয়া নানাপ্রকার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাব্যাধি প্রকাশ করিল। কর্ম্মকাণ্ডের ভস্মস্তূপকে চাপা দিবার জন্য তদুপরি বৌদ্ধস্তূপ রচিত হইয়াছিল, বৌদ্ধস্তূপের উপর আবার প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদের দ্বিতলস্তূপ রচিত হইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিস্ময় উৎপাদন করিল। কিন্তু যে সৌধ ভস্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার চূড়া ভস্মের বিভূতি লইয়া শূন্যে—নিরাকারে লক্ষ্যভেদ করিতে যাইতেছে, সেই রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি কতদূর উচ্চে উঠিতে পারে? বামনদেব বা গদাধরের পাদপদ্ম ব্যতীত কর্ম্মকাণ্ডের ভস্মস্তূপ আর কিছুতেই চাপা পড়িতে পারে না। যদিও আপাত প্রতিযোগিরূপে গদাধরের পাদপদ্মের গড়ের বাহিরে ভস্মস্তূপ বর্ত্তমান, তথাপি তাহার দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের সমাধি হয় নাই, একমাত্র গদাধর-পাদপদ্মসেবায়ই কর্ম্ম প্রশমিত হইয়াছে—কর্ম্মের কুফল বিদূরিত হইয়াছে—কর্ম্মবাদ কৃষ্ণকর্ম্ম বা সেবায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কর্ম্মযজ্ঞের ভস্মস্তূপ যখন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গদাধর-পাদপদ্মের অভিন্ন অবতার শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের অপ্রাকৃত নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা হেলায় উন্মূলিত হইল, তখন জীবের চিত্ত-দর্পণ-পরিমার্জ্জনের এক অভূতপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কৃত হইল। জীবমাত্রের নিত্যপ্রয়োজনের—পরমপ্রয়োজনের—একমাত্র অদ্বিতীয় প্রয়োজনের বার্ত্তা, প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায় ও উপেয় জগতে প্রকটিত হইল। শ্রীচৈতন্যদেব তাৎকালিক কোনও প্রয়োজনের জন্য অবতীর্ণ হন নাই, তাৎকালিক যে-সকল প্রয়োজন ছিল, সেগুলি অবতারী শ্রীচৈতন্যের দেহে অবস্থিত অংশ-অবতারগণের দ্বারাই অনায়াসে ও আনুষঙ্গিকভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। নিজ-ভজনমুদ্রা-প্রদানরূপ জীবের নিত্যপ্রয়োজন-বিতরণের জন্যই শ্রীচৈতন্যাবতার। এ-সকল কথা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য ইতর অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের চিন্তায় আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় আমরা সেই সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না—শুনিতে পারিতেছি না—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাবে শুনিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। সুতরাং যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সিদ্ধান্তকে তাৎকালিক যুগোপযোগী এবং আধুনিক যুগের পক্ষে পচা-সংবাদ (Stale news) মাত্র বলিতে চাহেন, জানিতে হইবে, তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন না কোনও অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনে বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যুগধর্ম্ম কি সনাতন, না আধুনিক কোন ব্যাপার ?

চরম, পরম, নিত্য, সনাতন প্রয়োজন অধুনাতন কালে আমাদের দ্বারে দয়া করিয়া অতিথি হইয়াছেন বলিয়া আমাদের তাঁহাকে 'সেকেলে' বলিবার ছলনায় তাঁহার প্রতি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবার একটা বহির্মুখিনী নৈসর্গিকী প্রবৃত্তি আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সূর্য্য সনাতন বলিয়া, জাহ্নবী সনাতনী বলিয়া, বায়ু সনাতন বলিয়া 'সূর্য্যের কিরণ, জাহ্নবীর ধারা, বায়ুর প্রবাহ আর বর্ত্তমান কালোপযোগী নহে, ইহা সেকালের প্রয়োজনানুরূপই ছিল' বলিলে জীবনধারণের মৌলিক উপাদান তেজঃ, জল, বায়ু প্রভৃতিকে অস্বীকার করার দরুণ আত্মহত্যাই ফল-লাভ হইবে। আমরা আত্ম-হত্যাকে 'প্রয়োজন' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া জীবনের জীবন-স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্মকে 'তাৎকালিক' বলিবার চেষ্টা করিতেছি !

যুগোপযোগী কি ?

সুতরাং "যুগোপযোগী" বলিতে যে তাহা সনাতনকে বাতিল করিয়া মনগড়া শাস্ত্র, মনগড়া মত, যুগের বহির্মুখ লোকের রুচির সঙ্গে যাহা খাপ খায়, সেইরূপ একটা মত হইবে, তাহা নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাই 'যুগমত' হইয়াছে ! এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—অমুক ঠাকুরের দোহাই, অমুক কর্ত্তার দোহাই, অমুক প্রভুর দোহাই, অমুক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাবুর দোহাই-ই শাস্ত্র হইয়াছে! অমুক বলিয়াছেন,— সুতরাং ভাগবতের কথা নাকচ! অমুকের প্রামাণিকতা কতটুকু, অমুক 'ঠাকুর'-নামধারী, 'কর্ত্তা', 'প্রভু', 'বাবু' কতটা শাস্ত্রের অনুমোদিত, লোকের সেদিকে দৃষ্টি নাই। যেহেতু কোন ব্যক্তি, তাহার কোন না কোন যাদুবিদ্যার প্রভাবে বা গ্রহের গুণে জগতের সংখ্যাধিক্য বা দলবিশেষের সাহায্যে উর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়াছে, সেই সংখ্যাধিক্যের মোহ অপরকেও মুগ্ধ করুক, লোকের উপর এইরূপ একটা অন্যায় ও অবৈধ পীড়াপীড়ি হইতেছে। বহির্ম্মুখ লোকেরও তাহাতে এইরূপ একটা মোহ ও স্বাভাবিকী রুচি উৎপন্ন হইয়াছে যে, সেই মোহ ও উত্তেজনায় পড়িয়া তাহারা যে-ঠাকুরের দোহাই দেয়, তিনি কতটা সনাতন শাস্ত্রের অনুগামী, তাহা দেখিবার মত অনাবৃত বৃত্তিটা তাহাদের স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তৎস্থানে ঐ সকল ঠাকুর প্রভৃতি নামধারীর নানাপ্রকার বুজরুকীই অলৌকিকতার নামে লোকের বিচারবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে দূরে পাতিত করিতেছে। ঐরূপ মনো-ধর্ম্মই 'যুগধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ও হইতেছে! সরস্বতী ঐ সকল ব্যক্তির মুখে একদিকে ঠিক কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, কলিধর্ম্মই যুগোচিত ধর্ম্ম হইয়াছে!!

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বা প্রকৃত শ্রীচৈতন্যদাসগণ কিম্বা তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠ এইরূপ বিচারকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যুগোপযোগী বলেন না, কিংবা সনাতনের একটা মৌখিক দোহাই দিয়া, সনাতনকে জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাগানের মালী বা রাইয়ত করিয়া সনাতনের নামে যথেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতার মনোধর্ম্মকে গণবাদের ভোটের দ্বারা সমর্থন করাইয়া যুগোপযোগী বলিতে চাহেন না। সূর্য্যের কিরণ, বায়ুপ্রবাহ, জলধারা—প্রাচীন বস্তু; কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে কেহ যদি সূর্য্যকিরণকে, বায়ুপ্রবাহকে, জলধারাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখিয়া মানুষের নিকট অধিক সুলভ করিয়া দিতে পারে, তাহাতে সনাতনের প্রতি বিদ্রোহ হয় না। ভাগীরথীর জল সকলের দ্বারে দ্বারে বিতরণের জন্য যদি জলের কলের ব্যবস্থা হয়, তাহার দ্বারা গঙ্গার কিছু বিকৃতি হয় না—পতিতপাবনী গঙ্গা, যিনি সকল বস্তুকে শুদ্ধ করেন, তিনি অশুদ্ধা হইয়া পড়েন না—গঙ্গার তাহাতে পাবনত্ব হ্রাস হয় না; সূর্য্য ও বায়ুকে সর্ব্বত্র সুলভ করিবার জন্য যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সকল প্রবাহের প্রতিবন্ধকগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা সনাতনের সনাতনত্ব বিস্তারের আনুকূল্যই করা হয়, সনাতনকে বিকৃত, সনাতনকে বিপর্য্যস্ত বা সনাতনের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা হয় না।

(৮) শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য সনাতন নহে, উহা অভিনব

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য যেটুকু আপাত-দৃষ্টিতে 'অভিনব' মনে হয়, সেইটুকু ঐরূপ ভাবে সনাতনের সনাতনত্ব সম্পূর্ণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবে অটুট রাখিয়া সনাতনকে সর্ব্বত্র সুলভ করিয়া দিবার চেষ্টা—ইহাই অপর ভাষায় সনাতনকে যুগের যোগ্যতানুযায়ি-রূপে প্রকট করা। এই বিষয়টী অনেকে ধরিতে না পারিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার-প্রচার-দর্শনে আর একটী ভুল করিয়া বলেন,—

(৯) আর একটী ভুল—শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিষয়-বাহনগুলি ব্যবহার করেন কেন?

"শ্রীচৈতন্যদেব ত' মোটর-যান ব্যবহার করেন নাই, রেলগাড়ী ব্যবহার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহার করেন নাই, সাময়িক পত্র প্রচার করেন নাই, মঠ করেন নাই, রাজা-মহারাজার দ্বারে যান নাই, জনসঙ্গ করেন নাই; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐ সকল করেন কেন?"

সমাধান ঃ—পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, 'সনাতনে'র সনাতনত্ব অটুট রাখিয়া সনাতনকে 'সুলভ' করিয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের যুগোপযোগী দান। লোকের যুগোপযোগী ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকে শ্রীগৌড়ীয় মঠ যুগোপযোগী দান মনে করেন না।

আর একটি পূর্ব্বপক্ষ

এখানে একশ্রেণীর লোক আসিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলিতে পারেন,—"মানিলাম যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ মোটরযান,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক যান, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক দান-সমূহ ব্যবহার করিয়া হরিভক্তি-প্রচারকে বহুলোকের নিকট সুলভ করিয়া দিতেছেন, অতি অল্প সময়ে অত্যধিক লোকের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথাগুলি পৌঁছাইতে পারিতেছেন ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ত' মোটরযান ব্যবহার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্রও চালান নাই, সাময়িক পত্রিকাও প্রচার করেন নাই, তবে তাঁহার কথা কিরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়াছে ? সুতরাং মোটরযান প্রভৃতি প্রচার-সুলভতার কারণ হইতে পারে না।"

সমাধান :—কথাগুলিতে খুব সমবেদনা-আকর্ষক আপাতযুক্তির বহর আছে, মানিলাম। আচ্ছা, আরও একটু বহিষ্কৃতার সহিত অগ্রসর হইয়া দেখি, প্রত্যেক যুগই একটা অনুপাত (proportion) ও আদর্শের (standard এর) মান-দণ্ড লইয়া যুগ রচনা করে। সেই সেই অনুপাত (proportion) ও আদর্শের (Standard এর) সহিত যাহারা সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে না, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। মনে করুন, ব্রহ্মলোকে যেখানে ব্রহ্মার পরমায়ু ব্রহ্মপরিমিত শতবৎসর অর্থাৎ মানবপরিমিত ৩১১০৪০০০০০০০০০০০ বৎসর, সেখানে যদি কোনও শতায়ু মানব ব্রহ্মার অন্তেবাসী হইয়া ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হন, তবে ঐ মানবের দ্বারা ব্রহ্মার সেবা হইতে পারে কি ? মানব-পরিমিত শতবৎসর পরমায়ু ব্রহ্মার পরিমিত শতবৎসর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরমায়ুর নিকট নিমেষকালও নহে। ব্রহ্মার সেবা করিতে হইলে ঐ মানবেরও ব্রহ্মার সমকক্ষ পরমায়ু * বা ব্রহ্মলোকের উপযোগী পরমায়ু-বিশিষ্ট হইতে হইবে, নতুবা সেবা হইবে না। কলিযুগের পরিমিত পরমায়ু বা শারীরিক গঠন, উপকরণ প্রভৃতি দ্বারা সত্যযুগের পরিমিত পরমায়ু বা আকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির সেবা হয় না। কলিযুগের পরিমিত হস্তের সাড়ে তিনহস্ত মনুষ্য সত্যযুগের পরিমিত হস্তের সাড়ে তিনহস্ত মনুষ্যের অঙ্গসেবা করিতে পারে না। মনে করুন, কোন এক দস্যুর দল বহু অর্থ লুণ্ঠন-পূর্ব্বক মোটরযানারোহণে পলাইতেছে, ঐ দস্যুদলকে ধরিতে হইলে শাসক-সম্প্রদায়কে যদি পদব্রজে হাঁটিয়া বা দৌড়াইয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে দস্যুদল ধরা পড়িবে না; দস্যু-সম্প্রদায়কে ধরিতে হইলে শাসক-সম্প্রদায়ের তদপেক্ষা অধিকতর দ্রুততর যান আবশ্যক। কিন্তু দস্যু-সম্প্রদায় সর্ব্বদাই শাসক-সম্প্রদায়কে হাঁটিয়া যাইবার অর্থাৎ তাহাদের সমকক্ষ বা তাহাদের অপেক্ষা অধিক গতিবিশিষ্ট উপকরণ হইতে বঞ্চিত থাকিবার পরামর্শই দিবে। কারণ, তাহা হইলে তাহারা বেশ সুবিধা-

* সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি,—এই চতুর্যুগকে দিব্যযুগ বলে। মানবমানে তাহা ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প। উহাই ব্রহ্মার একদিন। কল্পান্তে যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রহ্মার রাত্রি বলে; ব্রহ্মরাত্র ঐ পরিমাণ। এইরূপ ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মার একমাস, দ্বাদশ মাসে বৎসর এবং পঞ্চাশৎ বর্ষে এক পরার্দ্ধ। এইরূপ দ্বি-পরার্দ্ধ-কাল ব্রহ্মার পরমায়ু।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন্ত নির্ব্বিবাধে পলাইতে পারিবে। আমাদেরও অবস্থা তাহাই হইয়াছে; আমরা কৃষ্ণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া পলাইতেছি, শ্রীগৌড়ীয়মঠ যাহাতে আমাদিগকে না ধরিতে পারেন, তজ্জন্যই আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানার্থ আমরা উপদেশকের সজ্জায় গৌড়ীয়মঠকে তাঁহাদের হরিসেবার সর্ব্ব অনুকূল উপকরণ হইতে বঞ্চিত করিবার দুরভিসন্ধি পোষণ করি! কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ন্যায় ক্রূর ও কপট-চরিত্র দস্যুগণকে ধরিবার এত বেশী প্রয়োজন পড়িয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী উপকরণ-সমূহের দ্বারা আমাদের অন্তিম মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল কথা যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এবং বুঝিয়া আনন্দ-লাভ করিবেন, তাঁহারাই 'ভক্তি' বা 'সেবা'-শব্দের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

যে যুগে বিজ্ঞান মোটর, বৈদ্যুতিক যান, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়াছে, সেই যুগে যদি কেহ সেকেলে নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠার্জ্জনের জন্য একদিনের পথ যানবাহনে যান, টেলিগ্রাফ ব্যবহার না করিয়া ২ বৎসর হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়া হরিসেবার সেই কার্য্যটী করেন, তাহা হইলে তাহা বোকামী ও হরিসেবার প্রতি ঔদাসীন্যই প্রমাণিত করিবে না কি? যে যুগে যে-পরিমাণ দ্রুত-গতিতে কার্য্য হইতেছে, সেই যুগে তদনুপাত দ্রুতগতিতে চলিয়া যদি কার্য্য না করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হরিসেবার কার্য্যেও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। মনে করুন, কোন মুমূর্ষু হরিকথা-পিপাসু ব্যক্তি কাশ্মীর হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকের নিকট ভাগবত-কথা শুনিবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক লোক প্রেরণ করিলেন; সেই লোকটীর হাঁটাপথে কলিকাতা পৌঁছিতে ৩।৪ মাস কাটিয়া গেল, (কারণ, তাঁহার মতে হরিসেবা-কার্য্যে টেলিগ্রাফ বা রেলগাড়ী ব্যবহার করিবার উপায় নাই—পঞ্চায়েতের মতে ঐগুলি কেবল মানবের ভোগের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইবে) আর শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া,—নদী-নালা সাঁতরাইয়া—রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া ৩।৪ মাসের পর গিয়া কাশ্মীরে পৌঁছিলেন; এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহুপূর্ব্বেই মুমূর্ষু শুশ্রূষু ব্যক্তি ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক কেবল জগতের বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া তাহাদের নিকট 'বাহাবা' কুড়াইবার জন্য যদি তাহাদের ঐরূপ পরামর্শ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কি লাভ হইবে? ব্যক্তিগত ভজন ও প্রচার-কার্য্যের সহিত ভুল করায় ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সমাজের এইরূপ শত শত ভ্রমোৎপত্তি হইতেছে।

ইন্দ্রিয়তর্পণ-রত জীবের সাধুত্বের পরিমাপ

শ্রীচৈতন্যদেব ট্রেণ ব্যবহার করেন নাই, মোটরযান ব্যবহার করেন নাই, টেলিগ্রাফ ব্যবহার করেন নাই,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

টেলিফোন ব্যবহার করেন নাই; সে সময় ঐ সকল আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই সময় দোলা ছিল, নৌকা ছিল; শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের সম্বন্ধে চরিত-লেখকগণ ঐ সকল ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন। কেহ যদি বলেন যে, 'শ্রীচৈতন্যদেব নৌকায় না চড়িয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইলেই ত' অধিক সাধুতা প্রকাশ পাইত, রামচন্দ্র খানকে নৌকা সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা মহাপ্রভুর পক্ষে ভাল কার্য্য হয় নাই', ভোগী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ-সম্প্রদায় হরিসেবা-বিরোধের জন্য এইরূপ অনেক কথা বলিতে পারেন; কিন্তু হরিসেবানিপুণ ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ ভাঁশা ত্যাগ বা ভোগের প্রতিষ্ঠার জন্য লোলুপ নহেন। কি ভাবে—কত প্রকারে হরিসেবা হয়, ইহা তাঁহারা ভাল জানেন। যাঁহারা হরিসেবার পরিবর্ত্তে মায়ার সেবায় জীবন পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে হরিসেবা-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় পরিচালিত হইবেন না। ভোগি-সম্প্রদায় বলেন,—'মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অসৎ সাহিত্য, নাস্তিক সাহিত্য জগতে খুব শীঘ্র প্রচারিত হউক, বিস্তারিত হউক—অসৎ সাহিত্য-পূর্ণ সাময়িকপত্র প্রচারিত হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে প্রসারিত করুক; আর যাহাতে হরিকীর্ত্তন খুব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে (তবেই আমরা অবাধ গতিতে ইন্দ্রিয়তর্পণের নৃত্য করিতে পারিব), তজ্জন্য তাহাকে সেকেলে লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত-ভাষার (আমাদেরই কথিত dead

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

language এর) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার হুকুম জারি করিব (ইংরেজী ভাষায় বা জার্ম্মাণ ভাষায় প্রচারিত হইলে সনাতনত্বের ব্যাঘাত হইবে—মহাপ্রভু ত' ইংরেজী ভাষায় প্রচার করেন নাই!)—তালপাতার পুঁথিতে আবদ্ধ রাখিয়া দিতে বাধ্য করিব!" কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুতে ভোগ-বুদ্ধিকারী কৃষ্ণ-সেবা-প্রচারে বিঘ্নকারী, কৃষ্ণসেবা-প্রচারে—বলদেবের কার্য্যে বাধা-প্রদানকারী দুরভিসন্ধিযুক্ত গড্ডলিকার ঐ সকল কপটতা বিদূরিত করিবার জন্যই জীব-দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমান যুগোপ-যোগী বাহন ও উপকরণে সনাতনী অকৈতবা হরিসেবার বাণী প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহাদের গঙ্গা-জলের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নাই অর্থাৎ যাঁহাদের গঙ্গাজলে অপ্রাকৃত বুদ্ধি নাই, তাঁহারাই 'গঙ্গার জল যখন নলের ভিতর দিয়া বিতরিত হইতেছে, তখন নিখিল অপবিত্রতা-বিধ্বংসকারিণী গঙ্গাই অশুদ্ধা হইয়া গিয়াছেন,'—এই ছল দেখাইয়া ডোবা-খানার পচা, রুদ্ধ জল-পানের প্রবৃত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমশীল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বাহাদুরী অর্জ্জন করিতেছেন। অপ্রাকৃত বুদ্ধি সুদুর্ল্লভ সুকৃতিমানেরই হইয়া থাকে, এজন্য জগতের নিকট যাঁহারা হোমরা-চোমরা বড় লোক, বড় ধার্ম্মিক, তাঁহাদেরও এই ভুলই হইতেছে—তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবৈকলক্ষ্য যুক্ত-বিচারটী বুঝিতে পারিতেছেন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্য নিরপেক্ষ; তাহা জগতের লোকের 'বড়-ছোট'-বিচারের সংখ্যাধিক্যের অপেক্ষক নহে।

(১০) আর একটী ভ্রম

শ্রীগৌড়ীয় মঠ দীন-দরিদ্রের কুটীর হইতে রাজ-প্রাসাদের মহারাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকলের নিকটই শ্রীচৈতন্যের সনাতনী বাণী প্রচার করিতেছেন। কিন্তু অভিযোগ—"শ্রীগৌড়ীয় মঠকুটীরবাসী অপেক্ষা প্রাসাদ-বাসীর নিকট অধিক প্রচার করেন, অশিক্ষিত জন-সাধারণ অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট অধিক প্রচার করেন।"

সমাধান ঃ—যাঁহারা এইরূপ অভিযোগ করেন, তাঁহাদের দর্শনে যে একটা আপেক্ষিকতার ছায়াপাত পড়িয়াছে, ইহা তাঁহারা ধরিতে পারেন না। আপেক্ষিকতার ভূমিকা হইতে তাঁহাদের ঐরূপ বিচার হইয়াছে। আর যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপই করেন, তাহাও শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিকীর্ত্তন-প্রচার-প্রসারের আনুকূল্যেই। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি একটী সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে তিনি অতি সহজেই বহু অশিক্ষিত ব্যক্তিকে সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারিবেন, একজন ধনবান্ সত্যপ্রচারে সাহায্য করিলে বহু নির্ধনের সত্য-শ্রবণে সুযোগ হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগগণও বীর সমর প্রতাপরুদ্র, মানসিংহ, মথুরার শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়, বীর-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হাম্বীর, রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যের সময় কত বড় বড় রাজা-মহারাজা হরিকথা-প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া বহু নির্ধন ব্যক্তির হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত পুরুষগণ সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া—শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবাদিরাজ বহু বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মে আনিয়াছিলেন বলিয়া বহু অশিক্ষিতের সেই সকল কথা শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। এমন কি, গৌড়ীয়-বিচার-বিরোধী অল্পের জড়াপেক্ষা-যুক্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতিও অশোকের ন্যায় নৃপতির সাহায্য ব্যতীত আজ পৃথিবীর ধনী-নির্ধন—সকল ব্যক্তির নিকট এত বিস্তারিত হইত না। রাজ-সাহায্য না পাইলে বৌদ্ধভিক্ষুগণ নালান্দা-বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারিতেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ বৈধ সন্ন্যাসী বা পরি-ব্রাজকের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীহরিসেবা-বিস্তারের জন্য তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার অনুগত গোস্বামি-বৃন্দ সর্ব্বত্যাগী হইয়াও বিভিন্ন লোকের দ্বারা মঠ, মন্দিরাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও নীলাচলে শ্রীগৌর-গোস্বামীর মঠ ছিল। শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীবগোস্বামী—সকলেরই প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ ও শ্রী-শ্রীমন্দির এখনও শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিরাজিত রহিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং নীলাচলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর মঠ, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের মঠ, শ্রীগঙ্গামাতা মঠ প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছে। আর শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। তাঁহাদের এক একটী মঠ আজিও যেন ধরিত্রীবক্ষে এক একটী হরিসেবা-কীর্ত্তির স্মৃতিস্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীমধ্বাচার্য্য তদীয় অষ্ট ব্রহ্মচারি-শিষ্য-দ্বারা এক উড়ুপীতেই অষ্ট মঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য—কীর্ত্তনের মুখ্যতা

কিন্তু এই সকল মঠ হইতেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে—কীর্ত্তনের অনুগত অর্চ্চন, কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনের আদর্শ নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সকল আচার-প্রচারই শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন বিস্তারের হেতু। যে মঠ বা মন্দির হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তনকারীর আবাসস্থলী নহে, তাহাতে আপাততঃ অর্চ্চনের ঘটা থাকিলেও তাহা অচিরেই প্রাণহীন বস্তু হইয়া পড়ে। হরি-কীর্ত্তনই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণবস্তু—ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমগ্র চেষ্টায় প্রতিফলিত। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুকূল্য-সংগ্রহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থ-প্রচার, সাময়িক-পত্র-প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আপাত-দর্শনে গৌণী-প্রতিমা বিষয়-চেষ্টা—সকলই সাক্ষাৎ হরিকীর্ত্তনকে 'কেন্দ্র' করিয়া অবস্থিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র

অসৎসঙ্গ অর্থাৎ হরিকীর্ত্তনের বিদ্বেষীর সঙ্গ-পরিত্যাগ-রূপ উপেক্ষা এবং অজ্ঞতা-ক্রমে হরিকীর্ত্তন-বিরোধী হইলে প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগকে কৃপা, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তনকারিগণের সঙ্গে মিত্রতা, হরিকীর্ত্তন-গুরু মহাভাগবত আচার্য্যের কীর্ত্তনশ্রবণেচ্ছারূপ শুশ্রূষাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র। ইহা অশ্রদ্দধানে নামদান নহে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি জনসঙ্গ করেন?

সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠ 'জনসঙ্গ' অর্থাৎ দুর্জ্জনসঙ্গ করেন না। হরিজনসঙ্গেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অবস্থান। তবে জনগণকে হরিজনসঙ্গের সঙ্গী করাইবার জন্য কীর্ত্তনরূপী দয়া-প্রবৃত্তিকে দ্বার করিয়া স্বকার্য্য-সাধনোদ্দেশ্যে পাটনীর সহিত একযোগে নৌকা পার হইবার ন্যায় তাঁহারা বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে জনসঙ্গ করেন। উহাতে দুর্জ্জন-সঙ্গ হয় না —দুর্জ্জনের দাস্য হয় না—অনুক্ষণ কীর্ত্তনময় অবস্থায় অবস্থিত থাকায় সর্ব্বকার্য্যে গুরুপাদপদ্মের সঙ্গই স্ফুরিত উদিত থাকে।

(১০) শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আর একটি ভ্রম-

দুর্জ্জন-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি বহির্মুখ জনসঙ্ঘের আর একটি ভুল হইয়া থাকে। —"যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥'

—এই শিক্ষা প্রচার করেন, তখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ অন্যলোক, স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করেন; ঘৃণা করা ত' সাধুর লক্ষণ নহে, সকলকে আলিঙ্গন করাই সাধুর কার্য্য, সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য অন্যায়।"

সমাধান :—শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাহাকেও ঘৃণা করেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসৎপ্রবৃত্তি, ভোগ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সকলকে কৃষ্ণসেবক হইতে বলেন—যাঁহারা অসদ্বৃত্তি কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিবেন না, অপিচ কৃষ্ণকীর্ত্তন অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বিরোধ করিবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন। স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা বা আসক্তি অথবা পুরুষ-জাতির প্রতি স্ত্রীজাতির ঘৃণা বা আসক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় নহে। স্ত্রীজাতিই হউক বা পুরুষজাতিই হউক, কাহাকেও বাহ্য স্থূলদর্শনে ভোগ-বুদ্ধিতে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণসেবক-বুদ্ধিতে—গুরুবুদ্ধিতে দর্শন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হরিকীর্ত্তন করেন। স্ত্রীজাতিকে মাতৃ-সম্বোধন বা স্ত্রীজাতিকে শক্তির জাত বলিয়া প্রচ্ছন্ন ও কপট বাউল হইয়াযাওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি এবং মতবাদকেও শ্রীগৌড়ীয়মঠ নিরাস করেন।

(১১) এক ভ্রম হইতে ভ্রম-পরম্পরার উৎপত্তি

যাহা হইতে আর একটি ভ্রমের উৎপত্তি হয়। ভ্রম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাদের আত্মৌপম্যেই কল্পিত হইয়া থাকে। একদল বলেন—'ইঁহারা স্ত্রীজাতিকে হীনচক্ষে দেখেন', আর একদল মনে করেন,—"যখন আমরা যোষিৎ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারি না, তখন অপরের পক্ষেও তাহা সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং ইঁহারা নিশ্চয়ই গোপনে অবৈধ-ব্যাপারে লিপ্ত হন—

'কেহ বলে—এ'গুলা সকল মাগি' খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়॥
কেহ বলে, সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমনে ডাকে এ' অষ্ট-প্রহর॥
কেহ বলে, আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি' খায় লোক লুকাইয়া॥
কেহ বলে, আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥

*　　*　　*

এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব সব কিছু না শুনয়॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

* * *

কেহ বলে, এগুলা দেখিতে না যুয়ায়।
এগুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥
ও-নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেই এই মত হয়, দেখে পরত্তেকে॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এগুলার সঙ্গে তার হেন চৈল চিত॥
কেহ বলে আত্ম বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা॥
আপন শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন॥
ও-কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ?
শত শত বেড়ি' যেন করে মহাবন্দ॥
কোন জপ, কোন তপ, কোন তত্ত্বজ্ঞান।
তাহা না দেখিয়ে, করি নিজ কর্ম্ম-ধ্যান॥
চাল কলা দুগ্ধ দধি একত্র করিয়া।
জাতিনাশ করি' খায় একত্র হইয়া॥

* * *

পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য়॥
পুনঃ ধরি লই' যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহ বা নিবৃত্ত হয় কারো অনুরোধে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেহ বলে ভাই এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি করিয়া সব পাগল হইল॥
'হই হই হায় হায়'—এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অযশ কাহিনী॥
মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র যেথায়।
হেন ডাকাইতগুলা বসে নদীয়ায়॥
শ্রীবাস বামনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গিয়া কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
ও-ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥

*   *   *

চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে
বহির্ম্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৮ম অঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রচারিত শুদ্ধ কীর্ত্তনস্রোত পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলে বহির্ম্মুখগণের ঐরূপ কুবাক্য ও ব্যবহারের পর্ব্বও পুনরাবৃত্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের অকৃত্রিমতা ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর বিপথগামী লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ হইয়া কখনও সাধকোচিত ব্যবহার-লীলা প্রদর্শন করায় কেহ কেহ আবার তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বৈধ 'ধীর' সন্ন্যাস বা 'বিবিৎসা' সন্ন্যাসের আচরণ শিক্ষা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রদর্শনার্থ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর একজন সাধক-সন্ন্যাসীর ন্যায় রাজদর্শন, বিষয়িদর্শন ও স্ত্রীদর্শন হইতে বিরত হইয়াছেন—উহাদিগকে বিষভক্ষণ হইতেও অনিষ্টকারক বলিয়াছেন—পাছে লোকে ভোগবুদ্ধি বা প্রকৃতি-দর্শন-স্বভাব-বুদ্ধি অন্তরের অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত করিয়া বাহিরে হরিসেবা, মহাপ্রভুর সেবা বা বৈষ্ণব-সেবার ছলনায় ভিক্ষাদি সংগ্রহ করে, তজ্জন্য ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন—স্বয়ং জগদানন্দের আনীত চন্দনাদি তৈল, বা অভীপ্সিত শয্যাদি গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিবার লীলা দেখাইয়াছেন। ইহা দেখিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতকুলধুরন্ধর পর্য্যন্ত প্রথম মুখে মহাপ্রভুকে সাধক সন্ন্যাসিভ্রমে বলিয়াছেন—

——ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হবেক রক্ষণ॥
নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ)

মহাপ্রভু আত্মদৈন্যচ্ছলে বহির্ম্মুখের নিকট আত্ম-গোপন করিবার জন্য কখনও কখনও বলিতেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম),—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"* * মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
'কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব কহ' তাঁহারে পুছিল॥"

এই সকল কথা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়া ফেলিয়াছেন—মনোধর্ম্মে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'মহাপ্রভু একজন মায়াবাদি-সন্ন্যাসী (!) ছিলেন', 'তিনিও একজন সাধক জীব (!!) ছিলেন' ইত্যাদি।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন, কেন না তিনি মহাপ্রভুতে সাধকোচিত মর্য্যাদা-পালন দেখিতেন; কিন্তু রায় রামানন্দের প্রতি মিশ্র শ্রদ্ধাহীন হইয়াছিলেন; কারণ রায় রামানন্দ সাধকোচিত মর্যাদা-পালনাচার প্রদর্শন করিতেন না। মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী নবদ্বীপ-বাসী জনৈক ব্রাহ্মণেরও ঐরূপ বিচার হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ ব্রাহ্মণ বিধির মর্য্যাদা-রক্ষণকারী মহাপ্রভুর আচারে সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু নিত্যানন্দের আচারে ব্রাহ্মণের সন্তোষ হইত না—শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্রে ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইয়াছিল।

মহাপ্রভু সাধকোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য—
"তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক, দুই হয় নাশ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

—এই বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক একদিকে যেমন নিজ ব্যবহার-দ্বারা একরূপ বিচার প্রকটিত করিলেন, আবার লোকে তাঁহার উত্তমাধিকারী ভক্তগণকে সাধকের পর্য্যায়ে টানিয়া আনিয়া পাছে তাহাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বা আচার মনে করে, এইজন্য ভগবান্ তাঁহারই ভক্তগণের দ্বারা মহাভাগবতোচিত লীলা প্রকট এবং স্বয়ং উহার তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করিয়া সুকৃতিসম্পন্ন লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন। যখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও প্রভুর মহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আচরণ বৈধ বা সাধকোচিত আচরণ নহে বলিয়া প্রভুর নিকট অভিযোগ করিলেন, তখন মহাপ্রভু জানাইলেন, বহির্ম্মুখ লোকের যাহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহাই অসত্য, বঞ্চনা, ভ্রম; বা ভগবৎসেবা, ভক্ত-স্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপের উপর আবরণ। নীতি-পরায়ণ বহির্ম্মুখলোক মনে করেন যে, ভগবান্ বা অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্ত তাঁহার বহির্ম্মুখ মনের দ্বারা কল্পিত ভাল-মন্দের ছাঁচে, কিংবা তিনি শাস্ত্র পড়িয়া যতটুকু অর্থ বুঝিয়াছেন, সেই গণ্ডির মধ্যে অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্ত ও ভগবৎ-স্বরূপ আবদ্ধ হইবেন; যদি না হন, তাহা হইলে তাঁহারা "ভক্ত ও ভগবান্" শব্দ হইতে খারিজ হইয়া যাইবেন। এইরূপ লোক-ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দাস্যে কখনও অধোক্ষজ ভক্ত ও ভগবান্ নমিত হন না। নীতি-বাদী বা গীতা-পারপাঠী নীতিশাস্ত্রের উপদেশ, অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" শ্লোকাদি পাঠ করিয়া যে তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, তদ্দ্বারা যদি তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্ স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণকে বাধ্য করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব বা যথার্থ অবিমুক্ত স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত হইবেন। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবক-সূত্রে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি গৌর-পার্ষদবৃন্দ লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণময়ী ধারণায় যাহা বিপ্লব আনয়ন করে, এইরূপ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভাগবতস্বরূপ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, যে-প্রভুর দাসগণ পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ লোক বা তথাকথিত শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণের বশ্যতা স্বীকার করেন না বা তাহাকে ভক্তির স্বরূপ বলেন না, সেই প্রভুর আসন কত উচ্চে। সেই প্রভু কেন, সেই প্রভুর নিত্যদাসগণ—নিত্যপার্ষদগণও সাধক জীব নহেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর (শ্রীচৈতন্যভাগবত অষ্টম অধ্যায় ১৭০—১৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই সকল কথা আমরা সকলে ধরিতে পারিব না, কারণ আমরা ভাঁশা বা একদেশী বিচার বুঝি, নিজেরা হরিপাদপদ্মে অকপটভাবে যুক্ত নহি বলিয়া যুক্তবিচারটী বুঝি না। ঐ সকল কথা বলিতে গিয়া আর একটি বিপদেরও সম্ভাবনা আছে,—যত ভণ্ড, কৃত্রিম, আনুকরণিক ব্যক্তি ঐ সুযোগে তাহাদের অবৈধবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর পাইয়া বসে। তাহারাও মর্য্যাদাপথ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যথেচ্ছা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চারী, উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়া পড়ে। এজন্যই প্রথম-মুখে অনর্থগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জন্য মর্য্যাদা ও শাস্ত্র-শাসনের ব্যবস্থা। কিন্তু তাহা যদি অনর্থমুক্ত ব্যক্তিতে অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তবে একদিকে ঐ ব্যবস্থার দ্বারা যতটা সুফল সম্ভাবনা ছিল, অপরদিকে তদপেক্ষা অধিকতর কুফল ঘটিয়া বসে। এজন্য সর্ব্বদা অকৃত্রিম সাধুর সঙ্গ আবশ্যক। নিষ্কপটতা ও সুকৃতি থাকিলে জীবের ভাগ্যে অকৃত্রিম সাধুসঙ্গ ঘটে, নতুবা অসাধুতে 'সাধু' ভ্রম ও সাধুতে 'অসাধু' ভ্রম হয়। অকৃত্রিম সাধুর সঙ্গে অকপট ভজন করিতে করিতে খাঁটি ও মেকীর জহুরী হওয়া যায়।

খাঁটি ও মেকী চিনিবার কোনও বাঁধা-বাঁধি নিয়ম নাই। কেবল শাস্ত্র-পাঠ, কেবল-নীতি, কেবল বাহ্যাচার-দ্বারা সাধু চিনা যায় না। বহুমূল্য গজমুক্তা অপেক্ষা কৃত্রিম কাচমুক্তা অনেক সময় অধিকতর উজ্জ্বল ও সুন্দরতর প্রতিভাত হয়; কিন্তু যিনি প্রকৃত জহুরী, তিনিই কোন্‌টী প্রকৃত গজমুক্তা, তাহা চিনিতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচারে, প্রচারে পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় দৃষ্ট হয়। একদিকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মর্য্যাদার দৃষ্টান্ত শাসনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে যাহাতে প্রকৃত মহাভাগবতগণের নিরপেক্ষ কীর্ত্তনময় স্বতন্ত্র চরিত্রকে লোকে ভুল করিয়া সাধকোচিত চরিত্রমাত্র জ্ঞান না করেন—নিত্যসিদ্ধ প্রকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতগণকে সাধক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বদ্ধজীবমাত্র বিচার না করেন—নিত্যানন্দ-গৌরপার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনকে, শ্রীরঘুনাথকে সাধক জীব, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধকসন্ন্যাসী মাত্র জ্ঞান না করেন, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে জড় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের অসমোর্দ্ধত্ব ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যটী বুঝিবার, শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে নানা প্রকার ভুল করিয়া থাকেন।

আর একটি ভ্রম (১২)—শ্রীগৌড়ীয় মঠের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগদ্বাসীকে মাল্য, গন্ধ, বাস ও অলঙ্কার-সমূহ কৃষ্ণপ্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার শিক্ষা প্রদান করায় মূঢ়জনগণ তাঁহাকে "বিলাসপর" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ছিল না। আবার যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা হরি-সম্বন্ধি বস্তুর পরিত্যাগকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার্য্যবিষয়ে আনন্দ লাভ করিতেন।

বিধিশাস্ত্রমতে সন্ন্যাসী মাল্য-গন্ধ-তাম্বূলাদি বিলাস-সহচর বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে অকালপক্ক অহঙ্কারী প্রাকৃত সহজিয়াগণ নির্ব্বিবাদে প্রসাদ-গ্রহণের ছলনায় প্রচুর তাম্বূলাদি ব্যবহার করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনধিকারীর এই প্রকার পরমহংসাচারগ্রহণ সর্ব্বদা গর্হণীয় বলিয়া সাধারণ মূঢ়লোক পারমহংস্যধর্ম্মের মূল আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেও 'বিবিক্ত' বা 'ধীর' সন্ন্যাসি-জ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন।

আধুনিক প্রাকৃতসহজিয়াগণ বলেন, বর্ত্তমান কালে প্রচারিত অমুক সাধু ধাতুদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া বিরক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করায় খুব প্রতিষ্ঠাশালী হইয়াছেন। ভক্ত-সন্ন্যাসীর অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় স্বর্ণরৌপ্য ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। বৈধ বিবিক্ত সন্ন্যাসীর আদর্শ উহাতে দোষ-যুক্ত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্তরে পরমহংসাভিমান রাখিয়া যাঁহারা বাহিরে ধাতুদ্রব্যাদি গ্রহণ না করিবার অভিনয় দেখান, তাঁহাদের অন্তরে গোপনে প্রতিষ্ঠাশা গ্রহণ করে, লোক-প্রতারণা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার্জ্জনের গুপ্ত অভিসন্ধিমূলে তাঁহাদের ঐরূপ আচরণ তাঁহাদের হীনাধিকার ও কপটতাজ্ঞাপক।

বহির্ম্মুখ লোকে নিন্দা করিবে বলিয়া শ্রীভগবানের যাত্রা-মহোৎসব প্রভৃতিতে ধাতুদ্রব্য-গঠিত সামগ্রীর দ্বারা শোভাযাত্রা প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া ভগবানের সেবা-বিষয়ে দরিদ্রতা দেখাইলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরত তথাকথিত সম্প্রদায়-সম্প্রদায় বিপথগামী হইয়া "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্" শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। আধুনিক-কালে রেশমীকাপড়ের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাষায় কৌপীন বা চন্দনমালাদি গ্রহণ যদি কোন ব্যক্তিকে বিপথগামী করিয়া তুলে, তাহা হইলে পরমহংসাচারের কপটতায় তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আর যদি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাশা-রাহিত্যক্রমে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আদর্শের কোন অংশ পরমহংসাচারে অবস্থিত কোন মহাভাগবতে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিয়া লইতে পারেন। ভাগ্যহীন ব্যক্তি তাহা না বুঝিয়া নিজের অকল্যাণ বরণ করে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ?

শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সকল যুক্তবিচারের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া—শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত মহা-উদারতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে ইন্দ্রিয়তর্পণকারী যথেচ্ছাচারিতার ভূমিকা হইতে দেখিতে গিয়া আমরা কৃপা-পরাকাষ্ঠাকেই সঙ্কীর্ণতা, 'গোঁড়ামী' প্রভৃতি মনে করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয় মঠের অসৎসঙ্গ-ত্যাগের উক্তিকে আমাদের বিচারে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া মনে হইয়াছে। সাধু যদি অসাধুকে উপেক্ষা-দ্বারা দয়া প্রদর্শন করেন, তাহাকে অসাধু-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ণতা বলিলেও উহা সাধুর বাস্তব উদার-হৃদয়েরই পরিচায়ক। উহা দ্বারা অসাধুর তাহার অসাধুত্ব-বিষয়ে কোনও না কোনকালে চিন্তা করিবার অবসর হয়। আর 'অসাধু' যদি তাহার অসাধুত্বকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধুর দ্বারা সমর্থিত দেখিতে] পায়, তাহা হইলে তাহা একদিকে যেমন সাধুর সাধুত্বের লাঘবতাকারক, অপরদিকে তেমনি তাহা অসাধুর মঙ্গলের পরিপন্থী। ব্যবহারিক সমাজেও কোনও গৃহস্থ ব্যক্তি সমাজের অনুমোদিত শিষ্টব্যবহারের বিপরীত কার্য্য করিলে তাহাকে একঘ'রে করিবার অর্থাৎ-ঐরূপ সমাজ-নিয়ম-লঙ্ঘনকারীর সহিত অপর শিষ্টসামাজিক-গণের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সমাজ-নিয়ম-লঙ্ঘনকারীকে শোধনের উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়। কিন্তু যাহারা উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী, তাহারা ঐরূপ কার্য্যকে সামাজিকগণের সঙ্কীর্ণতা বলে। তথাকথিত সমন্বয়-বাদের যুগে আজকাল তথাকথিত অনেক সংশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের এইরূপও মনোভাব হইয়াছে যে, গৃহলক্ষ্মীগণের পাতিব্রত্যের আদর্শ এবং পুরুষগণের নৈতিক জীবন সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের আদর্শমাত্র, তাহা স্বাধীনতার পরিপন্থী। সুতরাং যে-যুগে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতাই 'উদারতা' বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, সেই যুগের মনোভাব যে গুপ্ত অম্বুরূপে গণগড্ডলিকার হৃদয়ে অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া পারমার্থিক ক্ষেত্রেও আত্মপ্রসার করিতে না চাহিবে, তাহা নহে।

(১৩) আর একটী ভ্রমঃ—শ্রীগৌড়ীয় মঠ—
বিশ্ব-নিন্দক

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি আর একটি ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ—লোক-নিন্দক, বিশ্ব-নিন্দক। এই ভ্রমটীও পূর্ব্বোক্ত বিষয় হইতেই উত্থিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীগৌড়ীয়মঠ তথাকথিত সমন্বয়বাদীর ন্যায় লোকের প্রকৃত কল্যাণের দিকে দৃষ্টি প্রদান অপেক্ষা লোকপ্রিয়তার দিকে অধিক দৃষ্টি প্রদান করিয়া অসৎ ও সৎকে সম পর্য্যায়ে গণনা করিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে স্বয়ং কৃতসংকল্প এবং তাহার প্রচারক হইয়াছেন, সেই হেতু শ্রীগৌড়ীয় মঠ—লোক-নিন্দক! কিন্তু যখন কোনও দিন ঐ সকল ব্যক্তির মধ্য হইতেও কোন কোন সুকৃতিমান্ নিষ্কপট ব্যক্তি অসত্যের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাদের জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, তখন তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ তাঁহাদের কত শুভানুধ্যায়ী। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠের ইতিহাসে অঙ্কিত আছে—যাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠকে লোক-নিন্দক, তাঁহাদের রক্ষক গুরুবর্গের নিন্দক প্রভৃতি বলিয়াছিলেন, পরে তাঁহারাই অসৎসঙ্গের প্রভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া সাধুজীবন লাভ-পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে একমাত্র অহৈতুক পরদুঃখদুঃখী উপকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদের আবরণে লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন, তাঁহারা যে লোকের কিরূপ ভীষণ প্রচ্ছন্ন শত্রু, তাহাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছেন। বিশ্ব যখন বহির্ম্মুখতায় আচ্ছন্ন, তখন সেই বিশ্বপ্রাণী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহির্মুখতাকে গর্হণ করিয়া সুদুর্ল্লভ পরম সত্যবাণীর প্রচারককে যে বিশ্ব-নিন্দকের অভিনন্দন-মালা গলদেশে বরণ করিতে হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ অভিনন্দনের পরিবর্ত্তে যদি তথাকথিত সমন্বয়বাদীর মত লোকপ্রিয়তার মালা গলায় বরণ করিতে হইত, তাহা হইলে সুধীসমাজ লোকের তোষামোদকারীকে বঞ্চক বলিতে বাধ্য হইতেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চতুর্থ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কেন ও কাহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই? কাহারা ভুল করিয়াছেন?

সমাধান :—(১) যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণের পথে চলিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনেক প্রকারে হয়,—পাপে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, পুণ্যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; ভোগে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, ত্যাগে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; কুকর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, সৎকর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; অধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; এই দুই প্রকারের ইন্দ্রিয়-তর্পণরত ব্যক্তিই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বুঝিতে পারেন নাই।

এদিকে যেমন কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়ী বুঝিতে পারেন নাই, আবার অন্যদিকে তেমন তথাকথিত ভস্ম-বিভূতিধারী, তিলকফোঁটাধারী, দণ্ড-কমণ্ডলু-কৌপীনধারী, কৃচ্ছ্রতা-সাধনকারী ত্রিসন্ধ্যাহস্তিস্নানকারী ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন নাই।

(২) যাঁহারা গৌড়ীয়-হাসপাতালে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন যে, এখানেও তাঁহাদের ইন্দ্রি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দ্রিয় অনুকূলেই চিকিৎসা হইবে, কিন্তু প্রবেশের অভিনয়ের পরে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণময় চিকিৎসার পরিবর্ত্তে রোগের মূল-উৎপাটনকারী অস্ত্রোপচারহেতু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি প্রতিহত হওয়ায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট, এমন কি, চিকিৎসা ও চিকিৎসকের প্রতিও বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন।

(৩) যাঁহারা নৈসর্গিক হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে অসৎসঙ্গের জলবায়ু-দ্বারা অধিকতর পরিপুষ্ট করিয়া সত্যশ্রবণে বিমুখ হইয়াছেন।

(৪) যাঁহাদের কোনও না কোনও তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন হরি-সেবায় অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হওয়ায়, উত্তরাধিকারি-সূত্রে ন্যায্য প্রাপ্যরূপে কল্পিত সেই ভোগের সামগ্রী তাঁহাদের ভাবী ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিরোধ করিয়াছে।

(৫) যাঁহারা সহিষ্ণু, নিরপেক্ষ, একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া অকপটভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শুনিবার পূর্ব্বেই উপরি-উক্ত কএকপ্রকার সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ যাঁহারা বিভিন্নভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে ইন্ধন-প্রাপ্ত হন নাই) পরামর্শ ও কল্পিত কথা শুনিয়া স্বয়ংসিদ্ধ বিচারক সাজিয়া এক তরফা ডিক্রি ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

(৬) যাঁহারা মোটেই সহিষ্ণুতার সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কথা শুনেন নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বা বহির্ম্মুখ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহা সহজে খাপ খায়, এইরূপ সাধারণ ভ্রম (Common errors), অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিপোষক অন্যান্য প্রচলিত ধর্মের ধ্বজবহনকারী প্রতিষ্ঠানের কল্পিত বিচার, আচার, ব্যবহার, ধর্মের পরিমাপ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বিষয় বা উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম, মঠ বা আশ্রমাদির মোটামুটী ধারণা এই,—"একটি ছবি যোগাড় করা—তাহা যে কোন নায়কেরই হউক্ না কেন, সেই ছবির কাছে ধূপ-ধূনা দেওয়া, একটি মালা যোগাড় করা, জগতের সকল কথারই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে অনুমোদন, জগতের লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণে কোনও না কোনভাবে ইন্ধন যোগাইয়া জগতের নিকট যিনি নাম-জাদা হইয়াছেন, এরূপ একটি লোককে প্রকৃত সদ্‌গুরুর সহিত পাল্লা দিবার জন্য 'গুরু' বলা, গরীব-দুঃখীদিগকে কিছু কিছু দ্রব্যাদি বিতরণ করা, না হয় ২।৪টী গরীব ছেলে লইয়া একটী নৈশ বিদ্যালয় খোলা, অকপট শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অবৈধ অনুকরণে একটু কীর্ত্তন করা, সময় সময় পাঁচ-মিশালে ঠিকাদার বক্তা, গায়ক প্রভৃতির দ্বারা দুই একটা পাঁচমিশালে বক্তৃতা ও গান শুনিবার ব্যবস্থা করিয়া কর্ণপটহে সুখ সঞ্চার করা, শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অনুকরণে অথবা তাঁহাদের সহিত পাল্লা দিবার জন্য একটু খাওয়া-দাওয়ার মহোৎসব করা ইত্যাদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইত্যাদি। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানটা ত' সারাদিনের সাংসারিক পরিশ্রমের পরে একটু বিশ্রামের আড্ডা বা ক্লাব-গৃহ, তাহাতে সকলের সকল কথাই থাকিবে; কৃষ্ণ বিষ্ণু যদি ঐ সকল খোস্‌মেজাজী ব্যক্তিদিগের তামাকটা, পানটা, গল্পের সুখটা, মনের স্ফূর্ত্তিটা যোগাইয়া দিবার মালীর মত কেহ হন, তবে সেই কৃষ্ণ-বিষ্ণু স্বীকার করা যাইবে। যাঁহারা এই সকল প্রচ্ছন্ন মনোভাব লইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে দেখিতে আশা করেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝিতে পারেন নাই বা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(৭) যাঁহারা সত্যকথা শুনিবার জন্য ঐকান্তিক নহেন, জীবনের উপর—সুখ-সুবিধা, কল্পিত ধর্ম্মের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সংসার, সমাজের মৌরসী পাট্টার উপর যত কিছু বিপ্লব আসুক্ না কেন, প্রচলিত ধারণা যতই বিপর্য্যস্ত হউক্ না কেন, জগতের সকল লোকও যদি একদিকে থাকেন, আর অকপট সত্যের নিরপেক্ষ ভূমিকা একেশ্বর হইয়া অন্যদিকে থাকেন, তথাপি অকৈতব, আপাত-কঠোর, আপাতনির্ম্মম বাস্তব পূর্ণসত্যই গ্রহণ করিব—এইরূপ জীবনে-মরণে মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে যাঁহাদের প্রতিজ্ঞা নাই, তাঁহারা কখনও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারিবেন না বা পারেন নাই।

(৮) যাঁহারা লোকের সংখ্যা দেখিয়া 'যেদিকে দল ভারী, সেই দিকে সত্যেরও পাল্লা ভারী,—এই সাধারণ ভ্রমে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা "কোটীবপি মহামুনে", "কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(৯) যাঁহারা জীবের সুনির্ম্মল আত্মবৃত্তির বোল আনা অদ্বিতীয়-স্বরাটের পূর্ণতমা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য না দিয়া যে-পরিমাণে কম দিতে চাহেন বা অনন্ত ভবিষ্যৎকালে চাহিবেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উচ্চতম আদর্শ-প্রচারকে সেই পরিমাণে সাম্প্রদায়িক মনে করিবেন। আর যাঁহারা একমাত্র স্বরাটের অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না করাইয়া নিজের প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই 'ধর্ম্ম' মনে করিয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১০) যাঁহাদের কুলক্রমাগত, বংশপরম্পরাগত, কিংবা আগন্তুক তথাকথিত গুরুবর্গের, ইষ্টবর্গের, বন্ধুবর্গের, আত্মীয়স্বজনবর্গের, ব্যক্তিগত নিজের প্রাক্তনী, অধুনাতনী বা ভাবী ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে কোনপ্রকার বাধা পড়িয়াছে অথবা বাধার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাঁহারা অকপট মঙ্গলে বিবর্ত-বুদ্ধি-ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১১) যাঁহাদের হৃদয়ে কোনপ্রকার পাপ বা অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আছে, যাঁহারা কলিসহচরগণের (দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, স্বর্ণ, মদ, অনৃত, কাম, ক্রোধ, বৈরতা ইত্যাদির) সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও না কোন প্রকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুতে লিপ্ত আছেন, কিংবা যাঁহাদের হৃদয় তথাকথিত ধর্ম-বৃত্তির অভিবাড়ীভাবে আচ্ছন্ন হওয়ায় যাঁহারা স্বয়ংতত্ত্ব স্বরাট্‌কেও তথাকথিত পুণ্যের অধীন, নীতির অধীন করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১২) যাঁহারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যন্ত্র-দ্বারা অনাদি-বহির্মুখ মনুষ্যজাতি, পশুজাতি বা যে কোনও প্রাণীর ভোগদেহ বা ভোগপর মনের সেবাকে ভগবানের সেবা বা ভগবানের সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১৩) যাঁহারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণকে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের সহিত সমান বা তদপেক্ষাও হীন বিচার করিয়াছেন, যাঁহারা ভগবদ্‌বস্তুর সম্বন্ধে মুখে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌', 'স্বরাট্‌' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলেও কার্য্যতঃ বা অন্তরে ভগবদ্‌-বস্তুকে তাঁহাদের অধীন অর্থাৎ তাঁহারা যাহাকে ভ্রম-প্রমাদ-দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 'সত্য' মনে করেন, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির অধীন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্‌কে নপুংসক, হস্তপদাদি-রহিত অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণের সাধক যন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেরাই কৃষ্ণের ভোগ্য পদার্থ ভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন-প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝিতে পারেন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চম প্রসঙ্গ

যাঁহারা গৌড়ীয়মঠকে বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই বা কে কতটা বুঝিয়াছেন ?

যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কথা বুঝিয়াছেন বলেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে প্রকৃত-প্রস্তাবে কতটা বুঝিতে পারিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এই কথা আলোচনাকালে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তিদ্বয় স্মরণ হয়,—

কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যা'র যেন-মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অঃ)

* * *

কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যা'তে অবতারী ॥" (চৈঃ চঃ আদি ২য়)

স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে অনিন্দক হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা যাঁহারা যতটুকু বুঝিয়াছেন এবং আংশিকভাবে হৃদয়ঙ্গম ও স্ব স্ব চরিত্রে অনুশীলন করিতে পারিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে উপরি-উক্ত উক্তিত্রয় উদ্ধৃত হইতে পারে।

আর একশ্রেণী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই; কেবল বাহ্য আচার-বিচার, ঐশ্বর্য্য-প্রকার এবং প্রচারের আনুষঙ্গিক ও গৌণ উদ্দেশ্যকে তাঁহাদের নিজ নিজ বিচারের ছাঁচে ফেলিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ বুঝিয়াছেন,—(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অপর মতের নিরাস করিয়া নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; এই প্রকার হঠাৎ বিচারকগণের কেহ কেহ সচরাচর দৃষ্টান্ত হইতে বিচার করিয়াছেন যে, যেহেতু নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অপর মতকে 'লঘু' করিয়া না দেখাইলে চলে না, তজ্জন্যই গৌড়ীয়মঠ অন্যান্য মতকে নিজ-মত অপেক্ষা খর্ব্ব করিতেছেন!

ইঁহাদের বিচারে বাস্তবসত্যের উপলব্ধি-গত ধারণার একান্ত অভাব। বাস্তবসত্য যে অসমোর্দ্ধ, ইহা তাঁহারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জাগতিক প্রতিযোগী বহু আপাত সত্যের ছবির পারিপার্শ্বিকতায় সর্ব্বদা বাস করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আপাত প্রতীয়মান সত্যগুলি পরস্পর প্রতিযোগী; কিন্তু বাস্তবসত্যের প্রতিযোগী অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহার ঊর্দ্ধে আর কেহ নাই। কাজেই বাস্তবসত্যকে অসমোর্দ্ধ বলায় অপর প্রকৃত বড় সত্যকে 'ছোট' করিবার প্রবৃত্তি, অভিসন্ধি বা চেষ্টা নাই। বাস্তবসত্যকে অসমোর্দ্ধ না বলাই 'সত্য'কে খর্ব্ব করা, সত্যের নিন্দা করা, নিজেকে সত্য হইতে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখা। 'ভগবদ্বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' বলিলে জীব ও জড়জগৎকে ছোট বা তাহাদের নিন্দা করা হইল না, বরং তাহাতে ভগবদাশ্রিত, অসমোর্দ্ধ তত্ত্বাশ্রিত জীব ও জগতের গৌরবই বর্দ্ধিত হইল। যাঁহাদের অসমোর্দ্ধ সত্যগ্রহণে ন্যূনাধিক বিমুখতা আছে, তাঁহারা এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়া অসমোর্দ্ধ সত্যের প্রশংসাকে 'নিন্দা' বা সঙ্কীর্ণ 'সাম্প্রদায়িকতা', 'গোঁড়ামী' প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসমোর্দ্ধ বাস্তব-সত্যের প্রচারক। সেই অসমোর্দ্ধ বাস্তব-সত্যের স্বরূপ যেখানে বিকৃতভাবে, অসমাগ্‌ভাবে বা আংশিকভাবে প্রকাশিত, তাহা প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতব বাস্তব-সত্যের পূর্ণতম স্বরূপ আবিষ্কার ও প্রচার করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃত্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা যাঁহারা বুঝিয়াছেন মনে করেন, তাঁহাদিগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা এই (২)—শ্রীগৌড়ীয়-মঠ আর কিছু করুন, আর না-ই করুন, এই যে লোকদিগের জন্য বারমাস মহাপ্রসাদের অন্নসত্র খুলিয়া রাখিয়াছেন, উৎসবে দীন-দুঃখী-দরিদ্রকে ভোজন করান, এটী খুব ভাল কায করিতেছেন।

কেহ বলেন,—(৩) শ্রীগৌড়ীয়মঠের কল্যাণে বৈষ্ণব-দিগের খুব সম্মান হইল, ভদ্রলোকে পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি নাসিকা কুঞ্চন করিত। ইত্যাদি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আমাদের বিভিন্ন মনোধর্ম্ম—

কেহ আবার বলিতেছেন, গৌড়ীয়-মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহ্যিক কথা বলিতেছেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় কথা—মহাপ্রভুর প্রীতির কথা, প্রেমের কথা গৌড়ীয়মঠ বুঝেন নাই; গৌড়ীয়মঠের লোক অধিকাংশই সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস-মার্গে, মর্য্যাদামার্গে, ঐশ্বর্য্যমার্গে ঐ সকল কথা বুঝা যায় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে এইরূপ কেহ কেহ নানাপ্রকার 'মুরুব্বিয়ানা' করিয়া থাকেন। ইঁহারাও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে—শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের ধারা ও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কিছুই বুঝেন নাই।

আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলে কল্পিত গৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য

কেহ বুঝিয়াছেন,—"গৌড়ীয়মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মকে একটা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নূতন প্রণালীতে নূতনভাবে প্রচার করিতেছেন ;" কেহ বুঝিয়াছেন,—"গৌড়ীয়মঠের প্রচারে আমাদের অনেক ব্যয় বাঁচাইবার নজির পাওয়া গিয়াছে, আমরা দান-ধ্যানাদিকে 'কর্ম্মমার্গ' বলিতে শিখিয়াছি, ঐরূপ যুক্তিবলে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা নিজেদের ধনকোষ বা ভোগ বৃদ্ধি করিতে পারিব, আমাদিগকে আর তথাকথিত গুরু-পুরোহিত (?), পাঠক, বক্তা, গায়ক কাহাকেও যখন কোন প্রকার দক্ষিণা দিতে হইবে না, তখন গৌড়ীয়মঠেরও আমাদের নিকট আর হরিসেবার্থ অর্থানুকূল্য গ্রহণ করিবার উপায় নাই, কারণ, আমাদের হরিসেবায় আনুকূল্য প্রদান না করার যে যুক্তি অস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিয়াই আমরা বলিতে পারিব,—"এ ত' আপনাদেরই প্রচার্য্য বিষয়,—গুরু, গোস্বামী, পাঠক, বক্তার টাকা নিতে নাই ; আপনারা অকপট হরিসেবার্থ অর্থ গ্রহণ করিলে ত' আপনাদেরও ঐ নিন্দিত ব্যক্তিগণের পর্য্যায়েই পড়িতে হইবে ; আপনাদের আচার ও প্রচার পৃথক্ হইয়া যাইবে ; আপনারা হরিসেবার্থ, শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তন প্রচারার্থ কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহাতে একদিকে যেমন আমাদের ভোগ্য অর্থ আমাদেরই ভোগের ভাণ্ডারে থাকিয়া আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইবে, আর একদিকে সাধুদিগকে আমরা তেমনি কষ্ট প্রতিষ্ঠা (?) দিয়া ভোগ্য (?) দিতে পারিব ; আমরা লোকের কাছে বলিতে পারিব—'গৌড়ীয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাই কেবল অর্থে নিস্পৃহ, ব্যবহারিক গুরু-পুরোহিতগণের ন্যায় তাঁহারা অর্থাদির আকাঙ্ক্ষা করেন না, আমাদিগের ভোগের ভাগীদার না হইয়া আমাদিগকে ভোগে খুব সুবিধা দিয়া থাকেন।' এইরূপে বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণ ও যার একদিকে আমাদের কল্পিত-ধারণার সাধুগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ (বিষয়ীর নিকট প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তি-দ্বারা) পরস্পর বেশ চলিতে পারিবে, তাহা হইলেই 'তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপ'-এর স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

উপরি-উক্ত মনোধর্ম্মিগণও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝেন নাই—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা ইহারা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ বহির্ম্মুখতার ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিষয়ী বহির্ম্মুখগণের মঙ্গল করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রশ্রয় দান করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণ-সেবা-বিরোধিনী জড়া প্রতিষ্ঠায় পুষ্ট করিতে চাহেন না; উহাতে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন, এক বিষয়ীর ধন-কোষ, ভোগ ও ইন্দ্রিয়তর্পণ বৃদ্ধি করিয়া অপর বিষয়ীকে বঞ্চিত করা এবং বিষয়ীর অনর্থে আপনাদিগকে পরিপুষ্ট বা বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করা ভগবদ্ভক্তি নহে—উহা ভক্তিধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিচার ও আচার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌড়ীয়মঠের যুক্ত বিচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠ শাস্ত্র ও সাধুগণের সঙ্গত বিচারানুসারে বলেন,—বিষয়ীর যেরূপ কৃষ্ণসেবা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ-নামকীর্ত্তনপ্রচারকে সঙ্কুচিত করিয়া তথাকথিত গুরু-পুরোহিত নামধৃক্ অপর প্রচ্ছন্নভোগি-বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে অর্থের অপব্যয় অর্থাৎ অর্থের দ্বারা অনর্থ ক্রয় করিবার উপায় নাই, তদ্রূপ সেই অর্থ নিজের বা নিজের বহির্মুখ তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের ভোগে ব্যয় বা ব্যয় বন্ধ করিয়া নিজের ধনকোষ-বৃদ্ধিরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করিবারও উপায় নাই। উক্ত উভয়বিধ কার্য্য-দ্বারাই অনর্থ পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহা দ্বারা পরমার্থ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ অকৈতব হরিকথা-প্রচারেই বিষয়ী তাঁহার যাবতীয় অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন। একমাত্র অকপট হরিকথা-প্রচারে অর্থাহুতি বা তজ্জন্য অর্থভিক্ষা ভোগী ও অনর্থ-গ্রস্ত জীবের কিংবা কর্ম্মমার্গীয় বা তদনুবর্ত্তিব্যক্তিগণকে দান বা তাঁহাদের নিকট প্রতিগ্রহ-স্বীকারের ন্যায় অনর্থময় কার্য্যবিশেষ নহে।

অর্থের বা উপকরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার কি?

হরিকথা-প্রচারে যাঁহার যে উপকরণ আছে, তাহা নিযুক্ত করা ব্যতীত এই জগতের উপকরণ বা উপাদান-গুলির আর কোন শ্রেষ্ঠ সার্থকতাই থাকিতে পারে না। অর্জ্জন-ক্রিয়া কেবল নিজতাৎপর্য্যপর হওয়ায় সেখানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয় প্রচ্ছন্নভাবে ভোগপ্রবৃত্তি প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু যেখানে কোন অকৈতব গৌরজনের আনুগত্যে অকৈতব হরিকথা-কীর্ত্তনের অনুশীলন হয়, সেখানে কাহারও ব্যক্তিগত ভোগ বা ত্যাগের অবসর না থাকায়, তাহাতেই সর্ব্ববিধভাবে আনুকূল্য-দ্বারা কি বিষয়ী, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি গৃহস্থ, সকলেরই বাস্তব মঙ্গল হইতে পারে।

শ্রবণের অভাবেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা বাস্তব-সত্য-সম্বন্ধে জগতের লোকের ভ্রান্তি

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিষয় সহিষ্ণু হইয়া শ্রবণ ও গভীর-ভাবে অকপট সত্যানুসন্ধিৎসার সহিত তলাইয়া না দেখায় এইরূপ নানাপ্রকার ভুল বুঝিয়াই অনেকে 'সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি' মনে করিয়াছেন।

শ্রবণবঞ্চিত জগতের শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে অন্যান্য মনোধর্ম্ম

কেহ বুঝিয়াছেন,—'শ্রীগৌড়ীয় মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মকেই খুব বড় ও অন্যান্য মতকে ছোট করিয়া দিতেছেন।' কেহ মনে করেন,—"আধুনিক কালের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতসংখ্যক সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গৌড়ীয়-মঠ কেন 'সকল ধর্ম্মই সমান' এই মত প্রচার করেন না? গৌড়ীয়মঠ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার না করিয়া অন্য মত প্রচার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলেও ত' পারেন ? বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র ধর্ম, আর কোন ধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' নহে, তাহা ত' হইতে পারে না। বৈষ্ণবধর্ম্মের উপরই বা গৌড়ীয়মঠের একটা একচেটে আসক্তি কেন ?"

মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি-সংরক্ষণের যুক্তি

যে নিজে নাচিতে জানে না, সে কিছুতেই নিজের নাচার দোষ স্বীকার করিতে চাহে না ; যতকিছু দোষ হয় উঠানের ! সেই 'নাচিতে না জানাটা' ও উঠানের প্রতি দোষারোপের প্রবৃত্তিটা' যখন ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হয় এবং মাঝে মাঝে সেই প্রবৃত্তি যদি সমষ্টির মধ্যস্থিত কোন নায়কের দ্বারা অধিকতর উত্তেজিত হয়, তখন সমষ্টি বা ব্যষ্টি নিজের ভ্রমের দিকে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে যুক্তি দিয়া বলেন,—"ভ্রম একজনের, দুইজনের হইতে পারে ; তাই বলিয়া ভ্রম কি রাজ্যব্যাপী সকল লোকেরই হইবে ? আর ধরিলাম না হয়, সকল লোকেরই ভ্রম হইল, কিন্তু কত বড় মহাপুরুষ, মহাজ্ঞানী—যাঁহাদিগকে জগতের সকল লোকই একবাক্যে মানে, তাঁহাদিগেরও কি ভ্রম হইয়াছে ? আর গুটীকয়েক তোমরাই কেবল অভ্রান্ত আছ ?"

ভ্রান্তি কিরূপে সমষ্টিগত ও জগতের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে সম্ভব হয় ?

এই কথাগুলির উত্তর খুব সহিষ্ণুভাবে শুনিবার যোগ্যতা মায়াদেবীর বঞ্চনায় আমাদের অনেকেরই নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণ একটুকু শুনিতে আরম্ভ করিলেই সেই "কুকুরের লেজ নাবার যেই সেই"—সেই গণবাদের মোহ—সেই গণবাদের পূজ্য প্রতীকের মোহ আসিয়া পুনরায় আমাদিগকে "যথা পূর্বং তথা পরং" করিয়া তোলে।

'ভ্রম' যে কেবল ব্যষ্টিগতই হইবে, সমষ্টিগত হইবে না, তাহা কে বলিল? এই জগতের ভ্রমগুলি অধিকাংশই সমষ্টিগত। মায়াদেবী আমাদিগের প্রায় শতকরা শতজনকে এই জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া আমাদের সমষ্টিগত ভ্রমই প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সমষ্টিগত ভ্রমের যোগ্যতানুযায়ী শাস্ত্র ও মহাজনেরও অভাব নাই। বিরোচন, শুক্রাচার্য্য, কণাদ, গৌতম, জৈমিনী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সমষ্টির নিকট কত বড় বড় নামজাদা 'মহাজন' বলিয়া প্রচারিত। সমষ্টিগত বহির্মুখতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবার জন্য যুগে যুগে কত বিমুখশাস্ত্রের প্রচার হয়। ঐ সকল সংখ্যাধিক্যের চাপে ও মোহে পড়িয়া যাঁহারা বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারা কোন্‌টী বাস্তব সত্য, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা অকৈতব সত্যানুসন্ধিৎসু বুদ্ধির খেই হারাইয়া অবশেষে একটা গোজামিল দিয়া বলেন,—"সবই সমান, সবই ঠিক"।

'সকলধর্ম্মই—সমান', এই প্রচলিত গণমতের সমালোচনা

যাঁহারা দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের মধ্যে যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পার্থক্য, তাহা সহিষ্ণু ও অকপট হইয়া বিচার করেন না, তাঁহারা যে 'সকল ধর্ম্মই সমান' বলিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? দেহধর্ম্মও যাহা, আর আত্মধর্ম্মও তাহা বলিলে কি নিত্যানিত্য বিচারে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইল না ? আমরা সকলেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানি, সাধারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাই, দেহ ছয়প্রকারের বিকারের অন্তর্গত; কিন্তু শাস্ত্র বলেন—আত্মার সেই সকল বিকার নাই। বৃদ্ধি, ক্ষয়, জরা প্রভৃতি ধর্ম্ম দেহের ; ঐ সকল ধর্ম্ম আত্মার নহে। কিন্তু আত্মার আলোচনা করিলে বা আত্মার ধর্ম্মের কথা বলিলে যাঁহারা দেহ-ধর্ম্মের আলোচনা লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা বলিবেন,—"যাঁহারা আত্মধর্ম্মের কথা বলেন, তাঁহারা কি সাম্প্রদায়িক ! সাম্প্রদায়িকতা-মূলে ইঁহারা আত্মাকে সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত বলেন, আর দেহকে সর্ব্বদোষের আকর বলিয়া সাব্যস্ত করেন ! আমরা কত উদার, কি সুন্দর সমন্বয়-কারী, আমরা বলি দেহ ও আত্মা উভয়ের ধর্ম্মই সমান, উভয় ধর্ম্মই এক ; এক ধর্ম্ম বড়, আর একধর্ম্ম ছোট,—ইহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। আমরা সাম্প্রদায়িক নহি। শরীরের অনুশীলনও যাহা, আত্মার অনুশীলনও তাহাই। কারণ শরীরের অনুশীলনের সম্বন্ধেও ত' শাস্ত্রেরই আদেশ আছে— 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং ইত্যাদি। আর বিরোচন, শুক্রাচার্য্য, চার্ব্বাক প্রভৃতি কত বড় বড় লোক আমাদের এই বাক্যের সমর্থক !"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমষ্টিগত ভ্রম কিরূপে অধিকতর পুষ্ট হয় ?

মহামায়ার দুর্গে—যেখানে এইরূপ সমষ্টিগত ভ্রম নৃত্য করিতেছে, সেখানে তথাকথিত সমন্বয়বাদের আরও কালোচিত যুক্তি, উপমা, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ফলপুষ্পদ্বারা সুশোভিত ও গণমনোরঞ্জক হইয়া তাহা যে বিশ্বগ্রাসি-ভ্রম উৎপন্ন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উপর শ্রীগৌরসুন্দর এই সুকঠিন কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছেন যে,—"এই বিশ্বগ্রাসী ভ্রম বিদূরিত করিতে হইবে—লোককে অকৈতব আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণ করাইতে হইবে; লোকের দ্বারা—গণমতের দ্বারা সহস্রভাবে আক্রান্ত হইয়াও—গণমতপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষারূপা প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জ্জন দিয়াও তাহার মধ্যে যে-সকল সুকৃতিবাক্তি আছেন, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে—ভাগবতধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সত্য-বরণের কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে ব্যতিরেক-প্রণালী অধিক দৃষ্ট হয় কেন?

উত্তম স্থপতি কি করেন? কোনও উত্তম সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে জীর্ণ, পতনোন্মুখ কিংবা নিকৃষ্ট উপকরণে নির্ম্মিত গৃহ বা ভিত্তির উপর তিনি তাহা নির্ম্মাণ করেন না; পরন্তু জীর্ণ বা নিকৃষ্ট উপকরণ-গঠিত ভিত্তি, ধ্বংসাবশেষ কিংবা ভগ্নপ্রবণ গৃহাদিকে সম্পূর্ণরূপে উন্মূলন-পূর্ব্বক তথায় নূতন সুদৃঢ় উপকরণে ভিত্তি সংগঠন এবং তাহার উপর সুশোভন সৌধের পত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপর বর্ত্তমানে সেই কার্য্যটীর ভার পড়িয়া যাওয়ায় গৌড়ীয়মঠের ব্যতিরেক ভাবে প্রচার-প্রণালীই আপাতদৃষ্টিতে অধিক দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যের তুলনা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাথমিক প্রচার-কার্য্যটী যেন ভক্তিকল্প-বৃক্ষের মধ্যমূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোবর্দ্ধনে গোপাল উদ্ধারের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রাম। অনেক দিন ধরিয়া ভক্তিপথে যে-সকল বনজঙ্গল, ইঁদুরের ঢিপি, মাটীর স্তূপ, ঝোপ এবং তথায় যে বিষাক্ত সাপের বাসা প্রভৃতি হইয়া রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্রবাক্য, সিদ্ধান্ত-বাক্যরূপ কুঠারি-কোদালিদ্বারা পরিষ্কার করিয়া (এই কার্য্যে "গ্রামবাসী"কেও—বিশ্ববাসীকেও সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে *) গোবর্দ্ধন (যেখানে 'গো' অর্থাৎ 'বাণী' বর্দ্ধন হয়—কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রসার হয়, এইরূপ উচ্চস্থানে)-পর্ব্বতে শ্রীগোপাল (ইন্দ্রিয়ের পালক—সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের সেব্য বস্তু)-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কুঠারি-কোদালির দ্বারা 'দ্বার' করা কার্য্যই লোকের নিকট 'অপরকে আক্রমণ' এবং গ্রামবাসীদিগকে হরিসেবায় প্রণোদন বা আহ্বানই জড়তাপ্রিয় বা ভোগ-ত্যাগপ্রিয় জগতের নিকট 'গৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক লোকদিগকে নিজমতে আনয়ন বা প্ররোচন' প্রভৃতি বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসব—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-মহামহোৎসব সকলই

---

* প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রাম-মধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে, চল, তাঁ'রে বাহির যে করি॥
কুঠারি কোদালি লহ দ্বার করিতে।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ, নারি প্রবেশিতে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর লুপ্তগিরিধারী-প্রতিষ্ঠার উৎসবের স্থায় কীর্ত্তন-দেবতার (গিরি অর্থাৎ কীর্ত্তনে যাঁহার অবস্থান, সেই দেবতার) প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য ; উহা বারোয়ারীর ভোগ-ত্যাগের আমোদ-আহ্লাদ-স্ফূর্ত্তির জন্য নহে।*

রাইকানুর প্রেম প্রচারের জিনিষ নহে, তাহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান-কার্য্য ভক্তিপথের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ভক্তিদেবতার অন্বেষণ। 'রাইকানুর প্রেম' জিনিষটা হাটে, ঘাটে, মাঠে, সংবাদপত্রে, অধিকারি-অনধিকারি-নির্ব্বিশেষে প্রচারের জিনিষ নহে। তাহা স্বভাবসিদ্ধ—নিত্যসিদ্ধ বস্তু ; আবর্জ্জনা বিদূরিত হইলে, গুণ্ডিচা মার্জ্জিত হইলে, আসন প্রস্তুত হইলে, তাহা

* নবশত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণ গায় গীত॥
কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল॥
ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত॥
তুলসী আদি পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বভাবতঃই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়, সদ্‌গুরু তখন সেই পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে তাঁহার অভীষ্ট-সেবায় সাহায্য করেন।

রাইকানু-প্রীতিকে (?) 'হাট-বাজারের জিনিষ' করিবার মূলে ভোগ-প্রবৃত্তি

যাঁহারা রাইকানুর প্রীতিকে তাঁহাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে অপর ইন্দ্রিয়তর্পণামোদি-সমাজের নিকট প্রচার করিয়া নিজেদের দগ্ধোদর-পূর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠা-র্জ্জনের যূপকাষ্ঠে কৃষ্ণপ্রীতিকে (?) বলি দিবার চেষ্টা দেখাইতেছেন। তাহাতে সমাজের সমূহ অহিতসাধন হইতেছে—কৃষ্ণবিমুখতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন, আগে গুণ্ডিচা মার্জ্জিত হউক, গুণ্ডিচা মার্জ্জিত হইলে সেখানে নির্ম্মল সুশীতল সিংহাসনে পুরুষোত্তমবাদের প্রতিষ্ঠা হউক, তাহা হইলেই শ্রীগৌর-জনের প্রদত্ত চক্ষুতে সেখানে সুন্দরাচলের দেবতা বংশীবদন শ্যামসুন্দরের দর্শন হইবে, কীর্ত্তনদেবতা গোবর্দ্ধন-গিরিধারীকে 'গোপীজনবল্লভ' বলিয়া দর্শনের চক্ষু পাওয়া যাইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রথম কার্য্য,—গুণ্ডিচামার্জ্জন, পুরুষোত্তমবাদ-প্রতিষ্ঠা

প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদের দ্বারা আক্রান্ত, ধূলি-কঙ্কর-আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ, যেখানে পুরুষোত্তমবাদই প্রতিষ্ঠিত নহে, সেখানে রাইকানুর প্রীতির কথা প্রচার 'ফাগ্‌লামী' মাত্র। এইরূপ অসুবিধায় মানবজাতি যাহাতে পতিত না হয়, তজ্জন্যই অসুর-মোহনাবতার শঙ্করাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের মঙ্গলকারক উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে মোহিত হইয়া পড়িলেন। এজন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠ যাহাতে জগতে সর্ব্বাগ্রে পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য পঞ্চরাত্র ও কীর্ত্তনের সমন্বয়বিচার প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা আত্মার মঙ্গল অপেক্ষা যোগক্ষেমের আপাত-মঙ্গলকে আপাতদৃষ্টিতে অধিক আপাত-মনোরম ও আপাত-প্রয়োজনসাধক দেখিয়া বরণ করেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মঙ্গলময় উৎসবের উদ্দেশ্য বুঝিবার মতি হারাইয়া ফেলেন।

বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকার অনুমোদিত সাধু হওয়া খুব সোজা

'সাধু'র প্রতিষ্ঠার হার গলায় বরণ অতি সোজা, তাহা যে-কোন সময়েই হয়, কএকদিন রৌদ্রবৃষ্টিতে উন্মুক্ত আকাশের তলায় থাকিতে পারিলেই অনেকে "সাধু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতে আসেন। একটা ঝাঁপ বাঁধিতে পারিলেই, দুই একদিন লোক দেখাইয়া নিরাহারে বা ফলাহারে থাকিলেই সাধুর প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাজাত মনোধর্ম্মের যে-কোন প্রলাপ অবাধ-গতিতে চলিতে দিয়া নিজে মৌন থাকিলেই ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সমাজ তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার কোন প্রতিবন্ধক নাই দেখিয়া এবং তাহারা ঐরূপ মৌন থাকিতে সমর্থ বলিয়া তাহাদের সামর্থ্যের যাহা বিপরীত, সেইরূপ 'সার্কাস্'-প্রদর্শনী-বিশেষের অভিনয়কারীকে 'সাধু' বলিবার জন্য কোটিকণ্ঠে উন্মুখ হয়।

বহির্ম্মুখগণবাদের প্রদত্ত জড়া প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিতোষণ ও লোক-কল্যাণ

লোকের সাধু-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় ইন্দ্রিয়তর্পণ যাহাতে হয়, তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া অর্থাৎ গণ-গড্ডলিকার নিকট হইতে 'সাধু' বলিয়া প্রশস্তি পাইবার পরিবর্ত্তে 'অসাধু' বা 'সাধুর বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী'রূপ নিন্দার পসরা স্কন্ধে বরণ করিয়াও লোকের আত্যন্তিক কল্যাণসাধন এবং হরিতোষণ-প্রবৃত্তি একমাত্র গৌর-নিজ-জন বা একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ ও তদভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ ব্যতীত অপরে সম্ভব নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহুরূপিণী মায়ার চেষ্টা ব্যর্থ করিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহুরূপ কৌশল বিস্তার—

বঞ্চনা-মায়াবিনীর হস্ত হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ শত শত কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন। বঞ্চনা-ডাইনী জীবকে যতপ্রকার পুষ্পিত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে সরাইবার কৌশল-জাল আবিষ্কার করিতেছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই সকল কৌশলজালকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য আবার নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিতেছেন—

> সবা' নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
> সবা' নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
>
> (চৈঃ চঃ আদি ৭।৩৮)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ও বিভিন্ন সময়ে নানা-প্রকার অনুষ্ঠানাদি মায়ার স্রোতে ভাসমান গণগড্ডলিকার উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন কৌশল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রণালী বাস্তবকার্য্যকরী প্রণালী, উহা কৃত্রিমতা বা কল্পনাময় নহে;

উদাহরণ :—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কেবল প্রচলিত-ধর্ম্মের ধারণায় বা কৃষ্ণে ঐকান্তিকী প্রীতিহীন একঘেয়ে ধর্ম্মের ধারণার স্রোতে লোকের জীবন-গতিকে প্রবাহিত করিতে বলেন না,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রতি কার্য্য, প্রতি ক্রিয়া, প্রতি পদক্ষেপ, দৈনন্দিন প্রত্যেক কৃত্যকে প্রকৃত বাস্তব আত্মোপকার ও পরোপকারের পথে বাস্তব ঐকান্তিক অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের দ্বারা পরিচালিত করাইবার সাক্ষাৎ আচরণময় আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক ব্যক্তি আপাত-দৃষ্টিতে সাংসারিক অন্যান্য ব্যক্তি-গণের ন্যায় সকল কার্য্যই করেন; তাঁহারা মৌন থাকেন না, বুজরুকী দেখাইতেও বসেন না, 'নগ্নদেহে থাকিলেই সাধুতা হয়' বিচার করেন না; বা গাঁজা-তামাক, পান, দান-পাশা, চা-চুরুট, সিল্কের গেরুয়া-কৌপীন, কাট্‌লেট্, আমলেট্‌ও ব্যবহার করেন না; তাঁহারা বাহিরে জাগতিক লোকের ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক প্রবৃত্তের চেহারায় কৃষ্ণ ও নিবৃত্তধর্ম কার্ষ্ণগণের অকৈতব ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত থাকেন; তাঁহাদের নিবৃত্তের চেহারা কৃষ্ণসেবা হইতে নিবৃত্তি নহে, স্বকীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধক ব্যাপারসমূহ হইতে নিবৃত্তি মাত্র। সুতরাং যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের আচার ও বিচার হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচরণ সর্ব্বতোভাবে পৃথক্।

তথাকথিত শান্তি বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই প্রচলিত ধর্ম্ম-সমূহের প্রচলিত ধারণার লক্ষ্য

কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ যে-যুগে ভোগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও ত্যাগের আদর্শে নির্ব্বাচিত করিয়া—কোনও না কোন আকারে 'শান্তি', 'আনন্দ' প্রভৃতির অন্বেষণের নামে অকৈতব কৃষ্ণানুসন্ধান পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক একমাত্র সম্ভোগ-বাদই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, সেই যুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক ব্যাপারে ছলনা-রহিত কৃষ্ণের অনুসন্ধান শিক্ষা দিতেছেন।

লোকের ধারণা—আত্মশান্তিই ধর্ম্মের লক্ষ্য, জগতের লোক নানাপ্রকার অশান্তির আগ্নেয়গিরির উৎপাতে তাপিত, শঙ্কিত, বিচলিত; অশান্তির সাময়িক নিবৃত্তি বা অশান্তিকে সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার চেষ্টাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম। লোকের ধারণা—ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন প্রকারে অশান্তিকে ভুলাইয়া রাখিয়া ভোগে ত্যাগে শান্তি খুঁজিবার স্থান-বিশেষ।

অকপট শ্রীচৈতন্যদাসগণ তথাকথিত শান্তির অন্তরে প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা লক্ষ্য করিতে পারেন

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ দেহ-মনের শান্তি বা ঐরূপভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির শান্তির অনুসন্ধানপর ধর্ম্মের প্রচারক নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সেবা-কামনা ব্যতীত নিজেন্দ্রিয়ের কোন কামনা না করায় স্বভাবতঃই শান্ত, তাঁহার শান্তির অনুসন্ধানের কোনও আবশ্যক নাই। অশান্ত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামীর 'শান্তি'-অনুসন্ধান—কেবল নিজের সুখানুসন্ধান মাত্র, তাহাতে কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান-চেষ্টা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, তাহা কৈতব-পূর্ণ, হেতুময়। জগতের লোকের ধর্ম্ম-চেষ্টা এই হেতুমূলে জাত। জগতের লোক নিজেন্দ্রিয়তর্পণময় হেতুর অভিসন্ধিযুক্ত 'ধর্ম্ম' বা তাহার অনুশীলনকারী ধার্ম্মিক বলিয়া বড়াই করেন, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বকৈতবনির্ম্মুক্ত ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনকারিরূপে ঐরূপ চেষ্টাকে নিজসুখ-চেষ্টা বা সম্ভোগবাদ-ব্যতীত আর কিছুই বলেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিজের ভজনরূপ কৃষ্ণানুশীলন বা পরোপকার-চেষ্টা কোনটিই ঐরূপ হেতুমূলে জাত নহে বলিয়া গৌড়ীয়মঠ তথাকথিত সমন্বয়বাদীর ন্যায় দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের গোঁজামিল দিতে পারেন না।

অহৈতুক ভগবদ্ভক্তি বা আত্মবৃত্তি ও হৈতুক মনোধর্ম্ম—এক নহে

কপিলাবাস্তুর রাজকুমার শ্মশানে শব লইয়া যাইতে দেখিয়া রাজসিংহাসন চরণে ঠেলিয়া ভিখারী সাজিয়াছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে অক্ষয়কীর্ত্তি ও অর্দ্ধেক জগদ্ব্যাপী তাঁহার মতপন্থাভিমানী ব্যক্তি পাইয়াছিলেন। শুনা যায়, বজ্রাঘাতে কোনও ব্যক্তিকে মৃত্যুকবলে পতিত হইতে দেখিয়া মনীষী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মার্টিন লুথার ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক পাশ্চাত্য দেশের বিরাট্ লোকসঙ্ঘকে তাঁহার মতের পতাকা-তলে আনিয়াছিলেন। শুনা যায়, চারিবৎসর-বয়স্ক থিয়োডোর পার্কার একটি কূর্ম্মকে প্রহার করিতে গিয়া তথাকথিত বিবেকের গূঢ় কার্য্য দর্শনে ধর্ম্মোন্মুখী হইয়াছিলেন, শুনা—যায় রাজা রামমোহন রায় নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের সহধর্ম্মিণীর সহমরণব্যাপার দর্শন করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিরপেক্ষ চেতনে-বিচারের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিলে ঐসকল চেষ্টায় বিভিন্ন পার্থিব হেতুর গন্ধ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের চেষ্টায় ঐরূপ বিচার নাই। ভগবৎসেবা আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা বৃত্তি। জাগতিক অভাব, অসুবিধা, অশান্তি-বিদূরণ কিংবা শান্তির কামনা-মূলে যে লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উদিত হইবার আদর্শ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির আদর্শ অনুস্যূত থাকে। তাহা ন্যূনাধিক সম্ভোগবিচারময়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অহৈতুক ভক্তিধর্ম্মই একমাত্র কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর—নির্ম্মল ও নির্মুক্ত আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা ও বৃত্তি। সমগ্র জীবকে তাহাদের ঐ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে অবস্থিত হইবার সন্ধান-প্রদান—তাহারা যে কথা তথা-কথিত ধর্ম্মের পারিপার্শ্বিক আদর্শ বা নিজের বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন ভুলিয়া রহিয়াছে, সেই বাস্তবসত্যের কথাটী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাগাইয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য। সেই কার্য্যে একমাত্র কৃষ্ণের সুখ-চেষ্টা উদিত হইবে, এই অকপট ভক্তিযাজন-ব্যতীত অন্য কোন ইতর-বাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই।

মনোধর্ম্মের মধ্যে যেরূপ পরস্পর মতভেদ, সেই-রূপই কি বহু মনোধর্ম্মের সহিত একমাত্র আত্ম-ধর্ম্মের বিচার-ভেদ ?

যাঁহারা হৈতুক-ধর্ম্মের প্রচারক, সংস্কারক প্রভৃতি নামে প্রচারিত, যাঁহারা জাগতিক সুখ-সুবিধা, দেশের ভোগ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিরূপ জীবের দৈহিক বা মানসিক দুঃখের প্রতীকারের চেষ্টামাত্র (বাস্তবিক আত্যন্তিক প্রতীকার নহে) * হরি-বিস্মৃতির কার্য্যগুলিকেই 'ধর্ম্ম' (তাৎকালিক ধর্ম্ম বটে) বিচার করিয়া জীবের ঐকান্তিক ও নিত্য উপকার ও আত্মবৃত্তি কৃষ্ণভক্তির সহিত সমন্বয় বা ভক্তিকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য অপেক্ষাও অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া সম্ভোগবাদকেই 'ভক্তি' বলেন, তাঁহাদের বিচারের সহিত আত্মধর্ম্মের অকৈতব বিচার কখনই এক হইতে পারে না। মনোধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মিগণের মধ্যে যে পরস্পর বাদ্যাত বাদ-প্রতিবাদ, মতভেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে

---

* গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী।
(ভাঃ ৩।৩০।৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোনটীও আত্মধর্ম্মের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া পরিণামে তাহারা সকলই একাকার হইয়া যায়। কিন্তু আত্মধর্ম্ম মনোধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীল মতবাদের সহিত যে বিচার-পার্থক্য স্থাপন করে, তাহা তদ্রূপ নহে। আত্মধর্ম্মের বিচার নিত্যকালই অপরিবর্ত্তনীয়, অহৈতুক ও অকৈতব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সপ্তম প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকার-প্রণালী

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরোপকার ও ভজন-প্রণালী শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে। শ্রবণ-কীর্ত্তনেই একমাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অনুশীলন হয়, কীর্ত্তন শ্রবণ-শাসিত হইলেই সেখানে কোনও প্রকার সম্ভোগ-চেষ্টা আসিতে পারে না। যাহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপা যায়, তাহাকে অন্যান্য চেষ্টায় পূজা করা যায়; কিন্তু যাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত, অথচ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সেব্য, যাহা অধোক্ষজ, তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদধীন স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষাদনুশীলন নাই। এই শ্রবণ-কীর্ত্তন বিস্তারের জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আকাশ-পাতাল আলোড়নময়ী সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা।

অদ্বয়ভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

অসৎসঙ্গের অন্ধকূপহত্যার কারাগৃহ হইতে রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা পরমমুক্ত বা অকৈতব হরিকীর্ত্তনময় সৎসঙ্গের মুক্ত বায়ুতে ও দুর্গে বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক সার্ব্বকালিক হরি-সেবাময় জীবন-যাপন ও অপ্রাকৃত সৎশিক্ষার বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগদান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকার-প্রণালী ও সাধারণ-ভ্রমোত্থ তথাকথিত পরোপকারপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্যের দৃষ্টান্ত :—

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরোপকার-প্রণালী প্রচলিত ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রণালী নহে। মনে করুন, রাস্তার পার্শ্বে একটি গলিতকুষ্ঠরোগী পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে। স্থূল দেহের সুখদুঃখেই যাঁহার নিজের সকল বৃত্তি কেন্দ্রীভূত, তিনি 'কর্ম্মবীর' আখ্যায় আখ্যাত হইয়া ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর দেহের যন্ত্রণার কিয়দংশ তাঁহার নিজ স্থূল শরীরেরই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মনে বিশেষভাবে অনুভব করিলেন এবং ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর ঐ রোগ বিদূরিত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া তাঁহার নিজের মনকে—যাহা অপরের ব্যথার খানিক অংশ বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই মনকে, তৃপ্ত করিবার জন্য গলৎকুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার দুঃখভারাক্রান্ত মনের দুই ভাবে তর্পণ হইল,—প্রথমতঃ সমশীলের বা সমজাতীয়ের জন্য সমবেদনায় ভারাক্রান্ত 'উপকর্ত্তা'-অভিনেতার মন গলৎকুষ্ঠরোগের ধ্যানে যে সূক্ষ্ম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সূক্ষ্ম রোগের উপশম-চেষ্টা রূপ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার অবসর পাইলেন; দ্বিতীয়তঃ সেই সূক্ষ্ম কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মনের উপর জগতের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রশস্তি বা প্রতিষ্ঠার প্রলেপ তাঁহার মনের অধিকতর তর্পণ বিধান করায় সেই উপকর্ত্তার অভিনেতা দেহের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

পরিচর্য্যাকেই 'পরমধর্ম্ম' মনে করিয়া লইলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত দেহাসক্ত, দেহ ব্যতীত সুখের অন্য কোন বস্তু বা উপকরণের অস্তিত্ব তাঁহার তাৎকালিক অস্মিতায় নাই; আর তাঁহার যোগ্যতায় বা অধিকারে অপর দেহের প্রতি তাঁহার নিজ দেহাসক্তিকে যদি লম্বিত বা বিস্তৃত (project) করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তিনি কেবল নিজের দেহের প্রতিই আসক্ত হইয়া পড়িবেন। তাঁহার নিজের দেহাসক্তিকে কেবল নিজের চৌদ্দ পোয়ায় কেন্দ্রীভূত না করিয়া উহা বহু চৌদ্দপোয়ায় বিস্তৃত করাইয়া তাঁহার ঘনীভূত দেহাসক্তিকে কিঞ্চিৎ শিথিল করিবার জন্য শাস্ত্র কেবল তাঁহারই অধিকারোচিত এরূপ সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন।* কিন্তু তিনি যদি মনে করেন (ভ্রমবশতঃ এইরূপ মনে করাও তাঁহার দেহাসক্তি-রোগের একটি লক্ষণ) যে, ইহাই সকলের ধর্ম্ম, ইহাই গলৎকুষ্ঠরোগীর রোগ দূর করিবার একমাত্র প্রণালী—যেহেতু ইহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও দেহের ন্যায় স্থূল, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত পরোপকারের আদর্শ—যাহা তাঁহার অধিকারে, তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বা যাহা তাঁহার স্থূল বুদ্ধিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না, সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।

* ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
(গীঃ ৩।২৬)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্ম্মবীরের প্রণালীর স্থায়িত্ব-বিচার

আচ্ছা দেখা যাক, উচ্চহৃদয় কর্ম্মবীরের ঐরূপ উপকার-প্রণালী-দ্বারা রোগী কতটা নিরাময় হইলেন। কর্ম্মবীর কুষ্ঠরোগীর রোগ উপশমনের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, এমন কি রোগীর সেবা করিতে গিয়া নিজের মানসিক সূক্ষ্ম রোগটীকে অনেক সময়ে নিজের শরীরে পর্য্যন্ত স্থূলভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেহাসক্ত লোকের নিকট হইতে অনেক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। হয়ত' পরোপকারীর ঐরূপ বহু চেষ্টা-সত্ত্বেও ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর রোগ সারিল না, কিংবা হয়ত' রোগ কিছুকালের জন্য নেপথ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল, কিংবা ঐ রোগ চলিয়া গেলেও "শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্" ন্যায়ানুসারে ব্যাধিমন্দির নিসর্গবশতঃই আরও নূতন নূতন রোগ ডাকিয়া আনিল। ফল বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যাহাই হউক, ঐরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখাইতে যাওয়ায় পরোপকারের প্রতিষ্ঠাকামী কর্ম্মবীর জগতের শতকরা শত-ৎযাক ব্যক্তির নিকটই অভিনন্দনের উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলেন। ঐ গলৎকুষ্ঠরোগী যতক্ষণ কর্ম্মিমহাশয়ের চক্ষুর সম্মুখে ছিল, ততক্ষণই কর্ম্মিমহাশয়ের প্রাণ রোগীর স্থূলদেহের দুঃখে বিগলিত হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার স্থূলৈকসর্ব্বস্ববিচারে স্থূলভাবে রোগীর রোগ প্রতিকারার্থ যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ গলৎকুষ্ঠ ব্যক্তি উপকারীর স্থূল চক্ষুর যবনিকার অপর দেশে গত হইলে কর্ম্মফলবশতঃ বা কর্ম্মবীজ বাসনার নিবৃত্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না হওয়ায় সে ঐরূপ স্থূল গলৎকুষ্ঠ রোগ হইতে কোটিগুণ তীব্র ও অসংখ্য গুণ দীর্ঘকালস্থায়ী যে-সকল নরক-যন্ত্রণা বা ক্লেশ ভোগ করিবে, তাহা ঐ 'পরোপকারী' অভিমানী কর্ম্মবীরের স্থূল চক্ষুর বিষয়ীভূত না হওয়ায় তিনি সেই দুঃখকে তাঁহার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া কোন সময় উহার অস্তিত্বকেই একেবারে উড়াইয়া দিয়া গলৎকুষ্ঠরোগীর প্রতি যে ভীষণ নিষ্ঠুরতা দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পরোপকার-প্রবৃত্তি ভীষণ দাবানলে একটি বারিবিন্দুনিক্ষেপমাত্রেরই উদাহরণ হইল; কিংবা সেই কর্ম্মবীরের হস্ত, প্রতিভা, শক্তি, সামর্থ্য কুষ্ঠরোগীর ভাবী কর্ম্মফলভোগের যন্ত্রণার মধ্যে পৌঁছিতেই পারিল না। কাজেই ঐ যে কর্ম্মবীরের এত গৌরব, এত প্রতিষ্ঠা, এত প্রযত্ন, উহা কেবল বালকের মত অপর বালকের আপাত-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধানের চেষ্টা-মাত্র হইল। তাহা পরিণামের দিনে প্রকৃত বাস্তবসুখসম্বল সংগ্রহ করাইতে পারিল না। বালকের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্নেহময়ী মাতা বা স্নেহময় পিতা কিন্তু বালকের আপাত-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দিকে না তাকাইয়া—তাহার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে বাধা দিয়াও বালকের ভাবী মঙ্গলের—বালকের ভাবী স্থায়ী সুখের জন্য চেষ্টা করিলেন। কর্ম্মবীরের চেষ্টার বীরত্ব-গৌরবকে এই জন্য ভাগবত বালক বা অল্পদৃষ্টিসম্পন্নের চেষ্টার সহিত তুলনা করিয়াছেন। অথচ জগতের প্রায় শতকরা শত-সংখ্যক লোকের বিচার ঐরূপ আপাত-প্রেয়ের বিচারেই এত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, যিনি বা যাঁহারা ঐরূপ গতানুগতিক পরোপকার বা ধর্ম্মের চেষ্টা না দেখাইবেন, তাঁহারাই ঐসকল অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট 'সমাজের অহিতকারক' বলিয়া বিচারিত হইবেন। সমাজের ঐকান্তিক হিতকর্ত্তা অকপট বাস্তব পরোপকারী আজ আপাত-প্রেয়ের গ্রাহকগণের সংখ্যাধিক্যের কণ্ঠরবে সমাজের 'অহিতকর্ত্তা' বলিয়া পরিগণিত! ধন্য মহামায়া—ধন্য তোমার বঞ্চনা-বিদ্যা!!

অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদীর পরোপকার-প্রণালী

আচ্ছা, আমরা এখন দেখি, ঐ পথের পার্শ্বে পতিত গলিতকুষ্ঠরোগীকে দেখিয়া আমাদের শাক্যসিংহের বিভিন্ন শিষ্য-সম্প্রদায় কি করেন? শাক্যসিংহের প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন শিষ্যগণ ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীকে দেখিয়া বিচার করিলেন, "জগতের লোকের দেহের পরিণাম ত' এইরূপ—উত্তম দেহও, রাজশরীরও যে-কোন সময় ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে; সুতরাং ঐরূপ রোগ, জরা প্রভৃতির দ্বারা অভিভাব্য দেহের গৌরব বা দেহের জন্য যত্ন না করিয়া তপস্যা-দ্বারা দেহকে শুষ্ক করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।" এইরূপ বিচার করিয়া শাক্যসিংহের অনুগত সম্প্রদায় অত্যন্ত স্বার্থপরতা (?)-বশতঃ বোধি-বৃক্ষের তলে জাগতিক বিচার বহুমাননের জন্য ভোগোত্থ জড়ধ্যানপর হইয়া বসিয়া গেলেন। কুষ্ঠরোগীকে রাস্তার ধারে ঐরূপ দুঃসহ যন্ত্রণার আর্ত্তনাদের মধ্যে একাকী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

দেখিয়া ঐ জগন্মিথ্যাত্ববাদী বা শূন্যবাদী নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা শান্তির কামনায় মৌনাবলম্বন করিলেও জগতের বহু লোকের নিকট প্রশংসিত হইলেন। ঐরূপ প্রশংসিত হইবার কারণ—তিনি এমন এক অদ্ভুত প্রদর্শনী দেখাইতেছেন, যাহা সংসারিক লোকের সামর্থ্যে ও সাহসে কুলায় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রশংসিত ব্যক্তি ফল্গু-ত্যাগের আদর্শ ও মৌনাবলম্বনের আদর্শ প্রদর্শন করায় জগতের লোকের ভোগের ভোগ্যদ্রব্যগুলির ভাগীদারেরও সংখ্যা কমিয়া গেল; এইজন্যই তাঁহারা তাঁহাদের ঐ বৃত্তি কখনও তাঁহাদের জ্ঞাতসারে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া মৌনী-সন্ন্যাসীকে প্রশংসা করিলেন।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অনুগত জন ঐরূপ দুই শ্রেণীর ব্যক্তির পরোপকার-প্রণালী গ্রহণ করেন না। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর সহিত শিক্ষা দিয়াছেন, ঐরূপ অসম্পূর্ণ বিকৃত ও কৃত্রিমপ্রণালী-দ্বারা জীবের বাস্তব-উপকার সাধিত হয় না।

'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দোঁহার গতি ?'
'স্থাবরদেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি ॥'

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৭)

প্রথমোক্ত প্রণালীতে জীবের রোগের মূল কারণ বা বীজ বিনষ্ট হইল না, বটগাছ দালান ভেদ করিয়া খুব গজাইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উঠিয়াছে দেখিয়া গাছের কএকটা পাতা ছাটিয়া দেওয়া গেল মাত্র ; কিন্তু বীজশক্তি পূর্ণমাত্রায় মূলের সহিত অটুট-ভাবে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া থাকিল। আর দ্বিতীয় প্রণালীতে জীবের জীবত্বই ধ্বংস করিয়া দেওয়ার প্রমাণ হইল। পুনঃ পুনঃ রোগ হইতেছে দেখিয়া রোগীর গলায় ছুরি বসাইয়া দেওয়া হইল—রোগ রোগী এক ঔষধেই (?) ঠাণ্ডা! "চেতনই (?) যখন যন্ত্রণা অনুভবের কারণ, তখন সেই কারণকে বিনাশ করিতে পারিলেই কার্য্যের নিবৃত্তি"—এইরূপ কল্পনা করিয়া চেতনকে চিরতরে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইল। ঐরূপ চিকিৎসকেরই মিত্র আর একপ্রকার চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন-পূর্ব্বক বলিলেন,—"চেতনকে কিছুতেই বিনষ্ট করা যায় না। সুতরাং চেতনকে রাখ, কিন্তু উহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, চেতনকে চেতনের কোন কাজ করিতে দিবে না—স্তব্ধ করিয়া রাখিবে, তাহা হইলেই দুঃখানুভূতি আর থাকিবে না।" এইরূপ স্বকপোলকল্পিত কৃত্রিম পরোপকার-প্রণালীতে কুষ্ঠরোগীর কোনই মঙ্গল হইল না।

ঐ কুষ্ঠরোগীকে রাস্তার ধারে ঐরূপ অবস্থায় একজন শ্রীচৈতন্যদাস দর্শন করিলেন। তিনি রোগীর ক্লেশের আপাত-আর্ত্তনাদেই সমস্ত বিচার হারাইয়া ফেলিলেন না—প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানটী হারাইয়া কেবলমাত্র আপাত-ক্লেশ দেখিয়াই অভিভূত হইয়া পড়িলেন না। অনেক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহে কাহারও রোগ বা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে মোহাসক্ত আত্মীয়-স্বজন এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, এমন কি, চিকিৎসককে পর্য্যন্ত এত ব্যতিব্যস্ত করিতে চাহেন যে, তাহাতে রোগীর যাহাতে প্রকৃত উপশম বা শান্তি হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ হারাইয়া তাঁহারা নিজেদের চিত্তবেদনায়ই অধিক অভিভূত হন এবং রোগীর চতুষ্পার্শ্বে সরগোল করিয়া ও রোগীর প্রতি অনাবশ্যক অত্যধিক পরিচর্য্যার আদর্শ দেখাইয়া রোগীকে বিরক্ত, অশান্ত, এমন কি রোগীর রোগই বৃদ্ধি করিয়া দেন। কিন্তু ধীর, স্থির, সহিষ্ণু, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ঐরূপ আপাত-মোহের বা পরিচর্য্যার আদর্শ না দেখাইলেও কি-ভাবে রোগীর প্রকৃত উপকার করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়ে সহিষ্ণু ও সুস্থির-চিত্তে বিচার করেন। তিনি দেখেন,—"ঐ রোগীর এ-রোগের মূল কারণ কি? নিদান কি? এই রোগের বীজ কোথায়? মূলকে বিনাশ করিলেই শাখা-ডাল-পাতার প্রবল অভিযান আপনিই থামিয়া যাইবে, কারণকে বিনাশ করিলেই কার্য্য স্বাভাবিকভাবে অবশ্যই বন্ধ হইবে। আপাততঃ 'কার্য্য' বন্ধ করিলে 'কারণ' বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কতকগুলি গাছ-পালার শাখা-প্রশাখা কাটিয়া দিলে গাছের প্রসবিনীশক্তি আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়; ঐরূপ আপাত রোগের সাময়িকী নিবৃত্তির দ্বারা ঐ রোগের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বীজ বা মূল অবিদ্যা—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-রোগ আরও সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইতে পারে।" শ্রীচৈতন্যের দাস কুষ্ঠরোগীটাকে দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুগমনে ঐ রোগীর রোগের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন :—"এই ব্যক্তি কি বিষ্ণু বা বৈষ্ণব-চরণে কোন বিশেষ বিমুখতা প্রদর্শন করিয়াছে ?"

পাঠক! শ্রীবাসের চরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে * এবং গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে † শ্রীচৈতন্যদেব কিরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, স্মরণ করুন। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল স্থূল রোগ বিদূরিত করেন নাই; নিখিল রোগের বীজ অবিদ্যাকে ধ্বংস করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি-গুপ্তের কথা স্মরণ করুন—শ্রীচৈতন্যদাস বাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের আদর্শ-পরোপকারের দৃষ্টান্ত বিচার করুন। তাঁহারা উপকর্ত্তার নামে হিংসক নহেন। যাঁহারা কেবল স্থূল রোগাদি বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের তর্পণাদি বিধান করিয়া অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করেন, তাঁহারা হিংসক। মনে করুন, কোন ব্যক্তির পদদেশ একটী বৃহৎ কণ্টকে বিদ্ধ

---

* হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি' মহা-আর্ত্তি করি' কান্দে।

• • •

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

"পরদুঃখ দেখি' তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইনু মুঞি তোমার গোচর।
কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে, কোন মতে তরি।"
শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে তর্জ্জন-বচন॥
"বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হইতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্টমতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি।"

* * *

প্রভু বলে,—"বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তারে শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যমযাতনার পাত্র॥
চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি' ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠরোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?
এই কহিলাম তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে, পদদেশের উপরে বহির্গত কেবল প্রত্যক্ষ কণ্টকের বহির্ভাগটী কাটিয়া দিয়া যদি পদদেশের অভ্যন্তরে কণ্টকের অপ্রত্যক্ষ মূলটী রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কণ্টক, যত দিন গত হইতে থাকিবে, ততই পদদেশকে অধিকতর আক্রমণ করিয়া সমগ্র শরীরকে বিষাক্ত—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে। যে চিকিৎসক কেবল কণ্টকের উপরিভাগ ছেদন করিয়া আপাতশান্তির ছলনা দেখাইলেন, পদদেশের অপ্রত্যক্ষ অভ্যন্তর কর্ত্তন করিয়া কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তিকে অধিক ক্লেশ দিতে উদ্যত হইলেন না, সেই আপাত-চিকিৎসককে কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তি আপাত-প্রশংসা বা স্তুতি করিলেও ঐ চিকিৎসক-বেশধারিব্যক্তি কিন্তু

---

† শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বাসুদেব' নামক একজন ব্রাহ্মণ গলিতকুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন-মাত্রে রোগীর রোগ দূর হইল। কুষ্ঠরোগী বলিলেন—

"কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া।"

মহাপ্রভু তখন ঐ বিপ্রকে বলিলেন,—

—"কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম।
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা' করিবেন অঙ্গীকার।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭ম পঃ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

রোগীর ভীষণ শত্রুরই কার্য্য করিলেন। তদ্রূপ যাঁহারা সমগ্র ত্রিতাপের মূল অবিদ্যাটী—অনাদিবহির্ম্মুখতারূপ কারণটীকে জীবের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত করিয়া কেবল স্থূল চক্ষু যেখানে মুগ্ধ হইতে পারে, সেই স্থান, পাত্র ও কালে ব্যাপ্ত আপাত-উপকারের ছলনাকে 'উপকার' বলিয়া ভ্রান্ত হন এবং মূল অবিদ্যা-বিধ্বংসী আত্যন্তিক পরোপকারকে দোষারোপ করেন, তাঁহারা মহাহিংসার কার্য্যই করিয়া থাকেন। তাঁহারা অবিদ্যারূপ বিষাক্ত বীজ জীবের অভ্যন্তরে রাখিয়া জীবের কেবল বাহ্য স্থূল শরীরের যেটুকু স্থূলদৃষ্টির মধ্যে আইসে, সেই সঙ্কীর্ণ ও অত্যন্ত স্থূল বা স্থূলদৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্ম জড়ভোগ-বাসনাময় মানসিক ইন্দ্রিয়ের তর্পণ বিধান করিতে যাওয়ায় অবিদ্যা-বীজ অনাদিরোগ-গ্রস্ত জীবের বর্ত্তমান জীবন ও অনন্ত জীবনকে বিষাক্ত করিয়া দেয়। এই বিষ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে সমগ্র সমাজ-দেহকে—সমগ্র মনুষ্যজাতিকে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাবিষে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। সুতরাং যে সামাজিকগণ আপাত-শুভানুধ্যায়ীর চেহারায় এত নিকৃষ্ট উপকারের কার্য্য করেন—মহা শত্রুর কার্য্য করেন, তাঁহারাই কি পরোপকারী? না—তাঁহারা কখনই প্রকৃত পরোপকারী হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদাসগণ এই কথা জানাইয়া দিয়া জীবের কেবল স্থূল চক্ষুর যেখানে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, সেই সময়টুকু মাত্র নহে, তাহারও অন্তরালে জীবের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনন্ত জীবনের জন্য তাহার আর যাহাতে কোন ক্লেশ না হয় এবং শুধু ক্লেশ নিবারণ বা তন্নিবারণী চেষ্টা মাত্র নহে, যাহাতে বাস্তব সুখ লাভ হয়, সেই ভগবদুন্মুখতা—যাহা ঐ কুষ্ঠরোগীর নির্ম্মল স্বরূপের—স্বাস্থ্যের—শুধু ঐ কুষ্ঠরোগি-বিশেষের কেন, সমগ্র জীবের—সমগ্র চেতনের একমাত্র নিত্য স্বভাব, নিত্য স্বাস্থ্য, তাহাই প্রদান করেন। ইহারই নাম জীবের প্রকৃত—বাস্তব—নিত্য—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার—পরোপকার। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকারের আদর্শ এইরূপ। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার এই পরোপকারের জন্য—শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'হাসপাতাল' এইরূপ পরোপকারের জন্যই নিত্য উন্মুক্ত। জগতে তথা-কথিত প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid) বা তৎক্ষণাৎ শান্তি (immediate relief) দিবার নামে অনেক একঘেয়ে হাসপাতাল আছে; ঐরূপ অনন্ত হাসপাতাল থাকুক বা পরে হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-হাসপাতালের আদর্শও যে সেই একঘেয়েরই আর একটি সংস্করণ বৃদ্ধি করিয়া জীবের অসমোর্দ্ধ, বাস্তব, আত্যন্তিক, স্বাভাবিক, সার্ব্বজনীন, উদার, অনবদ্য উপকারকে জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে, ইহা কি কখনও মনুষ্যোচিত মস্তিষ্কের যুক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? যাঁহারা এ-সকল কথা শ্রবণ করেন নাই, যাঁহারা কেবল গতানুগতিকতার একঘেয়ে চক্ষু লইয়া সকল জিনিষ, এমন কি, তাঁহাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারের বহির্ভূত জিনিষ পর্য্যন্ত 'দেখিয়াছি বা দেখিব' না করেন, তাঁহারা এ-সকল কথা না বুঝিতে পারেন ; ন্তু তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য—তাঁহাদিগকেও সত্যকথা নাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করেন :—

"Back to Home and Back to God"

—ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপচীকির্ষা-প্রবৃত্তির মূলমন্ত্র।

পরার্থপরতা (ALTRUISM) ও গৌড়ীয়মঠ

পরার্থপরতা বা Altruism এর নামে প্রচ্ছন্নভাবে ত স্বার্থপরতার আদর্শ জগতে প্রচারিত রহিয়াছে যে, হা ভাষায় অবর্ণনীয়। নৌকাডুবি, বাষ্পীয়যানের হিত সংঘর্ষ কিম্বা কাহারও গৃহে আগুন লাগিলে মন সেইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিগণের অসহায়ত্ব দেখিয়া কতকগুলি দুষ্ট পৈশাচিকপ্রকৃতির লোক পরোপকারের ছলে নিজেদের ভোগের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার সুযোগ আবিষ্কার করিয়া লয়, তদ্রূপ যে পরার্থপরতা স্বার্থপর সামাজিকগণের নিকট অধিকাংশস্থলেই বঞ্চিতা মাত্র, সেরূপ পরার্থপরতার নামেও সমাজে অনেক অপস্বার্থ-পরতার তাণ্ডব দেখা যায়। স্বদেশ-প্রেমিকতার নামে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ, ধন-সংগ্রহ, কামিনী-সংগ্রহ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। অনাথা অবলা বিধবার উপকারের ছলনায় তৎপ্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকগণের সংখ্যা জগতের ইতিহাসে নানাপ্রকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরার্থপরতার সাক্ষ্য দিয়াছে ও দিতেছে। নিঃস্ব পরিবারের অবৈতনিক অভিভাবক, পালক, শিক্ষক প্রভৃতি হইয়া পরে সুযোগমত নিঃস্বের সর্ব্বনাশ-সাধনের বহু দৃষ্টান্ত ধরিত্রীবক্ষে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেষ্টা এইরূপ কর্ম্মবীরের চেষ্টাকে কখনই আদর করেন না। তাহা (কর্ম্মবীরের চেষ্টা) যতই না কেন উন্নত উৎকৃষ্ট পোষাক-পরিহিত হইয়া নিঃস্বার্থপরতা বা পরার্থপরতার বিজ্ঞাপন প্রচার পূর্ব্বক জগতের মনীষাকে স্তম্ভিত—মোহিত—প্রলোভিত করুক, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন, একমাত্র কৃষ্ণস্বার্থপর না হওয়ায় সেই সকল চেষ্টার অন্তরালে কোনও না কোন দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত থাকিবেই থাকিবে। ঐ সকল দুরভিসন্ধি, হীনচরিত্র ব্যক্তির কুব্যাধিগুলিকে লুকাইবার জন্য পারদঘটিত ঔষধ-ব্যবহারের ন্যায় একদিন না একদিন সমাজশরীরে ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। কৃষ্ণস্বার্থপরতা ব্যতীত জীবস্বার্থপরতা নাস্তিকতা মাত্র। উহা পরার্থপরতার অত্যন্ত অপব্যবহার ও অপরাধের হেতু। তাঁর দুঃসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতিসম্পন্ন হইয়া সারগ্রাহী হইলেই এই সকল কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান—'সাহিত্য'; রাহিত্য নহে

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বর্দ্ধনানুগকে 'সাহিত্য' দিয়াছেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাহিত্যের ছলনায় 'সাহিত্য' দেন নাই। 'শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে রতনে'র নামে যে-সকল সাহিত্যের স্বৈরিণীমূর্ত্তি বর্ত্তমান যুগে ডাইনীর ন্যায়—পিশাচীর ন্যায় পাইয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে শ্রীগৌড়ীয় জীবজগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রচার করিতেছেন।

বর্ত্তমানযুগে পারমার্থিক জীবনবীমার মূল এজেণ্ট—

গৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমানযুগকে পারমার্থিক জীবনবীমার একান্ত-প্রয়োজনীয়তা অনাবিলভাবে—অকপটভাবে—অনলসভাবে অবিরাম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ যাবতীয় অর্থনীতিকে পরমার্থ-নীতিতে পর্য্যবসিত করিবার অব্যর্থ এবং অমোঘ উপায় ও উপেয় প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমার্থ ব্যতীত পৃথক্ অর্থের অন্বেষণ, কৃষ্ণব্যতীত পৃথক্ অর্থের জমা-খরচ থাকিলেই সেখানে অনর্থ,—এই কথাটী বাস্তব-আদর্শ-আচরণে শ্রীগৌড়ীয় মঠ যেরূপভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা বুঝিবার সুযোগ না পাইলে ভুল বুঝিয়া নিজের কল্যাণকে যূপ-কাষ্ঠে উৎসর্গীকৃত করিতে হইবে।

মতবাদ ও মতবাদের কবল হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-প্রদানকারী গৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ মতবাদ বা মতবাধ প্রদান না করিয়া সর্ব্বদা সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অষ্টম প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক বৎসরের উৎসব এই সকল কথা বুঝাইবার জন্যই। মহোৎসবে বারোয়ারীর ভুরি-ভোজন বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ—গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নহে। গৌড়ীয়মঠের মহাপ্রসাদ-সেবন—'ডাল-ভাত'-ভক্ষণে নহে, তাহা গৌড়ীয়মঠের সত্যবাণী-শ্রবণের জন্য পাথেয়-সংগ্রহের আহ্বান-পত্র—তাহা কৃষ্ণকথা-শ্রবণার্থ যোগ্যতা-বিতরণ ও বরণ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সব বিপরীত

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময়টা আবার নিরূপিত হইয়াছে এমন একটা সময়ে, যখন নিসর্গতঃই জাগতিক অসুবিধা বা উৎপাতের সময়। বন্যা ত' এই সময় প্রায় প্রতি বৎসরই হয়। বৃষ্টিতে চলাচল বন্ধ, নানাপ্রকার পীড়া প্রভৃতিরও এই সময়ই বেশ প্রাদুর্ভাব হয়। চাউলের দামও এই সময়ই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। তারপরে এই সময়টা হরির শয়নকাল*—কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিচারে এই সময়ে একেবারে ঠোঁট শিলাই করিয়া রাখিতে হইবে—হরিকীর্ত্তন একেবারে

* "হরির শয়ন বুঝি চারিমাস" (চৈঃ ভাঃ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

বন্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বা আত্মপ্রতিষ্ঠাকর পুণ্যাদির চেষ্টা করিতে হইবে ; কারণ ইন্দ্রিয়তর্পণ পাপে হয়, পুণ্যেও হয়। চতুর লোক বোকা পাপিগণ অপেক্ষা চক্রবৃদ্ধি সুদ-সমেত পুণ্যে ইন্দ্রিয়-ভোগ করিতে পারেন। পাপী ১ মিনিট কি ২ মিনিট স্ফূর্ত্তি করিতে পারে—না হয় ৫০ বৎসর স্ফূর্ত্তি করিয়াই হাঁপাইয়া পড়ে ; কিন্তু পুণ্যে যাঁহাদের ভোগ-লালসা, তাঁহারা বহু সহস্র বৎসর স্বর্গে নন্দনকাননে বিহার করেন। সিমলা, দার্জ্জিলিংএর বনগুলিকে নন্দন-কানন রূপে গুণে সর্ব্বপ্রকারে হারাইয়া দিতে পারে। আর যাঁহারা ত্যাগে ভোগ কামনা করেন, তাঁহারা বোকা পাপী বা পুণ্যকামী চতুরগণের উপরও টেক্কা দিতে চাহেন বটে, কিন্তু মধ্যপথে তাঁহারা নিজেদের গলায় নিজেরাই ফাঁসি দিয়া বসেন।

ঐরূপ এক সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময়, যে-সময় মুখ শিলাইয়া রাখিতে হইবে! কিন্তু সেই সময়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহস্রমুখে, সহস্র সহস্র ওষ্ঠ-স্পন্দনে উচ্চ-কীর্ত্তন, তাহাও আবার ঘরে ঘরে গিয়া কীর্ত্তন নহে, মহানগরীর দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন—মহানগরীর পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন—কর্ম্ম-কোলাহলকে পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উঠিয়া উচ্চকীর্ত্তন—একে প্রাকৃতিক বন্যায় লোকে অস্থির, তা'র উপর আবার হরিকীর্ত্তনের প্রবল বন্যা আনয়ন—বৃষ্টিপাতের সময় আবার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অবিচ্ছিন্ন অনর্গল বৃষ্টি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ষণ—হরির শয়নের সময়ই হরির সেবার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন,—চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সময়ই হরিসেবার জন্য, হরিকীর্ত্তনকারিগণের সেবার জন্য চাউল ভিক্ষা। যেখানে সর্ব্বভূতের রাত্রি, সেখানেই সংযমীর জাগরণ; —সব বিপরীত।

বিপদে কৃষ্ণ-কৃপার উপলব্ধি

যত বিপদের পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যেই বুঝি সেবাবিজ্ঞান-বিৎ শ্রীচৈতন্য-জন সম্পদের খনি আবিষ্কার করেন। কেন না, বিপদের সময় আমাদের যোগ্যতায় সত্য যতটা স্ফূর্ত্তি আকর্ষণ করে, সম্পদের সময় ততটা করে না। বিপদের মধ্যে—হাহাকারের মধ্যে যদি আর একটি প্রতিযোগী ধ্বনি উত্থিত হয়, তখন আমাদের চিন্তাস্রোতে যেরূপ বিপ্লব আনিয়া দেয়, সম্পদের শ্লথভাবে আমাদের চিত্ত সেরূপ কোন বস্তুর অভাবের অবকাশ লক্ষ্য করিতে পারে না। যে-সময় তুচ্ছ বিপদের ভয়ে মানব ভীত, তখন সর্ব্ববিপদের মূলীভূতকারণ-বারণ শ্রীভগবানের অহৈতুকী-কৃপাক্রমে বিপত্তিভয়ভীত মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ—সর্ব্ব-বিপদের কারণ-বিপদের কথা সাধুগণের কীর্ত্তন-প্রভাবে চকিতের জন্যও ভাবিবার অবসর হয়। সেই চকিত-চমকে যে স্ফুলিঙ্গটুকুর আবির্ভাব হয়, তাহা যদি কোনক্রমে চেতনে লাগিয়া যায়, তবেই সেবার আগুন ধরিতে পারে। সেই আগুন সকল ভবদাবাগ্নিকে অনায়াসে পরাভব করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাখ্যিরূপে পরম বিজয় লাভ করেন। মানুষ তখন বুঝিতে পারে, কৃষ্ণসেবা-বিমুখতাই —জীবের বিপদ। জন্মজন্মান্তরের সুমস্ত জীবকে তাহা জানাইয়া দিবার জন্যই শ্রীচৈতন্য-সেবকগণের হরিকীর্ত্তন। সাময়িক বন্যা, সাময়িক মহামারী, সাময়িক দুর্ভিক্ষ, ইহা সেই একঘেয়ে ভাবেই যুগযুগান্তর ধরিয়া জগতের নৈসর্গিক নিয়মানুসারে হইয়া আসিয়াছে, হইতেছে ও অনন্তকাল হইতে থাকিবে, ইহাদিগকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, সকলে মিলিয়া সাগরের জল সেচন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেও কিছুই কমাইতে পারিবে না, বহু পরিশ্রমে যেটুকু কমাইবে, তাহার অনেকগুণ বেশী আর একদিক্ হইতে—যুগান্তর হইতে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যে বিপদের সাগর-দোলায় উঠা-নামা করিতেছি, সেই বিপদের কবল হইতে সমগ্র জীবকে চির-মুক্ত করিয়া সম্পদের স্বারাজ্য-লক্ষ্মীর সহিত মিলন করাইয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাস্তবকৃত্য—এজন্যই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নিত্য কীর্ত্তন-উৎসব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয়োপলব্ধির অভাব অত্যাভি-মানী কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের যে ভ্রমোৎপাদন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য তাঁহার অগ্নিময়ী ভাষায় একদিন যে-কএকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধার করিতেছি,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয় মঠের প্রচারের বাহ্য প্রতীতিতে বিবর্ত্তবুদ্ধি

"প্রদ্যুম্নমিশ্রের যেমন রায় রামানন্দের চরিত্র দেখে' ভুল হ'চ্ছিল, সেরূপ অনেকের ভুল হ'চ্ছে—নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার বলে গৌড়ীয়মঠের প্রচার বুঝ্‌তে গিয়ে। যেহেতু কতকগুলি লোক 'ধর্ম্মবীর' 'কর্ম্মবীর' নাম নিয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর —তরুণ-বঙ্গের মাথা খেয়ে দিয়েছে, সেজন্য আমাদের শত শত গ্যালন রক্ত নষ্ট ক'র্‌তে হ'চ্ছে। তথাপি প্রকৃত সত্য কথা খুব কম লোকই ধর্‌তে পার্‌ছে। সত্য কথা বহু লোক নেয় না,—এটা চিরন্তন সত্য; কারণ সত্য কথা 'প্রেয়ঃ' নহে, তা' 'শ্রেয়ঃ'।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

অর্থাৎ, এই শ্রেয়ের কথা শুন্‌বার লোক বহু পাওয়া যায় না, দুই চা'র জন পাওয়া গেলেও সেকথা শুনে অনেকেই তা' উপলব্ধি ক'রতে পারে না। আর শ্রেয়োবিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ। আবার যদিও এরকম সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

সব-বুঝ্‌দার জাগতিক লোক

জগতের লোকগুলি অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আপনাদের খুব 'পণ্ডিত' 'সব-বুঝ্‌দার' মনে ক'র্‌ছে—কপটতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কেবল সংসারে ওঠা-নামা ক'র্‌ছে। এই সব অন্ধের দ্বারা চালিত হ'য়ে জগতের সমস্ত অন্ধ-সমাজ খানায় ডোবায় প'ড়ে ম'র্‌ছে,—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ গণবাদ

'গৌড়ীয়ে' শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর যে দুইটী motto (নয়বাক্য) আছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

—এ'র মানে সংস্কৃতপাঠীর লাখ্‌-করা একজনও বুঝ্‌তে পারে না—বাংলা ক'রে দিলেও তা'র মানে বোঝে না। যে-দিন এর মানে বুঝ্‌বে, সে-দিনই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, তা'রা এতকাল যা'কে 'ধর্ম্ম' ব'লে মনে ক'রেছে—যা'কে 'ত্যাগ', 'তপস্যা' ব'লে মনে ক'রেছে—তা'রা এতকাল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যত চেষ্টা ক'রেছে—দুনিয়ার কাছে যত বাহাদুরী দেখিয়েছে, সব ভুল ক'রেছে—বৃথা সময় নষ্ট ক'রেছে মাত্র।

নির্ভীক নিরপেক্ষ সত্য

যে নিরপেক্ষ নয়, সেরকম অনন্তকোটী বক্তা নরকে চ'লে যা'বে; কিন্তু নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হ'চ্ছে, শত শত জন্ম পরেও—শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ এর নিগূঢ় সত্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। কষ্টার্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সত্যকথা বোঝান' যায় না—'সাধু' কা'কে বলে, শিক্ষকগণ তা' শেখাতে পারেন না।

ধর্ম্ম-ব্যবসায় ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য

শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ যে-ধর্ম্মের প্রচার ক'রেছিলেন, আজ ৫প্রবঃপন্থী সমাজ তা'কে বিকৃত ক'রে কিরকমইনা ক'রে ফেলেছে! শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা—গোস্বামিগণের শিক্ষা—শ্রীনিবাসাদি আচার্য্য প্রভুত্রয়ের শিক্ষা আজ অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়েছে। আচার্য্যের কাজটা এখন ব্যবসাদারীতে পরিণত হ'য়েছে—গুরুর নাম নিয়ে শিষ্যের গোলামী ক'র্‌ছে—বেশ্যাকে মন্ত্র দিচ্ছে। প্রত্যেক বিলাসী ধনীর বেশ্যা আছে, বুবনীগতি গুরুব্রুবগণকে দিয়ে নিজ নিজ বেশ্যাদের মন্ত্র দিচ্ছে—ব্যবসাদার গুরুব্রুবগণের ব্যবসায় ক্ষতি হ'বে জেনে এদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁদের অধর্ম্মেও আপত্তি কর্‌বার উপায় নেই—ধনীর হুকুম তামিল না ক'র্‌লে তা'রা গুরুকে নাকাচ্‌ ক'রে দেবে! কতকগুলি লোক নির্জ্জনে ব'সে ব'সে বাজাচ্ছে—কেউ বা পিত্ত-বৃদ্ধি কর্‌ছে। ওরকম মুখার পলায়নে বা ছুঁচোর কীর্ত্তনে কোন মঙ্গল হ'বে না। আর একটা ভাষায় ব'লতে গেলে ও'সব চেষ্টা—ধর্ম্ম নয়, 'দালালী বা বদ্‌মায়েসীর প্রলোভন'। 'দয়া'র নাম ক'রে অপস্বার্থপর মানুষ যে কাজ ক'র্‌ছে, যদি স্পষ্ট-ভাষায় বলা যায়, তবে তা' ছাড়া আর কিছুই নয়। মাছ যেমন বড়শীর লোভে, পশু যেমন ব্যাধের বাঁশী শুনে' নিহত হয়, আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় মনুষ্য-জাতিও তেম্‌নি নরকের পথে যাচ্ছে। তা'দের অপকার্য্যে এগোবার চেষ্টায় বাধা দেওয়াই গৌড়ীয়মঠের একটা কার্য্য।

অসমোর্দ্ধ পরদুঃখদুঃখী

আমরা একজনের জন্যে দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি—যদি একটী লোকেরও সত্যিকথা শুন্‌বার কাণ হয়। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোকই এই মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীরপুষ্টির জন্যে দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত থাকুন। লাখ্‌ লাখ্‌ বদমায়েস লোক সরল-প্রকৃতি হিতাহিত-বোধহীন ধনীর নিকট গিয়ে ধনীদের নরকপথে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাতিত ক'রছে ; গৌড়ীয়মঠ সেরকম হিংসার কার্য্য কখনও করেন না বা তা'র প্রশ্রয়ও দেন না।

সত্যকথা অপ্রাসঙ্গিক নহে

সত্য বস্তুর প্রকৃত আলোচনাকে আমরা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক মনে করি—আমরা ধ'রতে পারি না ব'লে। আমি অন্তমনস্ক ব'লে—আমি মতলবী ব'লে—আমি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব'লে আচার্য্যের সত্যকথা কখনও অপ্রাসঙ্গিক নয়—হ'তে পারে না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ মনোধর্ম্মের প্রচারক নহেন

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ 'Mental speculationists' নহেন, তাঁ'রা মনের ধর্ম্মে চালিত ন'ন। এই পাজি মন—এই বদমাইশ মনের কাম-ক্রোধাদির দাস্য করবার খুব রুচি ; জগৎকে কাম-ক্রোধাদির দাস্যে নিযুক্ত করবার জন্যে পাজি মনের উপদেষ্টার বেশ-গ্রহণ।

প্রকৃত পরোপকারের স্বরূপ

অনন্তকোটী জীব আনখ-কেশাগ্র বিষ্ণু-বিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটি-ভাবে ঈশ্বর-বিদ্বেষ করবার জন্যে এই কয়েদ-খানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে প'ড়েছে ; এদের মধ্যে থেকে একটা লোককেও যদি বাঁচাতে পার, তা'হ'লে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

প্রাপ্ত হ'বে। বাস্তবিক সত্য সত্য দয়া—অমন্দোদয়-দয়া—হ' পাঁচ দিনের দয়া নয়—একদিনের জন্যে ক্ষুধা-নিবারণের দয়া নয়, প্রকৃত, নিত্য, পরম চরম, সত্যকার দয়া—দান শ্রীচৈতন্যদেব বিতরণ ক'রেছেন।

শ্রেয়ঃপথের প্রশ্রয়দাতা শুভানুধ্যায়ী আচার্য্য নহেন

আমি অজীর্ণ-রোগী; একটা ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লাম, এনেই ব'ল্‌ছি,—'আমার জন্যে পোলাও-কালিয়া ব্যবস্থা করুন'; ডাক্তার আমার রুচি-অনুসারে আমার 'প্রেয়ঃ' ব্যবস্থা ক'রে দর্শনী নিয়ে চ'লে গেলেন,—এরকম লোককে ডাক্তার বলা যায় না। Flatterer (তোষামোদকারী) গুরু নহে—প্রচারক নহে। যাঁ'রা popular হ'বার জন্যে—যাঁ'রা কার্য্য ফতে কর্‌বার জন্যে জনমত অর্থাৎ জগতের অনন্তকোটি রোগিকুলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়ে চ'ল্‌ছেন, সে-সমস্ত লোক কখনই শুভানুধ্যায়ী ন'ন—শুভানুধ্যায়ীর বিরুদ্ধমতাবলম্বী; সে-সব লোকের কথা কিছুতেই শুনা হ'বে না। ডাক্তারকে ডাক্‌লাম—আমার ব্যাধির চিকিৎসা ক'র্‌তে; কিন্তু তাঁ'কে যদি আমিই dictate (হুকুম জারি কর্‌বার আদেশ) করি, তা'হ'লে আর ডাক্তার ডাকা হ'লো না,—তাঁবেদার ডেকে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল-মারা হ'লো মাত্র—লোক-দেখানো ডাক্তার ডেকে ডাক্তারকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিয়ে রোগের কুপথ্য ব্যবস্থা করারই চেষ্টা হ'লো। যাঁ'রা সত্যি সত্যি ডাক্তার, তাঁ'রা রোগীর dictate (অনুজ্ঞা) অনুসারে চলেন না; আর যাঁ'রা চতুর লোক-ঠকান' ডাক্তার —দর্শনীই যাঁ'দের কাম্যবস্তু, তা'রা রোগীর ভবিষ্যৎ ভাল'র দিকে না চেয়ে নিজের পকেট-টাই দেখে। আমাদের মনের মত না হ'লে যাঁ'কে বরখাস্ত ক'র্‌তে পারি কিম্বা যাঁ'কে দিয়ে আমার বদ্‌মাইশী দুষ্টুমী বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তাঁ'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না। একজন চা'র-বছরের শিশু যদি দাম্পত্য-রসের কথা বুঝ্‌তে চায়, কিম্বা সাত-বছরের বালক-যদি সেক্সপিয়ারের কবিতার কাব্যরস বুঝ্‌তে চায়, আমরা তা'র কথা শুনে' অধিক লাভবান্ হই না। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মার্‌তে পারে—নিজের ছাগলের মুখের দিক্‌টা বাদ দিয়ে পেছনের দিক্‌টাও কাট্‌তে পারে।

শ্রীচৈতন্যের মতের অপসাম্প্রদায়িকতা

আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী, কাজেই অনিত্য অভিমানে ভারতবর্ষের interest দেখা আমার কর্ত্তব্য; আবার আমি যদি বিদেশে জন্মগ্রহণ করি, তা'হ'লে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ হ'লেও বৈদেশিক interest দেখাটাই আমার কর্ত্তব্য হয়। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত নিত্যচেতন ভক্তগণের ঐরকম দেশগত, কালগত বা পাত্রগত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অচৈতন্য-প্রসূত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা নেই; তাঁ'রা দেশের যে উপকার করেন—তাঁ'রা দেশ-ভক্তির যে আদর্শ দেখান, তা'তে একজনের পরিণামে মন্দ-প্রসবকারী সাময়িক উপকার, আর একজনের অপকার বা হিংসা হয় না। সেই উপকারের ফল—সেই দেশ-সেবার ফল—সমগ্র দেশ, সমগ্র পাত্র ও সমগ্র কাল প্রাপ্ত হ'তে পারে; এটা গল্পের কথা নয়—এটা সব-চেয়ে বড় সত্য কথা।

অভিজ্ঞতাবাদ ও তাহার চরমসীমা নির্ব্বিশেষবাদ

একটা বিস্তৃত নদীর পারে ব'সে কএকজন গুলিখোর গুলি খাচ্ছিল। গুলিখোরদের টিকে ধরা'বার আবশ্যক হ'য়ে উঠ্‌ল। ওপারে একটা নৌকোর আলো জ্ব'ল্‌ছিল। গুলিখোরদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে এপারে ব'সেই ওপারের নৌকোর প্রদীপের আগুনে টিকে ধরা'বার যত্ন ক'র্‌ল। টিকে ধ'র্‌ছে না দেখে' আর এক গুলিখোর প্রথম গুলিখোরের হাত হ'তে টিকেটা কেড়ে নিয়ে আর একটু দূরে হাত এগিয়ে ধ'র্‌ল! জগতের অভিজ্ঞতাবাদি-দেরও ঠিক এইরূপ গুলিখোরের মত প্রয়াস! মাঝে এক মাইল, দেড় মাইল নদী, কিন্তু এপারে ব'সেই ওপারের আলোয় টিকে ধরা'তে চায়! জগতের বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে বিরজা-নদীর পরপারের আলোককে স্পর্শ ক'র্‌তে চায়!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর এক অভিজ্ঞতাবাদী এসে ব'লে,—তোমার অভিজ্ঞতার হাতটা আর একটু এগিয়ে ধর। অভিজ্ঞতার হাত বৈকুণ্ঠের আলোক ছুঁতে পারে না; অভিজ্ঞতার হাত অতদূর প্রসারিত হ'তে পারে না; তাই অনেক সময় এই অভিজ্ঞতা-বাদীদের খুবই পরিশ্রান্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী হ'য়ে প'ড়্‌তে হয়—series expand ক'র্‌তে গিয়ে 'to infinity' ব'লে হাঁপ ছাড়্‌তে হয়।

অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী

নশ্বর কর্ম্ম-চেষ্টাপরায়ণগণের মত নির্ব্বোধ এজগতে আর কেউ নেই; তা'দের 'নেতা' মনে ক'রে যা'রা দৌড়ুচ্ছে, তা'রা মরীচিকায় কোনদিনই জল পাবে না। কর্ম্মবীরদের প্রস্তাবিত উপকারটা লোকে ক'দিন পা'বে? কে পা'বে? কোন্ স্থানে পা'বে—এ-সব কথা একবারও চিন্তা না ক'রে শতকরা প্রায় শতজনই ভুল পথে ধাবিত হ'চ্ছে! একমাত্র শ্রীচৈতন্যপদরেণুর সেবা যাঁ'দের চেতনে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষিত হ'য়েছে, তাঁ'রাই ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রাদি দেবতার আধিকারিক পদবী তুচ্ছ জ্ঞান করেন—মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করেন। **ভুক্তি ও মুক্তিকে প্রতিরোধ করার নামই ভক্তি।** শ্রীচৈতন্যদাসগণ ভুক্তি-মুক্তির ভিখারী ন'ন—তাঁ'রা কপট ন'ন, তাঁরা জানেন—

> "ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
> তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবের আত্মবঞ্চনা ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ার কার্য্য

অহো! অচৈতন্য-দাসগণই আজ জগতে 'চৈতন্যদাস' ব'লে গণিত হ'চ্ছে! আমরা যদি তাঁ'দের 'ভক্ত' ব'লে মনে করি, তা'হলে আমাদের মত নির্ব্বোধ লোক আর কে আছে? চৈতন্যচন্দ্রের চরণে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের নামে কুঠারাঘাত ক'র্‌ছে জগতের ৯৯'৯. লোক। জগতের শতকরা প্রায় একশ'জনই ঐরকম। ঐরকম লোকের ভ্রম অপনোদন করাই সবচেয়ে বড় দয়ার কাজ। সেটা শ্রেয়ঃ-পথ, প্রেয়ঃপথ নয়—সেটা Flattery নয়—মূর্খ লোককে 'পণ্ডিত' ব'লে সার্টিফিকেট্ দেওয়া নয়। চৈতন্য-দেবের প্রত্যেক ক্রিয়ায় বর্ত্তমান ভোগপর নির্ব্বুদ্ধিতার কোন সমর্থন নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম

নিশ্রিক্ থেকে নৈমিষারণ্যে আস্‌বার পথে Rev. Stanley Jones সাহেবের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হ'ল তাঁ'কে Kennedy সাহেবের কথা ব'ল্‌লাম। Kennedy সাহেব তাঁ'র 'Chaitanya Movement' বইয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের ধর্ম্ম কিরকম বিকৃতভাবে বর্ণন ক'রেছেন! Kennedy সাহেব শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মকে খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা কম নৈতিক ব'লে মনে করেন! আমি Rev. Stanley Jones

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাহেবকে ব'ল্লাম যে, বর্ত্তমান প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে—যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত চৈতন্য-দাসের কাছে চৈতন্যচরিত আলোচনা করেন।

মনগড়া-গৌরাঙ্গবাদ বা পৌত্তলিকতা

মানুষের কাণে চৈতন্যদেবের একটী কথাও যাচ্ছে না; চৈতন্যদেবকে নিজের মনগড়া-মত এঁকে—অখণ্ড-চৈতন্যকে—অদ্বয়জ্ঞানকে 'আমার গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ,' 'ভূত-প্রেতবাদীর গৌরাঙ্গ,' 'ইন্দ্রিয়তর্পণকারীর গৌরাঙ্গ', 'আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজা-নেড়া-নেড়ী-সখীভেকী-নব-রসিকের গৌরাঙ্গ', 'প্রাকৃত-সহজিয়ার গৌরাঙ্গ', 'নাগরীর গৌরাঙ্গ', 'অন্যাভিলাষীর গৌরাঙ্গ', 'কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীর গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি কত কি ক'রে ফেলছে! এ-গুলো—সবই ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া পৌত্তলিকতা।

শ্রীচৈতন্যদেব মনোধর্ম্মীর কল্পনায় কবলিত নহেন

সাধুগণের বিশুদ্ধচিত্তে, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনে যে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়, সেইটীই কৃষ্ণের বাস্তবস্বরূপ। তা' পরিত্যাগ ক'রে মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনার জড়-কল্পনায় যে-সমস্ত কৃষ্ণের (?) মূর্ত্তি আঁকা হয়, যেমন—'রবিবর্ম্মার কৃষ্ণ', 'ক'ল্কাতার আর্ট স্কুলের কৃষ্ণ', 'বাঙ্গালার কৃষ্ণ', 'বোম্বাইর অঙ্কিত কৃষ্ণ', 'জার্ম্মেণীর চিত্রিত কৃষ্ণ' এ-গুলো যেমন সবই মনগড়া পুতুল, তেমন 'আমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ', 'সহজিয়াদের গৌরাঙ্গ', 'মার্ত্তের গৌরাঙ্গ', 'নাগরীর গৌরাঙ্গ',—সবই পুতুল—সবই মায়া—সব অচৈতন্য। গৌরাঙ্গ 'পুতুল' ন'ন; তিনি পূর্ণচেতন—স্বয়ং ভগবান্; বদ্ধজীবের মনগড়া পুতুল না হওয়াতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি বিশ্বের কোন অচৈতন্য জীবের দ্বারাই নিয়মিত হন না। অচৈতন্য জীব শ্রীচৈতন্যকে অচেতন-মনোধর্ম্মের কারখানায় অচেতনের ছাঁচে ঢেলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পুতুলরূপে ইচ্ছামত পিটে গ'ড়ে নিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে বহির্ম্মুখ-মনোধর্ম্মিসমাজের অঙ্কিত বিকৃতচিত্র; শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর অন্য নবীনমতের অপ্রয়োজনীয়তা

শ্রীচৈতন্যদেবকে লোকে এমন ক'রে এঁকেছে যে, 'চৈতন্যদেবের চরণানুচর' ব'ল্‌তে গিয়ে আমাদিগকেও লজ্জার পাত্র ক'রে ফেলেছে! আমাদের এমনই পোড়াকপাল যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর আমাদের দেশে আবার নানা বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হ'ল। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সনাতনী কথা শুন্‌বার কাণ করিনি ব'লে আমাদের দেশে নবীন-মতের সৃষ্টি হ'য়েছে ও হ'চ্ছে। শ্রীচৈতন্য বাংলার দ্বারে-দ্বারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অযাচকে সকলকে চেতনোন্মুখ করবার জন্যে হরিদাস ও নিত্যানন্দকে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। আমরা যে নিত্য-হরিদাস—চেতনের নিত্য-সহজ-ধর্ম্ম যে হরিদাস্য—হরিদাস্যই যে নিত্যানন্দ দান ক'রতে পারে—যা'তে খণ্ড, অনিত্য-আনন্দের তৃষ্ণা আর থাকে না—যা'তে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, আমরা চৈতন্যদেবের সেই কথায়ই উদাসীন হ'য়ে—আমাদের ঘরের অমূল্য নিধি ছেড়ে' বাইরে কাচ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি!

কর্ম্মীর কল্পনা বা ছেলে-ভুলানো ছড়ার ন্যায় ভক্তিকথা নহে ; 'গৌড়ীয়'-পত্র ও "গৌড়ীয় মঠ"

আমরা 'ব্যাঙের আধুলি-সম্বল' কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে ভগবদ্-ভক্তের কার্য্যকলাপের সমালোচনা ক'রতে যাই! আমরা মনে করি,—"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়, আমার যাদুমণির কপালে টিপ্ দিয়ে যা"—এই রকম ছেলে-ভুলানো ছড়ার মতই বুঝি ভগবদ্ভক্তির কথা! বহু নিষ্কপট ও সমর্থ লোকের সঞ্চিত বহু গ্যালন রক্ত—'গৌড়ীয়'-পত্র আর 'গৌড়ীয়-মঠ'। বাহ্যদর্শনে—অন্য লোক হ'তে Suck-up-করা—ভগবানের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত রক্ত। তথাপি লোকে শ্রীচৈতন্যের কথা একান্তভাবে শুনুক্—বুঝুক্—আর নিজেদের সত্যিকার মঙ্গল গ্রহণ করুক্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহির্ম্মুখ মানব-সমাজ ও শ্রীচৈতন্যজন-সম্প্রদায়

মানবজাতি ব'লছে,—"প্রত্যক্ষবাদের কথার দ্বারা যদি সময় নষ্ট ক'রতে পারেন—সে-সকল কথায় যদি ইন্ধন দিতে পারেন—রোগি-সমাজের যদি dictation শুনতে পারেন, তা' হ'লেই আপনাদের 'সাধু' ব'লব।" আমরা জনসমাজের কাছে ওরকম 'সাধু হওয়ার প্রতিষ্ঠা'কে মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন ক'রে প্রকৃত চৈতন্যচরণানুচর সাধুগণের পথ অনুসরণ ক'রব।

গৌড়ীয়মঠ—আনুকরণিক প্রতিষ্ঠান বা কাপট্য-নাট্যের রঙ্গালয় নহে

গৌড়ীয়-মঠের প্রচার আরম্ভ হ'লে হাওড়ার কএকজন উকিল ব'ল্লেন, অমুক মিশনের সঙ্গে ত' আপনারা যোগদান ক'রতে পারেন। আমরা ব'ল্লাম,—ওরকম হাজার হাজার মিশনের প্রস্তাবিত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত হ'চ্ছে আমাদের পন্থা। তাঁ'রা ব'ল্লেন,—তা'হ'লে ত' আপনাদের বড় অসুবিধার কথা, আপনাদের কথায় 'দয়া' নেই। আমি ব'ল্লাম,—এর দ্বারাই একমাত্র প্রকৃত দয়া হ'বে, আর জগতের প্রস্তাবিত দয়া—দয়ার আপাতমনোহারিণী মূর্ত্তিগুলি যে 'দয়া'র নামে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিমতী হিংসা—আমি এই কথা প্রমাণ করবার ভার গ্রহণ ক'রলাম; যিনি পারেন, খণ্ডন করুন। কেউ ব'ল্লেন,—Maternity

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

home করাই মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ। পাশ্চাত্য দেশের Maternity homeএর অনুসরণে লোক-দেখানো গলায় মালা দেওয়া-লোক ছ'পয়সা পকেটস্থ কর্‌বার জন্মে, আর দয়া কর্‌বার নাম ক'রে নিজের ব্যভিচারটা গোপনে চাপা'বার জন্মে ঐ সমস্ত কারখানা খুলে, লোকগুলিকে অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীচৈতন্মের দয়া বুঝ্‌তে বাধা দিল। সে-রকম ধরণের কাছে লোকপ্রিয়তা কেনা যেতে পারে, কিন্তু সেরকম আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মহাপ্রভুর অকৈতব দয়া-ধর্ম্মের কাছ্ থেকে বহুযোজন দূরে। আচারহীনা নারীগণকে প্রসব করিয়ে রক্ষা করা—নীতিশাস্ত্রের নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া অনেক স্থানে মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গৌড়ীয়মঠ ব'ল্‌ছেন,—এ-সকল ভণ্ড-গুলোকে Indian Penal Code যে শাস্তি দিতে পারে না, তা' অপেক্ষাও অধিক শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলায় এ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবার নাম ক'রে মাধবীমাতার নিকট হ'তে তণ্ডুল ভিক্ষা ক'রেছিল। সেই হরিদাসের উপর বিধাতার death sentence ব্যবস্থাপিত হ'য়েছিল। ত্যাগীর বেশ নিয়ে পরদার হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি—কৌপীন নেবার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গোপনে কপটতা-ধর্ম্মবশে পরদার হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি যা'র, চৈতন্যদেবের দ্বারে তা'র 'দ্বার-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

মানা'—চৈতন্যদেব বা তাঁ'র দাসগণ তা'র মুখ-দর্শন করেন না—তা'র শাস্তি নদীতে ডুবে মরা—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য় পঃ)

রসগান ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ

প্রবঞ্চকের কপটতা-লাম্পট্য নষ্ট করবার জন্যে কামদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা ইহজগতে প্রকাশিত। শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর নাম দিয়ে যে রাইকানুর গান হ'চ্ছে, গৌড়ীয়মঠ তা'র বিরুদ্ধে প্রচারক; কিন্তু রাইকানুর শুদ্ধগীতিতে নিজ-নিত্য-মঙ্গল-সাধনই আবার মঠের প্রচার। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরকম কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালুব্ধ বদ্ধজীবগণকে কখনই পাশমুক্ত সদাশিবের পানযোগ্য কালকূট পান ক'রতে যেতে দেবেন না। এটা দেখতে আপাততঃ বড় নির্দ্দয়তার কার্য্য, কিন্তু গৌড়ীয় মঠ জীবকে ওরকমভাবে বঞ্চনা ক'রে বদ্ধ-জীবের রুচির অনুকূল প্রেয়ো জিনিষগুলি যুগিয়ে দিয়ে তাঁ'দের ভীষণ হিংসা করবার পক্ষপাতী ন'ন। রোগীর কটূক্তি সহ্য ক'রে—রোগি-সমাজের কাছে আপাত-অপ্রিয় হ'য়েও গৌড়ীয়মঠ রোগিকুলের পরিণামে মঙ্গল দেখছেন। এটা কত বড় প্রতিষ্ঠাত্যাগ—কত বড় পরোপকার-প্রবৃত্তির পরিচয় বঞ্চিত মনুষ্য-সমাজ তা' বুঝবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারমার্থিক রাজ্যে যুগান্তরের ইতিহাস

গৌড়ীয়-মঠের প্রচারের মত জগতের পারমার্থিক ইতিহাসে এমন মহা-বিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হ'য়েছে, পারমার্থিকগণই তা' বিচার ক'র্‌বেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক লোক আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন, মানুষের কাছে যেটা প্রথম-মুখে সম্পূর্ণ অভিনব—কত বড় একটা বিপ্লব, সেইরকম কথা প্রচার ক'র্‌ছেন। তাঁ'রা জগতের লাখ্ লাখ্ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ভয়ে ভীত ন'ন—তাঁ'রা লম্পটগণের কাপট্য-লাম্পট্যকে প্রশ্রয় দেবার জন্যে প্রস্তুত ন'ন। জগতের অসংখ্য অসংখ্য কৃষ্ণবহির্মুখ-জীবনের দুর্ব্বুদ্ধি একচ্ছত্র—অপ্রাকৃত রাজরাজেশ্বর বিশ্বম্ভরের রাজস্ব অপহরণ ক'র্‌বার জন্যে যে-সমস্ত Policy devise ক'র্‌ছে (মতলব আঁট্‌ছে), সেই দুর্ব্বুদ্ধিকে গৌড়ীয়মঠ যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত; তাঁ'রা জগতের কাছে এক পয়সা চান না, তাঁ'রা জগৎকে পূর্ণ বস্তু—চেতন বস্তু চৈতন্যদেবকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান ক'র্‌তে চান। তাঁ'রা বলেন,—যা'র কাছে যা' কিছু সম্পত্তি গচ্ছিত আছে, সব সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের চরণে ডালি দাও। যাঁ'রা যাঁ'রা সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে দিতে প্রস্তুত, গৌড়ীয়মঠ তাঁ'দের ভগবৎপাদপদ্মের পূর্ণ সন্ধান দিয়ে থাকেন।

গৌড়ীয়মঠের সাময়িক উৎসবাদির উদ্দেশ্য

গৌড়ীয়মঠ খাওয়া-দাওয়ার জন্যে একটা 'আড্ডা' নয়—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

মলমূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্যে খাওয়া-দাওয়া বা ধূম-পানের দোকান খোলা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নয়। ধূম-পানপ্রিয়, কৃষ্ণভক্তি ছাড়া ইতরকার্য্যতৎপর ব্যক্তিগণকে সত্যকথা শুন্‌বার অবসর দিবার জন্যে—তাঁ'দের মঙ্গল কর্‌বার জন্যেই গৌড়ীয়মঠের উৎসবাদি।

ভগবান্‌কে 'নিরাকার' প্রতিপন্ন করিবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য

কৃষ্ণের উৎকট প্রেমাকে নাকচ্‌ ক'রে নিজের ঘৃণিত কাম্পট্য বৃদ্ধি কর্‌বার জন্যে আমরা ভগবান্‌কে "নিরাকার"-শব্দে অভিহিত ক'র্‌তে চাই। ভগবানের নিত্যরূপ নেই—ভগবান্ হস্তপদাদি-রহিত হ'লেই আমরা রূপবান্ ও হস্ত-পদাদি-সহিত হ'য়ে বেশ দুনিয়া লুট্‌তে পারি। আর ভগবানের যদি রূপ না থাক্‌ল—চক্ষু না থাক্‌ল, তা' হ'লে আমরা গোপনে ব্যভিচার করি আর যা'ই করি না কেন, ভগবান্ ত' আর তা' দেখ্‌তে পাবেন না! আমরা মনে করি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগুলি কিম্বা এই দুনিয়াটা আমাদেরই ভোগ্য; ভগবানের ভোগ্য নয়। এই হেতু ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্যে আমাদের আন্তরিক চেষ্টা। এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী—সকলেই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ ক'র্‌তে চান। জগতের সকল মনোধর্ম্মী লোকেরই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা! তাঁ'রা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মনে করেন,—ভোগ আমরা ক'র্‌বো, প্রতিষ্ঠা আমরাই পাবো—ভগবান্ পাবেন কেন ?

স্বরাট্ পুরুষে পরা ও অপরা নীতির চিৎসমন্বয়

কিন্তু গৌড়ীয় মঠ শ্রুতির অনুসরণ ক'রে বলেন,—ভগবান্‌ই সব ভোগ ক'র্‌বেন—ভগবানেই উৎকট আসক্তি থাক্‌বে। একটা বিচারে ও ভাষায় যা'কে 'লাম্পট্য' বলা যায়, আবার আর একটা বিচারে ও ভাষায় স্থানান্তরে তা'কেই 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি' বলা যেতে পারে ; যখন পরা ও অপরা সকল সম্পদের মালিকই কৃষ্ণ, তখন তাঁ'র সম্পত্তি তিনি ভোগ ক'র্‌বেন—এতে অনৈতিকতা বা কিছু আপত্তিজনক লাম্পট্য থাক্‌তে পারে না। আবার এ-জগতের জীবের পক্ষে যে লাম্পট্যটা অত্যন্ত হেয়—ঘৃণিত, সেইটাই কৃষ্ণের পক্ষে অনিন্দ্য, চিদ্ধামে পরগোপালের ও নিত্যরসের চমৎকারিতাবর্দ্ধনকারী।

ভোগী ও ত্যাগীর মধ্যে স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্য-মাত্র ভেদ

আত্মবঞ্চক লুব্ধ ভোগিসম্প্রদায় ও ত্যাগিসম্প্রদায়ের মাথায় কৃষ্ণের ভোগের কথা প্রবেশ করে না। স্থূলবুদ্ধি ভোগিসম্প্রদায় মনে করে,—"নরকে যা'বার জন্যে ভোগ ক'র্‌বো ত' আমরা ; আমরাই দোলা ঘোড়া চ'ড়্‌বো—অট্টালিকায় বাস ক'র্‌বো—ভাল ভাল রূপ দেখ্‌বো—

. Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুন্দর গন্ধ শুঁকবো—চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় আস্বাদন ক'র্‌বো—মধুর স্বর শুনবো—কোমল জিনিষ স্পর্শ ক'র্‌বো!" আর ত্যাগী ও-গুলিকে বেশী দিন ভোগ ক'র্‌তে পারে না ব'লে, বৈরণের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করার মত ভোগ্য বস্তুগুলির উপর ক্রোধ ক'রে একটা ফল্গু-ত্যাগের পোষাক নিয়ে থাকে। ত্যাগী—অতৃপ্ত-আসক্ত ক্রোধী ও ভোগী মাত্র। ওরকম ত্যাগ ও ভোগের কথা গৌড়ীয়মঠ বলেন না। গৌড়ীয়-মঠ বলেন,—কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, কৃষ্ণই ঘোলা-ঘোড়া চ'ড়বেন—কৃষ্ণই অট্টালিকায় বাস ক'র্‌বেন—কৃষ্ণের নয়নোৎসবের জন্যেই যাবতীয় রূপ—কৃষ্ণের ঘ্রাণোৎসবের জন্যেই যাবতীয় সুগন্ধ—কৃষ্ণের জিহ্বার লাম্পট্য-বর্দ্ধনের জন্যেই যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোজ্যসামগ্রী—কৃষ্ণের মুক্ত-প্রগ্রহ-স্পর্শ-মহোৎসবের জন্যেই যাবতীয় সুকোমল বস্তু। ইহজগতে যা'রা পরমভোক্তা কৃষ্ণের সেবা বিস্মৃত হ'য়ে এক একটা ছোট-খাট 'কৃষ্ণ' সেজে ব'সেছে, তা'দের বিদ্ধ করবার জন্যে মায়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের এক একটী টোপ ফেলেছে।

গৌড়ীয়মঠের ত্যাগ ও 'ত্যাগ'-শব্দের সাধারণ রূঢ়ি

মহাপ্রভুর ভক্তগণের ত্যাগ—গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফল্গুত্যাগীর ভুয়ো ত্যাগের মত নহে। কেউ ব'ল্লেন, ইনি দশহাত কাপড় ত্যাগ ক'রে পাঁচ হাত কাপড় প'র্‌ছেন —কেউ ব'ল্লেন, তিনি জুতো ত্যাগ ক'রেছেন—কেউ ব'ল্লেন, তিনি খাওয়া পরিত্যাগ ক'রেছেন ; এ-সব ত্যাগের চেহারা ভোগীর কাছে বাহাদুরী নিতে পারে বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের কাছে এ-গুলির কপটতা ধরা পড়ে।

গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের চরিত্র

গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ধন-প্রাণ ভগবানের উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। যাঁ'র যে পরিমাণে উপলব্ধি, তিনি তা'তে সেই পরিমাণে সহায়তা ক'র্‌ছেন। Stipend-holder পুরুতশ্রেণী—গুরু-শ্রেণীর মত নিজে খাবো দাবো আর কতকগুলো মরণশীল আত্মীয়স্বজন-নামধারীর ব্যভিচার-লাম্পট্য—ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দেবো, এজন্যে গৌড়ীয় মঠ এক কাণা-কড়িও কখনো সংগ্রহ করেন না। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা'র শেষ 'পাই' পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশ-পর) ইন্দ্রিয়তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়। গৌড়ীয়-মঠের লোকেরা বেশী মোহনভোগ খেতে পারেন না—চা, পান, বিড়ি, কাটলেট, মৎস্যমাংস, তামাক, নস্য, চুরুট প্রভৃতি পান-ভোজনে ও নিজের গেরুয়া-পরিধানে রত হ'তে পারেন না ; সকল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রদত্ত খোগ্ড়া মোটা চা'ল, বিশ্বম্ভর যা' কৃপা ক'রে প্রদান করেন, সেইটী অত্যুত্তম প্রসাদ-রূপে গ্রহণ করেন—উদয়াস্ত ভগবৎসেবার জন্তে নিযুক্ত থাকেন।

শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরজনের পতাকাবাহী শ্রীগৌড়ীয় মঠ

চৈতন্যচন্দ্র ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বের লোক—তিনি ম'রে গেছেন, এরূপ নয়; তিনি নিত্যকাল আছেন—তিনিই গৌড়ীয় মঠকে নিত্যকাল এই কার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছেন। শ্রীগৌরহরি জগতের অতিবিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণকে দিয়ে মঠবাসীকে দণ্ডিত জীবের মত কেবল ব্যবহারিকদুঃখও প্রদান করেন না; সেজন্য বৈষ্ণবে গুরুবুদ্ধি-বিচার নষ্ট না ক'রে মঠসেবকের সেবকগণ তাঁ'দের সেবা করেন। মূঢ়গণের ও হিংসা ক'রতে দেন না।"

শ্রেষ্ঠ-রাজনীতিজ্ঞ হুসেনসাহ অপেক্ষাও অপ্রাকৃত-রাজনীতিজ্ঞ দবিরখাস ও সাকর-মল্লিকের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন

গৌড়াধিপতি হুসেনসাহ একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতি-বিশারদ ও অদ্ভুত প্রতিভাশালী বিচক্ষণ-ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারই দুই হস্তরূপে দবিরখাস ও সাকরমল্লিক গৌড়রাজ্য পরিচালনা করিতেন। বস্তুতঃ দবিরখাস ও সাকরমল্লিকই রাজ্যপরিচালনে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। বিচক্ষণ গৌড়াধিপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দবির ও সাকরের বুদ্ধিমত্তা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার সুচতুরা বুদ্ধি অপেক্ষাও অনেক বেশী। তাই তিনি তাঁহাদের দুইজনের পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সাকর মল্লিক যখন "অস্বাস্থ্যের ছল" করিয়া পণ্ডিতবর্গের সহিত ভাগবতালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর হুসেন সাহ স্বয়ং সাকরের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সাকরের বাসভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ হোসেনসাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঐ দুইভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার রাজ্য অন্ধকার হইবে। এই জন্যই গৌড়েশ্বর সাকরমল্লিককে নিজ করতলে রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইতে গিয়া সাকরকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কিন্তু গৌড়েশ্বরের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চতুরতা দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের অমানুষী সুবুদ্ধি ও সুচতুরতার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ-রাজনীতিবিশারদ বিচক্ষণহুসেনসাহ একদিন গৌড়ের রামকেলিগ্রামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আগমনবার্তা ও তৎপ্রভাব শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বিনা দানে এত লোক যাঁ'র পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৬৯)

গৌড়েশ্বরের এই বাক্যে তাঁহার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু দবিরখাস ও সাকরমল্লিক গৌড়েশ্বর অপেক্ষাও অতুলনীয় কোটিগুণে স্বভাবসিদ্ধ অমানুষী বুদ্ধিমত্তায় অধিষ্ঠিত ছিলেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া হুসেনসাহ যে "গোসাঞা"র প্রভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় অতিমর্ত্ত্য স্বরাট্ "গোসাঞা"র পদাঙ্ক "বিনা দানে" অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহারা হুসেনসাহের প্রভূত 'দান' কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজনীতি-বিশারদ হুসেন সাহ—"বিনা দানে এত লোক যাঁ'র পাছে হয়"—এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া যথেষ্ট নীতি-নিপুণতার পরিচয় দিলেও দৈবীমায়ায় তাঁহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন বলিয়া—তাঁহার মন্ত্রী দবিরখাসের—"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্তর-কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"—এই বাক্যে যে অধিকতর রাজনীতির অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হুসেন সাহ প্রাকৃত ভূমি ও রাজ্যের অধিপতি হইয়া অনুসরণ করিতে পারেন নাই; আবার উহা অপেক্ষাও—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥"

—এই বাক্যে যে অতিমর্ত্ত্য রাজনীতিচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা আছে—যে নীতি বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, দ্বারকা প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য রাজনীতির নিকট পরাভূত হইয়াছে,—যে নীতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শ্রীমুখ-গঙ্গা হইতে প্রকটিত হইয়া শ্রীরূপ ও অকপট শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ে গুহ্যতম সাম্প্রদায়িক রহস্যরূপে গুপ্তসেবার ভজনসম্পুটে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংরক্ষিত আছে, সেই রহস্যরত্নের সন্ধান জগতের স্বল্পবুদ্ধি লোক ত' দূরের কথা, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠমনীষিগণ—এমন কি বৈকুণ্ঠের উপাসকগণ পর্য্যন্ত ধারণায়ও আনিতে পারেন না।

অপ্রাকৃত পারকীয়রসাশ্রিত রূপানুগ-গণের ভজনের মূলমন্ত্র

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু" এই শ্লোকটী প্রকৃত গৌড়ীয়গণের—রূপানুগ-গণের ভজনের মূলমন্ত্র, এই শ্লোক-কল্পবৃক্ষ হইতেই গৌড়ীয়ের সহস্রারের মূলমন্ত্রের পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

সূর্য্যপূজায় বহির্ম্মুখবঞ্চনা ও স্বাভীষ্ট-সেবা

'পরব্যসনিনী নারী' শ্লোকটিই শ্রীরূপানুগ ও রাগানুগ গৌড়ীয়গণের গুহ্যতম ভজন সূর্য্য-পূজার মূলমন্ত্র। এই কথা শৈব্যা ও পদ্মার নীতি-বিশারদ বঞ্চিত নয়নিপুণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না—কোন কালে ধরিতে পারে না।

শ্রীবার্ষভানবী ও তৎপক্ষীয় সেবকবৃন্দের সূর্য্য-পূজার জন্য যে-সকল আয়োজন, আড়ম্বর, ব্যস্ততা, কর্ম্মপরতা, তাহা দেখিয়া বঞ্চিত ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন, সূর্য্যপূজার জন্যই বুঝি হরিপ্রিয়তমার এত চেষ্টা! কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাঁহার পাতিব্রত্যের কোট্যংশের নিকট লক্ষ্মী, অরুন্ধতী শচীদেবী পর্য্যন্ত পরাভূত, সেই শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণপূজা-ব্যতীত—কৃষ্ণ-সেবা-চেষ্টা-ব্যতীত অন্য কিছুই অবশেও করিতে পারেন না। বহিরঙ্গলোক যাহাকে 'সূর্য্য-পূজা' দেখেন, তাহা কেবল ভজনসুচতুরার বহিরঙ্গ-বঞ্চন-বিচার দ্বারা নিজভজনের পরিপুষ্টির চেষ্টা—সূর্য্যের অভ্যন্তরে 'মধুর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি'র সেবা-সঙ্গের জন্য অভিসার।

ধর্ম্মকামীর সূর্য্য-পূজা ও "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম" শিক্ষায় শিক্ষিত ভাগবতগণের বিচার

ধর্ম্মকামী সূর্য্য-পূজা করেন, আর 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই ব্রজের ভজন-কথা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আর্য্য-পথ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগের উপদেশ যাঁহাদের আত্মবৃত্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা অনেক অধিক সুচতুর; তাই ধর্ম্মকামী প্রভৃতিকে ভোগা দিয়া আর অভিমন্যুর অধস্তন ও আত্মীয়স্বজনকে * বঞ্চনা করিয়া ধর্ম্মকামীর মুখোসে তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র নিত্য পতি, প্রভু, বান্ধব কৃষ্ণের সেবা করেন। সূর্য্যপূজার পৌরোহিত্যের ছলনায় 'কৃষ্ণে'র

* যাঁহারা কৃষ্ণের নিত্যসেবক-সম্প্রদায়কে ও কৃষ্ণসেবক-সম্প্রদায়ের সেবকগণকে নিজেদের ভোগ্য বিচার করেন—বাহ্যদর্শনে পত্নী, পুত্র, সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রের ভোক্তা বিচার করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজ-প্রেষ্ঠের সহিত মিলন ও সূর্য্যপূজার ছলনায় সেবকগণের কৃষ্ণসহ মাধ্যাহ্নিক মিলনের গুহ্যতমা সেবা-কথা সাধারণ নারায়ণোপাসক ত' দূরের কথা, অনেক কৃষ্ণোপাসকগণও বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা কেবল কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের অকৈতবসেবক, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম অবহিত হইয়া ধরিতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত কাহারা ?

যাঁহারা কপটতাক্রমে আপনাদিগকে 'রূপানুগ' বা 'রাগানুগ' বলিয়া পরিচয় দেন, যাঁহারা একমাত্র অকৈতব কীর্ত্তনের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়তর্পণের পথকে 'সেবার পথ' বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহারা শ্রীরূপের উপদেশামৃত নিরন্তর পান না করেন, যাঁহারা প্রাকৃত-রস-শতদূষণী-দ্বারা নিরন্তর 'শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারে'র অনুগ-সেবার নিযুক্ত না হন, তাঁহারা শ্রীরূপানুগগণের কীর্ত্তন-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য—বিচার-আচার প্রভৃতি বুঝিতে না পারিয়া বাহিরের মুখোসমাত্র দর্শনে অনেক সময়ই বঞ্চিত হন।

বঞ্চিত হওয়ার কারণ কি ?

যাহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচার, আচার হইতে বাহ্যঃ বহুদূরে থাকিয়া সমসাময়িক জগতের নানাপ্রকার বহি-র্মুখতার ... বহির্ম্মোহে মত্ত,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

ধাবিত ও নিমজ্জিত, তাহাদের কথা ত' দূরে থাকুক, যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচার ও আচার বাহ্যতঃ শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছেন, মনে করেন, তাঁহারাও নানাপ্রকার অন্তর্নিহিত গুপ্ত ও কপট অন্যাভিলাষের স্বচ্ছ(?)যবনিকার মধ্য হইতে দেখিতে গিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠকে যেরূপ বিকৃতভাবে দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয়মঠের সূর্য্যপূজার বাহ্য আড়ম্বরই দেখিয়াছেন এবং সেইরূপভাবে দেখিয়া তাঁহারা ধার্ম্মিক বা কর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত অকৈতব ও অব্যবহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট না হওয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তিত সূর্য্যপূজার গুপ্তরহস্য ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের শ্রুতিপথ দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করে নাই; শৈব্যা-নীতি, পদ্মানীতিই 'মগজে' নানা আকারে প্রবল হইয়া রহিয়াছে, তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে তাঁহারা চিরবঞ্চিত।

অক্ষজ দর্শনে বিপদ্

আমরা কেহ গৌড়ীয়মঠের দালান-কোঠা দেখিয়াছি, কেহ বা মোটরগাড়ী দেখিয়াছি, কেহ বা মহামহোৎসবের খাদ্য-বৈচিত্র্য দেখিয়াছি, লোক-জন-প্রতিষ্ঠা দেখিয়া সেই সকলে ভোগ-বুদ্ধি করিয়াছি, কেহ বা অন্তরে তাহা ভোগ করিবার পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল ভোগ করিতে না পারায় গৌড়ীয়মঠের ঐ সকল প্রচার-ঐশ্বর্য্যকে রূপানুগ-পথের বিপরীত মনে করিয়া বঞ্চিত হওয়াকেই—কীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া কল্পনার পথকেই 'রূপানুগপথ'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কল্পনা করিতে করিতে নানা-অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছি!

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত স্বরূপ কি?

সাধু সাবধান! ইহা গৌড়ীয়মঠের স্বরূপ, প্রচার, আচার বা উদ্দেশ্য নহে। গৌড়ীয়মঠের পথ একমাত্র শ্রীরূপানুগবর্য্যের প্রদর্শিত একায়ন পথ, তাহাতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকৈতবসেবার ভজনস্থচাতুরী বিদ্যমান। যাহাকে আমার ভোগনেত্র ও ভোগময় মস্তিষ্ক ইট পাটকেল-পাথর দর্শন বা বিচার করিয়া 'গৌড়ীয়মঠ' মনে করিতেছে, তাহা 'গৌড়ীয়মঠ' নহে। শ্রীরূপানুগ আচার্য্য-বর্য্যের—অকৃত্রিম পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি আচার্য্যবর্য্যের—শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য পাদপদ্মই শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তাঁহার অকৈতববাণীই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সেই বাণীর অকৈতব-শ্রবণ-কীর্ত্তন-পীঠই—বাণীহট্টে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্তিবিনোদা দয়ার সরস্বতী-প্রবাহই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ভক্তিবিনোদ-আসন বা সারস্বত-আসন। সেই ভুবনমঙ্গলময়ীবাণীর কীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া অন্য যাহা কিছু, তাহা গৌড়ীয়মঠের অনাবৃত-স্বরূপ নহে। তাই "মঠের পরিচয়" পাইতে হইলে "শ্রীআচার্য্যবর্য্যের পরিচয়" আবশ্যক, আচার্য্যের পরিচয় পাইতে হইলে "নিজ পরিচয়" পাওয়া আবশ্যক, নিজ-পরিচয় পাইতে হইলে "আচার্য্য-পাদপদ্মের অব্যবহিত শ্রবণ" আবশ্যক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

অব্যবহিত শ্রবণ করিতে হইলে অকপট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির আবশ্যক।

বাহ্য সৌসাদৃশ্য-দর্শনে বিপদ্

শ্রীগৌড়ীয়মঠ একটি ঘনবস্তু-বিশেষ বা সীমাবদ্ধ সরল-রৈখিক ক্ষেত্র নহে যে, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, বাহু, কোণাদির পরিমাণ প্রভৃতি বলিয়া লোককে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। "শ্রীগৌড়ীয়মঠ" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাবদান্যতা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নিত্যমন্দির। এই মন্দিরে একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের আরাধনা হয়, অন্য কোনও অভিপ্রায়ের পূজার স্থান এখানে নাই; এখানকার যত কিছু কার্য্য, তাহা সমস্তই কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধানপুরোহিত আচার্য্যের অনুমোদিত, সকলই সেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের আনুকূল্যকারী—ইহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের সংসার—সংকীর্ত্তন-সংসার। মায়ার কীর্ত্তনের সংসার,—এই চতুর্দ্দশ ভুবন। বাহ্যসাদৃশ্যে যেরূপ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অনেকটা এক, সেইরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃষ্ণসেবা-তৎপরতা ও জগতের মায়াতৎপরতার কার্য্যগুলি দেখিতে প্রায় একই প্রকার। এই বাহ্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ময়দানবের নির্ম্মিত পুরীর মত দুর্য্যোধনাদির ন্যায় দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ নশ্বর প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হন নাই

বাহ্য দর্শনে দেখিতে গিয়া অনেকে মনে করেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয়মঠের প্রথম অবস্থায় ইহা খুব ক্ষুদ্র ও নিঃস্ব ছিল, এখন তাহা বৃহৎ ও প্রচুর ধনবান্ হইয়াছে। এইরূপ দর্শন শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শন নহে, উহা মায়ার দ্বারা প্রতিহত দর্শন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর নিত্য-কীর্ত্তনকেন্দ্ররূপে অবস্থিত ; যেরূপ আকর-ঔষধ বা মূল অরিষ্ট (mother-tincture) হইতে বহু বহু শক্তির ঔষধ বিস্তারিত হয়, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যবাণীর আকরকীর্ত্তনক্ষেত্র শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ বহু বহু কীর্ত্তনকেন্দ্রে বিভূতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর এই আকরকীর্ত্তন-প্রবাহিণী ভবিষ্য-শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুসারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভূতা লাভ করিবেন। শ্রীগৌরজন-শ্রীভক্তিবিনোদবিভুর মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তন-স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি-কণদ্দক, প্রতিচেষ্টা, কৃষ্ণকীর্ত্তন-স্বারাজ্য-বিস্তারে পূর্ণভাবে নিযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী অকৈতবভাবে বিস্তারিত হইলেই পৃথিবীর সকলপ্রকার সমস্যা— দৈন্য, দুঃখ, অচৈতন্যের অপচৈতন্যের ক্লেশরাশির নিদান প্রকাশিত হইবে—বিশ্ব পূর্ণসুখময় হইবে—প্রেমময় হইবে ; কল্পনার বিশ্বপ্রেম, স্বপ্নের বিশ্বশান্তি, মৃগতৃষ্ণিকার সাম্যবাদ, আলেয়ার মৈত্রী, বালুকার স্বাধীনতা-সৌধ, আকাশকুসুমের সুখের দিনের আশায় দীর্ঘ মোহগুলির অবাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

উর্দ্ধবাহু হইয়া ত্রিসত্য করিয়া বলিতে শিখিব—"একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীই পরম সত্য, শ্রীচৈতন্যের দাসগণই পরম সত্য, শ্রীচৈতন্য-বাণী-কীর্ত্তনই পরম সত্য।"

শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনকেন্দ্রই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই বিরাট্ বিশ্বমোহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় ভূতলে বিশ্বমানবের জীবন-মরণের সমস্যা-সংঘর্ষের এই সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন। বিশ্বমানব নানাদিকে দৌড়াইয়াছেন; কেহ কর্ম্মবীর, কেহ জ্ঞানবীর, কেহ যোগবীর, কেহ তপোবীর, কেহ অন্যাভিলাষী, কেহ বা ধর্ম্মাভিলাষী, অর্থাভিলাষী, কামমোক্ষাভিলাষী—কত কি! আবার কেহ কেহ বা কপটতা করিয়া কৃষ্ণভক্তের সজ্জায় পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতির বংশগৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন! কোথায়ও কোথায়ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, কোথায়ও বা স্পষ্টনাস্তিকতাই অধিকতর সংসাহসিকতা ও ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! এইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে কোটিকণ্টকরুদ্ধ ভক্তিপথে পথ দেখাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ কীর্ত্তনধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন। "যত মত, তত পথ"—এই ভোগাদেওয়া কথা,—গৌড়ীয়মঠের কথা নহে। আত্মহিংসার জন্য মনোধর্ম্মের 'অনেক মত, অনেক পথ' গৌড়ীয়মঠ গ্রহণ করেন নাই বা পরহিংসার জন্য তাহা প্রচারও করেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন—প্রেমের রাজ্যে যাইবার একটিমাত্র পথ, প্রেমসূর্য্য-দর্শনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটিমাত্র দিক্। সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক্ ব্যতীত অন্যদিকে গেলে দেখা যায় না; সত্যসূর্য্য—প্রেমপ্রভাকর একমাত্র সেই সনাতন পথ—পূর্ব্বমহাজনগণের প্রদর্শিত পথ—স্বয়ং-ভগবানের প্রদর্শিত পথ কীর্ত্তনের পথেই উদিত হন। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তনকেন্দ্র।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Printed and published by Ananta Vasudeb Brahma-
chari B. A. at the Gaudiya Printing Works,
243/2, Upper Circular Road, Calcutta.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্ত্ববিবেক

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
কলিকাতা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্ত্ববিবেক

(খণ্ডিত)

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ
সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীধর, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৭

ভিক্ষা—॥০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক
শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ মহোদয়-কর্ত্তৃক
কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা।
শ্রীচৈতন্য মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা
২৪৩।২, অপার সার্কুলার রোডস্থ, দি গৌড়ীয় প্রিন্টিং
ওয়ার্ক্স্ হইতে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

উপোদ্ঘাত

বর্ত্তমান কাল হইতে কিঞ্চিদধিক ষষ্টিবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নীলাম্বুধিতীরে শ্রীক্ষেত্রে "তত্ত্ববিবেক" বা "শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালে তিনি স্বীয় গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোক, উহার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিচার লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণের মত-সমূহের আলোচনার সহিত সেবোন্মুখ সাত্বতগণের ধারণা-ভেদ আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা ভক্তি-বিষয়ক অনুকূল-বিচার-গ্রহণে সমুৎসুক, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি আলোচনা করিলে সমধিক আনন্দিত হইবেন। সুসরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থস্থ শ্লোকগুলি বেশ প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানি "সজ্জনতোষণী" নামক সাময়িক পত্রিকার মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই প্রকাশিত অংশটুকুই দ্বিতীয় সংস্করণ-রূপে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল। লণ্ডনস্থ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান বিচারের অনুকূলতা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন এবং বিচারামোদী পাঠকগণেরও ইহা অবশ্যই কৌতূহল বৃদ্ধি করিবে,—এরূপ আশা করি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
কলিকাতা
৪৩৭ শ্রীচৈতন্য প্রকটিতাব্দ

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্ত্ববিবেক

বা

শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভববিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্যৎপ্রসাদতঃ ॥১॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

কোঽহং বা কিমিদং বিশ্বমাবয়োঃ
কোঽন্বয়ো ধ্রুবম্।
আত্মানং নিবৃত্তো জীবঃ পৃচ্ছতি জ্ঞানসিদ্ধয়ে ॥২॥

মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকদিন পরে সুন্দররূপে বিষয়-জ্ঞান লাভ করেন। ইন্দ্রিয়সকল যে সমস্ত বাহ্যবস্তু ও ঐ সমস্ত বস্তুর গুণ উপলব্ধি করে, তাহাদের নাম 'বিষয়'। বালকগণের ইন্দ্রিয়-সমুদয় যে পরিমাণে পক্বতা লাভ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করে, বিষয়-গুণসকলও সেই পরিমাণে উপলব্ধ হইতে থাকে। বিষয়গুণসকল যত আস্বাদিত হয়, উহারা ততই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে থাকে। মানবগণ ক্রমশঃ এতদূর বিষয়াসক্ত হয় যে, বিষয়চিন্তা ব্যতীত আর তাহাদের কার্য্যান্তর থাকে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহারা চিত্তের অভেদ বন্ধু হইয়া ক্রমশঃ মানবচিত্তকে স্বীয় দাস্যে বরণ করে। মানবগণ সেই সেই বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। জন্ম হইলে অবশ্য মরণ হইবে এবং মরণ হইলে সেই সকল বিষয়ের সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিবেক কদাচ কাহারও উদয় হইয়া থাকে। যে পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন তিনটী জিজ্ঞাসা করেন। এই জড় জগতের ভোক্তা-স্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি—আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? ॥ ২ ॥

আত্মা প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্দদাতি চিত্রমুত্তরম্ ।
স্বস্বরূপস্থিতো হ্যাত্মা দদাতি যুক্তমুত্তরম্ ॥৩॥

নিবৃত্ত পুরুষ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আত্মা সেই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর করিয়া থাকেন। আত্মা এই প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া প্রচারিত হয়। অস্মদ্দেশে সিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্তশাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত মতপ্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্ম-মীমাংসারূপ শাস্ত্রনিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত, চার্ব্বাকমত ইত্যাদি নানামত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণি ও ইটালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism) স্থিরবাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানা-প্রকার বাদ প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থাপন পূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটী মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটী কোন কোন স্থলে কেবল শ্রদ্ধামূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলক, সেখানে উহার ঈশানু-গত্যবাদ (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রমত অর্থাৎ খ্রীষ্টান (Christianity), মুসলমান (Mehomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ আত্মা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহা দুইপ্রকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ স্বরূপ উত্তর ও বিচিত্র উত্তর। এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মা যখন সর্ব্বত্র একজাতীয় তত্ত্ব, তখন তিনি সর্ব্বত্র একই প্রকার উত্তর কেন না প্রদান করেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আত্মা বাস্তবিক বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলে সে উত্তর সর্ব্বত্র একই প্রকার হয়। কিন্তু যে জগতে আপাততঃ আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, সে জগৎ তাঁহার নিত্য আবাস নহে। ইহা প্রাকৃত অর্থাৎ মায়া-প্রকৃতিপ্রসূত। পরমতত্ত্বের যে পরাশক্তি, তাঁহার আভাস-রূপা মায়াশক্তিই এই জগতের প্রসবিত্রী। জীবাত্মা এই জগতে অবস্থিত হইয়া মায়ার বিচিত্র ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করার নিসর্গবশতঃ তাঁহার স্বভাব সঙ্কোচিত হইয়া মায়াগুণমিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। চিৎস্বরূপ জীব মায়িক ধর্ম্মে মিশ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া চিদ্গত বৃত্তিসকলকে ঔপাধিকভাবে পরিচালন করেন। চিদ্গত জ্ঞানবৃত্তি জড়সঙ্গক্রমে চিজ্জড়মিশ্র মনরূপে পরিণত হয়। অতএব মন মায়াবৈচিত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাভিমানী হইয়া যে সকল উত্তর প্রদান করে, তাহা নিসর্গতঃ বিচিত্র অর্থাৎ অনেক প্রকার। আত্মা জগতের যে প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশের যে সংসর্গজনিত ব্যবহার, আচার, পরিচ্ছদ, আহারাদি, ভাষা ও চিন্তাপ্রণালী, তদনুযায়ী প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হয়। অতএব দেশ, কাল ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাত্রভেদে প্রকৃতি-বিচিত্রতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ আত্মার জড়সঙ্গক্রমে একটী মিশ্রভাবগত চিত্রতা। দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশগত, ভাষাগত ও জাতিগত নানাবিধ চিত্রতা লক্ষিত হয়। যিনি সর্ব্বদেশ পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক, সর্ব্বদেশ-ভাষা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে সক্ষম, তিনিই মাত্র এই বিচিত্র মত-সমূহের সম্যক্ বিচার করিতে পারেন। আমরা এই তত্ত্বের দিগ্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। মায়া যে দুই প্রকার উত্তর দেন, তন্মধ্যে যুক্ত উত্তরই প্রকৃত। চিত্র উত্তর বহুবিধ হইলেও বিজ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা তাহা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগের নাম 'জ্ঞান', দ্বিতীয়ভাগের নাম 'কর্ম্ম'। এ স্থলে একটী পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। যখন প্রকৃত উত্তরকে 'যুক্ত উত্তর' বলা হইল, তখন যুক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিক সম্মান করা হইল। যুক্তি কি প্রকৃতিবৈচিত্র্য স্বীকার করে না? আমাদের উত্তর এই যে, বাক্যসমুদয়ই প্রকৃতি-বৈচিত্র্যানুগত, অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহারা স্বাধীন নহে। অতএব আমরা যে 'যুক্তি' ও 'যুক্ত'-শব্দ ব্যবহার করিলাম, তাহা শুদ্ধ চিদ্গত সদসদ্ভেদিকা বৃত্তিবিশেষ। সেই বৃত্তিই জড়সঙ্গ-ক্রমে জড়াশ্রয়ী যুক্তিরূপে চিত্রমত প্রকাশ করে। স্বরূপা-বস্থিতিক্রমে তাহা যুক্ত উত্তর প্রদান করে। চিত্র উত্তর-মধ্যে যে দুইটী বৈজ্ঞানিক বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহাকে জ্ঞান বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার সদসদ্বিবেক দর্শনবৃত্তি অন্বয়রূপে জড়ধর্ম্মপোষক জড়ের অনাদিত্ব ও সর্ব্বমূলত্ব-স্থাপক অথবা ব্যতিরেকরূপে জড়-সত্ত্বানাশক নিঃশক্তি ব্রহ্মবাদস্থাপক বিকারবিশেষ। যাহাকে 'কর্ম্ম' বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার নিরীশ্বর জড়ানুশীলনরূপ কার্য্যবিশেষ। আত্মার চিদ্গত ভাবানুশীলন ও চেষ্টানুশীলনরূপ যে শুদ্ধ জ্ঞান-কর্ম্ম, তাহা যুক্ত-উত্তরগত ভক্তিপ্রসঙ্গে বিচারিত হইবে। বাক্যের স্বাভাবিক জড়ভাবশতঃ বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের প্রকাশক নিঃসন্দেহ বাক্য ব্যবহার-পক্ষে সুবিধা হয় না ॥ ৩ ॥

চিত্রং বহুবিধং বিদ্ধি যুক্তমেকং স্বরূপতঃ।
চিত্রমাদৌ তথা চান্তে যুক্তমেব বিবিচ্যতে ॥ ৪ ॥

চিত্রমত বহুবিধ। যুক্তমত স্বরূপতঃ একই প্রকার। আমরা প্রথমে চিত্রমতসমূহের দিগ্দর্শন পূর্ব্বক শেষে যুক্তমত বিচার করিব ॥ ৪ ॥

আত্মাথবা জড়ং সর্ব্বং স্বভাবাদ্ধি প্রবর্ত্ততে।
স্বভাবো বিদ্যতে নিত্যমীশজ্ঞানং নিরর্থকম্ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বথা চেশ্বরাসিদ্ধিরীশকর্ত্তা প্রয়োজনাৎ।
পরলোককথা মিথ্যা ধূর্ত্তানাং কল্পনেরিতা ॥ ৬ ॥
সংযোগাজ্জড়তত্ত্বানামাত্মা চৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুর্ভবতি ধর্ম্মোঽয়ং নিহিতো জড়বস্তুনি ॥ ৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

বিয়োগাৎ স পুনস্তত্র গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ন মুক্তির্জ্ঞানলক্ষণা ॥ ৮ ॥

চিত্রমতসমূহের মধ্যে স্বভাব বা জড়বাদই অধিক ব্যাপিত হইয়াছে। অবান্তর ভেদক্রমে এই মত দুই প্রকার অর্থাৎ (১) জড়ানন্দবাদ, (২) জড়নির্ব্বাণবাদ। এই দুইপ্রকার মতের বিশেষরূপ বিচার পরে করিব। প্রথমে জড়বাদ সামান্যতঃ কি, তাহা প্রদর্শিত হইবে। সর্ব্বপ্রকার জড়বাদে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, আত্মাই হউক বা জড়ই হউক, সমস্তই জড়প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। জড়ের পূর্ব্বে চৈতন্য ছিল না। ঈশজ্ঞান নিতান্ত নিরর্থক। জড়াপ্রকৃতিই—নিত্যা। 'ঈশ্বর' বলিয়া কোন ব্যক্তি বা তত্ত্ব কল্পনা করিতে হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বর অনুসন্ধান করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। দেশ-বিদেশে যত ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে-সকল আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে এবং জীবের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয় ধূর্ত্তগণের কল্পনামাত্র, কিছুই বাস্তবিক নহে। যাহাকে 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' বলিয়া বলি, তাহা জড়ের নিহিত ধর্ম্মবিশেষ, জড়তত্ত্বগণের অনুলোম-বিলোম-সংযোগ দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পুনরায় উক্ত সংযোগ ভঙ্গ হইলে ঐ ধর্ম্ম যথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তথায় লয় পায় অর্থাৎ পুনরায় জড়বস্তুতে নিহিত হইয়া অবস্থিতি করে। জন্মজন্মান্তররূপ পুনরাবৃত্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মার পক্ষে অসম্ভব; আর ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণ যে এক প্রকার আত্মার জড়মুক্তি কথিত আছে, তাহা অসম্ভব; যেহেতু বস্তু হইতে বস্তুধর্ম্ম পৃথক্ থাকিতে পারে না। অতএব জড়ই—বস্তু, আর সমস্তই তাহার ধর্ম্ম। সকল নাস্তিকেরাই এই সকল মত স্বীকার করেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী জড়গত সাক্ষাৎ সুখকেই 'প্রয়োজন' বলিয়া স্থির করেন, অপর শ্রেণী জড়সুখকে ক্ষণিক ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

প্রথমে আমরা জড়ানন্দীদিগের মতের বিচার করিব। জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী।

স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন যে, যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব। পারমার্থিক চেষ্টায় নিরর্থক কাল ক্ষেপণ করিবার প্রয়োজন নাই—সঙ্গ ও কর্ম্মদোষে এই প্রকার বিশ্বাস মানব-সমাজে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ মতটী কুত্রাপি সমাজনিষ্ঠ হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই দেশে সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ, চীনদেশের নাস্তিক ইয়াংচু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(Yangchoo), গ্রীক্‌দেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এশিয়াখণ্ডে সর্ডেনেপেলাস (Sardanaplus), রোমদেশে লুক্রিসিয়াস্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেক দেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান হলবাক (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে ধর্ম্ম বলা যায়।

অধুনাতন যে সকল লোকেরা জড়ানন্দবাদ স্বীকার করতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জনগণের শ্রদ্ধা সংগ্রহ-করণাভিপ্রায়ে এক প্রকার নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় নিরীশ্বরকর্ম্মবাদ বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন। পাণ্ডিত্য-পরিচালনা দ্বারা ঐ মতের পোষক মীমাংসকেরা সর্ব্বার্য্য-সম্মত বেদশাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করিয়া আদৌ "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরিশেষে এক জাতীয় 'অপূর্ব্ব'কে ঈশ্বরস্থানীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রীস্ দেশের ডিমক্রাইটস নামক পণ্ডিত এই মতের মূল উদ্দেশে স্থাপিত করেন। তিনি বলেন, দ্রব্য ও শূন্য ইহারা নিত্য। শূন্যে দ্রব্য-সংযোগে সৃষ্টি ও দ্রব্যবিয়োগে প্রলয় বা নাশ হয়। দ্রব্যসকল পরিমাণভেদে ভিন্ন। জাতিভেদরূপ কোন বিশেষ নাই। জ্ঞান কেবল বাহ্য-বস্তুসমূহের ও আন্তরবস্তুসমূহের সংযোগজনিত ভাববিশেষ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার মতে দ্রব্যসকল—পরমাণু। অস্মদ্দেশের কণাদ-প্রচারিত বৈশেষিকমতে পরমাণুর জাতিগত বিশেষ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় ডিমক্রাইটসের পরমাণুবাদ হইতে হইতে কএক বিষয়ে বৈশেষিক মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈশেষিকমতে আত্মা ও পরমাত্মা নিত্যবস্তু মধ্যে পরিগণিত। গ্রীক্‌দেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাতে কণাদমতস্থ দোষসমূহই ঐ সকল পণ্ডিতদিগের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (Lamettrie), ইঁহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কম্‌টী (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কম্‌টী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৫৭ সালে পঞ্চত্ব লাভ করেন। তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি ‘স্থিরবাদ’ (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞান-দ্বার নাই। মানসপ্রতীতি সমুদয়ই জড়প্রতীতি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশেষ। অবশেষ কারণ বলিয়া কাহাকেও স্থির করা যায় না। জগতের প্রারম্ভ বা প্রয়োজন কিছুই জানা যায় না। জগৎকর্ত্তারূপ কোন চৈতন্যের লক্ষণ লক্ষিত হয় না। মানস-প্রতীতি-সমূহ যথাযথ পরস্পরের সম্বন্ধ, ফল, সৌসাদৃশ্য ও বিসদৃশতা অনুসারে সজ্জিত করিয়া রাখা উচিত। কোন অপ্রাকৃত ভাব তাহাতে সংলগ্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বর-চিন্তাকে চিন্তার শৈশব, দার্শনিক চিন্তাকে চিন্তার বাল্যকাল এবং নিশ্চয়াত্মিকা চিন্তাকে চিন্তার পরিপক্ক-কাল বলিয়া স্থির করা উচিত। হিতাহিত-বিচারের অনুগতরূপে সমস্ত বৃত্তির পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে মানবসকল পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ-ধর্ম্মাচরণ করিবে। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা পুষ্ট করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী স্ত্রীমূর্ত্তির পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich); দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (Supreme Medium), মানব-প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্ত্বা (Snpreme Being)। হস্তে শিশু—এরূপ একটী স্ত্রীমূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। নিজ জননী, পত্নী ও কন্যাকে একত্রে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যন্নিষ্ঠ চিন্তাদ্বারা কাল্পনিক উপাসনা করিবে। এইরূপ ধর্ম্মাচরণ-কার্য্যের কোন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলানুসন্ধান করিবে না। ইংলণ্ড-দেশের পণ্ডিত মিল (Mill) জড়বাদকে 'ভাববাদ'রূপে বিচার করতঃ অবশেষে অনেক বিষয়ে কম্‌টির সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ-বাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। এক প্রকার নিরীশ্বর-সংসার-বাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল, লুইস (Lewis), পেন (Paine), কারলাইল (Carlyle), বেন্‌থ্যাম (Bentham) কোম (Combe), প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক (Holyoake) এক বিভাগের কর্ত্তাবিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।

স্বার্থজড়ানন্দ ও নিঃস্বার্থজড়ানন্দে কিয়ৎপরিমাণে ভেদ থাকিলেও উভয়েই জড়বাদ। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মত-সকল যতই গভীররূপে আলোচনা করা যায়, ততই জড়বাদের নৈরর্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ চিদ্গত যুক্তি ত' ঐসকল অমূলক মতকে দৃষ্টিমাত্রে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করে। জড়গত যুক্তিও যখন নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করে, তখন ঐ সকল মতকে 'অযুক্ত' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যথা—

১। জড়বাদীরা তত্ত্বের লাঘবকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া সমস্ত বস্তুকে একত্ব প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে জড়কে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বমূল বলিয়া অদ্বৈতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এটী অত্যন্ত ভ্রমজনক। যেহেতু জড়কে সর্ব্বমূল বলিলে অনেক পরমাণুর নিত্য সত্তা, শূন্যের নিত্য সত্তা, শূন্য ও দ্রব্যের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, পরমাণুগত শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া—এই সকল তত্ত্বকে অনাদি বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা জগৎ সৃষ্টি কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে তত্ত্বসংখ্যার লাঘব হওয়া দূরে থাকুক, তাহা অনন্ত হইয়া পড়ে। কাল যে কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এবম্বিধ লাঘব-করণ-চেষ্টাকে বালচেষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২। জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। অস্বাভাবিক, যেহেতু স্বভাব স্বীয় কারণপ্রতি সচেষ্ট। তখন চৈতন্যকে অস্বীকারপূর্ব্বক জড় স্বভাবকে নিত্য বলা নিতান্ত অযুক্ত। কার্য্য-কারণই স্থূলজগতের স্বভাব। তাহা রহিত হইলে জড়জগতের স্বভাব রহিত হয়। অবৈজ্ঞানিক, যেহেতু চৈতন্যই জড়কে অধিকার করিতে সমর্থ। চৈতন্যকে জড়গুণ বলিয়া গুণকে বস্তুকর্ত্তা বলা নিতান্ত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

৩। চৈতন্য স্বাভাবিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। তাহাকে জড়াধীন করা কেবল মূর্খতার ব্যবহার মাত্র। অধ্যাপক ফেরিস্ (Prof Ferris) এ বিষয়টী বিশদরূপে বিচার করিয়াছেন।

৪। জড়কে নিত্য বলিবার প্রমাণ কি? অধ্যাপক টিণ্ডাল (Prof. Tyndall) নিশ্চয়রূপে স্থির করিয়াছেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে, জড়ের নিত্যতা প্রমাণ হয় না। কোন ব্যক্তি অনাদি-কাল হইতে বর্ত্তমান হইয়া, অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যদি জড়কে নিত্য বলিয়া স্থির করেন, তবুও তাহা বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণাভাবে জড়ের নিত্যতা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

৫। বুকনর (Buchner) ও মালেস্কাট (Molescott) বলিয়াছেন যে, জড়—নিত্য। ইহা কেবল স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত মাত্র। কালক্রমে যদি জড় নষ্ট হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইবে।

৬। কমৃটী (Comte) লিখিয়াছেন ;—জগতের আদি-অন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নয়, ইহা কেবল বাল-পরামর্শ মাত্র। যেহেতু জীব চৈতন্যবিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ। তিনি এরূপ পরামর্শে স্বাভাবিক অনুসন্ধানবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। কার্য্যকারণানুসন্ধান-বৃত্তিই সমস্ত বিজ্ঞানের জননী। কমৃটীর মতে চলিলে অল্পদিনের মধ্যেই মানব-বুদ্ধির লোপ হইবে সন্দেহ নাই। মানবগণ জড় হইয়া যাইবে।

৭। জড়-সংযোগে মানব-চৈতন্যের উদয় হওয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্য। প্রায় তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমাদের হস্তে আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্বয়ম্ভূ মানব দর্শন করেন নাই। যদি জড়-সংযোগে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথবা ক্রমোন্নতিক্রমে মানবের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অবশ্য তিন হাজার বৎসরের মধ্যে একটীও মানব সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিত।

৮। মানব, পশু ও বৃক্ষাদির বৃত্তিসমূহ যেরূপ সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যসহকারে ন্যস্ত হইয়াছে এবং ঐসকল বৃত্তির বিষয়-সকল যেরূপ নিয়মিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কোন পরম চৈতন্যের কর্তৃত্ব লক্ষিত হয়। চৈতন্য কারণরূপে স্থিত হইলে জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

এবম্বিধ নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা জড়বাদ নিরস্ত হয়। নিতান্ত দুর্ভাগা মানবগণই জড়বাদ স্বীকার করে। তাহাদের চিৎসুখ নাই। আশা ভরসা নিতান্ত অল্প। জড় নির্ব্বাণবাদ সম্বন্ধে বিচার যথাস্থানে পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ৪-৮ ॥

কর্ত্তব্যো লৌকিকো ধর্ম্মঃ পাপানাং বিরতির্যতঃ।
বিদ্বদ্ভির্লক্ষিতো নিত্যো স্বভাববিহিতো বিধিঃ ॥
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেণ জিজ্ঞাস্যো স সুখাপ্তয়ে।
জীবনে যৎ সুখং তত্তু জীবনস্য প্রয়োজনম্ ॥ ১০ ॥
জীবনে যৎ কৃতং কর্ম্ম জীবনান্তে তদেব হি।
জগতামন্যজীবানাং সম্বন্ধে ফলদং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
ন কর্ম্ম নাশমায়াতি যদা বা যেন বা কৃতম্।
অপূর্ব্বশক্তিরূপেণ কুরুতে সর্ব্বমুন্নতম্ ॥ ১২ ॥

জড়বাদিদিগের লৌকিক আচরণ সম্প্রতি আলোচিত হইবে। তাহারা বলেন যে, যদিও ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও পরলোক নাই, তথাপি মানবগণের ধর্ম্মাচরণ করা প্রয়োজন। সাধারণের সুখ যে কার্য্য দ্বারা সাধিত হয়, তাহাকে ‘পুণ্য’ ও সাধারণের অমঙ্গল যদ্দ্বারা আশঙ্কা করা যায়, তাহাকে ‘পাপ’ বলা যায়। স্বার্থসুখ নিঃস্বার্থসুখের অনুগত থাকাই প্রয়োজন। অতএব লৌকিক ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্মাচরণ করিলে পাপ ও তৎফল যে ক্লেশ, তাহা দূর হইবে। স্বভাব সর্ব্বত্র বিধিময়, অতএব স্বভাবজাত সংসারও বিধিময়। সেই সকল সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহী বিধি পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জীবনের যে ধর্ম্মসুখ, তাহাই জীবনের প্রয়োজন-তত্ত্ব। সেই সুখপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বভাববিহিত সাংসারিক বিধির অনুসন্ধান ও পালন করা কর্ত্তব্য। যদি বল, মৃত্যুর পর আর আমার অবস্থিতি নাই, তখন নিজের অসীম সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেনই বা ধর্ম্মাচরণ করিব? তাহার উত্তর এই যে, তোমার জীবনে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তোমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইলেও ফলপ্রদানে অযোগ্য নয়। যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম তোমার জীবনান্তেও জগতের অন্যান্য জীবসম্বন্ধে ফলপ্রদ হইবে। তুমি বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন পূর্ব্বক যদি তাহাদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মফল তাহারা ও অন্যান্য লোকসকল অবশ্যই ভোগ করিবে। তুমি ধনোপার্জ্জন করিয়া যদি বিদ্যালয়, পান্থ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিবাস, পথ ও ঘাটাদি প্রস্তুত কর, তবে বহুকাল অন্য জীব-সকল তোমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে। যদি বল যে, কর্ম্ম-ফলও শীঘ্র বিনষ্ট হইবে, তাহার উত্তর এই যে, যিনি যখন যে কর্ম্ম করুন না কেন, সে কর্ম্ম কদাপি নাশ হয় না। কর্ম্ম পরিপাক হইয়া একটী অপূর্ব্ব শক্তির উদয় করে। সেই শক্তি ভবিষ্যৎ কর্ম্মদ্বারা পুষ্ট হইয়া এই অনন্ত জগৎকে উন্নত করিতে থাকে। অতএব কর্ম্ম দ্বারা তোমার নিঃস্বার্থ লাভ হইতেছে।

জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল। যে ধর্ম্মে পরলোকের আশা বা ভয় নাই, সে ধর্ম্ম কখনই প্রতিপালিত হইবে না। স্বার্থজড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী। আদৌ নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবোঁর (Mirabond) নামে ভন্ হল্‌বাক্ (Von Holbach) যে 'সিস্‌টেম্ অব্ নেচার' (System of Nature) নামক গ্রন্থ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন—"জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই! পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই 'ধর্ম্ম' বলি।" আমরাও দেখিতেছি, নিঃস্বার্থপরতা একটী আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্যবিশেষ। নিঃস্বার্থ-পরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজসুখ সাধিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে, অজ্ঞ স্বার্থপ্রিয়লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয়সাধনসহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রীপুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাগ করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ লাভের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। সমস্ত ধর্ম্মসুখই—স্বার্থ। ভগবৎপ্রীতিও—স্বার্থ। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ, যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই স্বভাব। নিঃস্বার্থ নিতান্ত অস্বাভাবিক; অতএব কখনই লক্ষিত হয় না। মানবজীবন যদি কোন ভবিষ্য জীবনকে আশা না করে, বা কোন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য চেষ্টা না করে, তবে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। জৈমিনী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অপূর্ব্ববাদ ও শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কখনই রুচি হয় না। যাহারা তাহা স্বীকার করে, তাহারা কোন অংশে বঞ্চিত হইয়াছে। ভারতীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা জৈমিনির অপূর্ব্ববাদের উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে সকলেই পরলোকসুখ ও ঈশ্বরপ্রসাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। অপূর্ব্ববাদের সহিত ঈশ্বরের যে বিরুদ্ধ ভাব, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে অপূর্ব্ববাদকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতেন। জৈমিনি ভালরূপে জানিতেন যে, জীবহৃদয়ে ঈশ্বরানুগত্য নিতান্ত স্বাভাবিক, অতএব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যত্ন ও কৌশল সহকারে অপূর্ব্বান্তর্গত ফলদাতা ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্যবশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে, অতএব সামান্যবুদ্ধি-লোক 'নিঃস্বার্থ' নামটী শুনিবামাত্র নিজ স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটীর আদর করে। ইহাও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ-বিস্তারের অন্যতম হেতু। নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী যেরূপ জগৎকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। স্বার্থপরতা বশতঃ কিয়ৎপরিমাণে জীবসকল তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারে। কিন্তু যখন কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন, তখন জীব স্বতঃস্বার্থপর হইয়া যথাসম্ভব পাপাচার করিতে থাকিবেন। তিনি আপনাকে আপনি বলিবেন,—'ভাই, সুখভোগে বিরত হইবে না। যখন কেহ জানিতে না পারে, তখন স্বেচ্ছাচার স্বীকারপূর্ব্বক সুখভোগ কর, কেন না তাহাতে জগদুন্নতির কোন ব্যাঘাত দেখি না। সর্ব্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি ? কেবল সাবধান হও যে, তাহা অন্যে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড ও অসদনুকরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে। তাহা হইলে তুমি বা জগতে কেহ সুখী হইতে পারিবে না।' বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে। কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। যখন সেই ব্যক্তি কহিল,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাকড়বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ, তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন,—"ওহে আমার ভুল হইয়াছে, আমি দেখিতেছি, যে 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়'—এইরূপ শাস্ত্রে আছে। তোমার কিছুই করিতে হইবে না।" নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে। কোন কোন নিরীশ্বর-ধর্ম্মের আনুকূল্য জন্যই ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। এস্থলে যদিও জীবের পরলোক এবং ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুইটী বিষয়ও কর্ম্মের অঙ্গীভূত হওয়ায় স্বভাবজাত ভক্তির তাহাতে লক্ষণ পাওয়া যায় না। বরং বিচার করিলে দেখা যায় যে, কেবল নিঃস্বার্থধর্ম্ম বলিলে লোকে স্বার্থপর হইয়া পড়িবে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধারণকে একটী সর্ব্বজ্ঞ ও ফলদাতা ঈশ্বর দিলে অনেক সুবিধা হয়, এই বিবেচনায় নিরীশ্বর কর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ শাস্ত্রে ঈশ্বরোপাসনাকে কর্ম্মবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কম্‌টি (Comte

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে যে উপাসনা-পদ্ধতি, তাহা কার্য্যকালে তত্ত্বপরিচয়-স্থলে অকর্ম্মণ্য হইবে, এই আশঙ্কায় কল্পিত উপাস্যকে সত্য বলিয়া ঈশ্বররূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কম্‌টীর সরলতা অধিক। জৈমিন্যাদির দূরদর্শিতা অধিক। কম্‌টী ধরা পড়ায় তাঁহার উপাসনা সাধারণের অনুষ্ঠিত হয় নাই। জৈমিনি ততোধিক গম্ভীর হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মবাদ সাধারণ স্মার্ত্তসমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ বিচারে কম্‌টী ও জৈমিনীর একই মত কিন্তু স্মার্ত্তচেষ্টার ফল আলোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, কর্ম্মবাদ যেরূপেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, কখনই মানবসমাজের যথার্থ মঙ্গল প্রদানে সক্ষম হইবে না। সেকিউলারিজম্ (Secularism) পজিটিভিজম্ (Positivism) বা স্মার্ত্তকর্ম্মবাদ কোন সময়েই পাপকে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইবে না। বরং অনেকদিন জগতে থাকিলে পবিত্র ভক্তির অনেক ব্যাঘাত করিবে। এই সকল কর্ম্মবাদ সময়ে সময়ে ভক্তিকে বলিয়া থাকে,—আমি তোমার অনুগত, আমি তোমার জন্য অধিকারী প্রস্তুত করিতেছি। আমি অধার্ম্মিক লোকের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিব। এই সকল কথা কেবল বিদ্বদয়তার ফল, বাস্তবিক নয়। কর্ম্ম যখন ভক্তির যথার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে কর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দেয় না, ভক্তি বলিয়াই পরিচয় দেয়। যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম নিজ নামে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির-সম্পর্ক্কি-তত্ত্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি চেষ্টাকে কর্ম্ম নিজতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখন কর্ম্ম ভক্তিস্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আরও উজ্জ্বল হইয়া উন্নত হয়। এ স্থলে ইহার বিশেষ বিবৃতি করা যাইবে না ॥ ৯-১২ ॥

ভবঃ ক্লেশোঽভবঃ কেষাং মতে সৌখ্যমিতি স্থিতম্।
নির্ব্বাণসুখসংপ্রাপ্তিঃ শরীরক্লেশসাধনাৎ ॥ ১৩ ॥

জড়বাদিগণ যে পর্য্যন্ত জড়সুখকে 'আনন্দ' বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে জড়ানন্দই সর্ব্বদা বিমৃগ্য। স্বার্থপর বা নিঃস্বার্থপর হইয়া জড়সুখই সাধন পূর্ব্বক তাহা সম্ভোগ করেন। জড়সুখ বাস্তবিক অকিঞ্চিৎকর, চিদ্বস্তুর পক্ষে উপযুক্ত সহচর নহে। এতন্নিবন্ধন জড়বাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবেকশক্তি দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহারা জড়সুখে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। চিত্তত্ত্ব ত' স্বাধীন নয় যে, তাহাতে কোন নিত্যসুখের অনুসন্ধান করিবেন। অতএব সহজেই জড়নির্ব্বাণকে 'সুখ' মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া থাকেন। তখন বলেন যে, অস্তিত্বই ক্লেশ, অস্তিত্বের সমাপ্তিই সুখ, শরীরক্লেশ সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান কর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে সময় ভারতবর্ষে নিরীশ্বরকর্ম্মবাদজনিত জড়ানন্দ-মত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত-তত্ত্বপরিপূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া, নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদকে বৈদিক মত বলিয়া জড়বাদি-বিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদি দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা ও অমৃত-সম্ভোগ-সুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীরদুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখসাধক বৌদ্ধবাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে কেহ কেহ ঐপ্রকার নির্ব্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শাক্যসিংহের সময় হইতে ঐ প্রকার বাদ বহুজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে আদি প্রচারক বলিয়া বৌদ্ধেরা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব 'জৈন' নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধমতের সদৃশ আর একটী মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈনমত। জৈনমত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধমত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ মত অনেক দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। বৌদ্ধমতের অনেক শাখা হইয়াছে; কিন্তু শূন্য বা জড়নির্ব্বাণবাদ বোধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয় সকল শাখাতেই লক্ষিত হয়। মানবস্বভাব পরমেশ্বর ব্যতীত থাকিতে পারে না। অতএব বৌদ্ধমতের কতকগুলি শাখায় পরমেশ্বরও উপাসিত হইতেছেন।

সে দিবস কোন অতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি তাঁহাকে কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, পরমেশ্বর অনাদি; তিনিই সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন এবং এখনও তিনি পরমেশ্বররূপে স্বর্গে আছেন। আমরা সৎকর্ম্ম ও বিধিপালনপূর্ব্বক তাঁহার ধামে গমন করিব। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধমহাশয় যাহা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি বৌদ্ধমতের আলোচনা করেন নাই। কেবল তাঁহার নরস্বভাব যাহা চায়, তাহাই তিনি বৌদ্ধমত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত কূটতর্কজনিত মত কখনই সামাজিক সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত হইবে না। পুস্তকে ও আচার্য্যদিগের হৃদয়ে সম্পুটিত থাকিবে। যাহারা ঐ মতানুযায়ী বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিবে, তাহারা নরস্বভাবজনিত সহজ মতকে ঐ মত বলিয়া আদর করিবে। কমটীপ্রচারিত বিশ্বপ্রীতি, জৈমিনিপ্রচারিত নিরীশ্বর কর্ম্মান্তর্গত অপূর্ব্বরূপী ঈশ্বর ও শাক্যসিংহ প্রচারিত জড়নির্ব্বাণ-মতটী তত্ত্বমতোপাসকগণ কর্ত্তৃক স্বাভাবিক ধর্ম্মের আকারে অবশ্যই পরিণত হইবে। তাহাই হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের সদৃশ একটী নির্ব্বাণবাদধর্ম্ম ইউরোপ-খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম্ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটী বিষয়ের প্রভেদ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে জীব জন্মজন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন জন্মে নির্ব্বাণবিধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ ও ক্রমশঃ 'পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে। পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্মজন্মান্তর নাই। অতএব জড়নির্ব্বাণবাদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ (১) একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ, (২) বহুজন্মগত জড় নির্ব্বাণবাদ।

বৌদ্ধ ও জৈনমত দ্বিতীয় শ্রেণীগত। উভয় মতেই বহুজন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করতঃ শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। পরিনির্ব্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্ব্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—'অন্য সমস্ত সদ্গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসু-দেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্ব্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়।' উভয় মতেই জড়জগৎ নিত্য। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু অন্ত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশিষ্ট। অস্তিত্বই ক্লেশ; পরিনির্ব্বাণই সুখ। জৈমিনি-প্রকাশিত বৈদিক কর্ম্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল। পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্ম্মবাদীর প্রভু বটে, কিন্তু নির্ব্বাণবাদীর সেবক।

শপেনহুয়ার (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান (Hartmann) ইহারা প্রথমশ্রেণীর জড়নির্ব্বাণবাদী। শপেনহুয়ারের মতে অস্তিত্ব-বাসনাত্যাগ, উপবাস, স্বেচ্ছাধীন ত্যাগ ও দৈন্য, শরীরক্লেশ স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্ব্বাণলাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্ব্বাণ সহজেই সম্ভব। হার বেন্‌সান্ নামক একব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্ব্বাণের অসম্ভবতা দেখাইয়াছেন।

এইস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেকেই জড়নির্ব্বাণবাদী। যে সকল অদ্বৈতবাদীরা নির্ব্বাণান্তে ব্রহ্মানন্দের চিৎসুখ আশা করেন, তাঁহাদিগের মত পরে বিচারিত হইবে। যাঁহারা নির্ব্বাণান্তে অস্তিত্বের লোপ মানিয়া আর কোনপ্রকার আনন্দমাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে জড়নির্ব্বাণবাদী বলিয়া উক্তি করিলাম। জড়নির্ব্বাণবাদ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, যেহেতু তাহাতে জীবের সত্তা যে কি, তাহা অনিশ্চিত থাকে। যদি জীব জড়োদ্ভূত হয়, তবে ঐ মত জড়ানন্দবাদীদিগের মতান্তর্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা নাস্তিকতা মাত্র। যদি জীব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোন স্বাধীন তত্ত্ব হয়, তবে তাহার লোপ কিরূপে হইবে? লোপ হওয়ার প্রমাণই বা কোথায়? ফলতঃ এই সকল মত নিতান্ত নিরীশ্বর। এই মত জড়কর্ম্মবাদীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ প্রবৃত্ত হওয়ায় প্রচারকদিগের চিত্তোত্তাপ ও অধ্যবসায়ক্রমে এতদূর প্রবলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও নিরীশ্বরকর্ম্মবাদ প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধমত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈনমত প্রচার করেন। যখন সাংসারিক শত্রুতা দ্বারা কোন দলাদলি উত্তেজিত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত প্রবলরূপে কার্য্য করিতে থাকে। ন্যায়ান্যায়-বিচার-রহিত হইয়া দলবদ্ধ লোকসকল তাহাতে যত্নবান্ হয়। এইরূপে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারিত হয়। যে সকল দেশে ঐ মত নীত হইল, সে সব দেশে অধিকতর বিচারের প্রাবল্য না থাকায় ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া তাহা গৃহীত হইল। আধুনিক ইউরোপীয় জড়নির্ব্বাণবাদীরা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক ঐ মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

কেচিদ্বদন্তি মায়া যা সা কর্ত্রী জগতাং কিল।
চিদচিৎসবিনী সূক্ষ্মা শক্তিরূপা সনাতনী ॥ ১৪ ॥

কোন কোন মতে 'মায়া' নাম্নী অনাদি শক্তি সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সেই মায়া সূক্ষ্মস্বরূপা। তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিত্তত্ত্ব ও অচিত্তত্ত্বরূপ দুইটী তত্ত্ব প্রসব করেন। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইলে যখন ঐ মতের নিরসত্বপ্রযুক্ত প্রচারকদিগের অধ্যবসায় খর্ব্ব হইতে লাগিল, তখন ঐ মতকে নূতন নূতন আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদ-রূপ একটী বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে 'বৌদ্ধ'নামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধেতর অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদার্থ সহকারে দার্শনিক আকারে ঐ মতটী যে সময় প্রচারিত হয়, তখন মায়াবাদী বৈদান্তিক-দিগের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু পার্ব্বতীয় দেশে ঐ মত ভিন্নাকারে তন্ত্রশাস্ত্রানুগত বলিয়া তন্ত্রাচার্য্যেরা মায়াশক্তিবাদ প্রচার করেন। অনেকে বলেন, যে, তান্ত্রিক মত কাপিল-দর্শন হইতে নিঃসৃত। আমার বিবেচনায় তাহা নহে। যদিও কপিলের মতে প্রকৃতি কর্ত্রী বটে, কিন্তু পুরুষ 'পুরুষস্যাশবরিলে'ন'—এই বাক্যদ্বারা চিত্তত্ত্বের অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় শৈবমত কপিল-সাংখ্যনিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতত্ত্বজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিক মতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটী বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফলকালে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকৃতিকে চিত্তত্ত্বের প্রসবিত্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

জীবের প্রকৃতিনির্ব্বাণরূপ একটী নির্ব্বাণেরও কল্পনা করা হইয়াছে। জড়শক্তিবাদের মধ্যে কোন প্রকার আস্তিকতা লক্ষিত হয় না। চিচ্ছক্তিবাদিগণ যেরূপ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে চিত্তভাব আবেদন করেন, জড়শক্তিবাদীরা ও তদ্রূপ চিচ্ছক্তিবাদীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া জড়শক্তিকে সময়ে সময়ে আবেদন করিয়া থাকেন। দৃঢ় নাস্তিকবাদপরায়ণ ভনহলবেক জড়শক্তির প্রতি উক্তি করিয়াছেন ;—

"হে প্রকৃতি, হে সমস্ত তত্ত্বের অধিশ্বরি, হে তদীয় সন্তান ধর্ম্মবুদ্ধি ও সত্য, তোমরা চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্ত্তৃরূপে অবস্থিত হও। মানবসকল তোমাদের গুণগান করুক ! হে প্রকৃতি দেবি, আমাদিগকে তোমার অভিপ্রেত সুখের পথ দেখাও। আমাদের মন হইতে ভ্রমকে দূর কর। অন্তঃকরণ হইতে দুষ্টতা দূর কর। আমাদের কার্য্যের ক্রমপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে আমাদের পদস্খলন রহিত কর। জ্ঞানকে রাজ্য করিতে দাও। আত্মাতে সত্তা বিস্তার কর এবং আমাদের হৃদয়ে শান্তিকে স্থান দাও।"

এই প্রকৃতিবাদী হলবেকই কহিয়াছেন যে, আত্মা নাই, ঈশ্বর নাই ও পরলোক নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। স্বভাবের শক্তিই সর্ব্বেশ্বরী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব আদ্যাশক্তি কালীকে স্তব করিতেছেন ;—

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥

"হে দেবি, সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অগোচর তমোরূপী একা ছিলে। তোমা হইতে পরব্রহ্ম-ইচ্ছাক্রমে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।" এস্থলে সাংখ্যদর্শন-প্রতিষ্ঠিত নির্লেপ পুরুষ ও ক্রিয়াবতী প্রকৃতিরূপ সাংখ্যমত হইতে এই তন্ত্রের মত নিরূপিত হইয়াছে, এরূপ স্থির করা যায়। পরে কথিত হইল যে,—

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যতে ॥

প্রলয়ান্তে তুমি তমোরূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাচাতীত ও মনের অগম্যভাবে একাই অবস্থিতি কর।

ত্বমেব জীব লোকেঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।

এই লোকে তুমিই জীব, তুমিই বিদ্যারূপা পরদেবতা। এস্থলে জীবচৈতন্য ও স্বভাবশক্তির ভেদ দেখা যায় না। ইহা সাংখ্যমত-বিরুদ্ধ।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতপসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবেকোঽবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ॥
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥

যে পর্য্যন্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, তাবৎ মানবের মোক্ষ হয় না। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া কর্ম্ম আচরণ করিলেও জ্ঞানোদয় হয় না। তত্ত্ববিচার ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মলাত্মা পণ্ডিতের মোক্ষ হয়। জপ, হোম ও শত শত উপবাস দ্বারা মুক্তি হয় না, কিন্তু 'আমি ব্রহ্ম' ইহা জানিলেই মোক্ষ। যদি মানস-কল্পিত-মূর্ত্তি পূজা করিয়া মানবের মোক্ষ হইত, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারা মানবগণ রাজা হইত। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা —এই তিনের ভেদ কেবল মায়া দ্বারা ঘটে। বিচার করিলে আত্মাই অবশেষে থাকেন। সেই ব্যক্তিই আত্মবিৎ —যিনি জ্ঞানকে চিদ্রূপ আত্মা বলিয়া, জ্ঞেয়কে চিন্ময় বলিয়া ও আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলিয়া জানেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুতঃ তন্ত্রসকলের মত নানা প্রকার; কোন একটী বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। একস্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোন স্থলে পরব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা, কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে জীব। জীবকে কোন স্থলে মিথ্যা, কোন স্থলে সত্য বলা হইয়াছে। কোন স্থলে নাদবিন্দু, কোন স্থলে প্রকৃতি, পুরুষ ও কোন স্থলে কেবলা প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ত্রীত্ব দেওয়া হইয়াছে। ফল কথা এই,—তন্ত্রমত এরূপ গোলযোগ যে, তদ্বিষয়ে কোন নিয়মিত আলোচনা করা যায় না। 'সৃষ্টেরাদৌ' যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি একা ছিল; পরব্রহ্মের ইচ্ছায় তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিই বা কে, পরব্রহ্মই বা কে? যে জীবের জ্ঞান হইলে পরব্রহ্ম হয়, সে জীবই বা কে? "ত্বমেব জীবলোকেঽস্মিন্" এই শ্লোকে প্রকৃতিকেই জীব বলা হইল। ইহাতে কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। পরন্তু তন্ত্রসকলে যে সকল লতা-সাধন, পঞ্চ'ম'কার সাধন, সুরাসাধনপ্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কর্ম্মের অপূর্ব্ব বা মন্ত্রাত্মক দেবতা এবং কয়টী প্রভৃতির কাল্পনিক প্রকৃতি পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না ॥ ১৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথবা ভাব এব স্যাৎ নেশ্বরো ন জগজ্জনঃ।
ভাবো নিত্য বিচিত্রাত্মা নাভাবো বিদ্যতে
ক্বচিৎ॥ ১৫॥

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি মানসিক ভাব ব্যতীত আর কিছুই মানেন না। তাঁহারা বলেন, বিষয় (Objective world) বস্তুতঃ নাই, ভাবই আছে। আত্মাকে যে ভাবের আশ্রয় (Subjective reality) বলি, তাহাও কার্য্যকর নয়। বাস্তবিক ভাব বই আর কিছুই নাই। Bishop Berkely প্রভৃতি কয়েকটা লোক একপ্রকার ভাববাদী। এই ভাব-বাদের নাম Idealism বলিয়া তাঁহারা উক্তি করিয়াছেন। মিলও (Mill) কিয়ৎ পরিমাণে ভাববাদ স্বীকার করিয়াছেন। 'ভাববাদ' শব্দে 'চিদ্বাদ' মনে করা উচিত নয়। বিষয়-ধ্যানকে ভাব বলা যায়। ঐ বিষয়-ধ্যান বাস্তবিক জড় বিষয়ের মাত্রাস্পর্শ মাত্র। জড়বিলক্ষণ কোন তত্ত্ববিশেষ নহে। মানবের মন যখন বিষয়কে অনুভব করিয়া বিষয়ের ছবি সংগ্রহ করে, তখনই ভাবসকল উদিত হয়। অতএব ভাববাদ কখনই জড়বাদের অতীত নয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বা জগজ্জন কিছুই নাই। তত্ত্বভাবই বিদ্যমান। ভাব নিত্য ও বিচিত্র-স্বরূপ। ভাবের কখনই অভাব হয় না। ভাবই অদ্বয়-তত্ত্ব। এই মতটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চিত্তের উন্মাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবস্থায়ই কেবল এরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে। যাহারা ঐ মত গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কদাপি তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ভাবকে জড় সূক্ষ্ম বলিয়া উক্তি করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব ভাববাদও জড়বাদমধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে ॥ ১৫ ॥

সত্যমেব হ্যসন্নিত্যং সদেবানিত্য ভাবনা।
কেচিদ্বদন্তি মায়ান্ধাঃ যুক্তিবাদপরায়ণাঃ ॥১৬॥

কোন মতে এরূপ বিচার দেখা যায়,—"যাহাকে 'সৎ' বলিয়া উক্তি করা যায়, তাহা অনিত্য অর্থাৎ যাহার সত্তা আছে, তাহা অনিত্য। পরিণত বা নষ্ট হইলে অবশেষে অসৎ হইবে। অতএব অসৎই নিত্য ও সত্য।" এই মতটী নিতান্ত হাস্যজনক; যেহেতু ইহাতে সারমাত্রই নাই। কেবল তর্কপ্রিয়তাবশতঃ কোন কোন মোহান্ধ ব্যক্তি এইরূপ কূটতর্ক উপস্থিত করেন।

'অসৎ—সত্য'—একথাটী আদৌ উত্থানপরাহত পক্ষ। সাধারণ বোধগম্য বঙ্গভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ হয়—'নয়ই হয় এবং হয়ই নয়।' এইরূপ কূটতর্ক হইতে সন্দেহবাদরূপ একটী মতের উদয় হইয়াছে। এই মতটীকে ইংরাজি ভাষায় (Sceptisism) বলে। হিউম প্রভৃতি কয়েকটী পণ্ডিত ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্দেহবাদ যদিও স্বয়ং অসিদ্ধ পক্ষ ও অস্বাভাবিক, তথাপি কার্য্যবশতঃ ঐ মত এক কালে অনেকের আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জড়ানন্দবাদ ও জড়নির্ব্বাণ-বাদ জগতে এতদূর অনিষ্ট উৎপত্তি করে যে, মানবগণ তাহাদের নাম শুনিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছিলেন। নরস্বভাব পবিত্র ও ভক্তিভূষিত। কখনই জড়বাদে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। জড়বাদ যখন তাহার কঠিন লৌহময় শৃঙ্খলে যুক্তির হস্তপদ বান্ধিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন যুক্তি স্বীয় বলে ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিবার যে শেষ চেষ্টা করে, তাহাই সন্দেহবাদ। জড়ই নিত্য সত্য, জড়ই সর্ব্বস্ব—এইরূপ স্থির হইল। অধ্যাপক হাক্সলি (Prof. Huxley) যে মত বলিয়াছেন, তদ্রূপ অনেকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। "যে ঘটনাই হউক সমস্তই জড়ীয় হেতুপরিণতি না বলিলে বৈজ্ঞানিক হয় না। জড় ও কার্য্যকারণ ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে চিৎ ও রাগ ইহারা শাস্ত্র হইতে দূরীকৃত হইবে। জড়ের ঢেউ ক্রমশঃ আত্মাকে ডুবাইবে। বিধির অকাট্য করকবল স্বাধীনতাকে বদ্ধ করিবে।" যে সময় বহুতর লোক এইরূপ অসতর্ক করিতেছিল, নরস্বভাব নিদ্রাবস্থার অধঃপাত দেখিতে পাইয়া তখন যুক্তিকে অন্য পথে চালাইতে চেষ্টা করিলেন। নূতন চেষ্টার যে কোন অশুভ ফল হউক না কেন, জড়বাদকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধ্বংস করিতেই হইবে—এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুক্তি তখন সন্দেহবাদকে প্রসব করিল। জড়বাদরূপ অজ্ঞান দূর হইল বটে, কিন্তু সন্দেহবাদ আস্তিকতার আরও ব্যাঘাত করিতে লাগিল। লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল যে, আমরা বাস্তবিক সত্য দেখিতে পাই না। কেবল বস্তুর গুণ-সকল অনুভব করি। তাহাও যে ঠিক অনুভব করি, তাহারই বা প্রমাণ কি? ইন্দ্রিয়গণদ্বারা একটী একটী গুণ আমরা অনুভব করি। যথা চক্ষুর্দ্বারা রূপ, কর্ণদ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, ত্বক্‌ দ্বারা স্পর্শ ও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন। আমাদের পাঁচটী জ্ঞানদ্বারক্রমে যে বস্তুগুণ-সমষ্টি হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। যদি পাঁচটী ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও দশটী ইন্দ্রিয় আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঐ জ্ঞানকে ভিন্নাকারে প্রাপ্ত হইতাম। এস্থলে আমাদের যে কিছু জ্ঞান আছে, সকলই সন্দেহপূর্ণ। এরূপ সন্দেহবাদ দ্বারা জড়বাদ নষ্ট হইলেও চিদ্বাদের কোন উপকার হইল না। সন্দেহবাদ অসন্দিগ্ধরূপে বস্তুসত্তাকে স্বীকারপূর্ব্বক কেবল এইমাত্র বলে,—"সে বস্তু তত্ত্বতঃ আমরা অবগত নই, যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই ও তদ্রূপ জ্ঞানোপায়ও নাই।" সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে, যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে। অসন্দিগ্ধ তত্ত্ব থাকিলে আর সন্দেহবাদের মূল কোথায়? ভাবরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, সন্দেহবাদ নিরর্থক প্রলাপ মাত্র। আমি আছি কিনা, এ সন্দেহ কে করিতেছে? আমিই করিতেছি। অতএব আমি আছি ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেষাং নাস্তিকানাং বৈ মতমেতৎ পুরাতনম্।
দেশভাষা-বিভেদেন লক্ষিতঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৭॥

জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদ এই তিনটী মতই পুরাতন নাস্তিকমত। যতপ্রকার নাস্তিকবাদ হইতে পারে, সকলপ্রকার বাদই ইহার অন্তর্গত। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, নবীন নাস্তিকেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন মতপ্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে সকল ভ্রমমাত্র। নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন। এতদ্দেশে বহুবিধ দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসা—ইহারা প্রকাশ্যরূপে নাস্তিক। পাতঞ্জল ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ—ইহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক-বাদ। ঐ সমস্ত মতের আলোচনা দেখিতে অনেকের বাসনা হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে ঐ সকল মতের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিব।

সাংখ্য—কপিলপ্রণীত পুরাতন দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। মহর্ষি কপিল ঐ শাস্ত্রে আমাদিগকে বলিয়াছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ১ ॥ ৯২

অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১ ॥ ৯৩ ॥

ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত বলিবে, নয় বদ্ধ বলিবে। তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। এই স্থলে প্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু কহিলেন,—'নম্বেবমীশ্বরপ্রতিপাদক-শ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ'—

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা ॥ ১ ॥ ৯৬ ॥

মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা উপাসাসিদ্ধের প্রশংসার জন্যই ঐ প্রকার শ্রুতিসকল কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক ঈশ্বর নাই। সাংখ্য এই পর্য্যন্ত।

ন্যায়—গৌতমপ্রণীত। গৌতম বলেন,—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়বতর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

গৌতমের নিঃশ্রেয়ঃ যে কি অবস্থা, তাহা উপলব্ধি হয় না। বোধ হয় যে, তর্কদ্বারা প্রবল হইতে পারিলেই জীবের শ্রেয়ঃ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর স্থান পাইলেন না। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন,—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌতম অপবর্গকে এই প্রকারে লক্ষিত করিয়াছেন ;—"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

সামান্যতঃ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম 'মুক্তি'ই এই সূত্রে লক্ষিত হইয়াছে। মুক্তিতে গৌতমের মতে কোন আনন্দ নাই, অতএব ঐশ্বরসুখ নামেই নাই। অতএব গৌতমকৃত ন্যায়শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ। গৌতম এই পর্যন্ত।

বৈশেষিক দর্শন—কণাদ-প্রণীত। এই দর্শনের অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই। কণাদকৃত মূলসূত্রগুলি বিচার করিলে নিত্য ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঐ মতের কোন কোন গ্রন্থকারেরা সপ্ত পদার্থের মধ্যে দেহী পদার্থের অন্তর্গত একটী তত্ত্বকে পরমাত্মা বলিয়া নিজ মতের নিরীশ্বরত্ব অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ নিজ নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ঐ কণাদমতকে অবৈদিক ও নিরীশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষেও দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে যাঁহারা স্বাধীন কর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করেন না, তাঁহাদের মতে 'ঈশ্বর' কথাটী থাকিলেও তাঁহারা নিরীশ্বর। ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি সর্ব্বতত্ত্বের ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে মতে ঈশ্বরের তৎসম নিত্যবস্তু স্বীকৃত আছে, সেই মতটী নিরীশ্বর মত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্ম্মমীমাংসার সূত্রকার—জৈমিনি। তিনি পরমেশ্বরের কথা উল্লেখ করেন না। আদৌ ধর্ম্মই তাঁহার বিষয়। তাঁহার মতে,—"চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ॥"

যে অর্থ বেদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। তাহার নাম কর্ম্ম। এই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার শবরস্বামী লিখিয়াছেন ;—

"কথং পুনরিদমবগম্যতে ? অস্তি তদপূর্ব্বম্।"

কিরূপে ইহার অবগতি হয়। অতএব 'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কর্ম্ম কৃত হইলে তদ্দ্বারা একটী 'অপূর্ব্ব' উদিত হয়, তাহাই ফল প্রদান করে। ফলদাতা ঈশ্বরের কি আবশ্যক ? কম্‌টী প্রভৃতি আধুনিক নাস্তিকগণ এতদতিরিক্ত আর কি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন ?

বেদান্ত-শাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। তাহার ভাষ্যে অসৎ-চিন্তকগণ অদ্বৈতবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু সাধু-লোকেরা বিশেষ যত্নসহকারে বেদান্তের সদ্ভাষ্য রচনা করতঃ জগজ্জনকে সুপথ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদের নৈরর্থক্য পরে আমরা আলোচনা করিব।

পাতঞ্জল-শাস্ত্রকে যোগশাস্ত্র বলে। উহা পতঞ্জলি ঋষি-প্রণীত। ঐ শাস্ত্রের সাধনকাণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে ;—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, ও আশ্রয়—এই চারিটী উৎপাত দ্বারা অপরামৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম 'ঈশ্বর'। তাঁহাতে অত্যন্ত সার্ব্বজ্ঞ্যবীজ অবস্থিত। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগত ব্যক্তিরও গুরু, যেহেতু কাল কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন।

এই প্রকার ঈশ্বরের বিষয় ঐ দর্শনে দৃষ্টি করিয়া অনেকেই মনে করেন যে, পতঞ্জলি যথার্থই একজন ভক্ত। কিন্তু পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র যিনি বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তিনি আর ভ্রান্ত হইবেন না। কৈবল্যপাদে লিখিত আছে ;—

পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

ভোজবৃত্তিতে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ দেখা যায় ;— "চিচ্ছক্তের্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রেঽবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে।" চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম 'কৈবল্য'। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি? অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোন কার্য্য থাকিবে কি না? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধন-দশার ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে? উক্ত শাস্ত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঐ শাস্ত্র-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, সাধনকাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল উপাসনা-সিদ্ধির জন্য কল্পিত বস্তুবিশেষ। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র কি সেশ্বর, না নিরীশ্বর? আপনারা উত্তর করুন।

এই সমস্ত নাস্তিকমত দেশে বিদেশে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে ॥ ১৭

কর্ম্মজ্ঞানবিমিশ্রা বা যুক্তিস্তর্কময়ী নরে।
চিত্রমতপ্রসূতী সা সংসারফলদায়িনী ॥ ১৮ ॥

যুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়। তাহা নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিকবৃত্তির জড়ভাবমিশ্র বিকারকে মিশ্রযুক্তি বলি। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র। তাহার অন্যতর নাম 'তর্ক'। ইহাই নিন্দনীয়। যেহেতু ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই কয়েকটী দোষ লক্ষিত হয়। ইহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সদোষ। সিদ্ধযুক্তি যাহা নির্ণয় করে, তাহা সর্ব্বত্র একই প্রকার। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত মত প্রসব করে, তাহা নানাপ্রকার ও পরস্পর বিবদমান। সেই সমস্ত মতে কার্য্য করিলে বদ্ধজীবের বদ্ধতাই ফলস্বরূপ লব্ধ হয় ॥ ১৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যুক্তেস্তু জড়জাতায়া জড়াতীতে ন যোজনা।
অতো জড়াশ্রিতা যুক্তির্বদত্যেবং প্রলাপনম্ ॥১৭॥

মিশ্রযুক্তি জড় হইতে জাত। আদৌ জড়বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জড়ীয় ছবি প্রাপ্ত হন, তাহা স্নায়বীয় প্রণালী-দ্বারা মস্তিকে নীত হয়। তথায় স্মৃতিশক্তিদ্বারা সংরক্ষিত হইলে বদ্ধযুক্তি সেই সকল ছবির উপর কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে অনেক কল্পনা ও বিভাবনা উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত ছবিকে সজ্জীভূত করিয়া তাহাতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, তাহাকে 'বিজ্ঞান' বলিয়া আখ্যা দেন। অনুলোম ও প্রতিলোম-প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল ছবি হইতে অন্যান্য সিদ্ধান্তরূপ রং বাহির করেন। তাহাকে যুক্তি বলেন। কম্‌টী কহিলেন,—'যাহা লক্ষিত হইয়াছে তাহাকে সজ্জীভূত করিয়া রাখ ও তাহা হইতে সত্যানুসন্ধান কর।' এখন দেখা যাউক, যে-সকল ছবি কেবল জড় জগৎ হইতে আনীত হইল, তাহার উপর যে যুক্তি করা যায়, সে যুক্তিকে জড়জাতা যুক্তি বলা যায় কি না? জড়াতীত বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম কি প্রকারে ঐ প্রণালীতে জ্ঞাত হওয়া যাইবে? যদি জড়াতীত কোন বস্তু থাকে, তবে অবশ্য তদুপলব্ধি জন্য অন্য কোন তদুপযোগী প্রণালী থাকিবেই থাকিবে। যাঁহারা ঐ উচ্চ প্রণালী অবগত নন বা কুসংস্কারবশতঃ জানিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করতঃ কেবলমাত্র প্রলাপবাক্যই বলিবেন সন্দেহ কি? যে স্থলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেবল জড়ীয় জগতের অনুসন্ধানই কার্য্য হয়, সে স্থলে জড়াশ্রিতা যুক্তি সুষ্ঠুরূপে ফল প্রদান করে। শিল্প, শারীর-কর্ম, যুদ্ধ, সঙ্গীত ইত্যাদি যত প্রকার জড়ীয় ব্যাপার আছে, তাহাতে উক্ত মিশ্রযুক্তি বিশেষরূপ কার্য্যকরা। আদৌ মিশ্রা যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা ভাবে ঐ সকল বিষয়ের সঙ্কল্প করে, পরে কর্ম্মমিশ্রা ভাবে ঐ সকল ব্যাপার সম্পাদন করে। রেল-রোড্ ব্যাপারটী যখন কোন জড়ীয় পণ্ডিতের মনে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা। যখন উহা কার্য্যে পরিণত হইল, তখন যুক্তি কর্ম্মমিশ্রা হইয়া শিল্প-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। শিল্পাদি কর্ম্মই মিশ্রা যুক্তির প্রকৃত বিষয়, জড়াতীত তত্ত্ব তাহার বিষয় নয়, অতএব তাহাতে উহার যোজনা সম্ভব হয় না। জড়াতীত তত্ত্বে জড়াতীত যুক্তি কার্য্য করিতে সক্ষম। জড়বাদ, জড়শক্তিবাদ, জড়-নির্ব্বাণবাদ, ভাববাদ—ইহারা জড়াতীত যে জগৎকারণ, তাহার সন্ধান করিবার জন্য জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু তাহাদের প্রণালী নিতান্ত হাস্যাস্পদ। তাহারা যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, সে সমুদয়ই প্রলাপমাত্র ॥ ১৯ ॥

প্রলপন্তীহ সা যুক্তি রুদন্তী স্বাত্মসিদ্ধয়ে।
চরমে পরমেশানং স্বীকরোতি ভয়াতুরা ॥ ২০ ॥

সিদ্ধযুক্তি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও জড়বদ্ধ আত্মা জড়ের ভারকে গুরুভার জানিয়া তাহাতেই অনুধ্যান করতঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিশ্রযুক্তিকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। এ কারণ জগতের অধিক লোকই মিশ্রযুক্তির পক্ষপাতী। জড়াতীত শুদ্ধযুক্তি এতন্নিবন্ধন বিরল। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে অন্তর্মুখ-বৃত্তিতে ভজন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই কেবল শুদ্ধযুক্তি অর্থাৎ সহজ সমাধির মাহাত্ম্য অবগত। বহুকাল হইতে বহির্মুখ জগৎ মিশ্রযুক্তিকে সম্মান করিয়া তাহার নিকট হইতে যাথার্থ্য লাভের আশা করিতেছিল। ঐ যুক্তি যত প্রকার মত প্রচার করিল, তাহা প্রথমে আদর করিয়া গ্রহণ করতঃ অবশেষে তাহাতে সন্তোষ লাভ হয় নাই। যুক্তি শুদ্ধই হউক বা মিশ্রই হউক আত্মার সহিত নিঃসম্বন্ধ হইতে পারে না। সময়ে সময়ে আত্মার উপকার করিতে যত্ন করে। চিত্রমতসমূহ প্রসব করিয়া নানাবিধ প্রলাপ করতঃ যখন মিশ্রযুক্তি সন্তোষ লাভ না করিল, তখন আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মিল। প্রলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিল। বলিল,—হায়! আমি কতদূর বহির্মুখ কার্য্য করিয়া আমার নিত্য-সম্বন্ধী আত্মা হইতে দূরে পড়িয়া স্বভাব ত্যাগ করিতেছি। তখন এই প্রকার রোদন করিতে করিতে ভয়াতুরা হইয়া চরমে পরমেশ্বরকে সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করে। নর-মন ঐ অবস্থায় দেশ-বিদেশে যুক্তিস্থাপিত ঈশ্বরকে প্রচার করিয়া থাকে। উদয়নাচার্য্য ঐ অবস্থায় কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থ রচনা করেন। বিলাতে শুষ্ক ঈশ্বরবাদ (Deism) এবং Natural Theology

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া যে-সকল মত নিঃসৃত হয়, তাহা মানবগণের উক্ত অবস্থাক্রমে অনুমোদিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে। মিশ্র-যুক্তি দ্বারা যে ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও উক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে অস্বাভাবিক অসম্পূর্ণ, যেহেতু জড়সম্বন্ধী যুক্তি যে ঈশ্বরভাব আনয়ন করে, তাহা কেবল জড়ের কারণরূপ ক্ষুদ্র ভাববিশেষ। অস্বাভাবিক, যেহেতু তাহাতে প্রকৃত আত্মোন্নতি নাই, আত্মার সাক্ষাৎ চালনা বা বিষয়ালোচনা নাই। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে॥ ২০॥

কদাচিদীশতত্ত্বে সা জড়ভ্রান্তা প্রলাপিনী।
দ্বৈতং ত্রৈতং বহুত্বং বারোপয়ত্যেব যত্নতঃ ॥২১॥

সেই প্রলাপিনী মিশ্রা যুক্তি পরমেশ্বর স্বীকার করিয়াও জড়ভ্রমবশতঃ পরমেশ্বরের একত্ব সংস্থাপনে অক্ষমা হয়। কোন সময়ে সে দুইটী তত্ত্বকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। তখন তাহার বিবেচনায় চিত্তত্ত্ব একটী ঈশ্বর ও জড়তত্ত্ব একটী ঈশ্বর হয়। চিত্তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত মঙ্গলজনক। জড়তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত অশুভের আকর। জরথস্ত্র নামক কোন পণ্ডিত অসৎ ও সদীশ্বর—এইরূপ দুইটী ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকার করতঃ জেন্দাভেস্তা নামক গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্বের দ্বৈত স্বীকার করেন। পরমেশ্বর-পরায়ণ লোকসকল তাঁহাকে জরন্মীমাংসক বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন; এমন কি, ঐ উপাধি পরে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানকাণ্ডীয় সমস্ত বহির্ম্মুখলোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জরথুস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরাণদেশে তিনি মত প্রচারে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতটী সংক্রামক হইয়া য়ুদিগের ধর্ম্মে ও শেষে কোরাণ-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটী সয়তানের উৎপত্তি করে। যে সময়ে জরথুস্ত্র দুই ঈশ্বরবিষয়ক মত প্রচার করিতেছিল, সেই সময়েই জুদিগের মধ্যে তিনটী ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে Trinity মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে। আদৌ Trinity মতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন ঈশ্বর, হোলিঘোষ্ট ও খ্রীষ্ট এই তিনটী তত্ত্ব বিচার দ্বারা তাহার যুক্ত মীমাংসা বাহির করিলেন। যে কালে বা যে সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব—ইহাদিগকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে সময় ভারতেও তিনটী ঈশ্বরবিশ্বাস-রূপ একটী অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদনিষেধক উপদেশ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে বহুদেবতার বিশ্বাস দেখা যায়। বিশেষতঃ অত্যন্ত অসভ্য প্রদেশে একেশ্বরবাদ বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয় না। কোন সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণকে পরস্পর স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিবার ব্যবহার ছিল। মীমাংসকেরা ঐমতকে পরে সংশোধিত করিয়া একটী ব্রহ্মকে সংস্থাপন করেন। এ সমস্তই জড়ভ্রান্ত যুক্তির প্রলাপমাত্র। পরমেশ্বর—একতত্ত্ব। অধিক হইলে কদাচ সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বিধি পরস্পর বিবদমান হইয়া সংসারকে উৎসন্ন করিত সন্দেহ নাই। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যে এক পুরুষের ইচ্ছা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা কোন বিবেকী লোক অস্বীকার করিতে পারে না॥ ২১ ॥

জ্ঞানং সাহজিকং হিত্বা যুক্তির্ন বিদ্যতে ক্বচিৎ।
কথং সা পরমে তত্ত্বে তং হিত্বা স্থাতুমর্হতি ॥২২॥

আত্মার সহজ-জ্ঞানজনিত যে যুক্তি, তাহাই শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ। তৎকর্ত্তৃক যে তত্ত্বমীমাংসা, তাহাই যথার্থ। সাহজিক জ্ঞানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্তি থাকিতে পারে না। তবে যে বিষয়জ্ঞান-সংসৃষ্ট যুক্তি আমরা বিষয়কার্য্যে লক্ষ্য করি, তাহা অশুদ্ধ বা মিশ্র। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত তত্ত্বকথা বলিয়া থাকে, সে সমুদয়ই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর নিরূপণ করিলেও তাহার মীমাংসা সুন্দর হয় না। পরমতত্ত্বে মিশ্রযুক্তির যোজনা নাই। শুদ্ধযুক্তি সাহজিক জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক পরমতত্ত্ববিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত করে, সে সমুদায় যথার্থ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সাহজিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞান কাহাকে বলি? আত্মা—চিন্ময়, অতএব জ্ঞানময়। তাহাতে স্বাভাবিক যে জ্ঞান আছে, তাহার নাম সহজ-জ্ঞান। সহজজ্ঞান আত্মার সহিত নিত্য জাত। কোন তৃতীয় উপলব্ধিক্রমে জন্মে না। সেই সহজজ্ঞানের কোন প্রক্রিয়ার নাম শুদ্ধযুক্তি। সহজজ্ঞানের পরিচয় এই যে, বিষয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে জীবের এই কয়টী উপলব্ধি প্রতীত হয়।.

(১) আমি আছি, (২) আমি থাকিব, (৩) আমার আনন্দ আছে, (৪) আমার আনন্দের একটী বৃহদাশ্রয় আছে, (৫) সেই আশ্রয় অবলম্বন করা আমার স্বভাব, (৬) আমি সেই আশ্রয়ের নিত্য অনুগত, (৭) আশ্রয় অত্যন্ত সুন্দর, (৮) সেই আশ্রয় ত্যাগ করিবার আমার শক্তি নাই, (৯) আমার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়, (১০) শোচনীয় অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় আশ্রয়ানুশীলন করাই আমার উচিত, (১১) এ জগৎ আমার নিত্যস্থান নয় এবং (১২) এ জগতের উন্নতিতে আমার নিত্য উন্নতি নাই।

এবম্বিধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বন না করিলে যুক্তি জড়-মিশ্রা হইয়া কেবলমাত্র প্রলাপ করিতে থাকে। যুক্তি বিষয়সংস্রবে যে সকল বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে, সেই সকল বিজ্ঞানেও প্রথমে কয়েকটী সহজজ্ঞান মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রথমে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কতকগুলি কথা মানিয়া না লইলে কোন বিদ্যাই উন্নতি করিতে পারে না। পরমার্থতত্ত্বে সেইরূপ কতকগুলি সহজ সন্দেশ স্বীকারপূর্ব্বক যে ধর্ম্মের সংস্থাপন করা যায়, তাহাই সত্যমূলক হয়॥ ২২ ॥

একত্বমপি তদ্দৃষ্ট্বা তৎসমাধিচ্ছলেন চ।
স্থূলং ভিত্বা তু লিঙ্গে সা যোগাশ্রয়চরত্যহো ॥২৩॥

একদল লোক আছে, যাহারা শুদ্ধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ মত স্থির করিতে পারে না, অথচ যুক্তিকে সর্ব্বত্র বিশ্বাস করে না। তাহারা কতকটা সাহজিক জ্ঞানকে স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে এক তত্ত্ব বলিয়া মানে। জ্ঞানাবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বন করে। সে সমাধি সহজ সমাধি নয়, যেহেতু তাহাতে কূট চিন্তা লক্ষিত হয়। কূট চিন্তা দ্বারা তাহারা স্থূল জগৎকে ভেদ করিয়াও চিজ্জগৎ দৃষ্টি করিতে পারে না; কেন না, সহজ সমাধি ব্যতীত সহজতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তাহারা লিঙ্গজগৎকে লক্ষ্য করিয়া 'জীবের চরম আবাস দেখিয়াছি' এরূপ বোধ করে। বাস্তবিক তাহারা জড় জগতের লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। লিঙ্গজগৎ ও জড় জগতে ভেদ এই যে, জড় জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লিঙ্গ-জগৎ মানসগ্রাহ্য। লিঙ্গজগৎটী জড় জগতের সূক্ষ্ম প্রাগ্‌ভাবমাত্র। জড় জগৎ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত স্থূল জড়ময় জগৎ ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়। Theoso-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

phistদের যে Astral দেহের কথা বলে, তাহা জ্যোতির্ম্ময় জড়দেহ। তদপেক্ষা লিঙ্গদেহ আরও সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনোময়। পাতঞ্জল শাস্ত্রে ও বৌদ্ধযোগীদিগের মতে যে সূক্ষ্ম বিভূতিময় জগৎ, তাহাই লিঙ্গজগৎ। চিত্তত্ত্ব এ সমুদয় হইতে বিলক্ষণ। পাতঞ্জলশাস্ত্রে কৈবল্য অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাবনাত্র। কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না। সাধনপাদে যে ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎকার হয়, কৈবল্যপাদে সে ঈশ্বর কোথায় বা কি অবস্থায় রহিলেন ও কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবসমুদয় সেই ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ করে, তবে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতবাদ হইল। যোগশাস্ত্র, থিয়সফিই হউক বা পাতঞ্জলাদি যতই হউক, জীবের নিত্য কল্যাণকর নহে। নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগশাস্ত্র তন্মধ্যে একটী অবান্তর পদ। অতএব তাহাতে চিৎসুখ-অন্বেষণকারী জীবের কোনপ্রকার আনন্দ হয় না ॥ ২৩ ॥

কেচিদ্বদন্তি বিশ্বং বৈ পরেশনির্ম্মিতং কিল।
জীবানাং সুখভোগায় ধর্ম্মায় চ বিশেষতঃ ॥২৪॥

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই বিশ্ব পরমেশ্বর আমাদের ভোগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিষ্পাপ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপে এই জগৎকে ভোগ করিতে করিতে আমরা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করি। ইহাতে বিতর্ক এই হয় যে, জীবের সুখপ্রাপ্তির জন্য যদি এই বিশ্ব নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর এই বিশ্বকে এতদূর অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করিতেন না। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও সিদ্ধসঙ্কল্প। যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহা অবিলম্বে হয়। এই বিশ্ব জীবের ভোগের জন্য সৃষ্ট হওয়া মনে করিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করিতে হয়। যদি ধর্ম্মশিক্ষার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলেও বিশ্ব কিছু বিভিন্নাকারে হইত সন্দেহ নাই। কেন না, এ অবস্থায় বিশ্বে সকলেরই ধর্ম্মলাভ হয় না ॥ ২৪ ॥

আদি জীবাপরাধাদ্বৈ সর্ব্বেষাং বন্ধনং ধ্রুবম্।
তথাদ্যজীবভূতস্য বিভোর্দ্দণ্ডেন নিষ্কৃতিঃ ॥২৫॥

এই নৈতিক একেশ্বরবাদের দোষাদোষ চিন্তা করিয়া কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবের পক্ষে এ বিশ্ব বিশুদ্ধ সুখলাভের স্থান নহে; বরং এখানে দুঃখই অধিক। বিশ্বকে জীবের দণ্ডাগার বলিয়া অনুমান হয়। অপরাধ হইলেই দণ্ড, নতুবা দণ্ডের প্রয়োজন কি? জীব কি অপরাধ করিয়াছে? এই প্রশ্নের সদুত্তরে অশক্ত হইয়া সঙ্কীর্ণবুদ্ধিপ্রসূত ধর্ম্মসকলে একটী অদ্ভূত মত গৃহীত হইয়াছে; তাহা এই,—ঈশ্বর কোন আদি জীবকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কোন সুখময় বনে সস্ত্রীক হইয়া থাকিতে দিলেন। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিষেধ করিলেন। কোন দুর্গত জীবের কুপরামর্শে ঐ আদি-দম্পতি জ্ঞান-বৃক্ষফল সেবন করিয়া ঈশ্বরাজ্ঞা অবহেলাপরাধে সেই স্থানচ্যুত হইয়া ক্লেশময় বিশ্বে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের অপরাধে এই সমস্ত জীব অপরাধী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, জীব কর্তৃক সেই অপরাধ ক্ষয়িত হইতে পারিল না দেখিয়া ঈশ্বরের একাঙ্গস্বরূপ একটী তত্ত্ব জীবসদৃশ হইয়া মানবমধ্যে জন্মগ্রহণ করতঃ সকল অনুগত জীবের পাপ নিজস্কন্ধে লইয়া তিনি মৃত্যু স্বীকার করিলেন। যে সকল জীব তাঁহার অনুগত হইল, তাহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিল, যাহারা অনুগত হইল না, তাহারা চিরনরকে নিপতিত হইল। জীবভূত বিভুর দণ্ডের দ্বারা অন্য জীবের নিষ্কৃতি, এই মতটী সহজবুদ্ধিতে আদৃত করা যায় না ॥ ২৫ ॥

জন্মতো জীবসম্ভাবো মরণান্তে ন জন্ম বৈ।
যৎকৃতং সংসৃতৌ তেন জীবস্য চরমং ফলম্ ॥২৬॥

এই মতবাদমিশ্র ধর্ম্মে আস্থা করিতে গেলে কএকটী অযুক্ত কথা বিশ্বাস করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্তই জীবতত্ত্ব। জন্মের পূর্ব্বে জীব ছিল না এবং মরণান্তেও আর জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতি নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আবার জীব বলিলে মানব ধই আর কেহ লক্ষিত হয় না। এই বিশ্বাসটী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয়। জীব একটী চিন্ময়তত্ত্ব হয় না। জড়েই ঘটনাক্রমে বা ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে তাহার সৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। কেনই বা অসমান অবস্থায় জীবের উদয় হয়, তাহাও বলা যায় না। কোন ব্যক্তি দুঃখীর ঘরে, কেহ সুখীর ঘরে, কোন ব্যক্তি ভক্তের ঘরে, কেহ বা অসুরপ্রায় অভক্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসুবিধাক্রমে সৎ ও জন্ম-অসুবিধাক্রমে অসৎ হইতে কেন বাধ্য হন, বলা যায় না। ইহাতে ঈশ্বরকে অবিবেচক বলিতে হয়।

আবার পশুগণ জীবমধ্যে কেনই যে পরিগণিত না হয়, তাহাও বলা যায় না। পশুপক্ষী যে মানবের আহার্য্য হইবে, ইহাই বা কেন? একজন্মে মানব যাহা করিলেন, তদ্দ্বারাই যে তাহার চিরস্বর্গ বা চিরনরক হইবে, এ বিশ্বাসও দয়াময় ঈশ্বরানুগত লোকের পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য ॥ ২৬ ॥

অত্র স্থিতস্য জীবস্য কর্ম্মজ্ঞানানুশীলনাৎ।
বিশ্বোন্নতিবিধানেন কর্ত্তব্যমীশতোষণম্ ॥২৭॥

যে সম্প্রদায় এই মতে স্থিত হন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভজন করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাধারণ মত এই হয় যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্বোন্নতি চেষ্টা দ্বারা কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ইষ্টাপূর্ত্ত-ক্রিয়া দ্বারা জগতের মঙ্গলবিধান করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। কর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চাই ইহাদের মধ্যে প্রবল, কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানচেষ্টারহিত শুদ্ধভক্তি তাঁহারা কখনই জানিতে পারেন না। কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঈশ্বরভজন কখনই নিঃস্বার্থ বা স্বাভাবিক হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহার ভজন করিব, এই বুদ্ধি নিকৃষ্ট; কেন না, ইহার প্রকারান্তর এই হয় যে, ঈশ্বর যদি দয়া না করিতেন, আমি তাঁহাকে ভজিতাম না। ভাবী দয়া করিবেন, এরূপ দুষ্ট আশাও থাকে। দয়া এস্থলে যদি ভক্তিবৃত্তি দান হয়, তাহা হইলে দোষ হয় না। এধর্ম্মে সে কথা দেখা যায় না। দয়া এখানে জীবনযাত্রার যে সুবিধা ও সুখদান, তাহাই লক্ষ্য করে॥ ২৭ ॥

ঈশরূপবিহীনস্তু সর্ব্বগো বিধিসেবিতঃ।
পূজিতোঽত্র ভবত্যেব প্রার্থনাবন্দনাদিভিঃ ॥২৮॥

এই মতে এবং এই মতের অনুগত অন্যান্য নবীন মতে ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী। জ্ঞানানুশীলনই এই মতের একটী প্রধান কর্ম্ম। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে তাঁহার খর্ব্বতা হয়—এই জ্ঞানগত বুদ্ধি তাহাদের চিত্তকে সর্ব্বদা ব্যস্ত করে। ঈশ্বরকে আমরা জ্ঞানমার্গে যেরূপ নিরাকার ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বব্যাপী করিয়া প্রস্তুত করিতেছি, তিনি তাহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। বস্তুতঃ এই মার্গগত সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরভাব অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার। ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন। চব্বিশ তত্ত্বের অতীত যে জীবাত্মা, তাহা হইতে অনন্তগুণে গুণিত যে অপ্রাকৃত সবিশেষ-স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত অথচ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধগুণের অধিপতি পরম কারুণিক জীববন্ধুস্বরূপ যে ভগবান পরমেশ্বর, তাঁহাকে এই মতবাদীরা কখনই সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। এই মতবাদিগণের ঈশ্বর-আরাধনাও নিতান্ত সদোষ ও অসম্পূর্ণ। প্রার্থনা ও বন্দনা মাত্রই উপাসনা। প্রার্থনা ও বন্দনাতে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয়, তাহাও নিতান্ত প্রাকৃত। জ্ঞানচর্চ্চার ক্রীতদাস হইয়া ইহারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহোপাসনায় অত্যন্ত ভীত হন। এমত কি, ব্যতিব্যস্ত হইয়া অন্যান্য লোককে এই পরামর্শ দেন যে, কখনও চিন্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিও না। মূর্ত্তি ভাবিলেই ভূতপূজক হইয়া পড়িবে। এই দুরাগ্রহক্রমে তাঁহারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বিশেষ অনুভব করিতে অক্ষম হন। ইহাঁরা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান। গুরুপাদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্গুরুলাভের যত্ন ও তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্গুরুগণ কুপথ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গামী করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইঁহাদের পরিত্যাজ্য হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সত্যতত্ত্ব যখন আত্মায় নিহিত আছে, তখন নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রধানাচার্য্য বরণ করিলেই যথেষ্ট। প্রধান আচার্য্যই ঈশ্বর, গুরু ও ত্রাণকর্ত্তা। তিনি আমাদের স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের পাপাশয় ধ্বংস করেন, অন্য মনুষ্যগুরুর প্রয়োজনাভাব। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন একখানি গ্রন্থসংগ্রহকে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানেন। কেহ বা ধর্ম্মগ্রন্থ মানিতে গেলে অনেক ভ্রম মানিতে হয়, এই ভয়ে গ্রন্থমাত্রকেই মানেন না॥ ২৮॥

ইদমেব মতং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈবাসমঞ্জসম্।
ঈশ্বরে দোষদং সাক্ষাৎ জীবস্য ক্ষোভসাধকম্॥

এই মতে একটী ঈশ্বর হইলেও এই মত অনেকস্থলে অসমঞ্জস, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষপূর্ণ এবং ঈশোন্মুখ জীবের পক্ষে তুচ্ছ। ঈশ্বর একজন বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র আর একটী পাপময় প্রকাণ্ড স্বত্বকে স্বীকার করা হয়। আবার যাঁহারা ঐ প্রকাণ্ড স্বত্বকে ছাড়িয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে অনুভব করিতে না পারিয়া জীবের দৌর্ব্বল্যমধ্যে পাপসৃষ্টি লক্ষ্য করেন। পাপসকল জীবের দৌর্ব্বল্য হইতেই হয় বটে, কিন্তু অনাদি কর্ম্মমার্গের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাপপুণ্য বিচার ত্যাগ করিলে জীবের দৌর্ব্বল্যবিধান জন্য ঈশ্বরকেই দোষী হইতে হয়। ইঁহারা মুখে ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ বলেন; কিন্তু কার্য্যে সমস্ত দোষ ঈশ্বরের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। জীবের শুদ্ধ চিত্তত্ত্ব, জড়গতলিঙ্গ ও স্থূল তত্ত্বকে যথাযথ পৃথক্ করিয়া ইঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ই দূষিত ও কুণ্ঠিত। এই জন্য জীবের স্বরহস্য ও তদঙ্গ ইঁহারা কোনক্রমেই বুঝিতে পারেন না। জড় বিজ্ঞানের গর্ব্বে ইঁহাদের চিদ্বিজ্ঞান নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া থাকে, যে ফল ইঁহারা সাধন করেন, তাহাও তুচ্ছ। লিঙ্গতত্ত্বগত স্বর্গলাভই ইঁহাদের চরম। লিঙ্গকেই ইঁহারা চিত্তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই ইঁহারা মন ও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন না॥ ২৯॥

কেচিদ্বদন্তি সর্ব্বং যচ্চিদচিদীশ্বরাদিকম্।
ব্রহ্মসনাতনং সাক্ষাদেকমেবাদ্বিতীয়কম্॥ ৩০॥

বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্জাণ্ডারের সহিত কয়েকটী পণ্ডিত ভারতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর বস্তন্তর নাই বা হয় নাই। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এইরূপ পৃথক্ ভাব-সকল ব্যবহারিক বুদ্ধির ফল, বস্তুতঃ ব্রহ্মই সমস্ত পরিদৃশ্য দ্রব্যের অবিকৃত মূল। সেই ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তাহাতে কিছুমাত্র উপাধি নাই। কোন-প্রকার শক্তি নাই এবং কোন প্রকার কার্য্য নাই। ব্রহ্মের অবস্থান্তর বা পরিণাম নাই। এই সমস্ত বাক্য বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিগণ এই সকল কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সবিশেষ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তদ্রূপ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারেন? জগৎও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে জগৎ আসিল। ইহার মীমাংসা না করিতে পারিলে আমাদের উপাদেয় মত বজায় থাকে না। তখন চিন্তা করিতে করিতে কতই বিচার উঠিতে লাগিল। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কি করিয়া কার্য্য বা কার্য্যশক্তি স্বীকার করা যায়? আবার আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। বিচার করিতে করিতে প্রথমে স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মে একটুকু পরিণামশক্তি থাকিলে বোধ হয় অদ্বৈতহানি হইবে না। ব্রহ্মই বস্তু-পরিণাম। তাহার প্রতীতি হইতে পারে॥ ৩০॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুনঃ পরিণামাদ্বা বিবর্ত্তভাবতঃ কিল।
জগদ্বিচিত্রতা সাধ্যা জগদন্যং ন বর্ত্ততে ॥৩১॥

এক মতে পরিণাম মানাই স্থির হইল। তখন আর একটী অদ্বৈতবাদী বলিয়া উঠিলেন কি—ব্রহ্মের দোষ স্বীকার করা উচিত নয়। ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাহার ব্রহ্মত্ব বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই। অতএব পরিণাম অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের স্থিতিমান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাবস্থলে অন্যথাবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত-প্রতীতি মানিলে আমাদের মতটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে ভয়াদি বিচিত্রতা হয়। শুক্তিতে রজতজ্ঞানে আশাদি বিচিত্রতা দেখিতে পাই। অতএব বিবর্ত্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না এবং জগৎ যে মিথ্যা, কেবল অজ্ঞান প্রতীতি মাত্র, এই মাত্র সিদ্ধ হয়। জগৎ নাই, জীবন নাই। ব্রহ্ম আছেন এবং জগৎপ্রতীতির একটী ভাগ মাত্র আছে। ঐ ভাগকে বিশেষরূপে বুঝিতে গিয়া তাহার নাম 'অবিদ্যা', 'মায়া' ইত্যাদি অভিধানে পাওয়া গেল। ভাগ কখনই তত্ত্বান্তর নয়, অতএব বস্তু একই রহিল, অধিক হইল না। বস্তু পারমার্থিক ও ভাগ ব্যবহারিক,—ইহাই স্থির হইল। ব্যবহারিক বুদ্ধি পারমার্থিক জ্ঞান কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে এক বস্তুসিদ্ধির সহিত ব্যবহারিক ভাগ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৩১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথবা জীবচিন্তায়াং জাতং সর্ব্বং জগদ্ধ্রুবম্।
জীবেশ্বরে ন ভেদোঽস্তি জীবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ॥

তখন আর একদল পণ্ডিত উঠিয়া ভাণপ্রবল মতকে তত তাত্ত্বিক মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ ভাণ নয়। জীবরূপ অন্য একপ্রকার ভাণকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাণের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব? তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। জীবই ভাণ। ঐ পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন, মহাকাশ ব্রহ্ম ও জীব অবিদ্যা-পরিচ্ছেদ দ্বারা ঘটাকাশরূপে পৃথক্ প্রতীত হন। অন্যদল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিব্রত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ায় বশীভূত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। রৌদ্রের প্রতিফলন বা জলচন্দ্রের ন্যায় জীবকে কল্পনা কর। জীব অবিদ্যাময় মিথ্যাতত্ত্ব হইয়াও অবিদ্যার ধর্ম্মক্রমে প্রাধানিক জগৎকে কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। জীব পৃথক্ নয়, জগৎও পৃথক্ তত্ত্ব নয়। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটী মহাপ্রমাদ আছে, তাহা মতবাদান্ধকারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পান না এবং দেখিতে চান না। প্রমাদটী এই যে ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তি স্বীকার না করা যায়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাগ, আর একজন ভাগের ভাগ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈতহানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমাবিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই কি অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্যশক্তিমৎ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কেবল অদ্বৈতবাদ সদ্‌যুক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না, বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম ॥ ৩২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এতেষু বাদজালেষু তৎসদেব বিনিশ্চিতম্।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামদ্বয়জ্ঞানমেব যৎ॥ ৩৩॥
ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ সদনুশীলনং
নাম প্রথমোহনুভবঃ॥

এই সমস্ত বাদ—জাল অর্থাৎ মতবাদীদিগের কুসংস্কার মাত্র। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিতরূপে অবস্থিতি করেন। অসত্যসমূহকে নির্দ্ধারিত করিয়া দূর করতঃ সত্যকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সংগ্রহ করার নাম 'সত্যনির্ণয়'। ভিক্টর কুঁজা নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই উপায়টী বুঝিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতকার্য্য না হইবার কারণ এই যে, তিনি পাশ্চাত্য-বুদ্ধিনিঃসৃত তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সার গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বুদ্ধি অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ। আত্মা ও অনাত্মার সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়জনিত মনকেই অর্থাৎ লিঙ্গপদার্থকেই 'আত্মা' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তুষ কুটিয়া চাউল বাহির করার চেষ্টা যেরূপ নিষ্ফল, কুঁজার সার-সংগ্রহও চরমে সেইরূপ হইল। ঈশাবাস্য-উপনিষদে বলিয়াছেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

হে চিৎসূর্য্যস্বরূপ ভগবন্, তোমার পরম-তত্ত্বরূপ সত্যের মুখ তোমার অঙ্গজ্যোতিরূপ নির্ব্বিশেষ ও দুর্ব্বিশেষাত্মক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাত্রের দ্বারা চিৎকণরূপ জীবের নিকট আচ্ছাদিত আছে। তুমি কৃপা করিয়া সেই আচ্ছাদন দূর কর। ইহারই নাম বেদবিহিত ধর্ম্মানুসন্ধান।

পুনশ্চ ভাগবতে ;—

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

ভ্রমর যেমন ফুলের অসার পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পের মধুমাত্র সংগ্রহ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবম্ভূত বেদ ও ভাগবতানুমোদিত সারগ্রাহী প্রবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ জড়তত্ত্বনির্ণায়ক ক্ষুদ্র শাস্ত্রসকল হইতে এবং আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বৃহৎ শাস্ত্রসকল হইতে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও নিকৃষ্ট সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার নাম অদ্বয়জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সদংশই সেই অদ্বয়জ্ঞান। 'সৎ'শব্দেই তাহার প্রতিষ্ঠা। সৎ প্রকাশিত হইলে অসৎ কাজে কাজেই দূর হয়। 'সৎ'শব্দে অখণ্ড চিজ্জগৎ বুঝিতে হয়। এই মায়িক জগৎ চিজ্জগতের অসৎ প্রতিফলন মাত্র।

ইতিতত্ত্ববিবেক সদনুশীলনরূপ প্রথমানুভব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিতীয়ানুভবঃ

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গং পরানন্দরসাশ্রয়ম্।
চিদচিচ্ছক্তিসম্পন্নং তং বন্দে কলিপাবনম্ ॥১॥

যে পরমপুরুষের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দঘনীভূত স্বরূপে প্রকাশ পায়, যিনি জড়ানন্দের অতীত চিদ্গত শ্রেষ্ঠানন্দ রসের আশ্রয়স্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বদা চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি-রূপ বৃত্তিদ্বয়ের অধীশ্বর, সেই কলিপাবন পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

স্বরূপনাস্থিতো হ্যাত্মা স্বরূপশক্তিবৃত্তিতঃ।
বদত্যেব নিজাত্মানমুপাধিরহিতং বচঃ ॥ ২ ॥

মায়িক জগতে যে সকল জীবাত্মা বদ্ধ আছেন, তাঁহারা প্রকৃতি-বৈচিত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র উত্তর দেন। তন্মধ্যে যে আত্মা বিবেক ও সদ্গুরু-উপদেশক্রমে স্ব-স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা স্ব-স্বরূপে স্থিত হইয়া যুক্ত উত্তর দিয়া থাকেন। সেই যুক্ত উত্তর সর্ব্বত্র এক। প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্নত্রয় আছে, তাহা এই,—'এই জড় জগতের ভোক্তাস্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

বা কি? বিশ্ব ও আমি, আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি?' মায়িক দশাপ্রাপ্ত আত্মা যে সকল বিচিত্র উত্তর দেন, তাহা প্রথম অনুভবে বিচারিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অনুভবে স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মার ঐ প্রশ্নত্রয়ের যে যুক্ত উত্তর, তাহা কথিত হইবে। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা কি? ইহাই অগ্রে বিবেচিত হইবে। মায়িক দেশ, কাল, ইন্দ্রিয়, শরীর ও সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া যে আত্ম-সত্তা, তাহাই স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা। সর্ব্ববেদান্তসার-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে সেই শুদ্ধ আত্মার অবস্থা বলিয়াছেন; যথা—"মুক্তিহিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" মায়িক দশা মুক্ত হইলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি হয়। তদ্রূপ-অবস্থিত আত্মা উক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর দেন, তাহা যুক্ত। এখন এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মায়িক দশাপ্রাপ্ত জীবের শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি আছে। সেই দশা পরিত্যাগ করিলে শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি কোথা থাকিবে, এই যুক্ত উত্তরই বা কিরূপে হইবে, এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও তাহার জ্ঞান-গুণ আছে। কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহে। আলোক যেরূপ প্রকাশস্বরূপ হইয়াও অন্য-বস্তু-প্রকাশ-গুণযুক্ত, আত্মাও সেইরূপ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও বস্তুন্তর-সম্বন্ধে জ্ঞানগুণ প্রকাশ করিতে পারেন অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং দেখিতে, শুনিতে, ঘ্রাণ লইতে, আস্বাদন করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও সংস্পর্শ করিতে পারেন। আত্মাতে এইরূপ জ্ঞান-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ। মায়িক অবস্থায় পড়িয়া আত্মা জড়াবরণে আবদ্ধ। জড় জগতের সহিত যোজনার জন্য জড়েন্দ্রিয়-সকল তাঁহার গৌণ কার্য্যসকলের পরিচয় দেয়। তিনি জড় চক্ষুদ্বারা দেখেন, জড় কর্ণের দ্বারা শুনেন, জড় নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণ লন, জড় জিহ্বাদ্বারা স্বাদ গ্রহণ করেন এবং জড় ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শানুভব করেন। স্বতঃসিদ্ধ শক্তিহারা হইয়া তিনি পরের শক্তিতে কার্য্য করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি যে-সকল সিদ্ধান্ত করেন, তাহা জড়প্রসূত যুক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পক্ষে এইরূপ অপগতি অত্যন্ত দুর্ব্বিপাক। যে গতিকেই হউক, যখন তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন তিনি আত্মবৃত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ ঐ সকল কার্য্য করেন। তখন তাঁহার যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। সে অবস্থায় সেই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নোত্তর স্বভাবতঃ হয়। আত্মার যে স্বরূপশক্তি, তাহার বৃত্তিক্রমে তখন তিনি সমস্ত কার্য্য করেন। তিনি সে সময় নিজের প্রশ্নের যে উত্তর আপনাকে দিয়া থাকেন, তাহা উপাধিরহিত বাক্য। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্ব-স্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তর-কেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন। বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মা সেই উত্তর দিবেন; কেন না, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্র গুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবানেক এবাস্তে পরাশক্তিসমন্বিতঃ।
তচ্ছক্তিনিঃসৃতো জীবো ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ জড়াত্মকম্ ॥৩॥

'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ', 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' ইত্যাদি বহুবিধ বেদবাক্যে 'একঃ দেবো ভগবান্ বরেণ্যঃ' এই বাক্য-যোগে ভগবত্তত্ত্বের নিত্যত্ব স্থির হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বচনে "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অপেক্ষা ভগবানের সর্ব্বোচ্চতমত্ব বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা—ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর এবং ভগবান্ তাঁহাদের সর্ব্বেশ্বর এরূপ বুঝিতে হইবে না। জীব—দ্রষ্টা; ভগবান্ যখন দৃষ্টির বিষয় হন, তখন প্রথমে জ্ঞান-চিন্তামার্গে ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হন। অধিকতর আলোচনা করিতে করিতে যোগমার্গ উপস্থিত। সেই মার্গে ভগবান্ পরমাত্মারূপে দৃষ্ট হন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে যখন শুদ্ধ ভক্তিযোগ উদিত হয়, সেই ভক্তিযোগে অবস্থিত জীব ভগবৎস্বরূপ দৃষ্টি করে। দৃষ্টির বিষয় অত্যন্ত মধুর, পরমানন্দময়, সচ্চিদানন্দ, মধ্যমাকার-স্বরূপ একটী কমনীয় পুরুষ। তাহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য সুন্দর-রূপে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মভাব ও পরমাত্মভাব তাঁহাতে ক্রোড়ীকৃত হইয়া লুক্কায়িত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই ভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ইচ্ছাময় ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার নিত্যলীলা ও নৈমিত্তিক লীলা নিত্যসিদ্ধ। স্বতন্ত্র হওয়ায় তিনি সমস্ত বিধির বিধাতা হইয়াও স্বয়ং কোন বিধির বাধ্য নন। সেই ভগবানের দ্বিতীয় নাই, সমান নাই, অধিকও নাই। সেই ভগবানের পরাশক্তি বিবিধ বিক্রমযুক্ত। সম্পূর্ণ চিদ্বিক্রমদ্বারা ভগবানের চিদ্ধাম, চিল্লীলা, চিদুপকরণ—সমস্তই পরাশক্তির পরিণতি। শক্তির পূর্ণতা হইতে চিজ্জগতের পরিণতি। শক্তি বিচিত্রা, অতএব তাঁহার অণুস্বরূপ একপ্রকার পরিণতি দেখা যাইতেছে। চিৎকণ, চিদ্‌গুণকণ, চিৎক্রিয়াকণ লইয়া পরাশক্তির জীবশক্তিরূপ বিক্রম জৈবজগৎ প্রকট করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির ছায়ারূপ আর একটী বিক্রম আছে; তাহাতে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশটী ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ ২৪টী তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। ইহারই নাম জড় ব্রহ্মাণ্ড এবং ছায়াশক্তির নাম মায়া ॥ ৩ ॥

সোঽর্কস্তৎকিরণো জীবো নিত্যানুগতবিগ্রহঃ।
প্রীতিধর্ম্মা চিদাত্মা সঃ পরানন্দেঽপি দায়ভাক্ ॥

ভগবান্—অর্কস্বরূপ। অর্কের কিরণকণ-স্বরূপ—জীব-নিচয়। সেই কিরণকণ জীবের ভগবদানুগত্যই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের উপযোগী জীবের চিৎকণ-বিগ্রহ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবের স্বরূপ—চিৎকণ, অতএব জীব—চিদাত্মা। চিদ্‌গুণের অনুস্বরূপ জীবগুণ। চিদ্বস্তুর ধর্ম্মই প্রীতি। অতএব জীবের প্রীতিকণই ধর্ম্ম। জীবকে 'প্রীতিধর্ম্মা' বলা যায়। চিৎস্বরূপ এবং প্রীতিধর্ম্মা হইলেও জীব স্বয়ং অণুবিগ্রহ বলিয়া তাঁহার স্বরূপ ও ধর্ম্ম অপূর্ণ। জীবের স্বভাবতঃ আনন্দকণ আছে, তাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা যায়। 'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেব চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তি-সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি।' ভক্তির উচ্চদশায় যে পরানন্দ লাভ হয়, তাহাতে জীব স্বভাবতঃ দায়ভাক্ অর্থাৎ অধিকারী। ব্রহ্মানন্দকে ক্ষুদ্র জানিয়া ভগবদানুগত্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে তিনি চিৎ-শক্তিকে জীবের স্বভাবে প্রেরণ করেন। সেই চিৎশক্তির বল লাভ করিয়া জীব পরানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হন ॥৪॥

তচ্ছক্তেশ্ছায়য়া বিশ্বং সর্ব্বমেতদ্বিনির্ম্মিতম্।
যত্র বহির্ম্মুখা জীবাঃ সংসরন্তি নিজেচ্ছয়া ॥৫॥

জীব কৃষ্ণানুগত হইলে পরানন্দে যেরূপ দায়ভাক্ হন, সেইরূপ বহির্ম্মুখ হইলে স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার জন্য সংসারধর্ম্মে পতিত হন। চিচ্ছক্তি যেরূপ জীবের উচ্চগতির সহায়, জড়-প্রসবিত্রী মায়াশক্তি সেইরূপ জীবের সংসারবন্ধনের সহায়। মায়া-শক্তি চিচ্ছক্তির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছায়া। জীবের সংসারোপযোগী এই জড়ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি প্রসব করিয়াছেন। জীবের ভোগায়তনরূপ স্থূল ও লিঙ্গ দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জড়বিশ্বে পতিত হইয়া জীবের কর্ম্মবন্ধনরূপ নিগ্রহ ঘটিয়াছে। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই সংসারের একমাত্র কারণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, জীব জড় জগতে উৎপন্ন হন নাই বা চিজ্জগতে উৎপন্ন হন নাই। দুই জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার উৎপত্তি। স্বতন্ত্র ইচ্ছা চিৎকণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হওয়ায় এবং চিদ্বৃত্তি অপেক্ষা জড়ভোগে অধিক প্রবৃত্তি হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সংসার স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে ভগবানের কোন দোষ নাই। ভগবান্ করুণা প্রকাশ করিয়া জীবের ইচ্ছানুরূপ ভোগলাভের জন্য জড়বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জড়বিশ্বকে এরূপ গঠন করিয়াছেন যে, স্বল্পদিনের ভোগেই জীবের বৈরাগ্যবিবেকোদয় হইবেন। পুনরায় সাধুসঙ্গ-ব্যবস্থাদ্বারা জীবের উদ্ধারের পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

জীবতো জড়তো বাপি ভগবান্ সর্ব্বদা পৃথক্ ।
ন তৌ ভগবতো ভিন্নৌ রহস্যমিদমেব হি ॥৬॥

জীব ও জড়কে ভগবান্ আপনা হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি জীব ও জড়জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়, ইহাই একটি পরম রহস্য। ভগবান্ স্ব-স্বরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীব ও জড়জগৎ হইতে নিত্য পৃথক্। শক্তিস্বরূপে জীব ও জড়জগতে অনুপ্রবিষ্ট। ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র-প্রকটন ও বিচার করিয়া এই রহস্য বুঝিতে না পারায় দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত নারদ আসিয়া যাহা তিনি ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়া-ছিলেন, সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের মর্ম্ম সংক্ষেপতঃ বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদ্রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটী তত্ত্ব জ্ঞাতব্য। 'জ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে যে, আমি এক পরমতত্ত্ব ভগবান্ সর্ব্বাগ্রে ছিলাম। সৎ ও অসৎ এবং তদুভয়ের অতীত যে ব্রহ্ম, তাঁহার তখন প্রকাশ-অবসর ছিল না। যখন সৃষ্টি হইল, তখন আমি শক্তিরূপে পরিণত হইলাম এবং যখন আর কিছু না থাকিবে, তখন পূর্ণৈশ্বর্য্য-ভগবৎস্বরূপ আমিই একমাত্র অবশেষ থাকিব। ইহাই ভগবজ্জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানাদি ইহার পরিকর। 'বিজ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে। আমি পরমার্থ, আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি, আমার স্বরূপে যাহার নিজ প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার শক্তিতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। এখানে 'মায়া' শব্দে পরাশক্তিরূপ যোগমায়াকে বুঝায়। অতএব শক্তি আমা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। অপৃথক্রূপে অপরিচিন্তা, পৃথক্রূপে পরিচিন্তা। পৃথক্রূপে পরিচয়ের দুইটী স্থল অর্থাৎ আভাস ও তমঃ। 'আভাস' অর্থে অণু ও 'তমঃ' অর্থে জড়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অণুস্বরূপে জৈবজগৎ ও জড়স্বরূপে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড আমার পরিচিত শক্তিগত। এই শক্তির সহিত ভগবানকে জানার নাম বিজ্ঞান। রহস্যই তৃতীয় তত্ত্ব। জড়জগতে প্রধান, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি মহাভূতসকল পরিচিত ক্ষিত্যাদি-ভূতে যেরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে পৃথক্ থাকে, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ আমি ভগবান্ জীবচৈতন্যনিচয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও নিত্য পৃথক্ আছি। জীবগণ যখন নত অর্থাৎ আমাতে ভক্তিমান্ হয়, তখন আমি তাহাদের নিত্য সহচর, ইহাই তদ্রহস্য। তদঙ্গ এই যে জীব সংসার-যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া সাধুর পদে আত্মজিজ্ঞাসা করেন এবং গুরুপ্রসাদ লাভ করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচার পূর্ব্বক নিত্য সত্য যে আমি, আমাকে লাভ করেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ॥ ৬ ॥

জড়জালগতা জীবা জড়াসক্তিং বিহায় চ।
স্বকীয় বৃত্তিমালোচ্য শনৈর্লভতে পরম্ ॥৭॥

জীবসকল নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্তরূপে দ্বিবিধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ নিত্য কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যে সকল জীব মায়ার জড়জালে পড়িয়াছেন, তাঁহারা জড় বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় চিদ্বৃত্তি আলোচনা করিতে করিতে পরতত্ত্বকে লাভ করেন। জীবের স্বকীয় বৃত্তি—ভগবদানুগত্য। আনুকূল্যভাবের সহিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিদ্বিষয়ে যত আলোচনা করিবেন, ততই জড়বিষয়ের আসক্তি খর্ব্ব হইবে। চিদনুশীলন পূর্ণ হইলে জড়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হয় এবং জীবতত্ত্বের পরতত্ত্ব যে চিদধীশ ভগবান্, তাঁহার চরণ লাভ করেন। চিদনুশীলন করিতে করিতে চিদাস্বাদন উদিত হয়। যে পর্য্যন্ত জীবের জড়াসক্তি, সে পর্য্যন্ত জীবগণ চিদ্বিষয়ের অনুভব হইতে পরাঙ্মুখ থাকেন ॥ ৭ ॥

চিন্তাতীতমিদং তত্ত্বং দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপকম্।
চৈতন্যচরণাস্বাদাচ্ছুদ্ধজীবে প্রতীয়তে ॥ ৮ ॥

এই দ্বৈতাদ্বৈত-স্বরূপতত্ত্ব মানবচিন্তার অতীত ; কেন না যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থিতি জড়জগতে অপরিলক্ষিত হওয়ায় জড়বদ্ধ জীবের জড়-বিষয়-জ্ঞানে ইহার প্রতীতি হয় না। ভগবত্তত্ত্বে অসংখ্য বিরুদ্ধগুণসকল অবিচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সুন্দররূপে নিয়মিত আছে। নির্ব্বিকার পুরুষ ইচ্ছাময়, মধ্যমাকার-স্বরূপ হইয়াও অণু হইতে অণু ও বৃহৎ হইতে বৃহৎ, নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তবৎসল, নির্ব্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ, ব্রহ্ম হইয়াও গোপসহচর কৃষ্ণ, জ্ঞানপূর্ণ হইয়াও প্রেমময় ইত্যাদি প্রকারে ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। জড় বস্তুতে এরূপ উদাহরণ নাই। জড়বদ্ধ মানবের বুদ্ধি জড়াশ্রিত। জড়ের অতীত বস্তুকে স্পর্শ করিতে অযোগ্য। এই জন্যই অচিন্ত্য বস্তু তাহাতে প্রতীত হয় না। একবিংশতি মানবের বদ্ধাবস্থায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের স্পষ্ট উপলব্ধির অভাব। তবে কি কোন অবস্থায় বদ্ধজীব এই তত্ত্বের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না? উত্তর এই যে, যাঁহারা চৈতন্যচরণাস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিদুপলব্ধি ক্রমেই শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হইতে হইতে যখন তাঁহাদের শুদ্ধ জীবস্বরূপের উদয় হয়, তখনই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের প্রতীতি স্পষ্ট হয়। 'চৈতন্যচরণাস্বাদ' এই শব্দদ্বারা যে দুই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থদ্বয় বস্তুতঃ এক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণসেবা দ্বারা যে সুখাস্বাদন হয়, তাহা একপ্রকার অর্থ। পরম-চৈতন্যতত্ত্বের আনুগত্য—দ্বিতীয়ার্থ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও পরমচৈতন্য যখন পরস্পর অভেদ, তখন দুই অর্থেই এক অর্থ হইল। সদনুশীলন-সময়ে এই গ্রন্থে যত যত আচার্য্যের মত বিচার করা গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই বদ্ধ অণুচৈতন্য। তাঁহাদের মত নিরসন পূর্ব্বক শুদ্ধচৈতন্য-শিক্ষিত পরমতত্ত্ব এই অনুভবে আলোচিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

চিদেব পরমং তত্ত্বং চিদেব পরমেশ্বরঃ।
চিৎকণো জীব এবাসৌ বিশেষশ্চিদ্বিচিত্রতা ॥৯॥

তত্ত্বে জীব, জড় ও চিৎ এই তিন প্রকার হইলেও চিৎই পরমতত্ত্ব। চিৎই—পরমেশ্বর, এই যে জীব, ইনি চিৎকণ। চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতাই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ—ভগবান্। অতএব তিনি চিৎস্বরূপ, তাঁহারই কিরণকণ যখন জীব, তখন চিৎকণ। চিদ্বস্তুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিচিত্রতাই ইহার বিশেষ। অতএব চিদ্বস্তু হইতে উপাদেয় ও উত্তম আর কিছুই নাই। জড়জগতে যে বিচিত্রতা, তাঁহা চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন মাত্র ॥৯॥

আনন্দশ্চিদ্গুণঃ প্রোক্তঃ স বৈ বৃত্তিস্বরূপকঃ।
যদ্যানুশীলনাজ্জীবঃ পরানন্দস্থিতিং লভেৎ ॥১০॥

স্বতন্ত্রেচ্ছা যেরূপ চিদ্বস্তুর স্বরূপ, আনন্দ সেইরূপ চিদ্বস্তুর গুণ। সেই আনন্দ চিদ্বস্তুর বৃত্তিস্বরূপ; যে বৃত্তির অনুশীলন করিতে করিতে জীব পরানন্দস্থিতি লাভ করেন। 'এষ হেবানন্দয়তি' এই বেদবাক্যে আনন্দই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম, তাহা প্রতীত হয়। অগ্নির যেরূপ দাহিকা-বৃত্তি,—জলের যেরূপ তারল্য বৃত্তি, চিদ্বস্তুর সেইরূপ আনন্দবৃত্তি। জড়ে বদ্ধ হইয়াও জীব এক প্রকার বিষয়ানন্দরূপ বৃত্তি প্রকাশ করে। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপ-পরিচয় ও বৃত্তি-পরিচয়। চিদ্বস্তুর সেইরূপ বৃত্তি-পরিচয়—আনন্দ। জড়াতীত আনন্দের অনুশীলন করিতে করিতে জীব সহজে স্বীয় স্বরূপানন্দ লাভ করেন। ক্রমশঃ ভগবানের পরানন্দভোগের অধিকারী হন ॥ ১০ ॥

চিদ্বস্তু জড়তো ভিন্নং স্বতন্ত্রেচ্ছাত্মকং সদা।
প্রবিষ্টমপি মায়ায়াং স্বস্বরূপং ন তত্যজেৎ ॥১১॥

চিদ্বস্তুর স্বরূপ পরিচয় কি? এই প্রশ্নটী অনেকেই করেন। ইহার সম্পূর্ণ উত্তর প্রায়ই হয় না। জীব সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তু বটে, কিন্তু স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় তাহাকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা বদ্ধজীবের পক্ষে কঠিন। পরন্তু চিৎকণ জীবের স্ব-স্বরূপ বিকৃত হইলেও তাহার মূল পরিচয় পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই, জীব জড় হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব, অতএব তাহার স্বরূপ-পরিচয় জড়ের স্বরূপ-পরিচয় হইতে অবশ্য বিলক্ষণ হইবে। সে বিলক্ষণতা কি? তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। যত জড়বস্তু আছে, তাহাতে বহুগুণ দেখা যায় এবং তাহার বহু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ইচ্ছালক্ষণ বস্তু নাই। সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম্মও নাই। জীব যতদূর সঙ্কুচিত হউন না কেন, তাহার এই দুইটী লক্ষণ একেবারে আচ্ছাদিত না থাকিলে অংশতঃ প্রকাশ পায়। জড় বস্তুর মধ্যে তাপ চঞ্চল বস্তু, চঞ্চলতার সহিত কার্য্য করে। চালকতা-ধর্ম্ম তাহার প্রধান পরিচয় হইলেও স্বেচ্ছামতে চালক হইতে পারে না, নিজেও চলিতে পারে না। কতকগুলি জড়গুণের কার্য্য-গতিকে সংঘটন হইলে তেজ-বস্তু অন্যান্য বস্তুকে চালন করে, আপনিও চলে। তেজ-বস্তুতে স্বীয় ইচ্ছার ক্রিয়া দেখা যায় না। চিদ্বস্তু কীট পিপীলিকাদি-অবস্থায় অনেক পরিমাণে জড়কুণ্ঠিত হইয়াও আপন আপন ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ দেখায়। পিপীলিকা চলিতে চলিতে কোন একটী বিচার উপস্থিত হইলে আর একটী পথ অবলম্বন করে। এই বিচার-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বতন্ত্র। ইহা যখন জড়বস্তুতে নাই এবং চিদ্বস্তুতেই কেবল দেখা যায়, তখন স্বতন্ত্রেচ্ছাযুক্ত জ্ঞানই চিৎএর স্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। সিদ্ধান্ত এই যে, চিদ্বস্তু 'অহং' পদবাচ্য, ইচ্ছাযুক্ত জ্ঞান এবং আনন্দই ইহার বৃত্তি। প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়াও সেই স্বরূপ ও বৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করে নাই ॥ ১১ ॥

কস্তং নিরর্থকং বিদ্ধি সর্ব্বং জড়ময়ং জগৎ।
বহির্ম্মুখস্য জীবস্য গৃহমেব পুরাতনম্ ॥ ১২ ॥

এই জড়ময় জগৎ সমস্তই তুচ্ছ ও অসার। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের ইহা পুরাতন কারাগৃহ। শ্রীনারদোপদেশে বেদব্যাস যখন সমাধিতে বসিলেন, তখন ভক্তিপূতহৃদয়ে কি দেখিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করুন। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।" ব্যাসদেবের মন যখন ভক্তিযোগের দ্বারা নির্ম্মল হইল, তখন তিনি তিনটী তত্ত্ব দেখিতে পাইলেন। পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণই প্রথম তত্ত্ব। তাঁহার অপাশ্রয় মায়াই দ্বিতীয় তত্ত্ব। মায়া হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হইয়াও মায়ার দ্বারা সম্মোহিত জীবই তৃতীয় তত্ত্ব। তৃতীয় তত্ত্ব জীব স্বয়ং চিৎকণ হইয়াও আপনার স্বরূপকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

মায়ার ত্রিগুণাত্মক মনে করিয়া গুণকৃত অনর্থ সকলকে স্বকৃত অনর্থ বলিয়া অভিমান করিতেছেন। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগই সেই অনর্থের একমাত্র উপশম, তাহাও দেখিতে পাইলেন। বস্তুতঃ মায়াকৃত এই জড়বিশ্ব চিৎকণ জীবের পক্ষে ফল্গু ও নিরর্থক। এবম্ভূত তুচ্ছ জগতে জীবের অবস্থিতি কেন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, বহির্ম্মুখ জীবের পুরাতন গৃহস্বরূপ এই জড়ময় বিশ্ব কার্য্য করিতেছে। ইহাতেই প্রতীত হইল যে, বহির্ম্মুখ জীবগণই জড়জগতে প্রবিষ্ট। নিত্যমুক্ত জীবসকল কৃষ্ণসাম্মুখ্যবলে প্রপঞ্চে প্রবেশ করেন নাই, চিজ্জগতে অবস্থিত। মায়াশক্তি কৃষ্ণের অপাশ্রয়া শক্তি। যেমন সূর্য্য হইতে অন্ধকার অতিদূরে লুক্কায়িত থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে অতিদূরবর্ত্তিণী মায়া চিন্ময়গুণের বহির্ভাগে অপকৃষ্ট আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সেই মায়িক বিশ্বের জড়বিচিত্রতাগুণে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীব আকৃষ্ট হইয়া মায়া কর্তৃক সম্মোহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ জীব গুণাতীত। মোহিত হইয়া গুণ স্বীকার করত গুণত্রয়ের অনর্থ ভোগাভিমান করিতেছেন। বহির্ম্মুখতা এই যে, চিৎকণস্বরূপ জীব চিন্ময়গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বহির্ম্মুখতা হইত না। চিন্ময়গুণ হইতে দৃষ্টিকে জড়ময়গুণের প্রতি চালিত করায় সুতরাং কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ঘটিয়াছে ॥১২॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেশকালাদিকং সর্ব্বং মায়য়া বিকৃতং সদা।
মায়াতীতস্য বিশ্বস্য সর্ব্বং তচ্চিৎস্বরূপকম্ ॥১৩॥

মায়াতীত চিজ্জগৎ ও মায়াকৃত জড়জগৎ—এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, প্রাপঞ্চিক জগতে যে দেশ কালাদি আছে, তাহা বিকৃত। মায়াতীত চিজ্জগতে যে দেশকালাদি আছে, তাহা চিৎস্বরূপ অতএব শুদ্ধ। বিকৃত দেশে দূরতঃ-সন্নিকর্ষজনিত বহুবিধ সুখপ্রতিবন্ধক হেয়তা দেখা যায়। প্রাপঞ্চিক কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এইরূপ বিভাগের দ্বারা অনেক প্রকার অভাব ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক বিশ্বের দ্রব্যসমূহ তদ্রূপ নানাপ্রকার হেয়তা পরিপূর্ণ। অতএব প্রাপঞ্চিক জগৎ সমস্তই হেয়। চিজ্জগতের দেশ-কাল-দ্রব্য সমস্তই চিন্ময়, সমস্তই উপাদেয়, সমস্তই প্রেমলাভের উপযোগী। তথায় হেয়গন্ধমাত্র নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টমপ্রপাঠক এই কথাটী সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—"হরিঃ ওঁ অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। তঞ্চেদ্ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূয়াৎ। যাবান্ বা অয়ং আকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদ্বান্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি। তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈনজ্জরা-মাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি। তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্য ইহাত্মান-মননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পা-দেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি সখিলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি অন্নপানলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে। ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং, যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে। অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি, তদ্যৎ সত্তদমৃতমথ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদি ভস্মাৰ্ত্যমথ যং ক্ষেনোভে যচ্ছন্তি যদনেনোভে যচ্ছন্তি ইত্যাদ্যমত্ত্বহর্ষা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতেঽসকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।”

চিচ্ছক্তেঃ পরতত্ত্বস্য স্বভাবস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
স্বস্বভাবস্তথা জীবস্বভাবো মায়িকস্তথা ॥ ১৪ ॥

পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানের চিচ্ছক্তির তিনপ্রকার স্বভাব অর্থাৎ স্ব-স্বভাব (চিৎস্বভাব), জীবস্বভাব ও মায়াস্বভাব। চিৎস্বভাবে অনন্ত বিচিত্রতা আছে। মায়াবাদিগণ চিৎস্বভাবের বিচিত্রতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, “বিচিত্রতা—মায়ার স্বভাব। মায়িক স্বভাব ত্যাগ করিয়া চিৎস্বভাব-প্রাপ্তিমাত্রেই বিচিত্রতা দূর হয়। জীব সেই স্বভাবে স্থিত হইলে তাঁহাতে বিচিত্রতার অভাবে তিনি একত্বে লীন হন।” মায়াবাদীর এই যুক্তির ভিত্তিমূল কোথায়? উত্তর—মতবাদে। কোন্ শাস্ত্র বা কোন্ যুক্তি হইতে মায়াবাদী এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্যোপদিষ্ট চিদ্বিচিত্রতা আলোচনা করিলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখা যায়, চিজ্জগতে ভগবৎস্বরূপ, জীবগণের স্বরূপ, স্থান, চন্দ্রসূর্য্যাদি, আলোক, নদ, নদী প্রভৃতি সকলই উপাদেয়রূপে সুন্দর সমাহিত আছে। এই রসবৈচিত্র্যই চিৎস্বভাব। জীবস্বভাব—তটস্থ, মায়া ও চিৎএর মধ্য-বর্ত্তী সন্নিহিত। মায়ার বশযোগ্যতা ও চিচ্ছক্তির বশযোগ্যতা জীবস্বভাবে আছে। মায়িকস্বভাব—চিৎ-স্বভাবের বিকৃতি; তাহা বহির্ম্মুখজীবের স্থূল ও লিঙ্গ শরীর উৎপাদন করে।

তিষ্ঠন্নপি জড়াধারে চিৎস্বভাবপরায়ণঃ।
বর্ত্ততে যো মহাভাগঃ স্বস্বভাবপরো হি সঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ চিদনুশীলনং
নাম দ্বিতীয়োঽনুভবঃ ॥

যে মহাভাগ জীব মায়ার জড়াধারে অবস্থিত হইয়াও চিৎস্বভাবপরায়ণ হন, তিনি স্ব-স্বভাবপরায়ণ। অতএব মায়াত্যাগের অধিকারী।

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি গ্রন্থে চিদনুশীলন
নামক দ্বিতীয় অনুভব।

সমাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi